আল-ফিক্‌হুল মুয়াস্‌সার

প্রয়োজনীয় শব্দার্থসহ মূলানুগ বঙ্গানুবাদ

মূল

হযরত মাওলানা শফীকুর রহমান নদভী (রঃ)

ভাষান্তর

মাওলানা আশরাফ হালিমী

শিক্ষক মাদ্‌রাসাতুল মাদীনা

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

যাঁর জীবন ও যৌবন উলুমে নববীর প্রচার প্রসারে ব্যয় হয়েছে, যাঁর শরীর ও স্বাস্থ্য তালিবুল ইল্‌মদের শিক্ষা-দীক্ষায় ক্ষয় হয়েছে, নিজের সন্তান ও দ্বীনি সন্তান যাঁর চোখে সমান, উভয় সন্তানের মাঝে ব্যবধান করা যাঁর শানে বেমানান, সেই মহৎপ্রাণ, হৃদয়বান ও কোমল স্বভাব মানুষ আমার মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান সাহেবের দোয়ার উদ্দেশ্যে

আপনার গুণমুগ্ধ
আশ্‌রাফ হালিমী

কোরআনের আলো

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون -

অর্থ ঃ তাদের প্রত্যেক দলের থেকে একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন (হুকুম আহকাম) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যেন তারা সতর্ক হয়।

(আল্‌-কোরআন)

অনুবাদকের কথা

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন, "তোমরা প্রত্যেক মানুষকে তার অবস্থানে রাখ" নবীজীর উপরোক্ত সারগর্ভ বাণী থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করা যাবে না, বরং ব্যক্তির অবস্থাভেদে আচরণে অবশ্যই তারতম্য করতে হবে। কারণ সকলের সাথে অভিন্ন আচরণের অর্থহল, স্বর্ণ ও কাঠ একই পাল্লায় পরিমাপ করার চেষ্টা করা। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য বলছি, নিজের বন্ধুর সাথে যে ধরণের আচরণ করা যায়, নিজের পিতার সাথে সে ধরণের আচরণ করা যায় না। কারণ এতে অভদ্রতা প্রকাশ পায়। তদ্রূপ একজন বয়স্ক মানুষের সাথে যে ভাষায় কথা বলা যায় একটি ছোট ছেলের সাথে সে ভাষায় কথা বলা যায় না। কারণ এতে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। এভাবে দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তির স্তর হিসাবে মানুষ তার সাথে আচরণ করে থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু আমাদের অবহেলিত কওমী মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রে। এখানকার পাঠ্যসূচী আদিকাল থেকে অদ্যাবধি অভিন্ন শ্রোতে প্রবাহিত। বিশেষত ঃ ফেকাহ ও আরবী সাহিত্যে এমন কিছু কিতাব পাঠ্যভুক্ত রয়েছে, যা প্রাথমিক ছাত্রদের বয়স ও মেধার সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি তাতে বিদ্যমান বিষয়গুলো এমন নয় যে, তা শৈশবেই না জানলে বিরাট ইল্‌মী ত্রুটি থেকে যাবে এবং পরবর্তীতে আর সেই ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে না। সেই ছাত্র জীবন থেকে নেসাব সংস্কারের উপদেশ বাণী আসাতেজায়ে কেরামের মুখে মুখে শুনে আসছি, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের তালিবুল ইলমদের দুর্ভাগ্য যে, এই মহৎ কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্য তারা তাদের দেশীয় আকাবিরদের কাউকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আজও পর্যন্ত দেখতে পায়নি। ভারতবর্ষের অধিবাসী হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী (রহ) ও তাঁর সুযোগ্য শাগরেদ মাওলানা শফীকুর রাহমান নদ্‌ভী (রহ)-এর কবরকে আল্লাহ তাআলা আলোকীত করুন। তাঁরা উভয়ে উক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সার্থক ভূমিকা পালন করেছেন। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) শিশুদের নির্ভেজাল ও ঝুঁকিমুক্ত আরবী সাহিত্য শেখার জন্যে কাসাসুন নাবিয়্যীন ও আল্ ক্বেরাতুর রাশেদা নামে দু'টি ধারাবাহিক গ্রন্থ ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন। আর তাঁরই অনুকরণে মাওলানা শফীকুর রাহমান নদভী (রহ) শিশুদের ফিক্‌হী মাসআলা শেখার জন্যে আল্ ফিকহুল মুয়াস্‌সার নামে একটি ফেকাহ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, প্রাথমিক ছাত্রদের বয়স ও মেধার

সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এমন যাবতীয় বিষয় এই কিতাবগুলোতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিহার করা হয়েছে। আল্ ফিকহুল মুয়াস্‌সার কিতাবটির মানঅনুমান করার জন্য মূল কিতাবের শুরুতে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর (রহ) এর প্রদত্ত ভূমিকাটিই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। কিতাবটি কওমী মাদ্‌রাসাগুলোর পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমাদের কোমল মতি ছাত্ররা নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হবে বলে আমরা আশাবাদী।

উল্লেখ্য, আলোচ্য কিতাবটিতে তাহারাত, সালাত, সওম, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ছাড়াও বর্তমান যুগের অতিপ্রয়োজনীয় মাসআলা সমূহ যথা– রেলগাড়ি ও উড়োজাহাজে নামায আদায় করা, টেপ রেকর্ড ও রেডিওতে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার বিধান এবং পুরাতন পরিমাপ যথা দেরহাম, দীনার মিসকাল, ও 'সা' ইত্যাদিকে আধুনিক পরিমাপ যথা– কেজি ও পাউন্ড ইত্যাদির সাথে তুলনা করে পেশ করা হয়েছে। এ ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য গ্রন্থ অনুবাদ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূল অর্থ অক্ষুণ্ন রেখে ভাব অনুবাদের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে এবং অনুবাদ যাতে মান সম্মত ও পাঠকদের রুচি সম্মত হয়, সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও লেখায় অনুবাদকের অযোগ্যতার ছাপ থেকে যাবে এটাই স্বাভাবিক। তাই মাওলার দরবারে সকাতর প্রার্থনা, অনুবাদকের অপূর্ণতার দোষ থেকে পাঠকদেরকে যেন সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ রাখেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানা অনুবাদ করে ছাত্র ভাইদের সামনে পেশ করার জন্য বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স এর সত্বাধিকারী ভাই মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন যে মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার প্রাপ্ত বিনিময় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম। অনুবাদের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করতে আমার প্রিয় ছাত্র শরিফুল ইসলাম আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

আল্লাহ পাক তাকে ইল্‌মী ও আমলী তারাক্কী দান করুন এবং তার মাতা-পিতাকে জান্নাতবাসী করুন। পরিশেষে ফরিয়াদ করছি, হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষুদ্র মেহনতটুকু কবুল করে নাও এবং এর বদৌলতে আমাদেরকে পরকালে অফুরন্ত নেয়ামতের ভাগী কর।

বিনীত

মাওলানা আশ্‌রাফ হালিমী
শিক্ষক মাদরাসাতুল মাদীনা
ঢাকা– ১৩১০

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ পবিত্রতা

অধ্যায় ঃ সালাত

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ জানাযা

অধ্যায় ঃ রোযা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ হজ্ব

অধ্যায় ঃ কোরবানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় ঃ পবিত্রতা

শব্দার্থ ঃ طَهَارَةٌ (ك) পবিত্র হওয়া, পরিষ্কার হওয়া। تَطَهُّرًا – পবিত্রতা অর্জন করা, উত্তমরূপে গোসল করা। طَهُوْرٌ – পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা। تَوَّابٌ বব تَوَّابُوْنَ – তওবাকারী, তওবা কবুলকারী। شَطْرٌ বব أَشْطُرٌ/شُطُوْرٌ – অংশ, অর্ধাংশ। أَسَاسٌ বব أُسُسٌ - ভিত্তি, বুনিয়াদ। صِحَّةٌ (ض) শুদ্ধ হওয়া, সঠিক হওয়া। نَظَافَةٌ – পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা। تَعَذُّرًا – দুঃসাধ্য হওয়া, কষ্টকর হওয়া। إِزَالَةٌ – দূর করা, ধ্বংস করা। وَسِيْلَةٌ বব وَسَائِلُ – উপায়, মাধ্যম, অবলম্বন। دَبْغًا (ف) اَلْجِلْدَ – চামড়া পাকা করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ (البقرة ـ ٢٢٢) ـ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلطَّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ ـ (رواه مسلم) ـ اَلطَّهَارَةُ هِيَ أَسَاسُ الْعِبَادَاتِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُوْرُ" (رواه أحمد)

اَلطَّهَارَةُ فِى اللُّغَةِ : اَلنَّظَافَةُ ـ وَالطَّهَارَةُ فِى الشَّرْعِ : تَنْقَسِمُ إِلٰى قِسْمَيْنِ : (١) طَهَارَةٌ مِنَ الْحَدَثِ ، وَتُسَمَّى الطَّهَارَةَ الْحُكْمِيَّةَ ـ (٢) وَطَهَارَةٌ مِنَ النَّجَاسَةِ ، وَتُسَمَّى الطَّهَارَةَ الْحَقِيْقِيَّةَ ـ

أَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ فَتَحْصُلُ بِالْوُضُوْءِ ، أَوْ بِالْغُسْلِ ، أَوْ بِالتَّيَمُّمِ إِذَا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ ـ وَ أَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فَتَحْصُلُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِوَسَائِلِ الطَّهَارَةِ ، مِنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ ، أَوِ التُّرَابِ الطَّاهِرِ ، أَوِ الْحَجَرِ ، أَوِ الدَّبْغِ ـ

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা বাকারা ২২২) (অনুরূপভাবে) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ"। (মুসলিম শরীফ) পবিত্রতা হলো সমস্ত ই'বাদতের ভিত্তিমূল। সুতরাং পবিত্রতা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হবে না। যেমন– রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "নামায হলো বেহেস্তের চাবি, আর পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি", (মুসনাদে আহমাদ) তাহারাত শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, শরীআতে তাহারাত দু' প্রকার (১) হদস থেকে পবিত্রতা অর্জন করা, এটাকে তাহারাতে হুকমিয়া বলা হয়। (২) নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করা, এটাকে তাহারাতে হাকীকিয়া বলা হয়। হদস থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয় উযূ বা গোসল দ্বারা কিংবা পানি ব্যবহারে অপারগ অবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারা। আর নাজাছাত থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয়, পবিত্রতার মাধ্যমসমূহ যথা অবিমিশ্র পানি, পবিত্র মাটি, পাথর, কিংবা পরিশোধনের মাধ্যমে নাপাকি দূর করার দ্বারা।

اَلْمِيَاهُ الَّتِيْ تَحْصُلُ بِهَا الطَّهَارَةُ

শব্দার্থ ঃ حُصُوْلاً (ن) অর্জিত হওয়া, ঘটা, عَلَى الْعِلْمِ –বিদ্যা অর্জন করা। مُطْلَقٌ – সাধারণ, মুক্ত, স্বাধীন। وَصْفٌ বব أَوْصَافٌ – গুণ, বিশেষণ, বৈশিষ্ট্য। خِلْقَةٌ বব خِلَقٌ – স্বভাব, স্বভাব ধর্ম, দৈহিক গঠন। خِلْقَةً – স্বভাবগতভাবে, জন্মগতভাবে। مُخَالَطَةٌ – মিশ্রিত হওয়া, মেশা। غَلَبَةٌ (ض) বিজয়ী হওয়া, প্রবল হওয়া। اِنْدِرَاجًا – অন্তর্ভুক্ত হওয়া। عَيْنٌ বব عُيُوْنٌ – চোখ, ঝরণা। ثَلْجٌ বব ثُلُوْجٌ – বরফ, তুষার। بَرَدٌ – শিলা। نَجَاسَةٌ – নাপাকি, ময়লা।

تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ ـ وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ : هُوَ الْمَاءُ الَّذِيْ بَقِيَ عَلٰى أَوْصَافِ خِلْقَتِهٖ وَلَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ـ وَيَنْدَرِجُ فِى الْمَاءِ الْمُطْلَقِ ـ (١) مَاءُ السَّمَاءِ (٢) مَاءُ النَّهْرِ (٣) مَاءُ الْبِئْرِ ـ (٤) مَاءُ الْعَيْنِ ـ (٥) مَاءُ الْبَحْرِ ـ (٦) مَاءٌ ذَابَ مِنَ الثَّلْجِ ـ (٧) مَاءٌ ذَابَ مِنَ الْبَرَدِ

যে সমস্ত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়

সাধারণ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়। আর সাধারণ পানি হলো, যে পানি তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্টের উপর বিদ্যমান রয়েছে এবং তার সাথে কোন নাপাকি মিশ্রিত হয়নি এবং অন্য কোন কিছু তার মাঝে প্রাধান্য বিস্তার করেনি।

(নিম্নোক্ত) পানিসমূহ সাধারণ পানির অন্তর্ভুক্ত। যথা (১) বৃষ্টির পানি, (২) নদীর পানি, (৩) কূপের পানি, (৪) ঝরনার পানি, (৫) সমুদ্রের পানি, (৬) বরফ বিগলিত পানি, (৭) শিলা বিগলিত পানি।

أَقْسَامُ الْمِيَاهِ وَأَحْكَامُهَا

শব্দার্থ ঃ طَاهِرٌ – পাক, নির্মল। بِاعْتِبَارِ – হিসাবে, অনুসারে। بَغْلٌ বব بِغَالٌ – খচ্চর। تَيَمُّمًا (لِلصَّلَاةِ) – তায়াম্মুম করা। خِيَارٌ – ইচ্ছাধিকার, শশা। اِنْفِصَالاً (عَنْهُ) – পৃথক হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। رُكُوْدًا (ن) (اَلْمَاءُ) – স্রোতহীন হওয়া। تَقْدِيْرًا – নির্ধারণ করা। حِمَارٌ বব حَمِيْرٌ – গাধা। ذِرَاعٌ বব أَذْرُعٌ – বাহু, গজ। عَصْرًا (ض) নিংড়ানো, রস বের করা। طُوْلٌ – দৈর্ঘ্য, ব্যাপ্তি। عَرْضٌ – প্রস্থ, বিস্তৃতি। عُمْقٌ – গভীরতা। مُطَهِّرٌ – পবিত্রকারী। هِرَّةٌ বব هِرَّاتٌ – বিড়ালী। سَبُعٌ বব سِبَاعٌ – হিংস্র জন্তু। اِنْقِسَامًا – বিভক্ত হওয়া। بُرُوْدَةٌ – শীতলতা, ঠাণ্ডা। رَاكِدٌ – স্থির, আবদ্ধ। مُلَاقَاةٌ – সাক্ষাৎ করা। اِنْكِشَافًا – প্রকাশ পাওয়া। طَبْعٌ – স্বভাব, মেজাজ। شَرَابٌ বব أَشْرِبَةٌ – শরবত, পানীয়। مَرَقٌ – ঝোল, শুরুয়া।

تَنْقَسِمُ الْمِيَاهُ بِاعْتِبَارِ الْمِيَاهِ الَّتِى تَحْصُلُ بِهَا الطَّهَارَةُ وَالْمِيَاهُ الَّتِى لَاتَحْصُلُ بِهَا الطَّهَارَةُ إِلٰى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ ـ (١) اَلْقِسْمُ الْأَوَّلُ : طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ ـ (٢) اَلْقِسْمُ الثَّانِى : طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكْرُوْهٌ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِىْ شَرِبَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ أَوِ الدَّجَاجَةُ أَوْ سِبَاعُ الطَّيْرِ أَوِ الْحَيَّةُ ـ يُكْرَهُ الْوُضُوْءُ وَالْاِغْتِسَالُ تَنْزِيْهًا بِذٰلِكَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ مَوْجُوْدًا وَلَا كَرَاهَةَ فِى اسْتِعْمَالِهِ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ غَيْرُهُ ـ (٣) اَلْقِسْمُ الثَّالِثُ : طَاهِرٌ وَلٰكِنْ وَقَعَ الشَّكُّ فِىْ كَوْنِهِ مُطَهِّرًا ـ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِىْ شَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ أَوِ الْبَغْلُ ـ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ بِدُوْنِ شَكٍّ وَلٰكِنْ هَلْ يَصِحُّ بِهِ التَّوَضُّؤُ أَمْ لَايَصِحُّ بِهِ التَّوَضُّؤُ فَقَدْ وَقَعَ الشَّكُّ فِى ذٰلِكَ ـ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَبِهِ وَتَيَمَّمَ ـ وَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ قَدَّمَ الْوُضُوْءَ عَلَى التَّيَمُّمِ ـ وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوُضُوْءِ ـ

(٤) اَلْقِسْمُ الرَّابِعُ : طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ وَلٰكِنَّهُ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لاَ يَصِحُّ بِهِ التَّوَضُّؤُ ـ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ : هُوَ الْمَاءُ الَّذِىْ اسْتُعْمِلَ فِى الْوُضُوْءِ أَوِ الْغُسْلِ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوْءِ عَلَى الْوُضُوْءِ بِنِيَّةِ الثَّوَابِ ـ فَإِنْ تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ مُتَوَضِّئٌ لِتَحْصِيْلِ الْبُرُوْدَةِ أَوْ لِتَعْلِيْمِ الْوُضُوْءِ لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً ـ وَإِنْ تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ مُحْدِثٌ لِتَحْصِيْلِ الْبُرُوْدَةِ أَوْ لِتَعْلِيْمِ الْوُضُوْءِ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً ـ وَيَصِيْرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً إِذَا اسْتُعْمِلَ وَانْفَصَلَ عَنْ جَسَدِ الْمُتَوَضِّئِ أَوِ الْمُغْتَسِلِ ـ

(٥) اَلْقِسْمُ الْخَامِسُ : نَجِسٌ وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيْلُ الرَّاكِدُ الَّذِىْ لاَقَتْهُ النَّجَاسَةُ سَوَاءٌ ظَهَرَ فِى الْمَاءِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ أَمْ لَمْ يَظْهَرْ ـ وَإِذَا ظَهَرَ فِى الْمَاءِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ صَارَ نَجِسًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ قَلِيْلاً أَوْ كَانَ كَثِيْرًا وَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ رَاكِدًا أَوْ جَارِيًا ـ إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِى حَوْضٍ كَبِيْرٍ لاَ يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيْكِ الطَّرَفِ الْآخَرِ فَهُوَ الْمَاءُ الْكَثِيْرُ وَيُقَدَّرُ الْمَاءُ كَثِيْرًا إِذَا كَانَ طُوْلُ الْحَوْضِ عَشَرَ أَذْرُعٍ وَكَانَ عَرْضُهُ عَشَرَ أَذْرُعٍ وَكَانَ عُمُقُهُ بِحَالٍ لاَ تَنْكَشِفُ الْأَرْضُ إِذَا أُخِذَ الْمَاءُ مِنَ الْحَوْضِ بِالْيَدِ ـ وَالْمَاءُ الْقَلِيْلُ هُوَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ ـ حُكْمُ الْمَاءِ النَّجِسِ أَنَّهُ نَجِسٌ لاَ تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ ـ بَلْ إِذَا اخْتَلَطَ بِشَيْءٍ آخَرَ صَارَ ذٰلِكَ الشَّيْءُ أَيْضًا نَجِسًا ـ وَكَذَا لاَ يَصِحُّ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ ـ سَوَاءٌ خَرَجَ ذٰلِكَ الْمَاءُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ أَوْ خَرَجَ بِعَصْرِ الشَّجَرِ أَوِ الثَّمَرِ ـ وَكَذَا لاَ تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الَّذِىْ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ كَالْمَرَقِ وَالْأَشْرِبَةِ ـ

পানির প্রকার ও বিধান

পবিত্রতা অর্জিত হওয়া না হওয়ার দিক বিবেচনায় পানি পাঁচ প্রকার।

প্রথম প্রকার ঃ এমন পানি যা নিজে পাক এবং অন্যকে পাক করে এবং মাকরূহও নয়। সাধারণ পানি পাক এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ এমন পানি যা নিজে পাক এবং অন্যকেও পাক করে, কিন্তু তা মাকরূহ। আর তাহলো, বিড়াল, মুরগী, শিকারী পাখি কিংবা সাপের মুখ দেওয়া পানি। সাধারণ পানি থাকা অবস্থায় উক্ত পানি দ্বারা উযূ-গোসল করা মাকরূহে তানযীহী। কিন্তু এছাড়া অন্য কোন পানি না থাকলে তা ব্যবহার করা মাকরূহ হবে না।

তৃতীয় প্রকার ঃ পাক পানি, কিন্তু তা অন্যকে পাক করার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আর তো হলো, গাধা বা খচ্চরের মুখ দেওয়া পানি। এই প্রকার পানি নিঃসন্দেহে পাক। কিন্তু তা দ্বারা উযূ করা শুদ্ধ হবে কিনা এ ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন পানি না পাওয়া গেলে এটা দ্বারাই উযূ করবে, তারপর তায়াম্মুম করবে। আর উযূ ও তায়াম্মুমের মধ্য থেকে যে কোন একটিকে অগ্রবর্তী করার তার অধিকার রয়েছে।

চতুর্থ প্রকার ঃ এমন পানি যা নিজে পাক, কিন্তু অন্যকে পাক করে না, তা হলো ব্যবহৃত পানি। তা দ্বারা উযূ শুদ্ধ হয়না। আর 'ব্যবহৃত পানি' বলা হয় যা হদস দূর করার জন্য উযূ অথবা গোসলে ব্যবহার করা হয়েছে। কিংবা যে পানি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, উযূ থাকা অবস্থায় সওয়াবের নিয়তে পুনরায় উযূ করা। অতএব কোন উযূকারী যদি শীতলতা লাভের কিংবা উযূ শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে পানি দ্বারা উযূ করে তাহলে সেটা ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবেনা। পক্ষান্তরে কোন হদসগ্রস্ত ব্যক্তি যদি শীতলতা লাভের কিংবা কাউকে উযূ শিক্ষা দানের নিয়তে পানি দ্বারা উযূ করে তাহলে সেটা ব্যবহৃত পানি রূপে বিবেচিত হবে।

উযূকারী কিংবা গোসলকারীর শরীর থেকে পানি পৃথক হওয়ার সাথে সাথে তা ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হবে।

পঞ্চম প্রকার ঃ নাপাক পানি, আর তা হলো, অল্প ও নিশ্চল পানি যাতে নাজাসাত (ময়লা-আবর্জনা) মিশ্রিত হয়েছে। পানিতে নাজাসাতের চিহ্ন বা প্রভাব প্রকাশ হোক কিংবা না হোক (বিধান অভিন্ন হবে)। আর যদি পানিতে নাপাকির চিহ্ন প্রকাশ পায় তাহলে পানি অল্প হউক কিংবা বেশী, নিশ্চল হউক কিংবা প্রবাহমান (সর্বাবস্থায়) পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদি এত বড় হাউজে পানি থাকে, যার এক প্রান্তের পানি নাড়া দিলে অপর প্রান্তের পানি নড়ে না, তাহলে সেটাই হলো বেশী পানি। যদি কোন হাউজের দৈর্ঘ্য দশ হাত, প্রস্থ দশ হাত ও গভীরতা এতটুকু পরিমাণ হয় যে হাউজ থেকে আজ্‌লা ভরে পানি উঠালে মাটি প্রকাশ পায় না, (পানি শূন্য হয় না) তাহলে সেটাকে বেশী পানিরূপে গণ্য করা হবে। আর অল্প পানি হলো, যা উপরোক্ত পরিমাণের চেয়ে কম। নাপাক পানির হুকুম হলো, তা অপবিত্র, তা দ্বারা পবিত্রতা হাসিল হবে না। এমনকি তা কোন জিনিসের সাথে লাগলে সেটাও নাপাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে বৃক্ষ অথবা ফল

নিঃসৃত পানি দ্বারা উযূ করা শুদ্ধ হবে না। চাই তা নিংড়ানো ছাড়াই নিজ থেকে নিঃসৃত হউক কিংবা বৃক্ষ অথবা ফল নিংড়ানোর ফলে বের হউক। তদ্রূপ, জ্বাল দেওয়ার দরুন যে পানির স্বভাব গুণ দূর হয়ে গেছে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। যেমন, শুরুয়া ও শরবত।

حُكْمُ الْمَاءِ الَّذِىْ اخْتَلَطَ بِهٖ شَىْءٌ طَاهِرٌ

শব্দার্থ : حُكْمٌ বব أَحْكَامٌ – আদেশ, বিধান। اِخْتِلَاطًا - (بِالشَّىْءِ) – মিশ্রিত হওয়া। دَقِيْقٌ বব أَدِقَّةٌ – সূক্ষ্ম, আটা, ময়দা। تَغَيُّرًا – পরিবর্তিত হওয়া। زَعْفَرَانٌ বব زَعَافِرُ – জাফরান। طَعْمٌ বব طُعُوْمٌ – স্বাদ। اِنْفِكَاكًا (عَنْهُ) – বিচ্ছিন্ন হওয়া। اِعْتِبَارًا - (بِشَىْءٍ) – উপদেশ গ্রহণ করা ؛ – গণ্য করা। رِطْلٌ বব أَرْطَالٌ – ৪০ তোলা সম পরিমাণ, পাউণ্ড। مَغْلُوْبٌ – পরাজিত, পরাস্ত, প্রবলিত। مُسْتَعْمَلٌ – ব্যবহৃত, পুরান। رِقَّةٌ – তরলতা, কোমলতা। سَيَلَانٌ – প্রবাহ, নিঃসরণ। مَائِعٌ – তরল, জলীয়। طُحْلُبٌ বব طَحَالِبُ – শেওলা।

إِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَىْءٌ طَاهِرٌ كَالصَّابُوْنِ وَالدَّقِيْقِ وَالزَّعْفَرَانِ وَلَمْ يَكُنْ هٰذَا الَّذِى اخْتَلَطَ بِهٖ غَالِبًا فَذٰلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ ـ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ بِأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ رِقَّتِهٖ وَسَيَلَانِهٖ فَهُوَ طَاهِرٌ وَلٰكِنْ لَا يَصِحُّ الْوُضُوْءُ بِهٖ ـ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُ الْمَاءِ وَطَعْمُهُ وَ رَائِحَتُهُ لِطُوْلِ الْمَكْثِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ ـ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَىْءٌ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ فِىْ غَالِبِ الْأَحْيَانِ كَالطُّحْلُبِ وَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَ الْفَاكِهَةِ فَذٰلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ ـ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَىْءٌ مَائِعٌ لَهُ وَصْفَانِ كَاللَّبَنِ فَإِنَّ فِى اللَّبَنِ لَوْنًا وَطَعْمًا وَلَا رَائِحَةَ فِيْهِ ـ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفٌ وَاحِدٌ حُكِمَ بِأَنَّ الْمَاءَ مَغْلُوْبٌ وَلَا يَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِهٖ ـ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَىْءٌ مَائِعٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ كَالْخَلِّ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفَانِ مِنْ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ صَارَ الْمَاءُ مَغْلُوْبًا وَلَا يَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِهٖ ـ وَلَوِ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ

شَيْءٌ مَائِعٌ لاَ وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَمَاءِ الْوَرْدِ الَّذِى انْقَطَعَتْ رَائِحَتُهُ تُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِيْهِ بِالْوَزْنِ فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلاَنِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ لاَيَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِهِ ـ وَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلٌ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلَيْنِ مِنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ جَازَ الْوُضُوْءُ بِهِ ـ

পবিত্র জিনিস মিশ্রিত পানির হুকুম

যদি পানির সাথে সাবান, আটা ও জাফরান ইত্যাদি কোন পবিত্র জিনিস মিশ্রিত হয় এবং তা পানির উপর প্রবল না হয় তাহলে পানি পাক থাকবে এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে।

আর যদি মিশ্রিত জিনিস পানির উপর প্রবল হয় অর্থাৎ, পানির তরলতা ও প্রবাহ-গুণ দূর করে দেয় তাহলে পানি পাক থাকবে বটে, কিন্তু তা দ্বারা উযূ করা সহী হবে না।

যদি দীর্ঘ দিন অবস্থানের কারণে পানির রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে পানি পাক থাকবে এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে।

যদি পানির সাথে এমন জিনিস মিশ্রিত হয়, যা সাধারণতঃ পানি থেকে পৃথক হয় না। যেমন, শেওলা, বৃক্ষের পাতা ও ফল, তাহলে সেই পানি পাক থাকবে এবং তা দ্বারা তাহারাত হাসিল হবে।

যদি পানির সঙ্গে দু'গুণ বিশিষ্ট কোন তরল পদার্থ মিশ্রিত হয়। যথা, দুধ, (দুধের রং ও স্বাদ আছে, কিন্তু গন্ধ নেই) তাহলে (দেখতে হবে) যদি পানিতে তার একটি গুণ প্রকাশ পায় তাহলে পানি প্রবলিত ধরা হবে। সুতরাং সেই পানি দ্বারা উযূ করা জায়েয হবে না। আর যদি পানিতে তিনটি গুণ বিশিষ্ট কোন তরল পদার্থ মিশ্রিত হয় যেমন, সিরকা, তাহলে (দেখতে হবে) যদি পানিতে দু'টিগুণ প্রকাশ পায় তাহলে পানি প্রবলিত বলে গণ্য হবে এবং তা দ্বারা উযূ করা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি পানির সাথে গুণবিহীন তরল পদার্থ মিশ্রিত হয়, যেমন ব্যবহৃত পানি ও গন্ধ বিহীন গোলাবজল তাহলে ওজন দ্বারা প্রবলতা নির্ধারণ করতে হবে। সুতরাং এক রিত্‌ল অবিমিশ্র পানির সাথে যদি দুই রিত্‌ল ব্যবহৃত পানি মিলিত হয় তাহলে সে পানি দ্বারা উযূ করা জায়েয হবে না। আর যদি দুই রিত্‌ল অবিমিশ্র পানির সাথে এক রিত্‌ল ব্যবহৃত পানি মিশে যায় তাহলে সে পানি দ্বারা উযূ করা জায়েয হবে।

أَحْكَامُ السُّؤْرِ

শব্দার্থ ঃ سُؤْرٌ বব أَسَارٌ – ঝুটা, উচ্ছিষ্ট। খাদ্য বা পানীয়ের অবশিষ্টাংশ। যেমন– سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ – মুমিনের ঝুটায় রোগ মুক্তি। اِخْتِلاَفًا – বিভিন্ন রকম হওয়া। إِنَاءٌ বব اٰنِيَةٌ / أَوَانٍ – পাত্র, বাসন। اٰدَمِيٌّ – মানুষ, মানব। اٰدَمِيَّةٌ – মনুষ্যত্ব, মানবিকতা। جُنُبِيٌّ/جُنُبٌ – যার উপর গোছল ফরজ। فَرَسٌ বব أَفْرَاسٌ – ঘোড়া, অশ্ব। صَقْرٌ বব صُقُوْرٌ – শ্যেন, বাজ পাখি। حِدَأَةٌ বব حِدَاءٌ – চিল। فَهْدٌ বব فُهُوْدٌ – চিতা, চিতা বাঘ। ذِئْبٌ বব ذِئَابٌ – নেকড়ে (বাঘ)। عِرْقٌ – ঘাম, ঘর্ম। نَجِسٌ বব أَنْجَاسٌ – অপবিত্র, ময়লা। أَثَرٌ বব اٰثَارٌ – চিহ্ন, প্রভাব। إِبِلٌ বব اٰبَالٌ – উট। كَرَاهَةٌ (س) – অপছন্দ করা। بَهِيْمَةٌ বব بَهَائِمُ – চতুষ্পদ প্রাণী।

اَلسُّؤْرُ : هُوَ الْمَاءُ الَّذِيْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ مَا شَرِبَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ حَيَوَانٌ ـ وَلِلسُّؤْرِ أَحْكَامٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْحَيَوَانِ الَّذِيْ شَرِبَ مِنْهُ.

١ـ فَسُؤْرُ الْاٰدَمِيِّ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ فَمِهِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَسَوَاءٌ كَانَ طَاهِرًا أَوْ كَانَ جُنُبًا ـ وَكَذَا سُؤْرُ الْفَرَسِ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ بِدُوْنِ كَرَاهَةٍ ـ وَكَذَا سُؤْرُ الْحَيَوَانِ الَّذِيْ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ بِدُوْنِ كَرَاهَةٍ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ـ

٢ـ سُؤْرُ الْهِرَّةِ طَاهِرٌ وَلٰكِنْ يُكْرَهُ الْوُضُوْءُ بِهِ تَنْزِيْهًا إِذَا وُجِدَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ فَمِهِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ ـ وَكَذَا سُؤْرُ سِبَاعِ الطَّيْرِ كَالصَّقْرِ وَالْحِدَأَةِ طَاهِرٌ وَلٰكِنْ يُكْرَهُ الْوُضُوْءُ بِهِ ـ وَكَذَا سُؤْرُ الْحَيَوَانِ الَّذِيْ يَسْكُنُ فِي الْبُيُوْتِ كَالْفَأْرَةِ طَاهِرٌ وَلٰكِنْ يُكْرَهُ الْوُضُوْءُ بِهِ ـ

٣ـ سُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ طَاهِرٌ بِدُوْنِ شَكٍّ وَلٰكِنْ هَلْ يَصِحُّ بِهِ التَّوَضُّؤُ أَمْ لاَ يَصِحُّ بِهِ التَّوَضُّؤُ فَقَدْ وَقَعَ الشَّكُّ فِيْ ذٰلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلّٰى ـ

٤ ـ سُؤْرُ الْخِنْزِيْرِ نَجِسٌ لَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ ـ كَذَا سُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ لَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ ـ وَكَذَا سُؤْرُ سَبُعٍ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ نَجِسٌ لَاتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ ـ اَلْحَيَوَانُ الَّذِىْ سُؤْرُهُ طَاهِرٌ عِرْقُهُ طَاهِرٌ ـ وَالْحَيَوَانُ الَّذِىْ سُؤْرُهُ نَجِسٌ عِرْقُهُ نَجِسٌ ـ

উচ্ছিষ্টের বিধান

উচ্ছিষ্ট হলো ঐ পানি, যা মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী পান করার পর পাত্রে অবশিষ্ট থাকে। পানকারী প্রাণীর বিভিন্নতার কারণে উচ্ছিষ্টের বিধান বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

(১) মানুষের উচ্ছিষ্ট পাক এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে। যদি তার মুখে নাপাকির চিহ্ন না থাকে। সে মুসলিম হউক কিংবা অমুসলিম, এবং পবিত্র হউক কিংবা অপবিত্র। অনুরূপভাবে ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট পাক এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে, মাকরূহ হবে না। তদ্রূপ হালাল প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পানি পাক এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে, মাকরূহ হবে না। যেমন, উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল প্রভৃতি।

(২) বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক, যদি তার মুখে নাপাকির চিহ্ন না থাকে। তবে সাধারণ পানি থাকা অবস্থায় সেই পানি দ্বারা উযূ করা মাকরূহে তান্‌যীহী। অনুরূপভাবে শিকারী পাখি যেমন বাজ ও চিল প্রভৃতির ঝুটা পানি পাক, কিন্তু তা দ্বারা উযূ করা মাকরূহ।

তদ্রূপ গৃহে বসবাসকারী প্রাণী। যথা ইঁদুর, (সাপ) প্রভৃতির ঝুটা পানি পাক, কিন্তু তা দ্বারা উযূ করা মাকরূহ।

(৩) খচ্চর ও গাধার ঝুটা সন্দেহাতীত ভাবে পাক। কিন্তু তাদের ঝুটা পানি দ্বারা উযূ করা সহীহ হবে কিনা এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। অন্য কোন পানি না পেলে তা দ্বারাই উযূ করবে এবং তায়াম্মুমও করবে, অতঃপর নামায পড়বে।

(৪) শুকরের ঝুটা পানি নাপাক, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে না। তদ্রূপ কুকুরের ঝুটা নাপাক, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে না। অনুরূপভাবে সিংহ, চিতা ও নেকড়ে প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর ঝুটা পানি নাপাক, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে না। (উল্লেখ্য) যে প্রাণীর ঝুটা পাক তার ঘাম (ও) পাক। আর যে প্রাণীর ঝুটা নাপাক তার ঘাম (ও) নাপাক।

أَحْكَامُ مِيَاهِ الْآبَارِ

শব্দার্থ ঃ وُجُوْبًا (عَلَيْهِ) (ض) – অপরিহার্য হওয়া, ওয়াজিব হওয়া। لُعَابٌ – (মুখের) লালা। زَنَابِيْرُ বব زُنْبُوْرٌ – ভীমরুল, বোলতা। قَطْرَةٌ বব قَطَرَاتٌ – ফোঁটা, বিন্দু। سَرَطَانَاتٌ বব سَرَطَانٌ – কাঁকড়া, ক্যান্সার। نَجَاسَةٌ (س) – নাপাক হওয়া। أَذِبَّةٌ বব ذُبَابٌ – মাছি। فَوْرًا – তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে। فَوْرٌ – তাৎক্ষণিকতা, দ্রুততা। كِفَايَةٌ (ض) – যথেষ্ট হওয়া। وَسَطٌ বব أَوْسَاطٌ – মধ্যম। رَوْثٌ – ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণীর গোবর। دِرَايَةٌ (ض) – জানা। خُرْءٌ বব أَخْثَاءٌ – গরু বা হাতির লেদা। عَقَارِبُ বব عَقْرَبٌ – বিচ্ছু। خَثْيٌ বব خُرُوْءٌ – মল, পায়খানা। بَقٌّ – ছারপোকা। سَائِلٌ – প্রবাহমান। اِنْتِفَاخًا – ফুলে ওঠা। دَلْوٌ বব أَدْلاَءٌ وَ دِلاَءٌ – বালতি। رِشَاءٌ – রশি। أَبْعَارٌ বব بَعْرٌ – বিষ্ঠা। بَعْرَةٌ – বিষ্ঠা খণ্ড।

إِذَا وَقَعَتْ فِى الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ وَلَوْ كَانَتْ قَلِيْلَةً كَقَطْرَةِ دَمٍ أَوْ قَطْرَةِ خَمْرٍ وَجَبَ إِخْرَاجُ مَا فِى الْبِئْرِ مِنَ الْمَاءِ ـ إِذَا وَقَعَ فِى الْبِئْرِ حَيَوَانٌ نَجِسُ الْعَيْنِ كَالْخِنْزِيْرِ وَجَبَ إِخْرَاجُ مَا فِى الْبِئْرِ مِنَ الْمَاءِ سَوَاءٌ مَاتَ الْخِنْزِيْرُ فِى الْبِئْرِ أَوْ خَرَجَ حَيًّا وَسَوَاءٌ وَصَلَ فَمُهُ إِلَى الْمَاءِ أَمْ لَمْ يَصِلْ ـ إِذَا وَقَعَ فِى الْبِئْرِ حَيَوَانٌ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ وَلٰكِنْ سُؤْرُهُ نَجِسٌ وَجَبَ إِخْرَاجُ مَا فِى الْبِئْرِ مِنَ الْمَاءِ ـ إِذَا وَقَعَ فِى الْبِئْرِ إِنْسَانٌ وَخَرَجَ مِنَ الْبِئْرِ حَيًّا وَلَمْ تَكُنْ عَلٰى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لاَ يَكُوْنُ الْمَاءُ نَجِسًا ـ كَذَا إِذَا وَقَعَ فِى الْبِئْرِ بَغْلٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ حِدَأَةٌ وَخَرَجَ حَيًّا وَلَمْ تَكُنْ عَلٰى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لاَ يَكُوْنُ الْمَاءُ نَجِسًا إِذَا لَمْ يَصِلْ فَمُهُ إِلَى الْمَاءِ ـ وَإِذَا وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ فِى الْمَاءِ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ سُؤْرِهِ ـ إِذَا مَاتَ فِى الْبِئْرِ حَيَوَانٌ لَيْسَ فِيْهِ دَمٌ سَائِلٌ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزُّنْبُوْرِ وَالْعَقْرَبِ لاَ يَكُوْنُ الْمَاءُ نَجِسًا ـ وَكَذَا إِذَا مَاتَ فِى الْبِئْرِ حَيَوَانٌ يُوْلَدُ وَيَعِيْشُ فِى الْمَاءِ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ لاَ يَنْجَسُ الْمَاءُ ـ إِنْ مَاتَ فِى الْبِئْرِ حَيَوَانٌ كَبِيْرٌ مِثْلَ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ

مَاتَ فِيْهَا إِنْسَانٌ وَأُخْرِجَ فَوْرًا قَبْلَ الْإِنْتِفَاخِ صَارَ الْمَاءُ نَجِسًا وَ وَجَبَ إِخْرَاجُ مَا فِى الْبِئْرِ مِنَ الْمَاءِ ـ يَكْفِىْ إِخْرَاجُ مِائَتَىْ دَلْوٍ وَسَطٍ فِىْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِىْ يَجِبُ فِيْهَا إِخْرَاجُ جَمِيْعِ مَا فِى الْبِئْرِ مِنَ الْمَاءِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُ جَمِيْعِ الْمَاءِ ـ يَكْفِىْ إِخْرَاجُ أَرْبَعِيْنَ دَلْوًا إِذَا مَاتَ فِى الْبِئْرِ حَيَوَانٌ مِثْلَ هِرَّةٍ أَوْ دَجَاجَةٍ ـ يَكْفِىْ إِخْرَاجُ عِشْرِيْنَ دَلْوًا إِذَا مَاتَ فِى الْبِئْرِ حَيَوَانٌ مِثْلَ عُصْفُوْرٍ أَوْ فَأْرَةٍ ـ إِذَا أُخْرِجَ الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ مِنَ الْمَاءِ صَارَتِ الْبِئْرُ طَاهِرَةً ـ كَذَا طَهُرَ الرِّشَاءُ وَالدَّلْوُ وَيَدُ الشَّخْصِ الَّذِىْ قَامَ بِإِخْرَاجِ الْمَاءِ ـ لَا تَكُوْنُ الْبِئْرُ نَجِسَةً إِذَا وَقَعَتْ فِيْهَا الرَّوْثُ وَالْبَعْرُ وَالْخَثْى إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ كَثِيْرَةً بِحَيْثُ لَاتَخْلُوْ دَلْوٌ عَنْ بَعْرَةٍ فَتَصِيْرُ الْبِئْرُ نَجِسَةً ـ

كَذَا لَا يَكُوْنُ مَاءُ الْبِئْرِ نَجِسًا إِذَا وَقَعَ فِيْهَا خُرْءُ حَمَامٍ أَوْ خُرْءُ عُصْفُوْرٍ ـ إِذَا مَاتَ فِى الْبِئْرِ حَيَوَانٌ وَانْتَفَخَ فِيْهَا وَلَا يُدْرٰى مَتٰى وَقَعَ الْحَيَوَانُ فِيْهَا حُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا فَتُقْضٰى صَلَوَاتُ هٰذِهِ الْأَيَّامِ إِنْ تُوُضِّئَ بِمَائِهَا ـ وَيُغْسَلُ الْبَدَنُ وَالثِّيَابُ إِنِ اسْتُعْمِلَ مَاءُهَا فِىْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ فِى الْإِغْتِسَالِ أَوْ فِى غَسْلِ الثِّيَابِ ـ إِذَا وُجِدَ فِى الْبِئْرِ حَيَوَانٌ مَيِّتٌ قَبْلَ انْتِفَاخِهِ وَلَا يُدْرٰى مَتٰى وَقَعَ فِيْهَا حُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ ، فَتُقْضٰى صَلَوَاتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ـ

কূপের পানির হুকুম

যদি কূপে সামান্য নাপাকিও পড়ে, যেমন এক ফোঁটা রক্ত বা এক ফোঁটা মদ তাহলে (কূপের পানি নাপাক হবে) এবং কূপের সব পানি বের করা আবশ্যক হবে।

যদি কূপে এমন কোন প্রাণী পড়ে যা সত্তাগতভাবে নাপাক, (যেমন শূকর) তাহলে কূপের সমস্ত পানি বের করা আবশ্যক হবে। শুকর কূপে মারা যাক কিংবা সেখান থেকে জীবিত বের হয়ে আসুক, তদ্রূপ তার মুখ পানি স্পর্শ করুক কিংবা না করুক।

যদি কূপে এমন কোন প্রাণী পড়ে যা সত্তাগতভাবে নাপাক নয়, কিন্তু তার ঝুটা নাপাক, তাহলে কূপের সমস্ত পানি বের করা অপরিহার্য হবে।

যদি কূপে কোন মানুষ পড়ে জীবন্ত বের হয়ে আসে এবং তার শরীরে কোন নাপাকি না থাকে তাহলে কূপের পানি নাপাক হবে না।

তদ্রূপ যদি কূপে খচ্চর, গাধা, বাজ বা চিল প্রভৃতি প্রাণী পড়ে জীবন্ত বের হয়ে আসে এবং তাদের শরীরে কোন নাপাকি না থাকে তাহলে (কূপের পানি) নাপাক হবে না, যদি প্রাণীর মুখ পানিতে না পৌছে।

যদি কূপে পতিত প্রাণীর লালা পানিতে মিশ্রিত হয় তাহলে সেটা (পতিত প্রাণীর) ঝুটার হুকুম ভুক্ত হবে। মশা, মাছি, বোলতা ও বিচ্ছু প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর মাঝে প্রবাহমান রক্ত নেই তা কূপে মারা গেলে কূপের পানি নাপাক হবে না। অনুরূপভাবে মাছ, ব্যাঙ ও কাঁকড়া প্রভৃতি যাদের জন্ম ও বাস পানিতে তারা কূপে মরার কারণে কূপের পানি নাপাক হবে না।

যদি কূপের মধ্যে কুকুর বা ছাগলের আকারের কোন বড় প্রাণী কিংবা কোন মানুষ মারা যায় আর মৃতদেহ ফুলে যাওয়ার আগেই তৎক্ষণাৎ বের করে ফেলা হয় তাহলে (ও) পানি নাপাক হয়ে যাবে এবং কূপের সমস্ত পানি বের করা আবশ্যক হবে। 'উল্লেখ্য, উপরে যে সকল ক্ষেত্রে' কুয়ার সমস্ত পানি তুলে ফেলা আবশ্যক বলা হয়েছে, সেখানে সমস্ত পানি বের করা সম্ভব না হলে মাঝারি আকারের দুই শত বালতি বের করলেই যথেষ্ট হবে।

যদি বিড়াল বা মুরগীর আকৃতির কোন প্রাণী কূপে মারা যায় তাহলে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলাই যথেষ্ট হবে। যদি আবশ্যকীয় পরিমাণ পানি বের করা হয় তাহলে কূপ পাক হয়ে যাবে। সেই সাথে পানি উঠানোর দড়ি, বালতি ও পানি উত্তোলন কারীর হাতও পাক হয়ে যাবে।

ঘোড়া, উট ও গরু সদৃশ প্রাণীর মল কূপে পড়লে কূপ নাপাক হবে না, তবে মল যদি এত অধিক পরিমাণ হয় যে, প্রতি বালতিতেই দু'একটি লেদা উঠে আসে তাহলে কূপ নাপাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কূপের মধ্যে কবুতর বা চড়ুই এর বিষ্ঠা পড়ে তাহলে কূপের পানি নাপাক হবে না।

যদি কূপে কোন প্রাণী মারা গিয়ে ফুলে যায় এবং তা কখন (কূপে) পড়েছে তা জানা না যায় তাহলে (বিগত) তিন দিন তিন রাত (পূর্ব) থেকে কূপ নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। সুতরাং যদি ঐ কূপের পানি দ্বারা উযূ করে থাকে তাহলে উক্ত দিনগুলোর নামাযের কাযা পড়তে হবে। আর যদি উক্ত সময়ের মধ্যে সেই কূপের পানি গোসল অথবা কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহার করে থাকে তাহলে শরীর ও কাপড় (পুনরায়) ধৌত করতে হবে।

যদি কূপে মৃত জন্তু পাওয়া যায় এবং তা ফুলে না যায়, আর পতিত হওয়ার সময়ও জানা না যায় তাহলে শুধু বিগত একদিন এক রাত থেকে কূপ নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। সুতরাং বিগত একদিন এক রাতের নামাযের কাযা পড়তে হবে।

آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

শব্দার্থ ঃ أَدَبٌ বব آدَابٌ – সাহিত্য, শিষ্টাচার। اِسْتِقْبَالًا – (الْقِبْلَةَ) – কেবলা-মুখী হওয়া। اِسْتِطَابَةٌ – পরিষ্কার করা। مُوَاظَبَةٌ (عَلٰى) – নিয়মিত করা। تَبَاعُدًا – (عَنْ) – দূরে চলে যাওয়া। اِنْخِفَاضًا – নীচু হওয়া। رَشَاشٌ – তরল পদার্থের ছিটা। تَعَوُّذًا – আউজু বিল্লাহ পড়া। تَغْطِيَةٌ – ঢেকে রাখা। مُغْتَسَلَاتٌ বব مُغْتَسَلٌ – গোসলখানা। إِيْذَاءٌ – কষ্ট দেওয়া। تَغَوُّطًا – মল ত্যাগ করা। اِسْتِدْبَارًا – পিছনে করা। إِذْهَابًا – দূর করা। غَائِطٌ – পায়খানা, টয়লেট। رِمَمٌ বব رِمَّةٌ – জীর্ণ অস্থি। اِنْبِغَاءٌ (لَهٗ) – আবশ্যক হওয়া। رَشَّاشَاتٌ বব رَشَّاشٌ – মেশিনগান। تَطَايُرًا – ছিটিয়ে পড়া। شَمًّا (ن) – ঘ্রাণ লওয়া। حَشَرَاتٌ বব حَشَرَةٌ – কীট-পতঙ্গ। تَشْمِيْرًا – (কাপড়) গুটানো। حُفَرٌ বব حُفْرَةٌ – গর্ত। مُثْمِرَةٌ – ফলদার। بَيْتُ الْخَلَاءِ – পায়খানা। أَعْوَنُ – অধিক সহায়ক। رَاكِدٌ – নিশ্চল। مُعَافَاةٌ – আরোগ্য দান করা।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَإِذَا أَتٰى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهٖ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ (رواه أبو داؤد عن أبى هريرة) اَلَّذِىْ يُرِيْدُ قَضَاءَ حَاجَةٍ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ يَنْبَغِىْ لَهٗ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى الْآدَابِ الْآتِيَةِ ـ

١ـ أَنْ يَتَبَاعَدَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ حَتّٰى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ وَلَا يُسْمَعَ صَوْتُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَا تُشَمُّ رَائِحَتُهٗ ـ (٢) أَنْ يَخْتَارَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ مَكَانًا لَيِّنًا مُنْخَفِضًا لِئَلَّا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ رَشَاشُ الْبَوْلِ ـ (٣) أَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ دُخُوْلِهٖ فِىْ بَيْتِ الْخَلَاءِ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

وَالَّذِىْ يُرِيْدُ قَضَاءَ حَاجَتِهٖ فِى الصَّحْرَاءِ فَإِنَّهٗ يَأْتِىْ بِالتَّعَوُّذِ عِنْدَمَا يُشَمِّرُ ثِيَابَهٗ قَبْلَ كَشْفِ عَوْرَتِهٖ ـ (٤) أَنْ يَدْخُلَ فِىْ بَيْتِ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَيَخْرُجَ مِنْهُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنٰى ـ (٥) أَنْ يَجْلِسَ مُعْتَمِدًا عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى فَإِنَّ ذٰلِكَ أَعْوَنُ فِىْ خُرُوْجِ الْخَارِجِ ـ (٦)

أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَقْتَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَوَقْتَ الْاِسْتِنْجَاءِ ـ (٧) أَنْ لَّا يَبُوْلَ فِي الْجُحْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْجُحْرِ شَئٌ مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ فَيُؤْذِيَهِ ـ (٨) أَنْ لَّا يَبُوْلَ وَلَا يَتَغَوَّطَ فِي الطَّرِيْقِ وَالْمَقْبَرَةِ ـ (٩) أَنْ لَّا يَبُوْلَ وَلَا يَتَغَوَّطَ فِي الظِّلِّ الَّذِيْ يَجْلِسُ فِيْهِ النَّاسُ ـ (١٠) أَنْ لَّا يَبُوْلَ وَلَا يَتَغَوَّطَ فِي الْمَكَانِ الَّذِيْ يَجْتَمِعُ فِيْهِ النَّاسُ وَيَتَحَدَّثُوْنَ ـ (١١) أَنْ لَّا يَبُوْلَ وَلَا يَتَغَوَّطَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ـ (١٢) يُكْرَهُ لِقَاضِي الْحَاجَةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ وَلٰكِنْ إِذَا رَأَى أَعْمٰى يَمْشِيْ نَحْوَ حُفْرَةٍ وَخَافَ وُقُوْعَهُ فِي الْحُفْرَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيُرْشِدَهُ ـ (١٣) يُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَوْ أَنْ يَأْتِيَ بِذِكْرٍ أَثْنَاءَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَأَثْنَاءَ الْاِسْتِنْجَاءِ ـ (١٤) يُكْرَهُ تَحْرِيْمًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرَهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيْ بَيْتِ الْخَلَاءِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ ـ (١٥) يُكْرَهُ تَحْرِيْمًا أَنْ يَبُوْلَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيْلِ الرَّاكِدِ ـ (١٦) يُكْرَهُ تَنْزِيْهًا أَنْ يَبُوْلَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ الْجَارِيْ أَوِ الْمَاءِ الْكَثِيْرِ الرَّاكِدِ ـ (١٧) يُكْرَهُ أَنْ يَبُوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ ـ (١٨) يُكْرَهُ أَنْ يَبُوْلَ أَوْ يَتَغَوَّطَ بِقُرْبِ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ حَوْضٍ ـ (١٩) يُكْرَهُ أَنْ يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ لِلْاِسْتِنْجَاءِ فِيْ مَكَانٍ غَيْرِ سَاتِرٍ ـ (٢٠) يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَمِيْنِهِ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ (٢١) يُكْرَهُ أَنْ يَبُوْلَ قَائِمًا بِدُوْنِ عُذْرٍ لِأَنَّ رَشَاشَ الْبَوْلِ قَدْ يَتَطَايَرُ عَلٰى بَدَنِهِ أَوْ عَلٰى ثِيَابِهِ ـ (٢٢) إِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ خَرَجَ بِرِجْلِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ ـ

এস্তেঞ্জা করার আদব

রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য। তোমাদেরকে (দ্বীনের যাবতীয় বিষয়) শিক্ষা দান করি, যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যাবে (সেখানে) সে কিবলা সামনে বা পিছন করে বসবে না, ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে না আর তিনি (সাঃ) তিনটি পাথর দ্বারা এস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করার আদেশ

করতেন এবং (একাজে) গোবর হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। (আবু দাঊদ)

যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক (পেশাব পায়খানার) প্রয়োজন পূরণ করতে চায় তার নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

১. লোক চক্ষুর আড়ালে বসা, যেন কেউ তাকে দেখতে না পায় এবং তার থেকে কোন আওয়াজ শ্রুত না হয় এবং গন্ধ অনুভূত না হয়। ২. প্রয়োজন পূরণের জন্য নরম ও নীচ ভূমি নির্বাচন করা, যেন পেশাবের ছিটা (শরীরে) বা (কাপড়ে) না আসে। ৩. শৌচাগারে প্রবেশ করার আগে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ বলা। অর্থঃ "আমি সকল নাপাক বস্তু ও অনিষ্টকারী জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।" আর যে ব্যক্তি উন্মুক্ত প্রান্তরে পেশাব পায়খানা করতে চায়, সে তার সতর খোলার পূর্বে কাপড় উঠানোর সময় উক্ত দোয়া পড়বে। ৪. বাম পা দিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করা এবং ডান পা দিয়ে বের হওয়া। ৫. বাম পায়ের উপর ভর করে বসা। কারণ এ ধরণের বসা নাপাকি নির্গমনে অধিক সহায়ক। ৬. পোশাব-পায়খানা ও শৌচকর্মের সময় মাথা ঢেকে রাখা। ৭. গর্তের মুখে পেশাব না করা, কারণ গর্তের ভিতর থেকে (বিষাক্ত) কীট-পতঙ্গ বের হয়ে কষ্ট দিতে পারে। ৮. লোক চলাচলের পথে ও কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা না করা। ৯. যে ছায়ায় মানুষ বসে সেখানে পেশাব-পায়খানা না করা। ১০. লোক সমাগমের স্থানে পেশাব-পায়খানা না করা। ১১. ফলবান বৃক্ষের নিচে পেশাব-পায়খানা না করা। ১২. পেশাব-পায়খানার সময় বিনা প্রয়োজনে কথা বলা মাকরূহ। কিন্তু যদি কোন অন্ধ লোককে গর্তের দিকে ধাবিত হতে দেখে এবং লোকটির গর্তে পড়ে যাওয়ার আশংকা করে তাহলে এ মতাবস্থায় কথা বলে তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়া তার জন্য ওয়াজিব। ১৩. পেশাব-পায়খানা ও এস্তেঞ্জার সময় কোরআন তেলাওয়াত বা যিকির করা মাকরূহ। ১৪. শৌচাগারে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে (যেখানেই হোক) পেশাব-পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা মাকরূহে তাহরীমী। ১৫. স্থির অল্প পরিমাণ পানিতে মল-মুত্র ত্যাগ করা মাকরূহে তাহরীমী। ১৬. প্রবাহমান পানিতে কিংবা স্থির বেশি পরিমাণ পানিতে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহে তানযীহী। ১৭. গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ। ১৮. কূপ, নদী কিংবা হাউজের আশেপাশে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ। ১৯. অনাবৃত স্থানে এস্তেঞ্জার জন্য সতর খোলা মাকরূহ। ২০. বিনা প্রয়োজনে ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা মাকরূহ। ২১. কোন ওযর (অসুবিধা) ছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ। কেননা তাতে পেশাবের ছিটা এসে কাপড় বা শরীরে লাগতে পারে। ২২. এস্তেঞ্জা শেষ করে ডান পা দিয়ে বের হবে, অতঃপর এই দোয়া পাঠ করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَذْهَبَ عَنِّى الْأَذٰى وَعَافَانِىْ

অর্থ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমার স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছেন।

أَحْكَامُ الْاِسْتِنْجَاءِ

শব্দার্থ ঃ اِسْتِنْجَاءٌ – মল-মুত্র ত্যাগের পর শৌচ করা, ঢিলা ব্যবহার করা। اِطَّهُّرًا – পবিত্র হওয়া। اِسْتِنْزَاهًا – (عَنْ) – পরিহার করে চলা। اِسْتِبْرَاءٌ - (مِنْ) – নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। بِرِجْلِهِ (ن) رَكْضًا – পা দ্বারা আঘাত করা। اِعْتِيَادًا – অভ্যস্থ হওয়া। تَجَاوُزًا – অতিক্রম করা। (ن) دَلْكًا – ঘষা, মলা। مَسْأَلَةٌ বব مَسَائِلُ – প্রশ্ন, বিষয়, সমস্যা। تَنَحْنُحًا – গলা খাঁকার দেওয়া। حَاجَةٌ বব حَاجَاتٌ – প্রয়োজন, অভাব। مَنْزِلَةٌ বব مَنَازِلُ – মর্যাদা, অবস্থান। مَحَلٌّ বব مَحَلَّاتٌ – স্থান, কেন্দ্র। قَدَرٌ বব أَقْدَارٌ – পরিমাণ। تَفْصِيْلٌ – বিশদ বিবরণ। مَخْرَجٌ বব مَخَارِجُ – বের হওয়ার স্থান। اِفْتِرَاضًا – ফরজ করা। أَبْلَغُ – অধিক কার্যকর। ضِفْدَعٌ বব ضَفَادِعُ – বেঙ, ভেক।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ـ (التوبة ـ ١٠٨) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ـ (رواه الدار قطنى)

يَلْزَمُ الْاِسْتِبْرَاءُ قَبْلَ الْاِسْتِنْجَاءِ وَالْاِسْتِبْرَاءُ : هُوَ إِخْرَاجُ مَا بَقِىَ فِى الْمَحَلِّ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ حَتّٰى يَغْلِبَ عَلٰى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِى الْمَحَلِّ شَئٌ وَمَنِ اعْتَادَ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَفْعَلْهُ كَقِيَامٍ أَوْ مَشْيٍ أَوْ رَكَضَ بِرِجْلِهِ أَوْ تَنَحْنَحَ أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ ـ أَمَّا الْاِسْتِنْجَاءُ فَفِيْهِ تَفْصِيْلٌ إِذَا تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ الْمَخْرَجَ وَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غَسْلُهَا بِالْمَاءِ وَلَا تَجُوْزُ مَعَهَا الصَّلَاةُ ـ إِذَا تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ الْمَخْرَجَ وَكَانَتْ قَدْرَالدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهَا بِالْمَاءِ ـ إِذَا لَمْ تَتَجَاوَزِ النَّجَاسَةُ الْمَخْرَجَ فَالْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ ـ يَجُوْزُ فِى الْاِسْتِنْجَاءِ أَنْ يَّقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ كَذَا يَجُوْزُ أَنْ يَّقْتَصِرَ عَلَى الْحَجَرِ أَوْ نَحْوِهِ

مَالَمْ تَبْلُغِ النَّجَاسَةُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ ـ وَلٰكِنَّ الْغَسْلَ بِالْمَاءِ أَحْسَنُ ـ وَالأَفْضَلُ أَنْ يَّمْسَحَ بِالْحَجَرِ أَوْ نَحْوِهِ أَوَّلاً ثُمَّ يَغْسِلُ بِالْمَاءِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِى النَّظَافَةِ ـ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّسْتَنْجِىَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ـ وَيَجُوْزُ الْاِقْتِصَارُ عَلٰى حَجَرَيْنِ أَوْ عَلٰى حَجَرٍ وَاحِدٍ إِذَا حَصَلَتِ النَّظَافَةُ بِهِ ـ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْمَسْحِ بِالْحَجَرِ غَسَلَ يَدَهُ أَوَّلاً ثُمَّ غَسَلَ الْمَحَلَّ بِالْمَاءِ ـ ونَظَّفَ الْمَحَلَّ تَنْظِيْفًا حَتّٰى تَنْقَطِعَ الرَّائِحَةُ ـ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْاِسْتِنْجَاءِ غَسَلَ يَدَهُ وَدَلَكَهَا دَلْكًا حَتّٰى تَزُوْلَ الرَّائِحَةُ ـ

এস্তেঞ্জার হুকুম

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, সেখানে (কুবায়) এমন লোকেরা রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করা পছন্দ করে। নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্রতা অর্জন কারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা তওবা)।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা পেশাব থেকে সর্তক থাক। কেননা তা থেকে (অসর্তকতার) কারণেই বেশীরভাগ কবর আযাব হয়ে থাকে। (দারে কুতনী)

এস্তেঞ্জার পূর্বে ইস্তেব্রা আবশ্যক। ইস্তেব্রা হলো পেশাব-পায়খানা নির্গত হওয়ার স্থান থেকে অবশিষ্ট নাপাকি এমনভাবে দূর করে ফেলা, যেন এস্তেঞ্জাকারীর প্রবল ধারণা হয় যে, সে স্থানে আর কোন নাপাকি অবশিষ্ট নেই। এক্ষেত্রে কেউ বিশেষ কোন পদ্ধতি গ্রহণে অভ্যস্ত হলে সে তা অবলম্বন করবে। যেমন– দাঁড়ানো, হাঁটা-হাঁটি করা, পায়ে ভর দেওয়া কিংবা গলা খাঁকার দেওয়া ইত্যাদি। আর এস্তেঞ্জা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

নাপাকি যদি নির্গমন স্থান অতিক্রম করে এবং তা এক দের হামের বেশী হয় তাহলে পানি দ্বারা তা ধৌত করা ফরয। সেই নাপাকিসহ নামায পড়া জায়েয হবে না।

নাপাকি যদি তার নির্গমন (নিজ) স্থান অতিক্রম করে আর তা এক দিরহাম পরিমাণ হয় তাহলে পানি দ্বারা নাপাকি দূর করা ওয়াজিব। আর যদি নাপাকি স্বস্থান অতিক্রম না করে তাহলে এস্তেঞ্জা করা সুন্নাত। শুধু মাত্র পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে নাপাকি এক দিরহাম পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত পাথর বা অনুরূপ বস্তুতে এস্তেঞ্জা সীমাবদ্ধ রাখা জায়েয আছে। কিন্তু পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা ভাল। তবে উত্তম হলো, প্রথমে পাথর কিংবা অনুরূপ পদার্থ দ্বারা নাপাকি মুছে ফেলা, তারপর পানি দ্বারা ধৌত করা। কারণ পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে পানি অধিক কার্যকরী।

তিন পাথর দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মুস্তাহাব, তবে দু'টি বা একটি পাথরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করাও জায়েয আছে, যদি তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হয়। পাথর দ্বারা মোছা থেকে অবসর হওয়ার পর পানি দ্বারা প্রথমে হাত ধৌত করবে, তারপর নাপাকির স্থান ধৌত করবে। নাপাকির স্থান ভালভাবে ধৌত করবে যেন দূর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। আর যখন শৌচকর্ম থেকে অবসর হবে তখন হাত (মাটিতে) ভালভাবে ঘষে (বা সাবান দ্বারা) ধৌত করবে যাতে দূর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।

أَقْسَامُ النَّجَاسَةِ وَأَحْكَامُهَا

শব্দার্থ ঃ رِوَايَةٌ (ض) – বর্ণনা করা। تَقَذُّرًا – নোংরা মনে করা। تَنَزُّهًا – পবিত্র থাকা। إِصَابَةٌ– পৌছা, লাগা। ثُبُوْتًا (ن) প্রমাণিত বা স্থির হওয়া। جَوَازًا (ن) – বৈধ হওয়া। شَفَوِيٌّ – মৌখিক। اِمْتِحَانٌ شَفَوِيٌّ – মৌখিক পরীক্ষা। سَفْحًا (ف) الدَّمَ – প্রবাহিত করা। فَضْلَةٌ বব فَضَلَاتٌ – অতিরিক্ত অংশ, বিষ্ঠা, উচ্ছিষ্ট। اِنْتِقَاضًا – ভেঙ্গে যাওয়া। جَزْمًا (ض) (عَلَى الشَّيْءِ) – দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। اِبْتِلَالٌ – ভিজা বা সিক্ত হওয়া। بَلَلٌ – আর্দ্রতা। قَذَارَةٌ – ময়লা, পঙ্কিলতা। شُبْهَةٌ বব شُبُهَاتٌ – সন্দেহ, অনিশ্চয়তা। دَلِيْلٌ বব أَدِلَّةٌ– যুক্তি, প্রমাণ। يَابِسٌ – শুষ্ক। رَطْبٌ – ভিজা, তাজা। مِثَالٌ বব أَمْثِلَةٌ – উদাহরণ। تَقْدِيْرًا – নির্ধারণ করা। تَنَجُّسًا – নাপাক হওয়া। لَفًّا (ن) – জড়ানো, প্যাচানো। إِبْرَةٌ বব إِبَرٌ – সুঁই।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، (المدثر ـ ٤) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةً مِنْ غَيْرِ طُهُوْرٍ ـ (رواه البخاري و مسلم) اَلنَّجَاسَةُ : هِيَ كَوْنُ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ بِحَالٍ يَتَقَذَّرُهَا الشَّرْعُ وَيَأْمُرُ بِالتَّطَهُّرِ عَنْهَا ـ ثُمَّ النَّجَاسَةُ تَنْقَسِمُ إِلٰى قِسْمَيْنِ : ١ـ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ ، ٢ ـ نَجَاسَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ ـ

١ـ اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ : هِيَ كَوْنُ الْإِنْسَانِ بِحَالٍ لَاتَجُوْزُ مَعَهَا الصَّلَاةُ وَتُسَمَّى النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ حَدَثًا كَذٰلِكَ ـ وَالْحَدَثُ يَنْقَسِمُ إِلٰى قِسْمَيْنِ : (ألف) اَلْحَدَثُ الْأَكْبَرُ ـ هُوَ كَوْنُ الْإِنْسَانِ بِحَالٍ يَجِبُ

فِيْهَا الغُسْلُ وَلاَ تَجُوْزُ الصَّلاَةُ فِيْ تِلْكَ الحَالِ ـ كَذَا لاَ تَجُوْزُ تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ فِىْ تِلْكَ الْحَالِ ـ

(ب) اَلْحَدَثُ الْأَصْغَرُ : هُوَ كَوْنُ الْإِنْسَانِ بِحَالٍ يَجِبُ فِيْهَا الْوُضُوْءُ ـ وَلاَ تَجُوْزُ الصَّلاَةُ فِى تِلْكَ الْحَالِ ، وَلٰكِنْ تَجُوْزُ فِيْهَا تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ شَفَوِيًّا ـ ٢ـ اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ : هِىَ الْقَذَارَةُ الَّتِىْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهَا وَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهَا ـ وَالنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ تَنْقَسِمُ كَذٰلِكَ إِلٰى قِسْمَيْنِ : (الف) اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ ـ وَهِىَ الَّتِىْ ثَبَتَتْ نَجَاسَتُهَا بِدَلِيْلٍ لاَشُبْهَةَ فِيْهِ ـ

أَمْثِلَةُ النَّجَاسَةِ الْغَلِيْظَةِ

(١) اَلدَّمُ الْمَسْفُوْحُ ـ (٢) اَلْخَمْرُ ـ (٣) لَحْمُ الْمَيْتَةِ وَجِلْدُهَا ـ (٤) بَوْلُ الْحَيَوَانِ الَّذِىْ لاَيُؤْكَلُ لَحْمُهُ ـ (٥) فَضْلَةُ الْكَلْبِ ـ (٦) فَضْلَةُ السِّبَاعِ وَلُعَابُهَا ـ (٧) خُرْءُ الدَّجَاجَةِ وَالْبَطَّةِ ـ (٨) كُلُّ شَيْءٍ يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ بِخُرُوْجِهِ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ

নাজাসাতের প্রকার ও তার হুকুম

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, তোমার কাপড় পাক কর। (সূরা মুদ্দাছ্‌ছের) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্রতা বিহীন কোন নামায কবুল করেন না। (বুখারী মুসলিম) নাজাসাত বা নাপাক অবস্থার পরিচয় হলো, শরীর, কাপড় ও স্থান এমন অবস্থায় হওয়া যে, শরীআত তা অপবিত্র গণ্য করেছে এবং তা থেকে পবিত্র হওয়ার আদেশ দিয়েছে। নাজাসাত বা অপবিত্র অবস্থা দু প্রকার (এক) নাজাসাতে হুকমিয়া, (দুই) নাজাসাতে হাকীকিয়া।

১. নাজাসাতে হুকমিয়া হলো, এমন অবস্থায় থাকা, যে অবস্থায় নামায পড়া জায়েয হয় না। নাজাসাতে হুকমিয়াকে 'হদস' বলা হয়।

হদস দুই প্রকার। (ক) হদসে আকবার, অর্থাৎ মানুষের এমন অবস্থা হওয়া যখন গোসল ফরয হয় এবং সে অবস্থায় নামায পড়া জায়েয হয় না। তদ্রূপ কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয হয় না। (খ) হদসে আসগর, অর্থাৎ মানুষের এমন অবস্থা, যখন উযূ ওয়াজিব হয়। সেই অবস্থায় নামায পড়া জায়েয হয় না কিন্তু মৌখিক কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয।

২. নাজাসাতে হাকীকিয়াঃ অর্থাৎ এমন নাজাসাত যা থেকে মুসলমানের বেঁচে থাকা এবং নাপাকির স্থান ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব। নাজাসাতে হাকীকিয়াও দু'প্রকার। নাজাসাতে গলীজা, অর্থাৎ এমন নাজাসাত যার নাপাক (অপবিত্র) হওয়া অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত।

নাজাসাতে গলীজার উদাহরণ হল ঃ ১. প্রবাহিত রক্ত, ২. মদ, ৩. মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত ও চামড়া, ৪. হারাম প্রাণীর পেশাব, ৫. কুকুরের পায়খানা, ৬. হিংস্র প্রাণীর পায়খানা ও লালা। ৭. হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা ৮. মানুষের শরীর থেকে যেসব পদার্থ নির্গত হওয়ায় উযূ ভেঙ্গে যায়।

حُكْمُ النَّجَاسَةِ الْغَلِيْظَةِ

يُعْفٰى عَنِ النَّجَاسَةِ الْغَلِيْظَةِ إِذَا كَانَتْ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَإِنْ زَادَتِ النَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ عَلٰى قَدْرِ الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غَسْلُهَا بِالْمَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ مُزِيْلٍ وَلَا تَجُوْزُ الصَّلَاةُ مَعَهَا ـ (ب) اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ ـ هِيَ الَّتِيْ لَا يُجْزَمُ عَلٰى نَجَاسَتِهَا لِوُجُوْدِ دَلِيْلٍ اٰخَرَ يَدُلُّ عَلٰى طَهَارَتِهَا ـ

أَمْثِلَةُ النَّجَاسَةِ الْخَفِيْفَةِ : ١ـ بَوْلُ الْفَرَسِ ـ ٢ـ بَوْلُ الْحَيَوَانِ الَّذِيْ يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ـ ٣ـ خُرْءُ الطَّيْرِ الَّذِيْ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ ـ

নাজাসাতে গলীজার হুকুম

গলীজ নাজাসাত (গুরু নাপাক) এক দিরহাম পরিমাণ হলে তা ছাড় যোগ্য। কিন্তু নাজাসাত যদি এক দিরহামের বেশী হয় তাহলে পানি বা নাপাকি দূরকারী কোন জিনিস দ্বারা তা ধুয়ে ফেলা ফরয। নাপাকি সহকারে নামায পড়া জায়েয হবে না।

(দুই) খফীফ নাজাসাত, (লঘু নাপাক) এর পরিচয় হলো, এমন নাপাক যার পাক হওয়ার সপক্ষে ভিন্ন দলীল বিদ্যমান থাকার কারণে তার নাপাকি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

খফীফ নাজাসাতের উদাহরণ ঃ (ক) ঘোড়ার পেশাব। (খ) হালাল প্রাণীর পেশাব। (গ) হারাম পাখির বিষ্ঠা।

حُكْمُ النَّجَاسَةِ الْخَفِيْفَةِ

قَدْ عُفِيَ عَنِ النَّجَاسَةِ الْخَفِيْفَةِ مَالَمْ تَكُنْ كَثِيْرَةً وَقُدِّرُ الْكَثِيْرُ بِرُبُعِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ـ كَذَا عُفِيَ عَنْ رَشَاشِ الْبَوْلِ إِذَا كَانَ مِثْلَ رُؤُسِ الْإِبَرِ إِذَا ابْتَلَّ الثَّوْبُ النَّجِسُ أَوِ الْفِرَاشُ النَّجِسُ بِعِرْقِ نَائِمٍ أَوْ بَلَلِ قَدَمٍ إِذَا ظَهَرَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ أَوْ فِي الْقَدَمِ حُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْبَدَنِ وَالْقَدَمِ وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ أَوِ الْقَدَمِ لَمْ يَتَنَجَّسَا إِذَا نُشِرَ ثَوْبٌ رَطْبٌ عَلٰى أَرْضٍ نَجِسَةٍ يَابِسَةٍ وَابْتَلَّتِ الْأَرْضُ بِذٰلِكَ الثَّوْبِ الرَّطْبِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ لَا يُنْجَسُ ـ لَوْلُفَّ ثَوْبٌ طَاهِرٌ يَابِسٌ فِيْ ثَوْبٍ نَجِسٍ رَطْبٍ بِحَيْثُ لَوْ عُصِرَ ذٰلِكَ الثَّوْبُ الرَّطْبُ لَا يَخْرُجُ الْمَاءُ لَايَنْجِسُ الثَّوْبُ الطَّاهِرُ ـ إِذَا هَبَّتِ الرِّيْحُ عَلٰى نَجَاسَةٍ ثُمَّ أَصَابَتْ ثَوْبًا رَطْبًا تُنَجَّسُ الثَّوْبُ إِنْ ظَهَرَ فِيْهِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ ـ وَلَمْ يُتَنَجَّسْ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الثَّوْبِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ ـ

নাজাসাতে খফীফার হুকুম

নাজাসাতে খফীফা বেশী পরিমাণ না হলে ছাড় দেয়া হবে। আর কাপড় বা শরীরের এক চতুর্থাংশ দ্বারা বেশীর পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। অনুরূপভাবে সুচের মাথার ন্যায় পেশাবের ছিটা (শরীর বা কাপড়ে) লাগলে তা ছাড় দেয়া হবে। যদি ঘুমন্ত ব্যক্তির শরীরের ঘাম বা পায়ের আর্দ্রতায় নাপাক কাপড় বা নাপাক বিছানা ভিজে যায় এবং শরীরে বা পায়ে নাপাকির চিহ্ন প্রকাশ পায় তাহলে শরীর ও পা নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি নাপাকির চিহ্ন প্রকাশ না পায় তাহলে নাপাক হবে না।

যদি শুষ্ক নাপাক ভূমির উপর ভিজা (পাক) কাপড় বিছানো হয় এবং ভিজা কাপড়ে ভূমি ভিজে যায় তাহলে নাপাকির চিহ্ন কাপড়ে প্রকাশ না পেলে কাপড় নাপাক হবে না।

যদি শুকনা পাক কাপড় ভিজা নাপাক কাপড়ে পেচানো হয় এবং ভিজা কাপড় নিংড়ালে পানি বের না হয় তাহলে পাক কাপড়টি নাপাক হবে না।

যদি নাপাকির উপর দিয়ে বাতাস বয়ে গিয়ে (সেই নাপাকি) ভিজা কাপড়ে লাগে তাহলে কাপড়ে নাপাকির চিহ্ন প্রকাশ পেলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি চিহ্ন প্রকাশ না পায় তাহলে কাপড় না পাক হবে না।

كَيْفَ تُزَالُ النَّجَاسَةُ

শব্দার্থ : مَرْئِيَّةٌ - দর্শনযোগ্য, দৃশ্যমান। خَلٌّ বব خِلَالٌ - সিরকা। خُفٌّ বব أَخْفَافٌ - মোজা। إِنَاءٌ বব آنِيَةٌ বব أَوَانٍ - পাত্র। كَرَامَةٌ - মর্যাদা, অলৌকিক ঘটনা। رِيْشٌ - পালক। حَافِرٌ বব حَوَافِرُ - (পশুর পায়ের) ক্ষুর। قَرْنٌ বব قُرُوْنٌ - শিং। مُنَافَاةٌ - বিরোধী হওয়া। دَسَمٌ - চর্বি। مَنِيٌّ - শুক্র, বীর্য। جِرْمٌ বব أَجْرَامٌ - শরীর, আকার। جُرْمٌ - অপরাধ। اَللِّسَانُ جِرْمُهُ صَغِيْرٌ وَجُرْمُهُ كَبِيْرٌ - রসনা আকারে ছোট কিন্তু অপরাধে বড়। تَعَسُّرًا - কষ্ট সাধ্য হওয়া। تَقَاطُرًا (اَلْمَاءُ) - ফোঁটায়-ফোঁটায় পড়া। دَهْنًا (ن) - তৈলাক্ত করা। يَبْسًا (س) - শুকিয়ে যাওয়া। فَرْكًا (ن) - ঘর্ষণ করা, ডলা। سَرَيَانًا (ض) - চলাচল করা, সংক্রমিত হওয়া। جَفًّا (ض) - শুকানো। عَصَبٌ বব أَعْصَابٌ - রগ। دِبَاغَةٌ - চামড়া পাকা করা। نَافِجَةٌ বব نَوَافِجُ মেশক আম্বরের থলি।

تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْئِيَّةً كَالدَّمِ وَالْغَائِطِ بِزَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ بِالْغَسْلِ سَوَاءٌ زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يَضُرُّ إِذَا بَقِيَ فِي الثَّوْبِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيْحٍ إِنْ تَعَسَّرَتْ إِزَالَتُهُ ـ تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْغَيْرِ الْمَرْئِيَّةِ كَالْبَوْلِ إِذَا غُسِلَ الثَّوْبُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَعُصِرَ كُلَّ مَرَّةٍ حَتَّى يَنْقَطِعَ التَّقَاطُرُ وَاسْتُعْمِلَ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ مَاءٌ جَدِيْدٌ طَاهِرٌ ـ تُزَالُ النَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ مِنَ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ يُمْكِنُ بِهِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ ـ

أَمَّا الْوُضُوْءُ بِالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ ـ يَصِيْرُ الْحِذَاءُ وَالْخُفُّ طَاهِرَيْنِ بِالْغَسْلِ ـ وَكَذَا يَصِيْرُ الْحِذَاءُ طَاهِرًا بِالدَّلْكِ عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ لَهَا جِرْمٌ سَوَاءٌ كَانَتِ النَّجَاسَةُ رَطْبَةً أَوْ كَانَتْ جَافَّةً ـ يَطْهُرُ السَّيْفُ وَالسِّكِّيْنُ وَالْمِرْآةُ وَالْأَوَانِي

الْمَدْهُوْنَةُ بِالْمَسْحِ ـ تَصِيْرُ الْأَرْضُ طَاهِرَةً إِذَا جَفَّتْ وَزَالَ عَنْهَا أَثَرُ النَّجَاسَةِ وَتَجُوْزُ الصَّلَاةُ عَلَى تِلْكَ الْأَرْضِ وَلٰكِنْ لَا يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا ـ إِذَا تَغَيَّرَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِأَنْ صَارَتْ مِلْحًا صَارَتْ طَاهِرَةً ـ كَذَا تَكُوْنُ طَاهِرَةً إِذَا احْتَرَقَتِ النَّجَاسَةُ بِالنَّارِ ـ إِذَا أَصَابَ مَنِيُّ الْإِنْسَانِ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ ثُمَّ يَبِسَ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ وَلٰكِنْ إِذَا كَانَ الْمَنِيُّ رَطْبًا لَا يَطْهُرُ الثَّوْبُ وَالْبَدَنُ إِلَّا بِالْغَسْلِ ـ يَطْهُرُ جِلْدُ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ بِالدِّبَاغَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الدِّبَاغَةُ حَقِيْقِيَّةً أَوْ حُكْمِيَّةً ـ جِلْدُ الْخِنْزِيْرِ لَا يَكُوْنُ طَاهِرًا فِيْ حَالٍ سَوَاءٌ دُبِغَ أَمْ لَمْ يُدْبَغْ جِلْدُ الْآدَمِيِّ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ وَلٰكِنْ لَّا يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُهُ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ الْآدَمِيِّ وَأَجْزَاءِهِ يُنَافِيْ كَرَامَتَهُ وَشَرَفَهُ ـ جِلْدُ الْحَيَوَانِ الَّذِيْ لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ يَطْهُرُ بِالذَّبْحِ الشَّرْعِيِّ ـ كُلُّ شَيْءٍ لَايَسْرِيْ فِيْهِ الدَّمُ لَا يَكُوْنُ نَجِسًا بِالْمَوْتِ كَالشَّعْرِ وَالرِّيْشِ الْمَقْطُوْعِ وَالْقَرْنِ وَالْحَافِرِ وَالْعَظْمِ ـ

ذٰلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهٰذِهِ الْأَشْيَاءِ دَسَمٌ أَمَّا إِذَا كَانَ بِهَا دَسَمٌ فَهِيَ نَجِسَةٌ ـ عَصَبُ الْمَيِّتِ نَجِسٌ ـ نَافِجَةُ الْمِسْكِ طَاهِرَةٌ كَمَا أَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ وَأَكْلُهُ حَلَالٌ ـ

নাপাকি দূর করার পদ্ধতি

রক্ত, মল ইত্যাদি দৃশ্যমান (অবয়বের) নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করার উপায় হলো, তা ধোয়ার মাধ্যমে নাপাকির মূল পদার্থ দূর করতে হবে। চাই একবার ধোয়ার মাধ্যমে দূর হউক কিংবা একাধিক বার। যদি কাপড়ে নাপাকির চিহ্ন যথা রং বা গন্ধ থেকে যায়, আর তা দূর করা কষ্টকর হয় তাহলে (পবিত্রতার ক্ষেত্রে) কোন অসুবিধা হবে না।

আর যে সকল নাপাকির অবয়ব দৃশ্যমান নয় যেমন পেশাব, তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি হলো, কাপড়কে তিন বার ধৌত করবে। প্রত্যেকবার কাপড়কে এমনভাবে নিংড়াবে যেন পানির ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রতিবার নতুন পবিত্র পানি ব্যবহার করবে। পানি দ্বারা এবং নাপাক দূর করা যায় এমন তরল পদার্থ যথা সিরকা ও গোলাব জল দ্বারা শরীর ও কাপড়

থেকে হাকীকী নাজাসাত দূর করা যায়। অবশ্য সিরকা ও গোলাব জল দ্বারা উযূ করা জায়েয হবে না। জুতা ও মোজা ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যদি জুতায় স্থূল শরীর বিশিষ্ট নাপাকি লাগে তাহলে তা শুকনা হউক কিংবা ভিজা, পবিত্র মাটিতে ঘষার দ্বারা জুতা পাক হয়ে যাবে। তরবারি, ছুরি, আয়না ও তৈলাক্ত পাত্র মোছার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। জমি শুকিয়ে যাওয়ার পর নাপাকির চিহ্ন দূর হয়ে গেলে জমি পাক হয়ে যাবে। সুতরাং সেখানে নামায ।ড়া জায়েয হবে, কিন্তু সেখান থেকে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।

যদি নাপাকির স্থূল শরীর পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন লবণে পরিণত হলো, তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নাপাকি যদি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাহলে তা পাক হয়ে যাবে।

মানুষের বীর্য শরীর অথবা কাপড়ে লেগে শুকিয়ে গেলে ঘষে দূর করার দ্বারা (কাপড় ও শরীর) পাক হয়ে যাবে। কিন্তু বীর্য যদি আর্দ্র হয় তাহলে তা ধোয়া ব্যতীত কাপড় ও শরীর পাক হবে না।

মৃত প্রাণীর চামড়া শোধন করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। চাই তা প্রাকৃতিকভাবে শোধন করা হউক কিংবা কৃত্রিমভাবে। শুকরের চামড়া কোন অবস্থায় পাক হবে না। শোধন করা হউক বা না হউক। মানুষের চামড়া শোধন করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কারণ মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা তার সমমান ও মর্যাদার পরিপন্থী।

হারাম প্রাণী শরীআত সম্মতভাবে জবাই করার দ্বারা তার চামড়া পাক হয়ে যাবে। শরীরের যে অংশে রক্ত চলাচল করে না মৃত্যুর কারণে তা নাপাক হবে না। যেমন– চুল, কর্তিত পালক, 'শিং, ক্ষুর, ও অস্থি। তবে শর্ত হলো, এসব জিনিস চর্বিযুক্ত হতে পারবে না। যদি চর্বিযুক্ত হয় তাহলে নাপাক হয়ে যাবে। মৃত প্রাণীর রগ নাপাক। (হরিণের) মৃগ নাভি পাক। যেমন মেশ্‌ক পাক এবং তা খাওয়া হালাল।

حُكْمُ الْوُضُوْءِ

শব্দার্থ ঃ مِرْفَقٌ বব مَرَافِقُ – কনুই। كَعْبٌ বব كُعُوْبٌ . أَكْعُبٌ – গোড়ালি। مَصْحَفٌ বব مَصَاحِفُ – পবিত্র গ্রন্থ, কোরআন শরীফ। رُكْنٌ বব أَرْكَانٌ – স্তম্ভ, খুঁটি। فَرِيْضَةٌ বব فَرَائِضُ – ফরজ, অবশ্য পালনীয় বিধান। حَدٌّ বব حُدُوْدٌ – সীমা, সংজ্ঞা। سَطْحٌ বব سُطُوْحٌ -- উপরিভাগ। جَبْهَةٌ বব جِبَاهٌ/جَبَهَاتٌ -- কপাল। عُضْوٌ বব أَعْضَاءٌ -- অঙ্গ, সদস্য। شَمْعٌ বব شُمُوْعٌ – মোম, মোমবাতি। شَحْمَةٌ বব شَحَمَاتٌ -- চর্বির টুকরা। عَجِيْنٌ বব عُجُنٌ – খামীর, আঠা। دَرَجَةٌ বব دَرَجَاتٌ – স্থান, মর্যাদা। اِشْتِمَالاً (عَلَى)

مَسِيْسًا – অন্তর্ভুক্ত করা। إِحْدَاثًا ـ (اَلرَّجُلُ) – অজু ভঙ্গের কারণ ঘটানো। (س) – স্পর্শ করা। اِسْتِحْقَاقًا – উপযুক্ত হওয়া। اِبْتِدَاءٌ – শুরু করা, শুরু হওয়া। مَائِيٌّ – জলীয়। اِبْطَالاً – বাতিল করা اِسْتِيْفَاءٌ – পূর্ণ করা। ذَقَنٌ বব اَذْقَانٌ – চিবুক। بَشَرَةٌ – চামড়া। شَحْمَةُ الْأُذُنِ – কানের লতি। مَطْلُوْبٌ – কাম্য, কাঙ্ক্ষিত। أَسْفَلُ – নিম্নতর, নিম্নাংশ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة ـ ٦) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ" (رواه البخاري ومسلم) اَلْوُضُوْءُ فِى اللُّغَةِ : اَلْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ ـ وَالْوُضُوْءُ فِى الشَّرْعِ : طَهَارَةٌ مَائِيَّةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ ، وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ ـ لاَ تَجُوْزُ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِالْوُضُوْءِ ـ وَلاَ يَجُوْزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ الشَّرِيْفِ إِلاَّ بِالْوُضُوْءِ ـ اَلَّذِيْ وَاظَبَ عَلَى الْوُضُوْءِ اسْتَحَقَّ الثَّوَابَ وَرَفْعَ الدَّرَجَاتِ فِى الْآخِرَةِ ـ

উযূর বিধান

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন (নামাযের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুইসহ হস্তদ্বয় ধৌত করবে, আর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং টাখনুসহ পদদ্বয় ধৌত করবে। (সূরা মায়িদা)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ হদস গ্রস্ত হলে উযূ করা ব্যতীত আল্লাহ তা'য়ালা তার নামায কবুল করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

উযূ এর আভিধানিক অর্থ হলো, সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা, আর শরীআতে উযূ হলো পানি দ্বারা অর্জিত পবিত্রতা, যা চেহারা, দু'হাত, ও দু'পা ধোয়া এবং মাথা মাসেহ করাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

উযূ ব্যতীত নামায পড়া ও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি সর্বদা উযূর সাথে থাকবে, সে পরকালে সওয়াব ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে।

أَرْكَانُ الْوُضُوْءِ

أَرْكَانُ الْوُضُوْءِ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ فَرَائِضُهُ

١ـ غَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّةً : وَحَدُّ الْوَجْهِ يَبْتَدِئُ فِي الطُّوْلِ مِنْ أَعْلَى سَطْحِ الْجَبْهَةِ إِلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ وَحَدُّهُ فِي الْعَرْضِ مَا بَيْنَ شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ ـ ٢ـ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّةً ـ ٣ـ مَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ ـ ٤ـ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ مَرَّةً ـ

উযূর রুকন

উযূর রুকন চারটি। এগুলো উযূর ফরয। (১) মুখমন্ডল একবার ধৌত করা। দৈর্ঘ্যে মুখমন্ডলের সীমা হলো কপালের উপরিভাগ থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত, আর প্রস্থে উভয় কানের লতির মধ্যবর্তী স্থান। (২) উভয় হাত কনুইসহ একবার ধোয়া। (৩) মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা। (৪) উভয় পা গোড়ালিসহ একবার ধোয়া।

شُرُوْطُ صِحَّةِ الْوُضُوْءِ

لَا يَصِحُّ الْوُضُوْءُ إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ ثَلَاثَةُ شُرُوْطٍ كَذَا لَاتَحْصُلُ الْفَائِدَةُ الْمَطْلُوْبَةُ مِنَ الْوُضُوْءِ إِلَّا بِاسْتِيْفَاءِ هٰذِهِ الشُّرُوْطِ ـ

١ـ أَنْ يَّصِلَ الْمَاءُ إِلَى جَمِيْعِ الْأَعْضَاءِ الَّتِيْ يَجِبُ غَسْلُهَا فِي الْوُضُوْءِ ـ
٢ـ أَنْ لَّا يُوْجَدَ شَيْئٌ يَمْنَعُ وُصُوْلَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ كَالشَّمْعِ وَالْعَجِيْنِ ـ ٣ـ أَنْ لَّا يُوْجَدَ شَيْئٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِيْ تُبْطِلُ الْوُضُوْءَ ـ فَإِنْ حَصَلَ شَيْئٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِيْ تُبْطِلُ الْوُضُوْءَ حَالَ التَّوَضِّئِ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوْءُ ـ

উযূ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

'তিনটি শর্ত না পাওয়া গেলে উযূ শুদ্ধ হবে না।' তদ্রূপ সেই শর্তগুলো পূরণ না হলে উযূ দ্বারা কাংখিত ফায়দা অর্জিত হবে না। শর্তগুলো যথাক্রমেঃ

১. উযূতে যে সকল অঙ্গ ধোয়া ওয়াজিব সেগুলোতে পানি পৌঁছে যাওয়া। ২. চামড়ায় পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক যথা মোম, আঠা ইত্যাদি না থাকা। ৩. উযূ নষ্টকারী কোন কিছু না পাওয়া যাওয়া।

অতএব উযূ করার সময় উযূর পরিপন্থী কোন কিছু পাওয়া গেলে উযূ শুদ্ধ হবে না।

شُرُوْطُ وُجُوْبِ الْوُضُوْءِ

শব্দার্থ ঃ اِجْتِمَاعًا – একত্রিত হওয়া। خُلُوًّا (ن) শূন্য হওয়া। ضَيْقًا (ض) – সংকীর্ণ হওয়া। اِتِّسَاعًا – বিস্তৃত হওয়া। تَعَلُّقًا - (بِه) – সংশ্লিষ্ট হওয়া। تَأْخِيرًا – বিলম্বিত করা। وُجُوْدًا (ض) – পাওয়া। (اَلشَّعْرُ) - اِسْتِرْسَالاً – ঝুলা। طُوْلاً (ن) – লম্বা হওয়া। قَطْعًا (ض) – কাটা। إِمْرَارًا ـ (اَلْيَدَ) – বুলানো। (اَلْمَاءَ) – প্রবাহিত করা। حَلْقًا (ض) (الشَّعْرَ) – মুণ্ডন করা। قَصًّا (ن) – কর্তন করা। بُرْغُوْثُ الْبَحْرِ – চিংড়ি মাছ। بُلُوْغٌ – সাবালকত্ব। عَقْلٌ বব عُقُوْلٌ – বুদ্ধি, বোধ শক্তি। لِحْيَةٌ বব لُحًى – শ্মশ্রু, দাড়ি। فَرْعٌ বব فُرُوْعٌ – অংশ, শাখা। كَثٌّ বব كِثَاثٌ – ঘণ। ظُفُرٌ বব أَظْفَارٌ – নখ, নখর। أَنْمُلَةٌ বব أَنَامِلُ – আঙ্গুলের অগ্রভাগ। وَسَخٌ বব أَوْسَاخٌ – ময়লা। خَفِيْفٌ বব أَخْفَاءُ – পাতলা। شَقٌّ বব شُقُوْقٌ – ফাটল। شَارِبٌ বব شَوَارِبُ – গোঁফ, মোচ। بُرْغُوْثٌ বব بَرَاغِيْثُ – নীল মাছি।

لاَ يَجِبُ الْوُضُوْءُ إِلاَّ عَلَى الَّذِيْ تَجْتَمِعُ فِيْهِ الشُّرُوطُ الآتِيَةُ : ١ـ اَلْبُلُوْغُ ، فَلاَ يَجِبُ الْوُضُوْءُ عَلَى الصَّبِيِّ ـ ٢ـ اَلْعَقْلُ ، فَلاَ يَجِبُ الْوُضُوْءُ عَلَى الْمَجْنُوْنِ ـ ٣ـ اَلإِسْلاَمُ ، فَلاَ يَجِبُ الْوُضُوْءُ عَلَى الْكَافِرِ ـ ٤ـ اَلْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الَّذِيْ يَكْفِيْ لِجَمِيْعِ الْأَعْضَاءِ ـ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لَمْ يَجِبِ الْوُضُوْءُ عَلَيْهِ ـ كَذَا إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ كَافِيًا لِجَمِيْعِ الْأَعْضَاءِ لاَ يَجِبُ الْوُضُوْءُ عَلَيْهِ ـ ٥ـ وُجُوْدُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ـ فَلاَ يَجِبُ الْوُضُوْءُ عَلَى مَنْ هُوَ مُتَوَضِّئٌ ـ ٦ـ خُلُوُّهُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ ـ فَلاَ يَكْفِي الْوُضُوْءُ لِلَّذِيْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ـ ٧ـ ضِيْقُ الْوَقْتِ ـ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لَمْ يَجِبِ الْوُضُوْءُ عَلَى الْفَوْرِ بَلْ يَجُوْزُ التَّأْخِيْرُ فِي الْوُضُوْءِ ـ

উযূ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ নাপাওয়া গেলে উযূ ওযাজিব হবে না।

১. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর উযূ ওয়াজিব হবে না। ২. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। সুতরাং বিকৃত মস্তিষ্কের উপর উযূ ওয়াজিব হবে না। ৩. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের উপর উযূ ওয়াজিব হবে না। ৪. সমস্ত অঙ্গ ধোয়ার পরিমাণ পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া। সুতরাং পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে উযূ ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ যদি পানি ব্যবহারে সক্ষম হয় কিন্তু সমস্ত অঙ্গ ধোয়ার মত পর্যাপ্ত পানি না পায় তাহলেও উযূ ওয়াজিব হবে না। ৫. হদসে আসগার (উযূ ভঙ্গের কারণ) বিদ্যমান থাকা। সুতরাং যার উযূ আছে তার উপর (পুনরায়) উযূ করা ওয়াজিব হবে না। ৬. হদসে আকবর (গোসল ফরয হওয়ার কারণ) থেকে মুক্ত হওয়া। সুতরাং যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তার জন্য উযূ করা যথেষ্ট হবে না। ৭. সময় খুব সংকীর্ণ হওয়া। সুতরাং সময় দীর্ঘ হলে অবিলম্বে উযূ করা আবশ্যক নয়। বরং তখন বিলম্ব করা জায়েয হবে।

فُرُوْعٌ تَتَعَلَّقُ بِالْوُضُوْءِ

يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ اللِّحْيَةِ إِذَا كَانَتِ اللِّحْيَةُ كَثَّةً ۔ لاَ يَكْفِيْ غَسْلُ ظَاهِرِ اللِّحْيَةِ إِذَا كَانَتْ خَفِيْفَةً بَلْ يَجِبُ إِيْصَالُ الْمَاءِ إِلٰى بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ ۔ لاَ يَجِبُ غَسْلُ الشَّعْرِ الَّذِى اسْتَرْسَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ ، وَكَذَا لاَيَجِبُ مَسْحُهُ ۔ إِذَا كَانَ فِى الظُّفُرِ شَيْئٌ يَمْنَعُ وُصُوْلَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ كَالشَّمْعِ وَالْعَجِيْنِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ وَغَسْلُ مَا تَحْتَهُ ۔

كَذَا إِذَا طَالَ الظُّفُرُ حَتّٰى غَطَّى الْأَنْمِلَةَ وَجَبَ قَلْمُهُ لِيَصِلَ الْمَاءُ إِلَى الْبَشَرَةِ ۔ لاَ يَكُوْنُ وَسَخُ الظُّفُرِ أَوْ خُرْءُ الْبَرْغُوْثِ مَانِعًا مِنْ وُصُوْلِ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ ۔ يَلْزَمُ تَحْرِيْكُ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ إِذَا لَمْ يَصِلِ الْمَاءُ إِلَى الْبَشَرَةِ بِدُوْنِ التَّحْرِيْكِ ۔ إِذَا كَانَ غَسْلُ شُقُوْقِ رِجْلَيْهِ يَضُرُّهُ جَازَ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ الَّذِىْ وَضَعَهُ عَلَيْهَا ۔ إِذَا مَسَحَ الرَّأْسَ فِى الْوُضُوْءِ ثُمَّ حَلَقَهُ لاَيُعِيْدُ الْمَسْحَ ۔ إِذَا تَوَضَّأَ ثُمَّ قَلَمَ الظُّفُرَ أَوْقَصَّ الشَّارِبَ لاَيُعِيْدُ الْغَسْلَ ۔

উযূর আনুষঙ্গিক মাসআলা

দাড়ি ঘন হলে দাড়ির উপরের অংশ ধোয়া ওয়াজিব। আর দাড়ি পাতলা হলে শুধু দাড়ির উপরের অংশ ধোয়া যথেষ্ট হবে না, বরং দাড়ির গোড়ার চামড়ায় পানি পৌঁছানো ওয়াজিব হবে। দাড়ির ঝুলন্ত চুল ধোয়া বা মাসেহ করা ওয়াজিব নয়। যদি নখের ভিতর এমন কোন পদার্থ থাকে যা চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে যেমন– মোম, আঠা, তাহলে সেটা দূর করে তার নিচের অংশ ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যদি নখ লম্বা হয়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ ঢেকে ফেলে তাহলে চামড়ায় পানি পৌঁছার জন্য নখ কেটে ফেলা ওয়াজিব। নখের ময়লা ও নীলমাছির বিষ্ঠার আবরণ ত্বকে পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। যদি সংকীর্ণ আংটি নাড়া দেওয়া ব্যতীত চামড়ায় পানি না পৌঁছে তাহলে আংটি নাড়া দিয়ে ধোয়া অপরিহার্য। পায়ের ফাটল ধোয়া ক্ষতিকর হলে তাতে ব্যবহৃত ঔষধের উপর পানি প্রবাহিত করাই যথেষ্ট হবে। উযূতে মাথা মাসেহ করার পর মাথা মুন্ডালে মাসেহ দোহরাতে হবে না। উযূ করার পর নখ অথবা গোফ কাটলে পুনরায় (সেই স্থান) ধোয়া লাগবে না।

سُنَنُ الْوُضُوْءِ

শব্দার্থ ঃ سُنَّةٌ বব سُنَنٌ – সুন্নত, রীতি। رُسْغٌ বব أَرْسَاغٌ – (হাতের) কব্জি। إِصْبَعٌ বব أَصَابِعُ – আঙ্গুল। سِوَاكٌ – মেসওয়াক। (ف) شُرُوْعًا – আরম্ভ করা। مَضْمَضَةً – কুলি করা। اِسْتِنْشَاقًا ـ (الْمَاءَ) – নাকে পানি দেওয়া। (الرَّائِحَةَ) – ঘ্রাণ নেওয়া। مُبَالَغَةً ـ (فِى الْأَمْرِ) – অতিরঞ্জন করা, বাড়িয়ে করা। تَخْلِيْلاً ـ (اللِّحْيَةَ) – খেলাল করা। بَاطِنٌ বব بَوَاطِنُ – ভিতর। مُرَاعَاةً – রক্ষা করা। مُقَدَّمٌ – সম্মুখ ভাগ। (ف) مَسْحًا – মাছেহ করা। (ن) سَنًّا الْأَمْرَ – চালু করা। (ك) كَمَالاً – পূর্ণাঙ্গ হওয়া। (ض) نِيَّةً – নিয়ত করা। اِسْتِيَاكًا – মেসওয়াক করা। (ف) بَدْءًا – শুরু করা। رَقَبَةٌ বব رِقَابٌ – গর্দান, ঘাড়। جَفَافٌ – শুষ্কতা। تَرْتِيْبًا – বিন্যস্ত করা। مُؤَخَّرٌ – পশ্চাৎভাগ। بِدْعَةٌ বব بِدَعٌ – বেদআত, নব উদ্ভাবিত। حُلْقُوْمٌ বব حَلَاقِمُ – কণ্ঠনালী।

تُسَنُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى الْوُضُوْءِ ، فَيَنْبَغِى الْعَمَلُ بِهَا لِيَكُوْنَ الْوُضُوْءُ عَلٰى وَجْهٍ أَكْمَلَ ـ ١ـ أَنْ يَنْوِىَ الْوُضُوْءَ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِيْهِ ـ ٢ـ أَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ ٣ـ أَنْ يَغْسِلَ الْيَدَيْنِ إِلَى

الرُّسْغَيْنِ ـ ٤ـ أَنْ يَسْتَاكَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ السِّوَاكَ فَبِالإِصْبَعِ ـ ٥ـ أَنْ يُمَضْمِضَ ٦ـ أَنْ يَسْتَنْشِقَ ٧ـ أَنْ يُبَالِغَ فِى الْمَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَائِمًا ٨ ـ أَنْ يَغْسِلَ كُلَّ عُضْوٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ ٩ـ أَنْ يَمْسَحَ جَمِيْعَ الرَّأْسِ مَرَّةً ـ ١٠ـ أَنْ يَمْسَحَ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا ـ ١١ـ أَنْ يُخَلِّلَ لِحْيَتَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا ـ ١٢ـ أَنْ يُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ ـ ١٣ـ أَنْ يَدْلُكَ الأَعْضَاءَ عِنْدَ الْغَسْلِ ـ ١٤ـ أَنْ يَغْسِلَ الْعُضْوَ الثَّانِى قَبْلَ جَفَافِ الْعُضْوِ الأَوَّلِ ـ ١٥ـ أَنْ يُرَاعِىَ التَّرْتِيْبَ فِىْ غَسْلِ الأَعْضَاءِ ، بِحَيْثُ يَغْسِلُ الْوَجْهَ أَوَّلاً ، ثُمَّ الْيَدَيْنِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ الرَّأْسَ ، ثُمَّ يَغْسِلُ الرِّجْلَيْنِ ـ ١٦ـ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى قَبْلَ يَدِهِ الْيُسْرٰى ، وَيَغْسِلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى قَبْلَ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى ـ ١٧ـ أَنْ يَبْدَأَ الْمَسْحَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ ـ ١٨ـ أَنْ يَمْسَحَ الرَّقَبَةَ دُوْنَ الْحُلْقُوْمِ ـ لِأَنَّ مَسْحَ الْحُلْقُوْمِ بِدْعَةٌ ـ

উযূর সুন্নত

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উযূতে সুন্নাত। সুতরাং উযূ পূর্ণরূপে আদায় হওয়ার জন্য তদনুসারে আমল করা আবশ্যক।

১. উযূ আরম্ভ করার পূর্বে নিয়ত করা। ২. বিসমিল্লাহ পড়ে উযূ শুরু করা। ৩. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। ৪. মিসওয়াক করা, আর মিসওয়াক না পেলে আঙ্গুল ব্যবহার করা, (৫) কুলি করা, ৬. নাকে পানি দেওয়া। ৭. রোযাদার না হলে উত্তম রূপে (গড়গড়াসহ) কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। ৮. প্রতিটি অংগ তিনবার করে ধোয়া। ৯. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা। ১০. উভয় কানের ভিতর ও বাহিরের অংশে মাসেহ করা। ১১. নিচের দিক থেকে দাড়ি খিলাল করা। ১২. আঙ্গুল খিলাল করা। ১৩. ধোয়ার সমস্ত অঙ্গগুলো ডলে নেয়া ১৪. প্রথম অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগে দ্বিতীয় অংগ ধৌত করা, ১৫. অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। ১৬. বাম হাত ধোয়ার আগে ডান হাত ধোয়া এবং বাম পা ধোয়ার আগে ডান পা ধোয়া। ১৭. মাথার অগ্রভাগ থেকে মাসেহ শুরু করা। ১৮. গলা বাদ দিয়ে শুধু গর্দান মাসেহ করা। কারণ গলা মাসেহ করা বিদ'আত।

آدَابُ الْوُضُوْءِ

শব্দার্থ ঃ اِسْتِحْبَابًا – পছন্দ করা। اِسْتِعَانَةً (بِهِ) – সাহায্য চাওয়া। جَمْعًا (ف) – একত্রিত করা। تَلَفُّظًا – উচ্চারণ করা। بَلًّا (ن) – ভিজানো। اِسْرَافًا – অপচয় করা। قَتْرًا (ن) – কম খরচ করা। خِنْصَرٌ বব خَنَاصِرُ – কনিষ্ঠা। اِمْتِخَاطًا – নাকের ময়লা পরিষ্কার করা। مُخَاطٌ – নাকের ময়লা। قَلْبٌ বব قُلُوْبٌ – হৃদয়। مَكْرُوْهَةٌ বব مَكْرُوْهَاتٌ – মাকরূহ, অপছন্দনীয়। بَأْسٌ – ক্ষতি, অসুবিধা। مُسْتَحَبٌّ বব مُسْتَحَبَّاتٌ – পছন্দনীয়, মোস্তাহাব। نَحْوَ – দিকে। غَيْرٌ – অ, অন্য, ভিন্ন। مَأْثُوْرٌ – বর্ণিত, ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত। دَعْوَةٌ বব دَعَوَاتٌ – ডাক, দোয়া। نِيَّةٌ বব نِيَّاتٌ – নিয়ত, উদ্দেশ্য। بَيْنَ – মাঝে, মধ্যবর্তী স্থানে। لِسَانٌ বব أَلْسِنَةٌ – জিহ্বা। صِمَاخٌ বব صُمُخٌ – কানের ছিদ্র। عُذْرٌ বব أَعْذَارٌ – অপারকতা। وَاسِعٌ – প্রশস্থ।

تُسْتَحَبُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى الْوُضُوْءِ :

١ـ أَنْ يَّجْلِسَ لِلْوُضُوْءِ فِىْ مَكَانٍ مُّرْتَفِعٍ لِئَلَّا يُصِيْبَهُ رَشَاشُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ـ ٢ـ أَنْ يَّجْلِسَ مُسْتَقْبِلًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ ـ ٣ـ أَنْ لَّا يَسْتَعِيْنَ بِغَيْرِهِ ـ ٤ـ أَنْ لَّا يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ النَّاسِ ـ ٥ـ أَنْ يَّقْرَأَ الدَّعَوَاتَ الْمَأْثُوْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْوُضُوْءِ ـ ٦ـ أَنْ يَّجْمَعَ بَيْنَ نِيَّةِ الْقَلْبِ وَالتَّلَفُّظِ بِاللِّسَانِ ـ ٧ـ أَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عِنْدَ غَسْلِ كُلِّ عُضْوٍ ـ ٨ـ أَنْ يُّدْخِلَ خِنْصَرَهُ الْمَبْلُوْلَةَ فِى الصِّمَاخِ عِنْدَ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ـ ٩ـ أَنْ يُّحَرِّكَ خَاتَمَهُ الْوَاسِعَ أَمَّا إِذَا كَانَ خَاتَمُهُ ضَيِّقًا فَتَحْرِيْكُهُ لَازِمٌ لِصِحَّةِ الْوُضُوْءِ ـ ١٠ـ أَنْ يَّأْخُذَ الْمَاءَ لِلْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى ـ ١١ـ أَنْ يَّسْتَعْمِلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى لِلْاِمْتِخَاطِ ـ ١٢ـ أَنْ يَّتَوَضَّأَ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِىْ حُكْمِ الْمَعْذُوْرِ الَّذِىْ يَلْزَمُهُ الْوُضُوْءُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ـ

١٣ـ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوْءِ قَامَ مُسْتَقْبِلًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ يَقُوْلُ :

" أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰـهُ، وَحْدَهٗ ، لاَ شَرِيْكَ لَـهٗ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، عَبْدُهٗ، وَرَسُوْلُـهٗ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ" -

উযূর আদব

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উযূতে মোস্তাহাব।

১. উঁচু স্থানে বসে উযূ করা, যাতে ব্যবহৃত পানির ছিটা শরীর বা কাপড়ে না লাগে। ২. কেবলা মুখী হয়ে বসা। ৩. কারো সাহায্য গ্রহণ না করা। ৪. দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা ৫. উযূ করার সময় নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণিত দুআ সমূহ পাঠ করা। ৬. অন্তরে উযূর নিয়ত করা এবং মুখে নিয়তের শব্দগুলো উচ্চারণ করা। ৭. প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ পড়া, ৮. উভয় কান মাসেহ করার সময় কনিষ্ঠ আঙ্গুল ভিজিয়ে কানের ছিদ্রে প্রবেশ করানো। ৯. প্রশস্ত আংটি নাড়া দেওয়া, কিন্তু আংটি সংকীর্ণ হলে উযূ শুদ্ধ হওয়ার জন্য আংটি নাড়া দেওয়া আবশ্যক। ১০. ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। ১১. বাম হাত দ্বারা নাকের ময়লা পরিষ্কার করা। ১২. ওয়াক্ত আসার আগে উযূ করা, শর্ত হলো, প্রত্যেক ওয়াক্তে উযূ করা আবশ্যক এমন মা'যুরের শ্রেণীভূক্ত হতে পারবে না। ১৩. উযূ শেষ করে কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পাঠ করা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُـهٗ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) আল্লাহ তা'য়ালার বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

مَكْرُوْهَاتُ الْوُضُوْءِ

تُكْرَهُ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى الْوُضُوْءِ : ١- أَنْ يُّسْرِفَ فِى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِى الْوُضُوْءِ - ٢- أَنْ يَّقْتُرَ فِى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِى الْوُضُوْءِ - ٣- أَنْ يَّضْرِبَ الْوَجْهَ بِالْمَاءِ - ٤- أَنْ يَّتَكَلَّمَ بِكَلَامِ النَّاسِ - ٥- أَنْ يَّسْتَعِيْنَ بِغَيْرِهٖ - فَإِنْ كَانَ لَهٗ عُذْرٌ فَلَا بَأْسَ بِالْاِسْتِعَانَةِ - ٦- أَنْ يَّمْسَحَ الرَّأْسَ ثَلَاثًا وَيَأْخُذَ كُلَّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيْدًا -

উযূর মাকরূহ বিষয়

নিম্নে বর্ণিত কাজ সমূহ উযূতে মাকরূহ।

১. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করা। ২. প্রয়োজনের চেয়ে কম পানি খরচ করা। ৩. চেহারায় পানি ছোঁড়ে মারা, ৪. দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা। ৫. কারো থেকে সাহায্য নেওয়া, তবে ওযর থাকলে সাহায্য নেওয়া দোষণীয় হবে না। ৬. তিনবার মাথা মাসেহ করা, এবং প্রত্যেকবার (মাসেহের জন্য) নতুন পানি নেওয়া।

اَقْسَامُ الْوُضُوْءِ

শব্দার্থ ঃ طَوَافًا (ن) – প্রদক্ষিণ করা। اِسْتِيْقَاظًا - জাগ্রত হওয়া। مُدَاوَمَةً – নিয়মিতভাবে কাজ করা। اِرْتِكَابًا ـ (الْقَبِيْحُ) – মন্দ কাজ করা। تَغْسِيْلاً – গোসল করানো। وُقُوْفًا (ض) – অবস্থান করা। (ف) – سَعْيًا – দৌড়ানো। اِنْشَادًا (الشِّعْرَ) – আবৃত্তি করা। أَمْوَاتٌ বব مَيِّتٌ – মৃত। أَحْيَاءٌ বব حَيٌّ – জীবিত। أَشْعَارٌ বব شِعْرٌ – কবিতা। زِيَارَةً (ن) – সাক্ষাৎ করা। آيَاتٌ বব آيَةٌ – কোরআনের আয়াত, চিহ্ন, নিদর্শন। حِيْطَانٌ বব حَائِطٌ – প্রাচীর। قَرَاطِيْسُ বব قِرْطَاسٌ – কাগজ। دَرَاهِمُ বব دِرْهَمٌ – দিরহাম, (মুদ্রা) غِيْبَةٌ – গীবত, পরনিন্দা। خَطَايَا বব خَطِيْئَةٌ – পাপ, ত্রুটি। نَمَائِمُ বব نَمِيْمَةٌ – কোটনামী। دِرَاسَةٌ – অধ্যয়ন। أَبْيَاتٌ বব بَيْتٌ – কবিতা। قَهْقَهَةٌ – অট্টহাসি। إِقَامَةٌ – ইকামত বলা।

يَنْقَسِمُ الْوُضُوْءُ إِلٰى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ـ
١ـ فَرْضٌ (٢) وَاجِبٌ ـ (٣) مُسْتَحَبٌّ ـ

উযূর প্রকার ঃ উযূ তিন প্রকার, ১. ফরয, ২. ওয়াজিব ৩. মোস্তাহাব।

مَتٰى يُفْتَرَضُ الْوُضُوْءُ؟

يُفْتَرَضُ الْوُضُوْءُ عَلَى الْمُحْدِثِ لِوَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أُمُوْرٍ ـ

١ـ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرْضًا أَوْ كَانَتْ نَفْلاً ـ ٢ـ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ ٣ـ لِسُجُوْدِ التِّلَاوَةِ ـ ٤ـ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ الشَّرِيْفِ ـ كَذَا يُفْتَرَضُ الْوُضُوْءُ إِذَا أَرَادَ الْمُحْدِثُ مَسَّ آيَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فِيْ حَائِطٍ ، أَوْ فِيْ قِرْطَاسٍ ، أَوْ فِيْ دِرْهَمٍ ـ

কখন উযূ করা ফরয?

চারটি কাজের যে কোন একটির জন্য হদসগ্রস্ত ব্যক্তির উযূ করা ফরয, (ক) নামায আদায়ের জন্য। চাই তা ফরয হউক কিংবা নফল। (খ) জানাযার নামায পড়ার জন্য। (গ) তেলাওয়াতে সিজদা আদায়ের জন্য। (ঘ) কোরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য।

অনুরূপভাবে হদসগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দেয়ালে, কাগজে, কিংবা মুদ্রায় লিখিত আয়াত স্পর্শ করতে চায় তাহলে তার জন্য উযূ করা ফরয।

مَتَى يَجِبُ الْوُضُوْءُ؟

কখন উযূ করা ওয়াজিব?

يَجِبُ الْوُضُوْءُ عَلَى الْمُحْدِثِ لِأَمْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ .

হদসগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য শুধু একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ, কাবা ঘর তওয়াফ করার জন্য উযূ করা ওয়াজিব।

مَتَى يُسْتَحَبُّ الْوُضُوْءُ؟

কখন উযূ করা মোস্তাহাব?

يُسْتَحَبُّ الْوُضُوْءُ لِلْأُمُوْرِ الْآتِيَةِ . ١. لِلنَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ . ٢. إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ . ٣. لِلْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْوُضُوْءِ . ٤. لِلْوُضُوْءِ عَلَى الْوُضُوْءِ بِنِيَّةِ الثَّوَابِ . ٥. بَعْدَ ارْتِكَابِ شَيْءٍ مِنَ الْغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالْكِذْبِ . كَذَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوْءُ إِذَا ارْتَكَبَ خَطِيْئَةً مَا . ٦. بَعْدَ إِنْشَادِ شِعْرٍ قَبِيْحٍ . ٧. بَعْدَ الْقَهْقَهَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ ٨. لِتَغْسِيْلِ مَيِّتٍ . ٩. لِحَمْلِ مَيِّتٍ . ١٠. لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ . ١١. قَبْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ . ١٢. لِلْجُنُبِ عِنْدَ أَكْلٍ ، وَشُرْبٍ ، وَنَوْمٍ . ١٣. عِنْدَ الْغَضَبِ . ١٤. لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ شَفَوِيًّا . ١٥. لِقِرَاءَةِ حَدِيْثٍ ، وَكَذَا لِرِوَايَتِهِ . ١٦. لِدِرَاسَةِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ . ١٧. لِلْأَذَانِ . ١٨. لِلْإِقَامَةِ . ١٩. لِلْخُطْبَةِ . ٢٠. لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢١. لِلْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ . ٢٢. لِلسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে উযূ করা মোস্তাহাব।

১. পবিত্র অবস্থায় ঘুমানোর জন্য। ২. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর। ৩. সর্বদা উযূ অবস্থায় থাকার জন্য। ৪. উযূ থাকা অবস্থায় সওয়াবের উদ্দেশ্যে পুনরায় উযূ করা। ৫. পরনিন্দা, কোটনামী ও মিথ্যা বলার পর, তদ্রূপ কোন গুণাহ্ করার পর উযূ করা মোস্তাহাব। ৬. অশ্লীল কবিতা আবৃত্ত করার পর। ৭. নামাযের বাইরে অট্টহাসির পর। ৮. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ৯. মায়্যেতকে বহন করার জন্য। ১০. প্রতি নামাযের ওয়াক্তে। ১১. ফরয গোসলের পূর্বে। ১২. জুনুবী ব্যক্তির পানাহার ও ঘুমের সময়। ১৩. রাগের সময়। ১৪. মৌখিক কোরআন তেলাওয়াতের জন্য। ১৫. হাদীস পাঠ করার কিংবা হাদীস বর্ণনা করার জন্য। ১৬. দীনি ইল্‌ম চর্চা করার জন্য। ১৭. আযান দেওয়ার জন্য। ১৮. ইকামত বলার জন্য। ১৯. খুৎবা পাঠ করার জন্য। ২০. নবী করীম (সঃ) এর কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। ২১. আরাফার ময়দানে অবস্থান করার জন্য। ২২. সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানোর জন্য।

نَوَاقِضُ الْوُضُوْءِ

শব্দার্থ ঃ نَاقِضٌ বব نَوَاقِضُ – ভঙ্গকারী। سَبِيْلاَنِ – মল-মূত্র বের হওয়ার পথ। رِيْحٌ বব رِيَاحٌ – বায়ু। قَيْحٌ বব قُيُوْحٌ – পুঁজ। بَلْغَمٌ বব بَلاَغِمُ – কফ। عَلَقٌ – জমাটবদ্ধ রক্ত। مِرَّةٌ – পিত্ত, ক্ষমতা। ذُوْمِرَّةٍ – ক্ষমতাবান। مِلْءٌ – ভর্তি, পূর্ণ। مَقْعَدَةٌ বব مَقَاعِدُ – নিতম্ব। دُوْدَةٌ বব دِيْدَانٌ – পোকা। يَقْظَانٌ – জাগ্রত। جُنُوْنًا (ن) جُنَّ – পাগল হওয়া। قَهْقَهَةٌ – শব্দ করে হাসা। ذَكَرٌ – পুরুষাঙ্গ। تَمَايُلاً – ঝুঁকে পড়া। مُسَاوَاةٌ – বরাবর হওয়া। بَوْلٌ – পেশাব। بُصَاقٌ – থুথু। اَلْعِرْقُ الْمَدَنِيُّ – রোগ বিশেষ। قَيْءٌ (ض) – বমি করা। قَيْءٌ – বমন। تَمَكُّنًا –দৃঢ় হওয়া। مُشَابَهَةٌ – সদৃশ হওয়া। اِنْتِبَاهًا – জাগ্রত হওয়া। سَكْرًا (س) – মাতাল হওয়া। (أُغْمِيَ عَلَيْهِ) ـ إِغْمَاءً – সংজ্ঞাহীন হওয়া। نَقْضًا (ن) – নষ্ট করা।

يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ إِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأُمُوْرِ الْآتِيَةِ : ١ـ إِذَا خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ كَالْبَوْلِ ، وَالْغَائِطِ ، وَالرِّيْحِ ـ ٢ـ إِذَا خَرَجَ دَمٌ ، أَوْ قَيْحٌ مِنَ الْبَدَنِ ، وَتَجَاوَزَ إِلٰى مَحَلٍّ يُطْلَبُ تَطْهِيْرُهُ ـ ٣ـ إِذَا خَرَجَ دَمٌ مِنَ الْفَمِ وَغَلَبَ عَلَى الْبُصَاقِ أَوْ سَاوَاهُ ـ ٤ـ إِذَا قَاءَ طَعَامًا ، أَوْ مَاءً ، أَوْ عَلَقًا ، أَوْ مِرَّةً ، وَكَانَ الْقَيْءُ مِلْءَ الْفَمِ ـ ٥ـ إِذَا نَامَ وَلَمْ

تَتَمَكَّنْ مَقْعَدَتُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَكَذَا إِذَا ارْتَفَعَتْ مَقْعَدَةُ النَّائِمِ قَبْلَ انْتِبَاهِهِ : ٦ـ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ٧ـ إِذَا جُنَّ ٨ـ إِذَا سَكِرَ ٩ـ إِذَا قَهْقَهَ الْبَالِغُ الْيَقْظَانِ فِيْ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ فَلَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ إِذَا قَهْقَهَ الصَّبِيُّ ـ وَكَذَا لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ إِذَا قَهْقَهَ النَّائِمُ وَكَذَا لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ إِذَا قَهْقَهَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ـ

উযূ ভঙ্গের কারণ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কোন একটি পাওয়া গেলে উযূ ভেঙ্গে যাবে।

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে মল-মূত্র ও বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে। ২. শরীর থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে যদি এমন স্থান অতিক্রম করে, যা পবিত্র রাখার আদেশ করা হয়েছে। ৩. মুখ থেকে রক্ত নির্গত হয়ে তা থুথুর সমান বা বেশী হলে। ৪. খাদ্যদ্রব্য, জমাট রক্ত বা পিত্ত বমি মুখ ভরে হলে। ৫. ঘুমের মধ্যে নিতম্ব মাটির সংলগ্ন না থাকলে। তদ্রূপ ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার পূর্বে মাটি থেকে নিতম্ব ওঠে গেলে। ৬. অচেতন হলে। ৭. মস্তিষ্ক বিকৃত হলে। ৮. মাতাল হলে। ৯. সাবালক ব্যক্তি রুকু সেজদা বিশিষ্ট নামাযে অট্টহাসি করলে। সুতরাং নাবালক ছেলে (নামাযে) অট্টহাসি করলে উযূ যাবে না। তদ্রূপ ঘুমন্ত ব্যক্তির অট্টহাসিতে উযূ যাবে না। অনুরূপভাবে জানাযার নামায কিংবা তেলাওয়াতে সেজদা আদায় কালে অট্টহাসি করলে উযূ যাবে না।

اَلْأَشْيَاءُ الَّتِيْ لَا يَنْتَقِضُ بِهَا الْوُضُوْءُ

اَلْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ تُشَابِهُ نَوَاقِضَ الْوُضُوْءِ وَلٰكِنَّهَا لَا تَنْقُضُ الْوُضُوْءَ ـ

١ـ إِذَا ظَهَرَ الدَّمُ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ عَنْ مَكَانِهِ ٢ـ إِذَا سَقَطَ لَحْمٌ مِنَ الْبَدَنِ وَلٰكِنْ لَمْ يَسِلْ مِنْهُ الدَّمُ كَالْعِرْقِ الْمَدَنِيِّ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ بِالْأُرْدِيَّةِ "نَارُوْ" ٣ـ إِذَا خَرَجَتْ دُوْدَةٌ مِنْ جُرْحٍ، أَوْ مِنْ أُذُنٍ ٤ـ إِذَا قَاءَ ، وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَيْءُ مِلْءَ الْفَمِ ـ ٥ـ إِذَا قَاءَ بَلْغَمًا سَوَاءٌ كَانَ الْبَلْغَمُ قَلِيْلًا أَوْ كَثِيْرًا ـ ٦ـ إِذَا نَامَ الْمُصَلِّيْ فِيْ صَلَاتِهِ ، سَوَاءٌ نَامَ فِيْ حَالَةِ الْقِيَامِ ، أَوِ الْقُعُوْدِ ، أَوْ نَامَتْ فِيْ حَالَةِ الرُّكُوْعِ ، وَالسُّجُوْدِ إِذَا كَانَ عَلٰى صِفَةِ السُّنَّةِ ـ ٧ـ إِذَا نَامَ الْمُتَوَضِّئُ وَكَانَتْ مَقْعَدَتُهُ

مُتَمَكِّنَةً مِنَ الْأَرْضِ ـ ٨ـ إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ ـ ٩ـ إِذَا مَسَّ اِمْرَأَةً ـ ١٠ـ إِذَا تَمَايَلَ النَّائِمُ ـ

যে সকল বিষয়ে উযূ ভাঙ্গে না

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উযূ ভঙ্গের কারণগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু তাতে উযূ যাবে না।

১. যদি শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে সে স্থান অতিক্রম না করে। ২. যদি শরীর থেকে গোশতের টুকরা খসে পড়ে, কিন্তু তা থেকে রক্ত প্রবাহিত না হয়। যেমন ইরকে মাদানী, এটাকে উর্দুতে নারু বলা হয়। ৩. যদি ক্ষত স্থান বা কান থেকে পোকা বের হয়। ৪. বমি যদি মুখ ভর্তি পরিমাণ না হয়। ৫. যদি কফ বমি করে, কফের পরিমাণ কম হউক কিংবা বেশী। ৬. যদি নামাযের মধ্যে ঘুমায়। নামাযী চাই দাঁড়ানো থাকুক কিংবা বসা রুকুতে থাকুক কিংবা সিজদায়। তবে শর্ত হলো যদি নামাজের সুন্নত তরীকায় থাকে ৭. যদি ঘুমের মধ্যে উযূকারীর নিতম্ব ভূমির সাথে যুক্ত থাকে। ৮. হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে। ৯. স্ত্রী লোককে স্পর্শ করলে। ১০. ঘুমন্ত ব্যক্তি কোন দিকে ঢলে পড়লে।

فَرَائِضُ الْغُسْلِ

শব্দার্থ ঃ غَسْلاً (ض) – ধোয়া اِتْيَانًا (ض ـ بِهِ) – আনা। بَسْمَلَةً – বিছমিল্লাহ পড়া। صَبًّا (ن) – ঢেলে দেওয়া। تَوَالِيًا – ক্রমাগত আসতে থাকা। تَغْسِيْلاً – গোসল দেওয়া। كُسُوْفًا (ض) – (সূর্যে) গ্রহণ লাগা। خُسُوْفًا (ض) (চন্দ্রে) গ্রহণ লাগা। اِسْتِسْقَاءً – বৃষ্টি প্রার্থনা করা। قُدُوْمًا (س) – আসা। اِكْمَالاً – পূর্ণ করা। اِفَاقَةً – জ্ঞান ফিরে পাওয়া। اِسْلَامًا – মুসলমান হওয়া। أَمْرٌ বব أُمُوْرٌ – কাজ, বিষয়। مُغْتَسِلٌ – গোসলকারী। وَجْهٌ বব وُجُوْهٌ – দিক, রূপ। رِجْلٌ বব أَرْجُلٌ – পা। رَأْسٌ বব رُؤُوْسٌ – মাথা। مَنْكَبٌ বব مَنَاكِبُ – কাঁধ। حَيْضٌ – মাসিক, ঋতুস্রাব। نِفَاسٌ – প্রসূতি অবস্থা। فَزَعًا (س) – ভীত হওয়া। ظُلْمَةٌ - অন্ধকার। صَبِيْحَةٌ বব صَبِيْحَاتٌ – সকাল। حِجَامَةٌ – শিঙ্গা লাগানোর কাজ।

يُفْتَرَضُ فِي الْغُسْلِ ثَلَاثَةُ أُمُوْرٍ : ١ـ اَلْمَضْمَضَةُ ـ ٢ـ اَلْإِسْتِنْشَاقُ ٣ـ إِيْصَالُ الْمَاءِ إِلٰى جَمِيْعِ الْبَدَنِ بِحَيْثُ لَا يَبْقٰى فِي الْبَدَنِ مَكَانٌ يَابِسٌ ـ

গোসলের ফরয

গোসলে তিনটি কাজ ফরয। ১. কুলি করা। ২. নাকে পানি দেওয়া। ৩. সমস্ত শরীরে এমনভাবে পানি পৌঁছে দেওয়া, যেন শরীরের কোন অংশ শুকনো না থাকে।

سُنَنُ الْغُسْلِ

تُسَنُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى الْاِغْتِسَالِ فَيَنْبَغِىْ لِلْمُغْتَسِلِ مُرَاعَاتُهَا لِيَكُوْنَ الْاِغْتِسَالُ عَلٰى وَجْهِ أَكْمَلَ ـ ١ـ أَنْ يَّأْتِىَ بِالْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِى الْاِغْتِسَالِ ٢ـ أَنْ يَّنْوِىَ أَنَّهُ يَغْتَسِلُ لِتَحْصِيْلِ الطَّهَارَةِ ـ ٣ـ أَنْ يَّغْسِلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ أَوَّلاً مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فِى الْوُضُوْءِ ـ ٤ـ أَنْ يَغْسِلَ النَّجَاسَةَ قَبْلَ الْاِغْتِسَالِ ، إِذَا كَانَتْ عَلٰى بَدَنِهٖ ، أَوْ عَلٰى ثَوْبِهٖ ـ ٥ـ أَنْ يَّتَوَضَّأَ قَبْلَ الْاِغْتِسَالِ ، وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ إِذَاَ كَانَ وَاقِفًا فِىْ مَكَانٍ مُنْخَفِضٍ يَجْتَمِعُ فِيْهِ الْمَاءُ ـ ٦ـ أَنْ يَّصُبَّ الْمَاءَ عَلٰى جَمِيْعِ بَدَنِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ ٧ـ أَنْ يَّصُبَّ الْمَاءَ أَوَّلاً عَلَى الرَّأْسِ ثُمَّ عَلٰى مَنْكَبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَلٰى مَنْكَبِهِ الْأَيْسَرِ ـ ٨ ـ أَنْ يَّدْلُكَ جَسَدَهٗ ـ ٩ـ أَنْ يَّغْسِلَ الْبَدَنَ مُتَوَالِيًا بِحَيْثُ لاَ يَجِفُّ الْعُضْوُ الْأَوَّلُ قَبْلَ غَسْلِ الْعُضْوِ الْاٰخَرِ ـ إِذَا دَخَلَ فِى الْمَاءِ الْجَارِىْ وَمَكَثَ فِيْهِ وَدَلَكَ جَسَدَهٗ فَقَدْ أَكْمَلَ سُنَّةَ الْاِغْتِسَالِ ـ

وَكَذَا الْحُكْمُ إِذاَ دَخَلَ فِى الْمَاءِ الَّذِىْ هُوَ فِىْ حُكْمِ الْمَاءِ الْجَارِىْ كَالْحَوْضِ الْكَبِيْرِ ـ

গোসলের সুন্নাত

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গোসলের সুন্নাত। তাই পূর্ণাঙ্গরূপে গোসল সম্পন্ন হওয়ার জন্য গোসলকারীর সেই বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

১. গোসলের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া। ২. পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে গোসল করা। ৩. উযূ করার ন্যায় প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। ৪. শরীর বা কাপড়ে নাপাক থাকলে গোসলের পূর্বেই তা ধুয়ে ফেলা। ৫. গোসলের পুর্বে উযূ

করা। কিন্তু যদি এমন নিম্নস্থানে দাঁড়িয়ে গোসল করে যেখানে পানি জমে থাকে তাহলে পা ধোয়া বিলম্বিত করবে। ৬. সমস্ত শরীরে তিনবার পানি পৌছানো। ৭. প্রথমে মাথায় পানি ঢালা, অতঃপর ডান পার্শ্বে ও তারপর বাম পার্শ্বে পানি ঢালা। ৮. শরীর ডলা। ৯. অঙ্গগুলো বিরতিহীনভাবে ধোয়া, অর্থাৎ এক অঙ্গ শুকানোর আগে অপর অঙ্গ ধোয়া। যদি কোন ব্যক্তি প্রবাহমান পানিতে নেমে গোসল করে এবং শরীর মালিশ করে তাহলে গোসলের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। প্রবাহমান পানির হুকুমভুক্ত বড় পুকুরে নেমে গোসল করলেও অনুরূপ বিধান হবে। (অর্থাৎ, গোসলের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।)

أَقْسَامُ الْغُسْلِ

يَنْقَسِمُ الْغُسْلُ إِلىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ (١) فَرْضٌ ـ (٢) مَسْنُوْنٌ ـ (٣) مَنْدُوْبٌ

গোসলের প্রকার

গোসল তিন প্রকার। ১. ফরয। ২. সুন্নাত। ৩. মোস্তাহাব।

مَتٰى يُفْتَرَضُ الْغُسْلُ؟

يُفْتَرَضُ الْغُسْلُ بِوَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أُمُوْرٍ : (١) يُفْتَرَضُ الْغُسْلُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ جُنُبًا ـ (٢) يُفْتَرَضُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ ـ (٣) يُفْتَرَضُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ النِّفَاسِ ـ (٤) يُفْتَرَضُ تَغْسِيْلُ الْمَيِّتِ عَلَى الْأَحْيَاءِ ـ

কখন গোসল করা ফরয?

চারটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া গেলে গোসল করা ফরয। যথা ১. জানাবাত গ্রস্ত হওয়ার পর গোসল করা ফরয। ২. হায়েয থেকে পাক হওয়ার পর স্ত্রীলোকের গোসল করা ফরয। ৩. নেফাস থেকে পাক হওয়ার পর স্ত্রীলোকের গোসল করা ফরয। ৪. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া জীবিতদের উপর ফরয।

مَتٰى يُسَنُّ الْغُسْلُ؟

يُسَنُّ الْغُسْلُ لِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : (١) لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ـ (٢) لِصَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ ـ (٣) لِلْإِحْرَامِ ـ (٤) لِلْحَاجِّ فِيْ عَرَفَةَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ـ

কখন গোসল করা সুন্নাত?

চারটি বিষয়ের জন্য গোসল করা সুন্নাত।

১. জুমার নামাযের জন্য। ২. দুই ঈদের নামাযের জন্য। ৩. ইহরাম বাঁধার জন্য। ৪. আরাফার ময়দানে সূর্য হেলে যাওয়ার পর হাজীদের জন্য।

مَتَى يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ؟

يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِى الصُّوَرِ الْآتِيَةِ - (١) فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ - (٢) فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ - (٣) لِصَلَاةِ الْكُسُوْفِ ، وَالْخُسُوْفِ - (٤) لِصَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ - (٥) عِنْدَ فَزَعٍ - (٦) عِنْدَ ظُلْمَةٍ - (٧) عِنْدَ رِيْحٍ شَدِيْدَةٍ - (٨) عِنْدَ لُبْسِ ثَوْبٍ جَدِيْدٍ - (٩) لِلَّذِىْ تَابَ مِنْ ذَنْبٍ - (١٠) لِلَّذِىْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ - (١١) لِلَّذِىْ يُرِيْدُ الدُّخُوْلَ فِى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ - (١٢) لِلَّذِىْ يُرِيْدُ الدُّخُوْلَ فِىْ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ - (١٣) عِنْدَ الْوُقُوْفِ بِمُزْدَلِفَةَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ النَّحْرِ - (١٤) لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ - (١٥) لِلَّذِىْ غَسَلَ مَيِّتًا - (١٦) بَعْدَ الْحِجَامَةِ - (١٧) لِلَّذِىْ أَفَاقَ مِنْ جُنُوْنِهِ - وَكَذَا يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِلَّذِىْ أَفَاقَ مِنْ إِغْمَائِهِ ، أَوْ مِنْ سَكْرِهِ - (١٨) لِلَّذِىْ أَسْلَمَ وَهُوَ طَاهِرٌ - أَمَّا إِذَا كَانَ الَّذِىْ أَسْلَمَ جُنُبًا فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ -

কখন গোসল করা মোস্তাহাব?

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর জন্য গোসল করা মোস্তাহাব।

১. শাবানের পনের তারিখ রাত্রে। ২. কদরের রাত্রিতে। ৩. সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের জন্য। ৪. ইস্তেস্কার নামাযের জন্য। ৫. ভয়-শংকা কালে। ৬. ঘোর অন্ধকারের সময়। ৭. প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময়। ৮. নতুন কাপড় পরিধানের সময় ৯. পাপ থেকে তওবা কারীর জন্য। ১০. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন কারীর জন্য ১১. মদীনা প্রবেশে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য। ১২. মক্কা প্রবেশে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য। ১৩. কোরবানীর দিন সকালে মোযদালিফায় অবস্থান করার জন্য। ১৪. তওয়াফে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। ১৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান কারীর জন্য। ১৬. শিঙ্গা লাগানোর পর। ১৭. বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর। তদ্রূপ মাতাল ও অচেতন ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করার পর গোসল করা মোস্তাহাব। ১৮. পবিত্র অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ কারীর জন্য। কিন্তু যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছে তার জন্য গোসল করা ফরয।

مَشْرُوْعِيَّةُ التَّيَمُّمِ

শব্দার্থ ঃ مَشْرُوْعِيَّةٌ – শরীআত সম্মত হওয়া, শরয়ী বৈধতা। مَرِيْضٌ বব مَرْضٰى – রোগী। عَفُوٌّ – ক্ষমাশীল। صَعِيْدٌ বব صُعُدٌ – মাটি, ভূমি। (ض) تَفْضِيْلاً (عَلٰى) – শ্রেষ্ঠত্ব দান করা। شَرْعًا (ف) – বিধান দেওয়া। (ض) حِرْمَانًا – বঞ্চিত করা। عَوَضٌ – বিনিময়। تَعْيِيْنًا – নির্দিষ্ট করা। عَجْزًا – অক্ষম হওয়া। ذَاتٌ – সত্তা। إِبَاحَةٌ – বৈধ করা। إِسْتِبَاحَةٌ – বৈধ মনে করা। (ض) – বঞ্চিত করা। صَفٌّ বব صُفُوْفٌ – কাতার। غَفُوْرٌ – মার্জনাকারী। مُلاَمَسَةً – মেলামেশা করা। عَاجِزٌ – অক্ষম। مَشْرُوْعٌ – শরীয়াত সম্মত। مَفْقُوْدٌ – অবিদ্যমান। أَجَلٌّ – গুরুত্বপূর্ণ। عِوَضًا عَنْ – বিনিময়ে। أَسْبَابٌ বব سَبَبٌ – কারণ। بِذَاتِهِ – স্বয়ং, নিজেই। مُبَاحٌ – বৈধ। مَقْصُوْدٌ – উদ্দিষ্ট, লক্ষ্য।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى ، أَوْ عَلٰى سَفَرٍ ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ ، أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا" (النساء-٤٣) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ ، جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ" - (رواه مسلم عن أبى حذيفة)

شُرِعَ التَّيَمُّمُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِكَوْنِ الْمَاءِ مَفْقُوْدًا ، أَوْ لِسَبَبِ مَرَضٍ أَصَابَهُ فَيَتَيَمَّمُ عِوَضًا عَنِ الْوُضُوْءِ ، أَوِ الْغُسْلِ لِئَلاَّ يُحْرَمَ أَدَاءَ الْعِبَادَاتِ الَّتِىْ لاَتَصِحُّ إِلاَّ بِهِمَا كَالصَّلاَةِ الَّتِىْ هِىَ أَجَلُّ الْعِبَادَاتِ - اَلتَّيَمُّمُ فِى اللُّغَةِ : اَلْقَصْدُ وَفِى الشَّرْعِ : هُوَ طَهَارَةٌ تُرَابِيَّةٌ تَشْتَمِلُ عَلٰى مَسْحِ الْوَجْهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ بِصَعِيْدٍ مُطَهِّرٍ مَعَ النِّيَّةِ -

শরীআতে তায়াম্মুমের বৈধতা

তোমরা যদি পীড়িত হও, কিংবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর, কিন্তু পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পাপ মোচন কারী। (সূরা নিসা)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমাদেরকে তিনটি বিষয়ে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। (ক) আমাদের (নামাযের) কাতারগুলো ফেরেশ্‌তাদের কাতারের ন্যায় (সমান) করা হয়েছে (খ) সমস্ত ভূমিকে আমাদের জন্য মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (গ) পানির অবর্তমানে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। (মুসলিম)

শরী'য়ত তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদান করেছে। কারণ পানি না থাকায় কিংবা অসুস্থতার ফলে মানুষ কখনও পানি ব্যবহারে অপারগ হয়ে পড়ে। তখন সে উযূ-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। যেন সে উযূ-গোসল নির্ভর ইবাদত আদায় করা থেকে বঞ্চিত না হয়। যেমন নামায যা হলো শ্রেষ্ঠতম ই'বাদত।

তায়াম্মুমের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। আর শরীআতে তায়াম্মুম হলো, মাটি দ্বারা অর্জিত তাহারাত, যা নিয়ত সহকারে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমন্ডল এবং কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ করাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

شُرُوْطُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ

لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ ثَمَانِيَةُ شُرُوْطٍ ـ

١ـ اَلشَّرْطُ الْأَوَّلُ : اَلنِّيَّةُ ، فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِدُوْنِ النِّيَّةِ ـ يُشْتَرَطُ فِيْ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ الَّذِيْ تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ أَنْ يَنْوِيَ وَاحِدًا مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ ـ

(الف) أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ مِنَ الْحَدَثِ ، وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِيْنُ الْحَدَثِ فِي النِّيَّةِ ـ (ب) أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ (ج) أَنْ يَنْوِيَ عِبَادَةً مَقْصُوْدَةً لَا تَصِحُّ بِدُوْنِ طَهَارَةٍ كَالصَّلَاةِ ، وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ـ لَوْ تَيَمَّمَ بِنِيَّةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ لَاتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِهٰذَا التَّيَمُّمِ لِأَنَّ مَسَّ الْمُصْحَفِ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ هِيَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ـ

كَذَا لَوْ تَيَمَّمَ بِنِيَّةِ الْأَذَانِ ، أَوِ الْإِقَامَةِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِهٰذَا التَّيَمُّمِ لِأَنَّ الْأَذَانَ ، وَالْإِقَامَةَ لَيْسَا بِعَبَادَةٍ مَقْصُوْدَةٍ فِيْ ذَاتِهِمَا ـ وَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ بِنِيَّةِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِهٰذَا التَّيَمُّمِ لِأَنَّ التِّلَاوَةَ وَإِنْ كَانَتْ عِبَادَةً مَقْصُوْدَةً وَلٰكِنَّهَا تَصِحُّ بِدُوْنِ الْوُضُوْءِ ـ ٢ـ اَلشَّرْطُ الثَّانِيْ : أَنْ يُّوْجَدَ عُذْرٌ مِنَ الْأَعْذَارِ الَّتِيْ تُبِيْحُ التَّيَمُّمَ ـ

তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

আটটি শর্ত না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করা শুদ্ধ হবে না।

১. প্রথম শর্ত ঃ নিয়ত করা, অতএব নিয়ত করা ব্যতীত তায়াম্মুম সহী হবে না। নামায বিশুদ্ধকারী তায়াম্মুমের জন্য তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির নিয়ত করা শর্ত। (ক) অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। তবে নির্দিষ্ট কোন অপবিত্রতার নিয়ত করা জরুরী নয়। (খ) নামায পড়ার (বৈধ করার) নিয়ত করা। (গ) পবিত্রতা ছাড়া শুদ্ধ হয় না এমন উদ্দিষ্ট ই'বাদত আদায়ের নিয়ত করা। যথা, নামায ও তেলাওয়াতে সেজদা। অতএব কেউ যদি কোরআন শরীফ স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করে তাহলে সেই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া সহী হবে না। কেননা মূলত কোরআন শরীফ স্পর্শ করা কোন ই'বাদত নয় বরং ই'বাদত হলো কোরআন তেলাওয়াত করা। অনুরূপভাবে যদি আযান বা ইকামত দেওয়ার নিয়তে তায়াম্মুম করে তাহলে সেই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া সহী হবে না। কেননা আযান ও ইকামত সত্ত্বাগতভাবে উদ্দিষ্ট ই'বাদত নয়। তদ্রূপ লঘু হদস (হদসে আসগর) গ্রস্ত ব্যক্তি যদি কোরআন তেলাওয়াতের নিয়তে তায়াম্মুম করে তাহলে সেই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। কেননা কোরআন তেলাওয়াত করা উদ্দিষ্ট ই'বাদত হলেও তা উযূ ছাড়াও শুদ্ধ হয়।

২. দ্বিতীয় শর্ত ঃ তায়াম্মুম-বৈধকারী কোন ওযর বিদ্যমান থাকা।

أَمْثِلَةُ الْأَعْذَارِ الَّتِيْ تُبِيْحُ التَّيَمُّمَ

শব্দার্থ ঃ مَسِيْرَةً -- দূরত্ব। إِخْبَارًا -- সংবাদ দেওয়া। شِفَاءً (ض) -- আরোগ্য দান করা। اِزْدِيَادًا -- বৃদ্ধি পাওয়া। فَوْتًا (ن) -- ছুটে যাওয়া। (بِهٖ) اِشْتِغَالًا -- নিয়োজিত থাকা। تَكْرِيْرًا -- বার বার করা। اِسْتِيْعَابًا -- ধারণ

করা। طَرْءًا (ف) – হঠাৎ এসে পড়া। مُفْتَرِسٌ – শিকারী, হিংস্র। كَفٌّ বব أَكُفٌّ – হাতের তালু। ضَرْبَةٌ বব ضَرَبَاتٌ – একবার মারা। مِيْلٌ বব أَمْيَالٌ – মাইল। مُخْبِرٌ – সংবাদ দাতা। طَبِيْبٌ বব أَطِبَّاءُ – ডাক্তার। حَائِلٌ – অন্তরায়, প্রতিবন্ধক। آلَةٌ বব آلاَتٌ – যন্ত্র, উপকরণ। حَطَبٌ বব أَحْطَابٌ – লাকড়ি। ذَهَبٌ – সোনা। فِضَّةٌ – চাঁদি। حَالَةٌ বব حَالاَتٌ – অবস্থা। بَشَرَةٌ – ত্বক, চামড়া। تُرَابٌ – মাটি। شَحْمٌ বব شُحُوْمٌ – চর্বি, মেদ। فَقَطْ – মাত্র।

١ـ كَوْنُ الْمَاءِ بَعِيْدًا عَنْهُ مَسِيْرَةَ مِيْلٍ أَوْ أَكْثَرَ ٢ـ يَغْلِبُ عَلٰى ظَنِّهٖ أَوْ أَخْبَرَهُ طَبِيْبٌ مُسْلِمٌ حَاذِقٌ أَنَّهُ لَوِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ حَدَثَ لَهُ مَرَضٌ ، أَوِ ازْدَادَ مَرَضُهُ ، أَوْ تَأَخَّرَ شِفَاؤُهُ مِنَ الْمَرَضِ ـ ٣ـ يَغْلِبُ عَلٰى ظَنِّهٖ أَنَّهُ لَوِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ هَلَكَ ـ ٤ـ يَخَافُ الْعَطَشَ عَلٰى نَفْسِهٖ أَوْ عَلٰى غَيْرِهٖ ، إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيْلاً ـ ٥ـ لاَ تُوْجَدُ آلَةٌ يُخْرَجُ بِهَا الْمَاءُ كَالدَّلْوِ، وَالرِّشَاءِ ـ ٦ـ يَخَافُ مِنْ عَدُوٍّ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَدُوُّ إِنْسَانًا ، أَوْ حَيَوَانًا مُفْتَرِسًا ـ ٧ـ إِذَا غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ أَنَّهُ لَوِ اشْتَغَلَ بِالْوُضُوْءِ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعِيْدَيْنِ أَوْ صَلاَةُ الْجَنَازَةِ لِأَنَّ هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ لاَ تُقْضٰى ـ

أَمَّا إِذَا غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ أَنَّهُ لَوِ اشْتَغَلَ بِالْوُضُوْءِ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلاَةِ ، أَوْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فَلاَ يَجُوْزُ لَهُ التَّيَمُّمُ بَلْ يَتَوَضَّأُ وَيَقْضِي الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ عِوَضًا عَنِ الْجُمُعَةِ ـ ٣ـ اَلشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُوْنَ التَّيَمُّمُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ ، وَالْحَجَرِ ، وَالرَّمْلِ فَلاَ يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ بِالْحَطَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ ـ ٤ـ اَلشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يَمْسَحَ جَمِيْعَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ ـ ٥ـ اَلشَّرْطُ الْخَامِسُ : أَنْ يَمْسَحَ بِجَمِيْعِ الْيَدِ ، أَوْ بِأَكْثَرِهَا ـ فَلَوْ مَسَحَ بِالْإِصْبَعَيْنِ وَكَرَّرَ حَتّٰى اسْتَوْعَبَ لاَ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ ٦ـ اَلشَّرْطُ السَّادِسُ : أَنْ يَمْسَحَ بِضَرْبَتَيْنِ بِبَاطِنِ

الْكَفَّيْنِ ـ لَوْ ضَرَبَ ضَرْبَتَيْنِ فِىْ مَكَانٍ وَاحِدٍ جَازَ التَّيَمُّمُ ـ كَذَا إِذَا أَصَابَ التُّرَابُ جَسَدَهُ وَمَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ صَحَّ التَّيَمُّمُ ـ ٧ـ اَلشَّرْطُ السَّابِعُ : أَنْ لَّا يُوجَدَ شَيْءٌ يَكُوْنَ حَائِلًا بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْبَشَرَةِ كَالشَّمْعِ ، وَالشَّحْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ الْمَسْحِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ ـ ٨ـ اَلشَّرْطُ الثَّامِنُ : أَنْ لَّا يُوجَدَ شَيْءٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ كَالْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ ، وَالْحَدَثِ

فَلَوْ تَيَمَّمَتْ فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ ، أَوِ النِّفَاسِ لَايَصِحُّ التَّيَمُّمُ ـ كَذَا لَوْ تَيَمَّمَ حَالَةَ طُرُوْءِ الْحَدَثِ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ ـ

তায়াম্মুম বৈধকারী ওযর সমূহের উদাহরণ

(ক) পানি এক মাইল কিংবা তার চেয়ে বেশি দূরে থাকা। (খ) যদি নিজের প্রবল ধারণা হয় কিংবা অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার বলে যে, পানি ব্যবহারে রোগ সৃষ্টি হবে, কিংবা রোগ বৃদ্ধি পাবে, কিংবা আরোগ্য লাভে বিলম্বিত হবে। (গ) ঠান্ডা পানি ব্যবহারে প্রাণ হানির প্রবল আশংকা থাকলে। (ঘ) পানি কম থাকা অবস্থায় নিজের অথবা অন্যের পিপাসার আশংকা দেখা দিলে। (ঙ) পানি তোলার উপকরণ যথা বালতি ও রশি ইত্যাদি না থাকলে। (চ) পানি লাভে প্রতিবন্ধক হয় এমন শত্রুর (আক্রমণের) আশংকা হলে। শত্রু মানুষ হউক কিংবা হিংস্র প্রাণী। (ছ) ওজু করতে গেলে যদি ঈদের নামায বা জানাযার নামায ছুটে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়। কেননা এ সকল নামাযের কাযা নেই। আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, উযূ করতে গেলে নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে, কিংবা জুমার নামায ছুটে যাবে, তাহলে এ অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। বরং উযূ করে এসে ওয়াক্তের কাযা নামায পড়বে এবং জুমার নামাযের পরিবর্তে যোহরের নামায আদায় করবে।

৩. তৃতীয় শর্ত ঃ মাটি জাতীয় কোন পবিত্র জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা। যথা, মাটি, পাথর ও বালি। সুতরাং কাঠ ও সোনা-চাঁদি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।

৪. চতুর্থ শর্ত ঃ সমস্ত মুখমন্ডল ও কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ করা।

৫. পঞ্চম শর্ত ঃ সবগুলো আঙ্গুল কিংবা অধিকাংশ আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করা। অতএব যদি দুই আঙ্গুল দ্বারা বারবার মাসেহ করে সমস্ত হাত ও মুখমন্ডলে পৌঁছে দেয় তাহলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না।

৬. ষষ্ঠ শর্ত ঃ হাতের তালু দু'বার মাটিতে স্থাপন করে তা দ্বারা মাসেহ করা। যদি একই স্থানে দু'বার হাত স্থাপন করে মাসেহ করে তাহলেও তায়াম্মুম জায়েয হবে। অনুরূপভাবে যদি শরীরে মাটি লাগে আর তায়াম্মুমের নিয়তে তা দ্বারা মাসেহ করে নেয় তাহলেও তায়াম্মুম সহী হবে।

৭. সপ্তম শর্ত ঃ চামড়ার উপর মাসেহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী কোন জিনিস না থাকা। যেমন, মোম বা চর্বি। সুতরাং মাসেহ করার পূর্বে এ ধরনের বস্তু দূর করে ফেলা আবশ্যক। নচেৎ তায়াম্মুম সহী হবে না।

৮. অষ্টম শত ঃ তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় এমন কোন কিছু না থাকা। যেমন হায়েয, নেফাস ও হদস হওয়া। অতএব হায়েয-নেফাস অবস্থায় তায়াম্মুম করলে সেই তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে উযূ ভঙ্গের কারণ প্রকাশ পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করলে তায়াম্মুম সহী হবে না।

أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ

শব্দার্থ ঃ أَوَّلٌ – শুরু, প্রথম। أَجْنَبِيٌّ – অপরিচিত। إِدْبَارًا (يَدَيْهِ) – পেছনের দিকে আনা। تَفْرِيْجًا – ফাঁক করা। إِرَادَةٌ – ইচ্ছা করা। صَلَاةٌ – নামায পড়া। نَافِلَةٌ বব نَوَافِلُ – নফল ইবাদত, কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ। فَقْدًا (ض) – অধিকারে না থাকা। رَجَاءٌ (ن) – আশা করা। بُخْلًا (س) – কৃপণতা করা। مَعْذُورٌ – অপারক, অক্ষম। جِرَاحَةٌ বব جِرَاحَاتٌ – ক্ষত, আঘাত। فَصْلًا (ض) – ব্যবধান করা। إِقْبَالًا (يَدَيْهِ) – সামনের দিকে টানা। سَاعِدٌ বব سَوَاعِدُ – বাহু। كَيْفِيَّةٌ বব كَيْفِيَّاتٌ – অবস্থা, পদ্ধতি। وَضْعًا (ف) – স্থাপন করা। مُرَاعَاةٌ – রক্ষা করা। نَفْضًا (ن) – ঝাড়া দেওয়া। دَفْنًا (ض) – দাফন করা। عَجْنًا (ض) – ময়দা ইত্যাদি ভিজানো। رَفِيْقٌ বব رُفَقَاءُ – সঙ্গী, বন্ধু। مَقْطُوْعٌ – কর্তিত। جَرِيْحٌ বব جَرْحَى – আহত।

أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ اِثْنَانِ فَقَطْ : (١) مَسْحُ جَمِيْعِ الْوَجْهِ ـ (٢) مَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ ـ تُسَنُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى التَّيَمُّمِ : ١ـ أَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ أَوَّلِهِ ـ ٢ـ أَنْ تُّرَاعِىَ التَّرْتِيْبَ فَيَمْسَحُ الْوَجْهَ أَوَّلًا ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُمْنٰى ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرٰى ـ ٣ـ أَنْ لَّايَفْصِلَ بَيْنَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِفِعْلٍ أَجْنَبِيٍّ ـ ٤ـ أَنْ يُّقْبِلَ يَدَيْهِ وَيُدْبِرَهُمَا فِى

التُّرَابِ ـ ٥ـ أَنْ يَنْفُضَ الْيَدَيْنِ بَعْدَ رَفْعِهِمَا مِنَ التُّرَابِ ـ ٦ـ أَنْ يُفَرِّجَ أَصَابِعَهُ عِنْدَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِى التُّرَابِ ـ

তায়াম্মুমের রোকন ও তায়াম্মুমের সুন্নাত

তায়াম্মুমের রোকন দু'টি। (এক) সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা। (দুই) কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ করা।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ তায়াম্মুমে সুন্নাত।

১. তায়াম্মুমের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া। ২. রোকনগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। অতএব প্রথমে মুখমণ্ডল মাসেহ করবে। অতঃপর ডান হাত এবং সর্বশেষ বাম হাত মাসেহ করবে। ৩. মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করার মাঝে অন্য কোন কাজ দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি না করা। ৪. উভয় হাত মাটিতে স্থাপন করে সামনের ও পিছনের দিকে টেনে আনা। ৫. উভয় হাত মাটি থেকে ওঠানোর পর ঝেড়ে ফেলা। ৬. উভয় হাত মাটিতে রাখার সময় আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে রাখা।

كَيْفِيَّةُ التَّيَمُّمِ

مَنْ أَرَادَ التَّيَمُّمَ شَمَّرَ عَنْ سَاعِدَيْهِ ، وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، نَاوِيًا اِسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ ، وَيَضَعُ بَاطِنَ كَفَّيْهِ عَلَى التُّرَابِ الطَّاهِرِ ، مُفَرِّجًا بَيْنَ أَصَابِعِهِ مَعَ إِقْبَالِ الْيَدَيْنِ ، وَإِدْبَارِهِمَا فِى التُّرَابِ ، ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا ، وَيَنْفُضُهُمَا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ يَضَعُ بَاطِنَ كَفَّيْهِ عَلَى التُّرَابِ مَرَّةً ثَانِيَةً كَالْأُوْلٰى ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِجَمِيْعِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى يَدَهُ الْيُمْنٰي مَعَ الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِكَفِّهِ الْيُمْنٰى يَدَهُ الْيُسْرٰى مَعَ الْمِرْفَقِ ، فَقَدْ كَمُلَ التَّيَمُّمُ ، وَيُصَلِّى بِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ ، وَ النَّوَافِلِ ـ

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করার ইচ্ছা করবে সে উভয় বাহু থেকে কাপড় গুটিয়ে নিবে। নামায পড়ার নিয়তে বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে তায়াম্মুম শুরু করবে। আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক রেখে হাতের তালু মাটিতে স্থাপন করবে এবং

উভয় হাত মাটিতে রেখে সামনে ও পিছনে টেনে নিবে। তারপর মাটি থেকে হাত তুলে ঝেড়ে ফেলবে এবং উভয় হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ করবে। দ্বিতীয় বার উভয় হাতের তালু মাটিতে স্থাপন করবে যেমন প্রথম বার স্থাপন করেছিল। তারপর বাম হাতের সমস্ত তালু দ্বারা কনুইসহ ডান হাত মাসেহ করবে। অতঃপর ডান হাতের সমস্ত তালু দ্বারা কনুইসহ বাম হাত মাসেহ করবে। এতেই তায়াম্মুম পূর্ণ হবে। অতঃপর তা দ্বারা যত ইচ্ছা ফরয ও নফল নামায আদায় করতে পারবে।

نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ

١ـ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كَذٰلِكَ ٢ـ اَلْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، وَ زَوَالُ الْعُذْرِ الَّذِىْ أَبَاحَ لَهُ التَّيَمُّمَ مِنْ فَقْدِ مَاءٍ ، أَوْ خَوْفِ عَدُوٍّ أَوْ خَوْفِ مَرَضٍ ، وَنَحْوِهٖ ـ

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

১. যে সকল কারণ ওজু ভঙ্গ করে সেগুলো তায়াম্মুমকেও ভঙ্গ করে। ২. পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া এবং তায়াম্মুম বৈধকারী ওযর সমূহ যথা, পানি না পাওয়া কিংবা শত্রু বা অসুস্থতার বা অন্য কিছুর ভয় দূর হওয়া।

فُرُوْعٌ تَتَعَلَّقُ بِالتَّيَمُّمِ

مَنْ تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ ، أَوْ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يُّصَلِّىَ بِذٰلِكَ التَّيَمُّمِ أَىَّ صَلَاةٍ شَاءَ ـ مَنْ تَيَمَّمَ لِدُخُوْلِ الْمَسْجِدِ لاَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُّصَلِّىَ بِذٰلِكَ التَّيَمُّمِ ـ مَنْ تَيَمَّمَ لِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ، أَوْ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ لاَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُّصَلِّىَ بِذٰلِكَ التَّيَمُّمِ ـ مَنْ يَرْجُوْ أَنَّهُ يَجِدُ الْمَاءَ قَبْلَ خُرُوْجِ الْوَقْتِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُّؤَخِّرَ التَّيَمُّمَ ـ اَلَّذِىْ وَعَدَهُ أَحَدٌ بِالْمَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُّؤَخِّرَ التَّيَمُّمَ ـ مَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ قَلِيْلٌ وَهُوَ فِى حَاجَةٍ إِلٰى عَجْنِ الدَّقِيْقِ يَعْجِنُ الدَّقِيْقَ بِالْمَاءِ وَ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ ـ مَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ قَلِيْلٌ وَهُوَ فِىْ حَاجَةٍ إِلٰى طَبْخِ مَرَقٍ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وَلاَ يَطْبَخُ الْمَرَقَ ـ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْ رَفِيْقِهِ الَّذِىْ مَعَهُ الْمَاءُ إِذَا كَانَ فِىْ مَكَانٍ لاَ يَبْخَلُ النَّاسُ فِيْهِ بِالْمَاءِ ـ

أَمَّا إِذَا كَانَ فِيْ مَكَانٍ يَبْخَلُ النَّاسُ فِيْهِ بِالْمَاءِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِهِ ـ يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ حُكْمِ الْمَعْذُوْرِ ـ مَقْطُوْعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يُصَلِّيْ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهٖ جِرَاحَةٌ ـ إِذَا كَانَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْأَعْضَاءِ أَوِ النِّصْفِ مِنْهَا جَرِيْحًا تَيَمَّمَ ـ إِذَا كَانَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْأَعْضَاءِ صَحِيْحًا تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ الْجَرِيْحَ ـ

তায়াম্মুম সম্পর্কিত মাসআলা

যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ার জন্য কিংবা তেলাওয়াতে সেজদা আদায়ের জন্য তায়াম্মুম করেছে সে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা যে কোন নামায আদায় করতে পারবে। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করার জন্য তায়াম্মুম করেছে তার জন্য সেই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি কবর যেয়ারত কিংবা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করেছে তার জন্য উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে পানি পাওয়ার আশা রাখে তার জন্য তায়াম্মুম বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি কারও কাছ থেকে পানি পাওয়ার প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে তার জন্য তায়াম্মুম বিলম্বিত করা ওয়াজিব। যার কাছে সামান্য পরিমাণ পানি আছে এবং তার আটার খামির বানানোর প্রয়োজন রয়েছে, সে ঐ পানি দ্বারা আটা খামির করবে এবং নামাযের জন্য তায়াম্মুম করবে। যার কাছে সামান্য পানি আছে এবং তার ঝোল রান্না করার প্রয়োজন রয়েছে সে ঐ পানি দ্বারা ঝোল রান্না না করে উযূ করবে।

যদি সফর সঙ্গীর কাছে পানি থাকে আর তারা এমন স্থানে থাকে যেখানে মানুষ কাউকে পানি দিতে কৃপণতা করে না তাহলে সঙ্গী থেকে পানি চাওয়া আবশ্যক। কিন্তু যদি এমন স্থানে থাকে যেখানে মানুষ অন্যকে পানি দিতে কৃপণতা করে তাহলে সেখানে অন্যের কাছে পানি চাওয়া আবশ্যক নয়। মা'যুরের শ্রেণীভুক্ত নাহলে ওয়াক্ত আসার আগেই তায়াম্মুম করে নেওয়া জায়েয আছে। দুই হাত ও দুই পা কর্তিত ব্যক্তির চেহারায় জখম থাকলে তাহারাত ছাড়াই নামায পড়বে। যদি শরীরের অধিকাংশ বা অর্ধেক অঙ্গে জখম থাকে তাহলে তায়াম্মুম করবে। কিন্তু যদি অধিকাংশ অঙ্গ সুস্থ্য থাকে তাহলে উযূ করবে এবং ক্ষতস্থানে মাসেহ করবে।

اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

শব্দার্থ ঃ يُسْرٌ – সহজতা। يَسِيْرٌ – সহজ। تَيْسِيْرًا – সহজ করা। عُسْرٌ – কঠোরতা। عَسِيْرٌ – কঠিন। تَعْسِيْرًا – কঠিন করা। مُسَافِرٌ – সফরকারী। إِجَازَةً – অনুমতি দেওয়া। (ض) تَمَامًا – পূর্ণ হওয়া। (ن) سَتْرًا – ঢেকে রাখা। (ن) شَدًّا – বাঁধা। (بِهٖ) اِسْتِمْسَاكًا – আঁকড়ে ধরা। تَتَابُعًا – লাগাতার হওয়া। (ن) مَدًّا – টানা। اِنْتِهَاءً – শেষ হওয়া। مُقِيْمٌ – অবস্থান কারী। إِنْسَانٌ বব نَاسٌ – মানুষ। خُفٌّ বব أَخْفَافٌ – মোজা। جَوَازٌ – বৈধতা। قَدَمٌ বব أَقْدَامٌ – পায়ের পাতা। قَدَرٌ – পরিমাণ। خَرْقٌ বব خُرُوْقٌ – ছিদ্র, ফাটল। مِقْدَارٌ বব مَقَادِيْرُ – পরিমাণ। سَاقٌ বব سِيْقَانٌ – পায়ের গোছা। تَكْمِيْلاً – পূর্ণ করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ، وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" (البقرة ـ ١٨٥) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" (رواه الترمذى) أَجَازَ الشَّرْعُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِوَضًا عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِى الْوُضُوْءِ تَيْسِيْرًا عَلَى النَّاسِ ـ

মোজার উপর মাসেহ করার বিধান

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠিনতা চান না। (সূরা বাকারা ১৮৫) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ হলো মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত, আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত। (তিরমীযী) মানুষের প্রতি সহজতার উদ্দেশ্যে শরীআত উযূতে পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছে।

شُرُوْطُ جَوَازِ الْمَسْحِ

يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ ـ ١ـ أَنْ يَّكُوْنَ قَدْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلٰى طَهَارَةٍ ـ فَلَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ قَبْلَ تَمَامِ الْوُضُوْءِ يَجُوْزُ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ إِذَا كَانَ أَكْمَلَ

الْوُضُوْءَ قَبْلَ حُصُوْلِ حَدَثٍ ـ ٢ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْخُفَّانِ يَسْتُرَانِ الْكَعْبَيْنِ ـ ٣ـ أَنْ يَّكُوْنَ كُلٌّ مِنَ الْخُفَّيْنِ خَالِيًا مِنْ خَرْقٍ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ ـ ٤ـ أَنْ يَّسْتَمْسِكَا عَلَى الرِّجْلَيْنِ بِدُوْنِ شَدٍّ ـ ٥ـ أَنْ يَّمْنَعَا وُصُوْلَ الْمَاءِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ ـ ٦ـ أَنْ يُّمْكِنَ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيْهِمَا ـ

মোজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার শর্ত

নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে মোজার উপর মাসেহ করা শুদ্ধ হবে। যথা ১. পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা। সুতরাং পা ধোয়ার পর উযূ পূর্ণ হওয়ার আগে মোজা পরিধান করলে সেই মোজাতে মাসেহ করা জায়েয হবে। যদি উযূ ভঙ্গের কোন কারণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই উযূ পূর্ণ করে থাকে। ২. উভয় মোজা পায়ের টাখনুদ্বয় আবৃত করা। ৩. উভয় মোজা পায়ের ক্ষুদ্রতম আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ ছেড়া থেকে মুক্ত হওয়া। ৪. বাঁধা ছাড়াই উভয় মোজা পায়ে আটকে থাকা। ৫. পায়ের পাতায় পানি প্রবেশ করতে উভয় মোজা প্রতিবন্ধক হওয়া। ৬. মোজাদ্বয় পরিধান করে অনবরত হাঁটা সম্ভব হওয়া।

فَرْضُ الْمَسْحِ وَسُنَّتُهُ

مِقْدَارُ الْفَرْضِ فِي الْمَسْحِ : قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ الْيَدِ عَلَى ظَاهِرِ مُقَدَّمِ كُلِّ رِجْلٍ ـ وَالسُّنَّةُ فِي الْمَسْحِ : أَنْ يَّمُدَّ الْأَصَابِعَ مُفَرَّجَةً مِنْ رُؤُوْسِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ ـ

মোজার উপর মাস্‌হের ফরজ ও সুন্নত পরিমাণ

মোজার উপর মাসেহ করার ফরজ পরিমাণ হল, প্রত্যেক পায়ের উপরিভাগে হাতের ক্ষুদ্রতম আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ অংশ মাসেহ করা। আর মাস্‌হের সুন্নাত (পরিমাণ) হলো, হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক রেখে পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে (পায়ের) নলার দিকে টেনে আনা।

مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

مُدَّةُ الْمَسْحِ لِلْمُقِيْمِ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ـ وَمُدَّةُ الْمَسْحِ لِلْمُسَافِرِ : ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَعَ لَيَالِيْهَا ـ تَبْتَدِئُ مُدَّةُ الْمَسْحِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِيْ حَصَلَ فِيْهِ الْحَدَثُ ، لَا مِنَ الْوَقْتِ الَّذِيْ لَبِسَ فِيْهِ الْخُفَّيْنِ ـ لَوْ مَسَحَ

الْمُقِيْمُ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ أَكْمَلَ مُدَّةَ الْمُسَافِرِ - وَلَوْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ بَعْدَ مَا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِنْتَهَتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ - وَلَوْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ وَقَدْ مَسَحَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ ، وَلَيْلَةٍ يُكَمِّلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً مُدَّةَ الْمُقِيْمِ -

মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ

মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ হলো মুকীমের জন্য একদিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত। উযূ নষ্ট হওয়ার পর থেকে মাসেহের মেয়াদ হিসাব করা হবে, মোজা পরিধান করার সময় থেকে নয়। মুকীম ব্যক্তি মাসেহ করার পর যদি মাসেহের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই সফর আরম্ভ করে তাহলে মুসাফিরের মেয়াদ পূর্ণ করবে। কোন মুসাফির যদি একদিন এক রাত মাসেহ করার পর মুকীম হয়ে যায় তাহলে তার মাসেহের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি একদিন এক রাত্রের কম মাসেহ করার পর মুকীম হয়ে যায় তাহলে সে মুকীমের মাসেহের মেয়াদ একদিন এক রাত পূর্ণ করবে।

نَوَاقِضُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

শব্দার্থ : نَزْعًا (ف) – খুলে ফেলা। عِمَامَةٌ বব عَمَائِمُ – পাগড়ী। بُرْقُعٌ বব بَرَاقِعُ – বোরকা। اِجْتِبَاءٌ – নির্বাচন করা। جَرْحًا (ف) – জখম করা। جُرْحٌ বব جُرُوْحٌ – ক্ষত। رَبْطًا (ن) – বাঁধা। اِلْتِئَامًا - (الشَّيْئُ) – সংযুক্ত হওয়া। اَلْجُرْحُ – ক্ষত শুকিয়ে ভরাট হওয়া। اِنْكِسَارًا – ভেঙ্গে যাওয়া। بُطْلَانًا (ن) – নষ্ট হওয়া। (ف)। اِشْتِرَاطًا (عَلَيْهِ) – শর্ত আরোপ করা। جَعْلًا – গঠন করা, পরিণত করা। حَرَجٌ – জটিলতা, অসুবিধা مُدَّةٌ বব مُدَّاتٌ – মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়। قُفَّازٌ বব قَفَافِيْزُ হাতমোজা। حَاذِقٌ – দক্ষ, অভিজ্ঞ। تَبْدِيْلًا – পরিবর্তন করা। جَبِيْرَةٌ বব جَبَائِرُ – ভাঙ্গা জোড়া লাগানোর প্লাষ্টার। عِصَابَةٌ – ব্যান্ডেজ। دِيْنٌ বব أَدْيَانٌ – ধর্ম। نَهْيًا (ف - عَنْ) – নিষেধ করা। بَاطِلٌ – নষ্ট। رَمَدًا (س) চোখ ওঠা, চক্ষু প্রদাহে আক্রান্ত হওয়া।

(١) كُلُّ شَيْئٍ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ يَنْقُضُ الْمَسْحَ أَيْضًا - (٢) يَنْتَقِضُ الْمَسْحُ بِنَزْعِ الْخُفِّ - (٣) إِذَا خَرَجَ أَكْثَرُ الْقَدَمِ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ اِنْتَقَضَ الْمَسْحُ - (٤) يَنْتَقِضُ الْمَسْحُ بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ - (٥) يَنْتَقِضُ

الْمَسْحُ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إِلٰى أَكْثَرِ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ فِى الْخُفِّ - لاَ يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلٰى عِمَامَةٍ ، وَلاَ قَلَنْسُوَةٍ ، وَلاَ بُرْقُعٍ عِوَضًا عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ - كَذَا لاَ يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقُفَّازَيْنِ عِوَضًا عَنْ غَسْلِ الْيَدَيْنِ -

যে সকল কারণে মোজার উপর মাসেহ ভেঙ্গে যায়

১. উযূ ভঙ্গকারী প্রতিটি বিষয় মাসেহকেও ভঙ্গ করে। ২. মোজা খোলার কারণে মাসেহ ভেঙ্গে যায়। ৩. যদি অধিকাংশ পা (পায়ের পাতা) মোজার গোছার দিকে বের হয়ে আসে তাহলে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। ৪. মাসেহের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। ৫. যদি মোজা পরিহিত অবস্থায় যে কোন এক পায়ের অধিকাংশে পানি প্রবেশ করে তাহলে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। মাথা মাসেহের পরিবর্তে পাগড়ি, টুপী ও বোরকার উপর মাসেহ করা জায়েয হবে না। অনুরূপ ভাবে হাত ধোয়ার পরিবর্তে হাত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয হবে না।

اَلْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ وَالْجَبِيْرَةِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ" (الحج - ٨٧) إِذَا جُرِحَ عُضْوٌ وَرُبِطَ بِعِصَابَةٍ وَكَانَ صَاحِبُ الْعِصَابَةِ لاَ يَسْتَطِيْعُ غَسْلَ الْعُضْوِ ، وَلاَ مَسْحَه يَمْسَحُ أَكْثَرَ مَا شُدَّ بِه الْعُضْوُ مِنْ فَوْقِه ، وَلاَ يَزَالُ يَمْسَحُ إِلٰى أَنْ يَلْتَئِمَ الْجُرْحُ - وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ شُدَّ الْعِصَابَةُ عَلٰى طَهَارَةٍ ، كَذَا إِذَا انْكَسَرَ عُضْوٌ وَشُدَّتْ عَلَيْهِ جَبِيْرَةٌ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ حَتّٰى يَلْتَئِمَ الْجُرْحُ -

وَلاَ يُشْتَرَطُ شَدُّ الْجَبِيْرَةِ عَلٰى طَهَارَةٍ - يَجُوْزُ أَنْ يَمْسَحَ عَلٰى جَبِيْرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَيَغْسِلَ الرِّجْلَ الأُخْرٰى - لاَ يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِسُقُوْطِ الْجَبِيْرَةِ قَبْلَ الْتِئَامِ الْجُرْحِ - يَجُوْزُ تَبْدِيْلُ الْجَبِيْرَةِ بِغَيْرِهَا وَلاَ يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا - وَلٰكِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يُعِيْدَ الْمَسْحَ بَعْدَ تَبْدِيْلِ الْجَبِيْرَةِ - إِذَا رَمِدَ أَحَدٌ وَنَهَاهُ طَبِيْبٌ مُسْلِمٌ حَاذِقٌ عَنْ

غَسْلِ الْعَيْنَيْنِ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ ـ لاَ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَالْجَبِيْرَةِ ، وَالرَّأْسِ ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِى التَّيَمُّمِ ـ

ব্যান্ডেজ ও পট্টির উপর মাসেহ করার হুকুম

যদি শরীরের কোন অঙ্গ জখম হয় এবং তা ব্যান্ডেজ দ্বারা বাঁধা হয় আর আহত ব্যক্তি সেই অঙ্গটি ধৌত করতে বা (পরিপূর্ণভাবে) মাসেহ করতে না পারে, তাহলে ব্যান্ডেজের উপরে অধিকাংশ স্থানে মাসেহ করবে। আর ক্ষতস্থান নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত মাসেহ অব্যাহত রাখবে। পবিত্র অবস্থায় ব্যান্ডেজ বাঁধা জরুরী নয়। অনুরূপভাবে যদি কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় এবং তাতে পট্টি বাঁধা হয় তাহলে ক্ষত স্থান ভাল না হওয়া পর্যন্ত পট্টির উপর মাসেহ করতে থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে পবিত্র অবস্থায় পট্টি বাঁধা শর্ত নয়। এক পায়ের পট্টির উপর মাসেহ করা এবং অপর পা ধৌত করা জায়েয আছে। ক্ষত ভাল হওয়ার আগে পট্টি পড়ে গেলে মাসেহ বাতিল হবে না। পট্টি পরিবর্তন করা জায়েয আছে। তবে নতুন পট্টির উপর পুনরায় মাসেহ করা জরুরী হবে না। অবশ্য পট্টি পরিবর্তন করার পর পুনরায় মাসেহ করা উত্তম। যদি কারো চোখ ওঠে এবং বিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার তাকে চোখ ধুইতে নিষেধ করে তাহলে তার জন্য মাসেহ করা জায়েয হবে। মোজা, পট্টি ও মাথায় মাসেহ করার জন্য নিয়ত করা শর্ত নয়। শুধু মাত্র তায়াম্মুমের নিয়ত করা শর্ত।

كِتَابُ الصَّلَاةِ

অধ্যায় ঃ সালাত

শব্দার্থ ঃ صَلَاةٌ বব صَلَوَاتٌ – নামায। مُحَافَظَةً (عَلٰى) – যত্ন নেওয়া। (ن-قُنُوْتًا) – অনুগত হওয়া। قَوْلاً (لَهَ-ن) – বলা। مَحْوًا (ن) – মুছে ফেলা। بَقَاءً (س) – অবশিষ্ট থাকা। صِلَةً (ض) – সংযুক্ত করা। إِحْصَاءً – গণনা করা। إِفْتِتَاحًا – শুরু করা। إِخْتِتَامًا – শেষ করা। فَرْضًا (ض) – ধার্য করা। مَفْرُوْضٌ – ধার্যকৃত। تَعَوُّدًا – অভ্যস্ত হওয়া। وُسْطٰى – মধ্যবর্তী। أَدْرَانٌ বব دَرَنٌ – ময়লা। خَطِيْئَةٌ বব خَطَايَا – অপরাধ। نِعْمَةٌ বব نِعَمٌ – নেয়ামত। أَعْظَمُ – সুমহান। نَوْعٌ বব أَنْوَاعٌ – প্রকার। وَقْتٌ বব أَوْقَاتٌ – সময়। عُمْرٌ বব أَعْمَارٌ – বয়স। فَسَادًا (ن) – নষ্ট হওয়া। قَوْلٌ বব أَقْوَالٌ – কথা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ ، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى ، وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ" (البقرة - ٢٣٨) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ، قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا" (رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة) اَلصَّلَاةُ أَعْظَمُ عِبَادَةٍ ، لِأَنَّهَا تَصِلُ الْعَبْدَ بِرَبِّهٖ - اَلصَّلَاةُ شُكْرٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى نِعَمِهِ الَّتِيْ لَا تُحْصٰى - اَلصَّلَاةُ فِى اللُّغَةِ : اَلدُّعَاءُ - وَالصَّلَاةُ فِى الشَّرْعِ : "أَقْوَالٌ ، وَأَفْعَالٌ تُفْتَتَحُ بِالتَّكْبِيْرِ وَتُخْتَتَمُ بِالتَّسْلِيْمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ -

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামায এবং আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও। (সূরা বাকারা-২৩৮) রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি কারো বাড়ির (দরজার) সামনে (প্রবাহমান) নদী থাকে, আর সে প্রতিদিন তাতে

গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, না। তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এটাই হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'য়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উছীলায় সমস্ত গুণাহ নিশ্চিহ্ন করে দেন। (বুখারী মুসলিম)

নামায হলো শ্রেষ্ঠ ই'বাদত। কেননা তা আল্লাহর সাথে বান্দার সংযোগ স্থাপন করে। নামায হলো আল্লাহ তা'য়ালার অগণিত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। নামাযের আভিধানিক অর্থ হলো দো'য়া করা। আর নামাযের পারিভাষিক অর্থ হলো, এমন কিছু কথা ও কাজ যা নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাকবীরের মাধ্যমে শুরু করা হয় এবং ছালামের মাধ্যমে শেষ করা হয়।

أَنْوَاعُ الصَّلَاةِ

اَلصَّلَاةُ تَنْقَسِمُ إِلٰى قِسْمَيْنِ : (١) صَلَاةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلٰى رُكُوْعٍ ، وَسُجُوْدٍ ـ (٢) صَلَاةٌ غَيْرُ مُشْتَمِلَةٍ عَلٰى رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ ـ اَلصَّلَاةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلٰى رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ تَنْقَسِمُ إِلٰى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ ـ (١) فَرْضٌ ـ وَهِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كُلَّ يَوْمٍ ـ (٢)ـ وَاجِبٌ ـ وَهِيَ صَلَاةُ الْوِتْرِ ، وَصَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ ، وَقَضَاءُ النَّوَافِلِ الَّتِيْ فَسَدَتْ بَعْدَ الشُّرُوْعِ فِيْهَا ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الطَّوَافِ ـ (٣) نَفْلٌ ـ وَهِيَ مَاعَدَا الْمَفْرُوْضَةِ، وَالْوَاجِبَةِ ـ

নামাযের বিভিন্ন প্রকার

নামায দুই প্রকার ১. রুকু-সেজদা বিশিষ্ট নামায। ২. রুকু সেজদা বিহীন নামায। তা হল জানাযার নামায। রুকু-সেজদা বিশিষ্ট নামায আবার তিন প্রকার। (১) ফরয নামায; তা হল প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায। (২) ওয়াজিব নামায; তা হল বিত্‌র ও দু' ঈদের নামায। তদ্রুপ আরম্ভ করে ফাসেদকৃত নফল নামাযের কাযা এবং তওয়াফ পরবর্তী দু'রাকাত নামায। (৩) নফল, তা হল ফরয এবং ওয়াজিব নামায ব্যতীত অন্যান্য নামায।

شُرُوْطُ فَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ

لَا تُفْتَرَضُ الصَّلَاةُ عَلٰى إِنْسَانٍ إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيْهِ ثَلَاثَةُ شُرُوْطٍ ـ

١ـ اَلْإِسْلَامُ ، فَلَا تُفْتَرَضُ الصَّلَاةُ عَلٰى كَافِرٍ ـ ٢ـ اَلْبُلُوْغُ ، فَلَا تُفْتَرَضُ الصَّلَاةُ عَلٰى صَبِيٍّ ـ ٣ـ اَلْعَقْلُ ، فَلَا تُفْتَرَضُ الصَّلَاةُ عَلٰى

مَجْنُوْنٍ - يَنْبَغِى لِلْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ أَنْ يَّأْمُرُوْا أَوْلَادَهُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِيْنَ مِنْ عُمْرِهِمْ وَيَضْرِبُوْهُمْ بِالْأَيْدِىْ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوْا عَشْرَ سِنِيْنَ مِنْ عُمْرِهِمْ كَىْ يَتَعَوَّدُوْا تَأْدِيَةَ الصَّلَاةِ فِىْ أَوْقَاتِهَا قَبْلَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِمْ -

নামায ফরয হওয়ার শর্ত

তিনটি শর্ত না পাওয়া গেলে নামায ফরয হবে না। ১. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের উপর নামায ফরয হবে না। ২. সাবালক হওয়া। সুতরাং নাবালকের উপর নামায ফরয হবে না। ৩. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া। সুতরাং বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির উপর নামায ফরয হবে না।

পিতা-মাতার কর্তব্য হলো, যখন সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদেরকে নামায পড়ার আদেশ করা এবং দশ বছর বয়স হলে নামায পড়ার জন্য প্রহার করা। যেন তাদের উপর নামায ফরয হওয়ার আগেই তারা যথা সময়ে নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ إِحْسَانًا – সুন্দরভাবে করা। إِتْمَامًا – পূর্ণ করা। تَعْذِيْبًا – শাস্তি দেওয়া। طُلُوْعًا (ن) – উদিত হওয়া। غُرُوْبًا (ن) – অস্ত যাওয়া। (ف) خُشُوْعًا – একাগ্র হওয়া। زَوَالًا (ن) – দূর হওয়া। إِفْتَاءٌ – ফতোয়া দান করা। تَرْجِيْحًا – প্রাধান্য দেওয়া। غِيَابًا (ض) – অদৃশ্য হওয়া। فَتْوٰى বব فَتَاوٰى – ফতোয়া, সিদ্ধান্ত। وَقْتًا (ض) – নির্ধারিত করা। وَاجِبٌ বব وَاجِبَاتٌ – ওয়াজিব ইবাদত, কর্তব্য। مَوْقُوْتٌ – নির্ধারিত। عَهْدٌ বব عُهُوْدٌ – চুক্তি, প্রতিশ্রুতি। قُبَيْلَ – অল্প আগে। ظِلٌّ বব ظِلَالٌ – ছায়া। سَمَاءٌ বব سَمٰوَاتٌ – আকাশ। مَثَلٌ বব أَمْثَالٌ সদৃশ। سِوٰى – ব্যতীত। إِمَامٌ বব أَئِمَّةٌ – ইমাম, নেতা। أَحْمَرُ – লাল। شَفَقٌ বব أَشْفَاقٌ – সন্ধ্যালোক।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى :"إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا" (النساء - ١٠٣) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ

وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ" (رواه أحمد).

اِفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَهِيَ:
١ـ صَلَاةُ الصُّبْحِ : وَهِيَ رَكْعَتَانِ ـ وَيَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَيَبْقٰى إِلٰى قُبَيْلِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ـ ٢ـ صَلَاةُ الظُّهْرِ : وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ـ وَيَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ وَسْطِ السَّمَاءِ وَيَبْقٰى إِلٰى أَنْ يَّصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَيْهِ سِوَى الظِّلِّ الَّذِيْ يُوْجَدُ لِلشَّيْئِ عِنْدَ الزَّوَالِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رح ، وَبِهٖ يُفْتٰى ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنَ الْأَحْنَافِ ـ وَيَبْقٰى وَقْتُ الظُّهْرِ إِلٰى أَنْ يَّصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَهُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ أَبِيْ يُوْسُفَ رح وَمُحَمَّدٍ رح وَقَدْ رَجَّحَ الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ رح الْمِثْلَ ـ ٣ـ اَلْعَصْرُ : وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ـ وَيَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ انْتِهَاءِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَيَبْقٰى إِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ ـ ٤ـ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ : وَهِيَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ـ يَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَيَبْقٰى إِلٰى غِيَابِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى ـ ٥ـ صَلَاةُ الْعِشَاءِ : وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ـ يَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنْ غِيَابِ الشَّفَقِ وَيَبْقٰى إِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ ـ

صَلَاةُ الْوِتْرِ : وَهِيَ وَاجِبَةٌ وَ وَقْتُهَا وَقْتُ الْعِشَاءِ ـ فَإِنْ صَلّٰى أَحَدٌ صَلَاةَ الْوِتْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ـ

নামাযের ওয়াক্ত

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা মুমিনদের কর্তব্য। (সূরা নিসা-১০৩)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা (প্রতিদিন) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযূ করে সময় মত নামায পড়বে এবং বিনয় বিনম্রতা সহকারে রুকু করবে, তাকে ক্ষমা করার আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে না তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছে হলে মাফ করবেন, আর ইচ্ছে হলে শাস্তি দিবেন। (আহমাদ)

আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের প্রতি রাত্র ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যথা (১) ফজরের নামায, আর তা হলো দু'রাকাত। সোবহে সাদিক থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি থাকে। (২) জোহরের নামায, আর তা হলো চার রাকাত। সূর্য মধ্য গগন থেকে হেলে যাওয়ার পর থেকে জোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং মধ্যাহ্ন ছায়া ব্যতীত প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে। এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মত, আর এমত অনুসারেই ফতোয়া প্রদান করা হয়। তদুপরি হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মতে আবু হানীফা (রাহঃ) এর কথা অনুসারে আমল করতে হবে।

ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ) এর মতে প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকবে। ইমাম তাহাবী (রাহঃ) শেষোক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ৩. আছরের নামায, আর তা চার রাকাত। জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য ডোবা পর্যন্ত বাকি থাকে। ৪. মাগরিবের নামায, আর তা তিন রাকাত। সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দিগন্ত লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি থাকে। এই মত অনুসারে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। ৫. এশার নামায, আর তা হলো চার রাকাত। (পশ্চিম দিগন্তে) লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সোব্হে সাদিক পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি থাকে।

বিতের নামায ঃ এটা ওয়াজিব। এশার ওয়াক্তই হলো বিতির নামাযের ওয়াক্ত। উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, বিতের নামায এশার নামাযের পরে পড়া হয়। অতএব কেউ যদি এশার নামাযের আগে বিতের নামায পড়ে নেয় তাহলে এশার নামাযের পর পুনরায় বিতের নামায পড়া তার উপর ওয়াজিব হবে।

فُرُوْعٌ تَتَعَلَّقُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ إِسْفَارًا (الصُّبْحُ) – ফর্সা হওয়া। تَعْجِيْلًا – তাড়াতাড়ি করা। اِنْتِبَاهًا – জাগ্রত হওয়া। ثِقَةٌ (س) – আস্থাবান হওয়া। اِسْتِوَاءٌ – সমান হওয়া। اِسْتِثْنَاءٌ – বাদ দেওয়া। مُسْتَثْنًى – ব্যতিক্রম, স্বতন্ত্র। اِصْفِرَارًا –

হলদে হওয়া। إِدْرَاكًا – পাওয়া। مُدَافَعَةً – প্রতিরোধ করা। شُغْلًا (ف) – ব্যস্ত রাখা। إِخْلَالًا – বিঘ্ন সৃষ্টি করা। إِشْغَالًا – লিপ্ত করা। تَالِيَةً – পরবর্তী, নিম্নোক্ত। خَطِيْبٌ বব خُطَبَاءُ – খতীব। فَصْلٌ বব فُصُوْلٌ – ধাতু, শ্রেণীকক্ষ। صَيْفٌ বব أَصْيَافٌ – গ্রীষ্মকাল। غَيْمٌ বব غُيُوْمٌ – মেঘ। خَاصَّةٌ বব خَوَاصٌّ – বৈশিষ্ট্য। آخِرٌ বব أَوَاخِرُ – শেষ। بَالٌ – অন্তর, মন। خَاصَّةً – বিশেষ করে। تَوْقٌ – আগ্রহ, ঝোঁক। مَنْزِلٌ বব مَنَازِلُ – গৃহ। جَائِعٌ বব جِيَاعٌ – উপবাসী। جَنَازَةٌ বব جَنَائِزُ – জানাযা। خُطْبَةٌ বব خُطَبٌ – ভাষণ।

يُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ ـ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيْرُ بِالظُّهْرِ فِيْ فَصْلِ الصَّيْفِ ـ يُسْتَحَبُّ التَّعْجِيْلُ بِالظُّهْرِ فِيْ فَصْلِ الشِّتَاءِ ـ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيْرُ بِالظُّهْرِ فِيْ فَصْلِ الشِّتَاءِ إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ حَتّٰى يَتَيَقَّنَ زَوَالُ الشَّمْسِ ـ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ ـ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيْلُ الْعَصْرِ فِيْ يَوْمِ الْغَيْمِ ـ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ ـ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُ الْمَغْرِبِ فِيْ يَوْمِ الْغَيْمِ ـ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُ الْعِشَاءِ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ـ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُ الْوِتْرِ إِلٰى آخِرِ اللَّيْلِ لِلَّذِيْ يَثِقُ بِالْإِنْتِبَاهِ فِيْ آخِرِ اللَّيْلِ ـ لَا يَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِيْ وَقْتٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ كَانَ الْجَمْعُ بِعُذْرٍ ، أَوْ كَانَ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ يَجِبُ عَلَى الْحُجَّاجِ خَاصَّةً أَنْ يُّصَلُّوا الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ فِيْ عَرَفَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِيْ وَقْتِ الظُّهْرِ ـ وَأَنْ يُّصَلُّوا الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ بِمُزْدَلِفَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ وَصَلُوْا فِيْهِ إِلٰى مُزْدَلِفَةَ ـ

নামাযের ওয়াক্তের সাথে সম্পর্কিত মাসআলা

ফজরের নামায ভোর হওয়ার পর পড়া মুস্তাহাব। গ্রীষ্মকালে জোহরের নামায দেরীতে পড়া মুস্তাহাব। শীতকালে জোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। শীতকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে সূর্য হেলে যাওয়া নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত জোহরের নামায বিলম্বিত করে পড়া মুস্তাহাব এবং সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত আছরের নামায বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। মেঘলা দিনে আছরের নামায দেরীতে পড়া মুস্তাহাব। মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। মেঘলা দিনে

মাগরিবের নামায দেরী করে পড়া মোস্তাহাব। এশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়া মোস্তাহাব। শেষ রাত্রে জাগার ব্যাপারে নিজের প্রতি যার আস্থা রয়েছে তার জন্য বিতের নামায শেষ রাত্র পর্যন্ত বিলম্বিত করে পড়া মোস্তাহাব। এক ওয়াক্তে দু'টি ফরয নামায একত্রিত করে পড়া জায়েয নেই। চাই তা কোন ওযর বশত হউক কিংবা ওযর বিহীন। শুধুমাত্র হাজীদের জন্য আরাফার দিন ইমামের সঙ্গে জোহর ও আছরের নামায জোহরের ওয়াক্তে পড়া এবং মোজদালিফায় পৌছার পর মাগরিব ও এশার নামায এশার ওয়াক্তে পড়া ওয়াজিব।

اَلْأَوْقَاتُ الَّتِيْ لَا تَجُوْزُ فِيْهَا الصَّلَاةُ

لَا تَجُوْزُ الصَّلَاةُ فِي الْأَوْقَاتِ الْآتِيَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ فَرْضًا أَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً ـ وَكَذَا لَا يَجُوْزُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ فِيْ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ ـ ١ـ وَقْتَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ إِلٰى أَنْ تَرْتَفِعَ ـ ٢ـ وَقْتَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ إِلٰى أَنْ تَزُوْلَ ـ ٣ـ وَقْتَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ ، وَيُسْتَثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ عَصْرُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ فَإِنَّهٗ يَجُوْزُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ـ

وَيَصِحُّ أَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيْ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ مَعَ الْكَرَاهَةِ ـ فَإِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ فِيْ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ ـ وَإِذَا تَلَا أَحَدٌ آيَةَ سَجْدَةٍ فِيْ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ جَازَ لَهٗ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَّسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ ـ تُكْرَهُ الصَّلَوَاتُ النَّافِلَةُ تَحْرِيْمًا فِيْ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ ـ

নামাযের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত

নিম্নোক্ত সময়গুলোতে ফরয ও ওয়াজিব কোন নামায পড়া জায়েয হবে না। তদ্রূপ এই সময়ে কাযা নামায পড়া ও জায়েয হবে না। (১) সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে (বেশ খানিকটা) উপরে ওঠা পর্যন্ত। (২) সূর্য মধ্য আকাশে অবস্থান করার সময় থেকে খানিকটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত। (৩) সূর্যের রং হলুদ হওয়ার সময় থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। তবে সেদিনের আছরের নামায উক্ত হুকুম বহির্ভূত। কেননা সূর্যের রং হলুদ হওয়ার সময় ঐ দিনের আছরের নামায পড়া জায়েয। ঐ সময় যা ওয়াজিব হবে তা মাকরূহ রূপে আদায় হবে।

অতএব ঐ সময় মৃত ব্যক্তি উপস্থিত হলে তার জানাযার নামায পড়া মাকরূহ রূপে জায়েয হবে।

তদ্রূপ ঐ সময় কেউ সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তেলাওয়াতে সেজদা আদায় করা মাকরূহ রূপে জায়েয হবে। অনুরূপভাবে উপরোক্ত সময়গুলোতে নফল নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী।

اَلْأَوْقَاتُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيْهَا النَّافِلَةُ

تُكْرَهُ الصَّلَوَاتُ النَّافِلَةُ فِي الْأَوْقَاتِ التَّالِيَةِ ـ ١ـ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ ـ ٢ـ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلٰى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ـ ٣ـ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ـ ٤ـ عِنْدَ مَا يَخْرُجُ الْخَطِيْبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِخُطْبَةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الْفَرْضِ ـ ٥ـ عِنْدَ الْإِقَامَةِ ، وَتُسْتَثْنٰى مِنْهُ سُنَّةُ الْفَجْرِ فَإِنَّهَا تُصَلّٰى بِدُوْنِ كَرَاهَةٍ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ـ ٦ـ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيْدِ ، فَلَا يُصَلِّي النَّفْلَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيْدِ لَا فِيْ مَنْزِلِهِ وَلَا فِي الْمُصَلّٰى ـ ٧ـ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ فِي الْمُصَلّٰى خَاصَّةً ـ فَلَوْ صَلَّى النَّفْلَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ فِيْ مَنْزِلِهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِدُوْنِ كَرَاهَةٍ ـ ٨ـ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا بِحَيْثُ يَخَافُ أَنَّهُ لَوِ اشْتَغَلَ بِالنَّفْلِ فَاتَهُ الْفَرْضُ ـ ٩ـ عِنْدَ حُضُوْرِ الطَّعَامِ إِذَا كَانَ جَائِعًا وَفِيْ نَفْسِهِ تَوْقٌ شَدِيْدٌ إِلَى الطَّعَامِ ـ ١٠ـ عِنْدَ مُدَافَعَةِ الْبَوْلِ ، أَوِ الْغَائِطِ ، أَوِ الرِّيْحِ ـ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ سَوَاءٌ كَانَتْ فَرْضًا أَوْ كَانَتْ نَافِلَةً عِنْدَ مُدَافَعَةِ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ ، وَالرِّيْحِ ـ ١١ـ عِنْدَ حُضُوْرِ شَيْءٍ يَشْغَلُ بَالَهُ وَيُخِلُّ بِالْخُشُوْعِ ـ ١٢ـ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِيْ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ خَاصَّةً ـ ١٣ـ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِيْ مُزْدَلِفَةَ لِلْحَاجِّ خَاصَّةً ـ

যে সময় নফল নামায পড়া মাকরূহ

নিম্নোক্ত সময়গুলোতে নফল নামায পড়া মাকরূহ।

(১) ফজরের ওয়াক্তে ফজরের দু'রাকাত সুন্নাতের অতিরিক্ত কোন নফল নামায পড়া। (২) ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উপরে ওঠা পর্যন্ত। (৩)

আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। (৪) জুমার দিন খতীব সাহেব জুমার নামাযের খুতবার জন্য বের হওয়ার পর থেকে ফরয নামায শেষ করা পর্যন্ত। (৫) ইকামতের সময়। তবে ফজরের সুন্নাত এর ব্যতিক্রম, কেননা তা ইকামতের সময় ও ইকামতের পরে মসজিদের এক কোণে আদায় করা মাকরূহ হওয়া ছাড়াই জায়েয। তবে শর্ত হলো, ইমামকে দ্বিতীয় রাকাতে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। (৬) ঈদের নামাযের পূর্বে। সুতরাং ঈদের নামাযের আগে বাড়িতে কিংবা ঈদগাহে নফল নামায পড়বে না। (৭) ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে নফল পড়া মাকরূহ। অতএব ঈদের নামাযের পর বাড়িতে নফল পড়া মাকরূহ হবে না। (৮) যদি সময় এতো স্বল্প হয় যে ,নফল নামাযে লিপ্ত হলে ফরয নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। (৯) খাবার তৈরী থাকা অবস্থায় যদি ক্ষুধার্ত হয় এবং খাবারের প্রতি প্রচণ্ড চাহিদা থাকে। (১০) পেশাব-পায়খানা কিংবা বায়ু চেপে রেখে। উক্ত তিন সময়ে নামায পড়া মাকরূহ। ফরয নামায হউক কিংবা নফল। (১১) নামাযে অন্য মনস্ককারী ও নামাযের একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোন জিনিস উপস্থিত থাকলে। (১২) হাজিদের আরাফার ময়দানে জোহর ও আছর নামাযের মাঝে নফল পড়া। (১৩) হাজিদের মোজদালিফায় অবস্থান কালে মাগরিব ও এশার নামাযের মাঝে নফল পড়া।

حكم الأذان والإقامة

শব্দার্থ ঃ أَذَانًا – আযান দেওয়া। أَسْفَارٌ বব سَفَرٌ – সফর, ভ্রমণ। (س) شُهُوْدًا – সাক্ষী দেওয়া। فَوَاتًا (ن) - ছুটে যাওয়া। تَمَهُّلًا – ধীরে কাজ করা। إِسْرَاعًا – দ্রুত করা। إِسْتِحْبَابًا – পছন্দ করা। فَصْلًا (ض) – বিরতি দেওয়া। إِمْتِنَاعًا (عَنْ) – বিরত থাকা। بَرًّا (س) – সত্যবাদী হওয়া। عِدَةً (ض) – প্রতিশ্রুতি দেওয়া। تَغَنِّيًا – গান গাওয়া। تَخْيِيْرًا – স্বাধীনতা দেওয়া। تَأْدِيَةً – আদায় করা। حَيَّ – এসো, অগ্রসর হও। خَيْرٌ – শ্রেষ্ঠ, উত্তম। بَاقِيَةٌ বব بَوَاقٍ – অবশিষ্ট। مَنْدُوْبٌ বব مَنْدُوْبَاتٌ – মোস্তাহাব। اُسْتُحِبَّ – মোস্তাহাব হওয়া। خُطْوَةٌ বব خُطُوَاتٌ/خُطًى – পদক্ষেপ। حَوْلٌ – শক্তি, সামর্থ্য। مِصْرٌ বব أَمْصَارٌ – শহর। أَثْنَاءَ – মাঝে। شُغْلٌ বব أَشْغَالٌ – ব্যস্ততা। اِقْتِصَارًا (عَلٰى) – সীমাবদ্ধ রাখা।

اَلْأَذَانُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الرِّجَالِ لِصَلَوَاتِ الْفَرْضِ ـ اَلْإِقَامَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الرِّجَالِ لِصَلَوَاتِ الْفَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ مُقِيْمًا أَوْ كَانَ فِيْ

سَفَرٍ ، وَسَوَاءٌ صَلَّى بِجَمَاعَةٍ أَوْ صَلَّى وَحْدَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ يُؤَدِّيْ الْوَقْتِيَّةَ أَوْ كَانَ يَقْضِي الْفَائِتَةَ ـ

وَالْأَذَانُ : أَنْ يَّقُوْلَ : أَللّٰهُ أَكْبَرُ ـ أَللّٰهُ أَكْبَرُ ـ أَللّٰهُ أَكْبَرُ ـ أَللّٰهُ أَكْبَرُ ـ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ـ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ـ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ أَللّٰهُ أَكْبَرُ ـ أَللّٰهُ أَكْبَرُ ـ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ـ وَيَزِيْدُ فِيْ أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" "اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" مَرَّتَيْنِ ـ اَلْإِقَامَةُ مِثْلَ الْأَذَانِ إِلَّا أَنَّهُ يَزِيْدُ بَعْدَ "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" مَرَّتَيْنِ ـ يَتَمَهَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ ـ لَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إِلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ ـ فَلَوْ أَذَّنَ بِلُغَةٍ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ أَذَانٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ـ

আযান ও ইকামতের বিধান

ফরয নামাযের জন্য আযান-ইকামত দেওয়া পুরুষদের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্‌কাদা। চাই সে মুকীম হোক কিংবা মুসাফির, জামাতের সাথে নামায আদায় করুক কিংবা একাকী, ওয়াক্তের নামায পড়ুক কিংবা কাযা নামায।

আর আযান হলো– ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ দু'বার বৃদ্ধি করবে। ইকামতের শব্দগুলো আযানের অনুরূপ। তবে ইকামতের মাঝে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ দু'বার বৃদ্ধি করবে। আযান দিবে ধীরে ধীরে আর একামত বলবে তাড়াতাড়ি। আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় আযান দেওয়া জায়েয হবেনা। সুতরাং কেউ যদি আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় আযান দেয় তাহলে সেই আযান সহী হবে না। চাই তা আযান হিসাবে বোঝা যাক কিংবা না যাক।

مَنْدُوْبَاتُ الْأَذَانِ

تُسْتَحَبُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِي الْأَذَانِ ـ ١ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْمُؤَذِّنُ عَلٰى وُضُوْءٍ ـ ٢ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْمُؤَذِّنُ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ـ ٣ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا ـ ٤ـ أَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَذَانِ ـ ٥ـ أَنْ

يَّجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ ـ ٦ـ أَنْ يَّحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمِيْنًا إِذَا قَالَ "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" أَنْ يُّحَوِّلَ وَجْهَهُ شِمَالًا ـ إِذَا قَالَ "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" ـ ٧ـ أَنْ يَّفْصِلَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُ فِيْهِ الْمُوَاظِبُوْنَ عَلَى الْجَمَاعَةِ ـ أَمَّا إِذَا كَانَ يَخَافُ فَوَاتَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ ـ ٨ـ أَنْ يَّفْصِلَ فِى الْمَغْرِبِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ ثَلَاثِ آيَاتٍ قَصِيْرَةٍ أَوْ بِقَدْرِ ثَلَاثِ خُطُوَاتٍ ـ ٩ـ يُسْتَحَبُّ لِلَّذِىْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَّمْتَنِعَ عَنْ شُغْلِهِ وَيَقُوْلَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُهُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا أَنَّهُ يَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ" وَيَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ ـ ١٠ـ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّدْعُوَ الْمُؤَذِّنُ وَالسَّامِعُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْأَذَانِ بِهٰذَ الْكَلِمَاتِ : "اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ ـ

আযানের মোস্তাহাব বিষয়

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আযানের মোস্তাহাব। (১) মুয়াজ্জিন উযূ অবস্থায় থাকা। (২) নামাযের মাসায়েল ও ওয়াক্ত সম্পর্কে মুয়াজ্জিন জ্ঞাত হওয়া। (৩) মুয়াজ্জিন নেককার ও খোদা ভীরু হওয়া। (৪) কেবলা-মুখী হয়ে আযান দেওয়া। (৫) উভয় কানের ছিদ্রে আঙ্গুল প্রবেশ করানো। (৬) حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলার সময় ডান দিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরানো। (৭) আযান ও ইকামতের মাঝখানে এতটুকু সময় বিরতি দেওয়া, যাতে নিয়মিত মুসল্লিগণ জামাতে শরিক হতে পারে। কিন্তু যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে নামায বিলম্বিত করবে না। (৮) মাগরিবের আযানের পর ছোট তিন আয়াত পাঠ করার পরিমাণ কিংবা তিন কদম হাঁটার পরিমাণ সময় বিরতি দেওয়া। (৯) যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আযানের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে তার জন্য মোস্তাহাব হলো, কাজ-কর্ম ছেড়ে মুয়াজ্জিনের মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দগুলো হুবহু উচ্চারণ করা। তবে মুয়াজ্জিন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলবে এবং মুয়াজ্জিন যখন اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলবে তখন صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ বলবে। (১০) আযান শেষ হওয়ার পর মুয়াজ্জিন ও শ্রোতা উভয়ের এই শব্দগুলো পড়ে দো'য়া করা মোস্তাহাব।

"اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ ـ آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْدَانِالَّذِىْ وَعَدْتَّهُ"

অর্থঃ হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও সমাগত নামাযের প্রভু! হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান কর। এবং তাকে তোমার প্রতিশ্রুত ও প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দাও।

اَلْأُمُوْرُ الَّتِىْ تُكْرَهُ فِى الْأَذَانِ

تُكْرَهُ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى الْأَذَانِ : ١ـ اَلتَّغَنِّىْ بِالْأَذَانِ ـ ٢ـ أَذَانُ الْمُحْدِثِ وَإِقَامَتُهُ ـ ٣ـ أَذَانُ الْجُنُبِ ـ ٤ـ أَذَانُ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ ـ ٥ـ أَذَانُ الْمَجْنُوْنِ ـ ٦ـ أَذَانُ السَّكْرَانِ ـ ٧ـ أَذَانُ الْمَرْأَةِ ـ ٨ـ أَذَانُ الْفَاسِقِ ـ ٩ـ أَذَانُ الْقَاعِدِ ـ ١٠ـ يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِىْ أَثْنَاءِ الْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ ـ فَلَوْ تَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِىْ أَثْنَاءِ الْأَذَانِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيْدَ الْأَذَانَ ـ فَلَوْ تَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِىْ أَثْنَاءِ الْإِقَامَةِ لاَ يُعِيْدُ الْإِقَامَةَ ـ ١١ـ يُكْرَهُ الْأَذَانُ ، وَالْإِقَامَةُ لِظُهْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِى الْمِصْرِ مَنْ فَاتَتْهُ أَكْثَرُ مِنْ صَلاَةٍ أَذَّنَ وَ أَقَامَ لِلْفَائِتَةِ الْأُوْلٰى ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ فِى الْبَوَاقِىْ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ ، وَأَقَامَ لِكُلِّ فَائِتَةٍ ، وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ ـ

আযানের মাকরূহ বিষয়

নিম্নোক্ত কাজগুলো আযানের মধ্যে মাকরূহ ঃ (১) গানের সুরে আযান দেওয়া। (২) উযূ বিহীন ব্যক্তির আযান দেওয়া। (৩) গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তির আযান দেওয়া। (৪) বিবেক-বুদ্ধিহীন বালকের আযান দেওয়া। (৫) বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির আযান দেওয়া। (৬) নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির আযান দেওয়া। (৭) স্ত্রীলোকের আযান দেওয়া। (৮) ফাসেক তথা পাপাচারীর আযান দেওয়া। (৯) উপবিষ্ট ব্যক্তির আযান দেওয়া। (১০) আযান-ইকামতের মাঝে মুয়াজ্জিনের কথা বলা মাকরূহ। সুতরাং মুয়াজ্জিন যদি আযানের মাঝে কথা বলে তাহলে সেই আযান পুনরায় দেওয়া মোস্তাহাব। আর যদি ইকামতের মাঝে কথা বলে তাহলে পুনরায় ইকামত দিতে হবে না। (১১) জুমার দিন শহরে জোহরের নামাযের জন্য আযান-ইকামত দেওয়া মাকরূহ। যে ব্যক্তির একাধিক ওয়াক্তের নামায ছুটে গেছে সে প্রথম ওয়াক্তের নামাযের জন্য আযান-ইকামত বলবে। অবশিষ্ট

ওয়াক্তগুলোর ব্যাপারে সে স্বাধীন। ইচ্ছা করলে প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য আযান-ইকামত বলতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ইকামত এর উপর সীমাবদ্ধ করতে পারে।

شُرُوْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ لِزَامًا (س) – আবশ্যকীয় হওয়া। لَازِمٌ – অবশ্যকীয়। دَاخِلَةٌ – অন্তর্ভুক্ত। خَارِجَةٌ – বহির্ভূত। عَوْرَةٌ বব عَوْرَاتٌ – ছতর, লজ্জাস্থান। (ن) بُطْلَانًا – নিষ্ফল হওয়া। مُشَاهَدَةً – স্বচক্ষে দেখা। تَعْيِيْنًا – নির্দিষ্ট করা। مُتَابَعَةً – অনুসরণ করা। اِنْكِشَافًا – অনাবৃত হওয়া। مُنَافَاةٌ – সঙ্গতিহীন হওয়া। اِنْحِنَاءٌ – ঝুঁকে পড়া। رُكْبَةٌ বব رُكَبٌ – হাঁটু। اِنْعِقَادًا – সম্পন্ন হওয়া। سُرَّةٌ বব سُرَرٌ – নাভি। جِهَةٌ বব جِهَاتٌ – দিক। أَمَةٌ বব إِمَاءٌ – বাঁদী। حُرَّةٌ বাব حَرَائِرُ – স্বাধীন নারী। ظَهْرٌ বব ظُهُوْرٌ – পিঠ। مَوْضَعٌ বব مَوَاضِعُ – স্থান। شَيْءٌ বব أَشْيَاءُ – জিনিস। إِسْمَاعًا – শোনানো।

هُنَا أَشْيَاءُ لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِيْ حَقِيْقَةِ الصَّلَاةِ وَلٰكِنَّهَا لَازِمَةٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَوْ فَاتَ مِنْهَا وَاحِدٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ ، وَتِلْكَ الْأَشْيَاءُ تُسَمّٰى شُرُوْطَ الصَّلَاةِ وَهِيَ سِتَّةٌ ـ

١ـ اَلطَّهَارَةُ ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُوْنِ طَهَارَةٍ ـ وَيُرَادُ بِالطَّهَارَةِ ـ (الف) أَنْ يَّكُوْنَ بَدَنُ الْمُصَلِّيْ طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَالْحَدَثِ الْأَكْبَرِ ـ (ب) وَأَنْ يَّكُوْنَ بَدَنُ الْمُصَلِّيْ طَاهِرًا مِنَ النَّجَاسَةِ الَّتِيْ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا ـ (ج) وَأَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ طَاهِرًا مِنَ النَّجَاسَةِ الَّتِيْ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا ـ (د) وَأَنْ يَّكُوْنَ الْمَكَانُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ طَاهِرًا مِنَ النَّجَاسَةِ ـ وَيَلْزَمُ فِيْ طَهَارَةِ الْمَكَانِ أَنْ يَّكُوْنَ مَوْضَعُ الْقَدَمَيْنِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْجَبْهَةِ طَاهِرًا ـ

٢ـ سَتْرُ الْعَوْرَةِ ـ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُوْنِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلٰى سَتْرِهَا ـ وَيَلْزَمُ أَنْ يَّكُوْنَ الْعَوْرَةُ مَسْتُوْرَةً مِنِ ابْتِدَاءِ الدُّخُوْلِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا ـ إِذَا كَانَ رُبُعُ الْعُضْوِ مُنْكَشِفًا قَبْلَ

لدُّخُوْلِ فِى الصَّلاَةِ لَمْ تَنْعَقِدِ الصَّلاَةُ . وَإِذَا انْكَشَفَ رُبُعُ الْعُضْوِ فِىْ ثْنَاءِ الصَّلاَةِ مُدَّةَ أَدَاءِ رُكْنٍ بَطَلَتِ الصَّلاَةُ . حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ : مِنَ لسُّرَّةِ إِلٰى مُنْتَهٰى الرُّكْبَةِ فَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ بِخِلاَفِ السُّرَّةِ فَإِنَّهَا يْسَتْ بِعَوْرَةٍ . حَدُّ عَوْرَةِ الْأَمَةِ : مِنَ السُّرَّةِ إِلٰى مُنْتَهٰى الرُّكْبَةِ مَعَ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا . حَدُّ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ : جَمِيْعُ بَدَنِهَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ .

٣. اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ بِدُوْنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِقْبَالِهَا . عَيْنُ الْكَعْبَةِ : هِىَ قِبْلَةٌ لِّلَّذِىْ هُوَ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَيَقْدِرُ عَلٰى مُشَاهَدَتِهَا . جِهَةُ الْكَعْبَةِ : هِىَ قِبْلَةٌ لِّلَّذِىْ لاَ يَقْدِرُ عَلٰى مُشَاهَدَةِ الْكَعْبَةِ . كَذَا جِهَةُ الْكَعْبَةِ قِبْلَةٌ لِّلَّذِىْ هُوَ بَعِيْدٌ عَنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ . مَنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِمَرَضٍ ، أَوْ لِخَوْفِ عَدُوٍّ جَازَلَهُ أَنْ يُّصَلِّىَ إِلٰى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ .

٤. وَقْتُ الصَّلاَةِ ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ قَبْلَ دُخُوْلِ وَقْتِهَا . وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ مُفَصَّلاً .

٥. اَلنِّيَّةُ ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ بِدُوْنِ نِيَّةٍ إِذَا كَانَتِ الصَّلاَةُ فَرْضًا وَجَبَ تَعْيِيْنُهَا كَأَنْ يَّنْوِىَ ظُهْرًا، أَوْ عَصْرًا مَثَلاً . كَذَا إِذَا كَانَتِ الصَّلاَةُ وَاجِبَةً وَجَبَ تَعْيِيْنُهَا كَأَنْ يَّنْوِىَ وِتْرًا ، أَوْ صَلاَةَ الْعِيْدَيْنِ . أَمَّا إِذَا كَانَتِ الصَّلاَةُ نَافِلَةً فَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُهَا بَلْ يَكْفِىْ أَنْ يَّنْوِىَ مُطْلَقَ الصَّلاَةِ . إِذَا كَانَ مُقْتَدِيًا يَلْزَمُهُ أَنْ يَّنْوِىَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ .

٦. اَلتَّحْرِيْمَةُ ، وَيُرَادُ بِالتَّحْرِيْمَةِ أَنْ يَّفْتَتِحَ صَلاَتَهُ بِذِكْرٍ خَالِصٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى كَأَنْ يَّقُوْلَ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، أَوْ اَللّٰهُ أَعْظَمُ ، أَوْ سُبْحَانَ اللّٰهِ . وَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَ النِّيَّةِ وَتَكْبِيْرَةِ الاِفْتِتَاحِ بِعَمَلٍ يُنَافِى الصَّلاَةَ

كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ـ وَيُشْتَرَطُ فِى التَّحْرِيْمَةِ أَنْ يَأْتِىْ بِهَا قَائِمًا قَبْلَ الْانْحِنَاءِ لِلرُّكُوْعِ ـ وَأَنْ لَّا يُؤَخِّرَ النِّيَّةَ عَنْ تَكْبِيْرَةِ الْافْتِتَاحِ ـ وَأَنْ يَّقُوْلَ "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ ـ

নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

এখানে এমন কিছু বিষয় আলোচনা করা হবে, যা নামাযের মূল সত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু তা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ, বিষয়গুলোর কোন একটি ছুটে গেলে নামায শুদ্ধ হবে না। আর সেই বিষয়গুলোকে নামাযের শর্ত বলা হয়।

নামাযের শর্ত মোট ছয়টি। যথা ১. পবিত্রতা। সুতরাং পবিত্রতা ছাড়া নামায সহী হবে না। আর পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিম্নরূপ−

(ক) নামাযির শরীর উভয় প্রকার হদস বা অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া

(খ) নামাযির শরীর ক্ষমার অযোগ্য নাপাকি থেকে পাক থাকা।

(গ) নামাযির কাপড় মাফ করা হয়নি এমন নাপাকি থেকে মুক্ত হওয়া।

(ঘ) নামাযের স্থান নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া। নামাযের স্থান পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে জরুরী হলো, দুই পা, দুই হাত, হাঁটু ও কপাল রাখার স্থান পবিত্র হওয়া।

২. সতর ঢাকা, সুতরাং সতর ঢাকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না ঢাকলে নামায শুদ্ধ হবে না। নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সতর ঢেকে রাখা আবশ্যক। সুতরাং নামায শুরু করার আগে এক চতুর্থাংশ সতর খোলা থাকলে নামায শুরু করা শুদ্ধ হবে না। যদি নামাযের মধ্যে এক রোকন আদায় করার পরিমাণ সময় এক চতুর্থাংশ সতর খোলা থাকে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। পুরুষের সতরের পরিমাণ হলো, নাভির নিচ থেকে হাঁটুর শেষ সীমা পর্যন্ত। অতএব হাঁটু সতর, কিন্তু নাভি সতর নয়। বাঁদীর সতর হলো, নাভির নিচ থেকে হাঁটুর শেষ সীমা পর্যন্ত। তাছাড়া তার পেট ও পিঠ সতরের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীন নারীর সতর হলো সমস্ত শরীর। কিন্তু তার চেহারা, হাতের পাতা ও পায়ের পাতা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. কেবলামুখী হওয়া। সুতরাং কেবলামুখী হওয়ার সক্ষমতা থাকা অবস্থায় কেবলামুখী না হলে নামায সহী হবে না। মূল কা'বা ঃ যারা মক্কার অধিবাসী এবং কাবা ঘর দেখতে পায় তাদের কেবলা হলো মূল কা'বা। কা'বার দিক ঃ যারা কাবা ঘর দেখতে পায় না তাদের কেবলা হলো কা'বার দিক। যে ব্যক্তি অসুস্থতা কিংবা শত্রুর ভয়ে কেবলামুখী হতে অক্ষম তার জন্য যেদিক সক্ষম সেদিক ফিরে নামায পড়া জায়েয হবে।

৪. নামাযের ওয়াক্ত হওয়া। সুতরাং ওয়াক্ত আসার পূর্বে নামায পড়া সহী হবে না। নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. নিয়ত করা। অতএব নিয়ত করা ব্যতীত নামায সহী হবে না। ফরয নামায হলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা জরুরী। যেমন জোহর অথবা আছর নামাযের নিয়ত করলো। অনুরূপভাবে ওয়াজিব নামায হলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা আবশ্যক। যেমন বেতের কিংবা ঈদের নামায পড়ার নিয়ত করল। কিন্তু যদি নফল নামায হয় তাহলে নফলের কথা নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা শর্ত নয়। বরং শুধু নামায পড়ার নিয়ত করাই যথেষ্ট হবে। মোক্তাদী হলে ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা আবশ্যক।

৬. তাকবীরে তাহরীমা বলা। তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার যিকির দ্বারা নামায শুরু করা। যথা أَللّٰهُ أَكْبَرُ কিংবা أَللّٰهُ أَعْظَمُ কিংবা سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা এবং নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার মাঝে নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি না করা। যেমন, পানাহার করা। তাহরীমার ক্ষেত্রে শর্ত হলো, রুকুর জন্য মাথা ঝোঁকানোর পূর্বে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলা এবং তাকবীরে তাহরীমা থেকে নিয়তকে বিলম্বিত না করা। আর নিজে শুনতে পায় এতটুকু আওয়াযে তাকবীর বলা।

فُرُوْعٌ تَتَعَلَّقُ بِشُرُوْطِ الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ إِعَادَةً – পুনরায় করা। إِيْمَاءً – ইশারা করা। إِخْطَاءً – ভুল করা। اِشْتِبَاهًا – সন্দেহপূর্ণ হওয়া। تَحَرِّيًا – অনুসন্ধান করা। اِسْتِدَارَةً – ঘুরে যাওয়া। سَهْوًا (ن) – ভুল করা। عَمْدًا (ض) – ইচ্ছা করা। تَحَقُّقًا – সাব্যস্ত হওয়া। طَأْطَأَةً– ঝুঁকানো। اِسْتِقْرَارًا – স্থির হওয়া। تَسَفُّلًا – নীচতায় নেমে আসা। حَشِيْشٌ বব حَشَائِشُ – শুকনা ঘাস। عُرْيَانٌ বব عَرَايَا – উলঙ্গ। رُبُعٌ – চারভাগের একভাগ। لِبْدٌ বব أَلْبَادٌ – জিনের গদি। عَدًّا (ن) – বিবেচনা করা। مَجْمُوْعٌ -- সমষ্টি। مُنْكَشِفٌ – অনাবৃত। عَمَدًا – স্বেচ্ছায়। طِيْنٌ বব أَطْيَانٌ – কাদামাটি। صُلْبٌ বব أَصْلَابٌ – মেরুদণ্ড عَجُزٌ বব أَعْجَازٌ – নিতম্ব। اِزْدِحَامًا – ভীড় করা।

اَلَّذِىْ لَايَجِدُ شَيْئًا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّجَاسَةِ وَلَا يُعِيْدُ الصَّلَاةَ ـ اَلَّذِىْ لَا يَجِدُ ثَوْبًا يَسْتُرُ بِهٖ عَوْرَتَهٗ وَكَذَا لَايَجِدُ حَشِيْشًا أَوْ طِيْنًا يُصَلِّىْ عُرْيَانًا وَلَا يُعِيْدُ الصَّلَاةَ ـ مَنْ كَانَ رُبُعُ

ثَوْبِهِ طَاهِرًا لَا تَجُوْزُ صَلَاتُهُ عُرْيَانًا ـ مَنْ كَانَ ثَوْبُهُ نَجِسًا. فَصَلَاتُهُ فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ أَوْلَى مِنْ صَلَاتِهِ عُرْيَانًا ـ يُصَلِّي الْعُرْيَانُ جَالِسًا مَادًّا رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَيُؤَدِّي الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ بِالْإِيْمَاءِ ـ تَجُوْزُ الصَّلَاةُ عَلَى طَرَفٍ طَاهِرٍ مِّنَ الثَّوْبِ النَّجِسِ ، ذٰلِكَ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيْكِ طَرَفِهِ الْآخَرِ ـ تَجُوْزُ الصَّلَاةُ عَلَى لِبْدٍ أَعْلَاهُ طَاهِرٌ وَأَسْفَلُهُ نَجِسٌ ـ اَلَّذِي اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَمْ يَجِدْ شَخْصًا يَسْأَلُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ ، وَكَذَا لَمْ يُوْجَدْ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى الْقِبْلَةِ يُصَلِّيْ بِالتَّحَرِّيْ ـ

لَوْ صَلَّى بَعْدَ التَّحَرِّيْ وَأَخْطَأَ فِي الْقِبْلَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ـ إِن عَلِمَ بِخَطَائِهِ فِيْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ـ إِذَا انْكَشَفَ مِنْ أَعْضَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ مِنَ الْعَوْرَةِ فَلَوْ كَانَ مَجْمُوْعُهَا يَبْلُغُ رُبُعَ أَصْغَرِ الْأَعْضَاءِ الْمَكْشُوْفَةِ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ ـ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوْعُ الْأَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفَةِ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ صَحَّتِ الصَّلَاةُ ـ

নামাযের শর্তের সঙ্গে সম্পর্কিত মাসআলা

যে ব্যক্তি নাপাকি দূর করার জন্য কিছু পায়না, সে নাপাকি সহ নামায আদায় করবে এবং সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে না। যে ব্যক্তি সতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় পায়না, এমনকি তৃণঘাস কিংবা কাদা মাটিও পায়না, সে বিবস্ত্র অবস্থায় নামায পড়বে। পরবর্তীতে সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে না। এক চতুর্থাংশ পরিমাণ পাক কাপড় থাকা অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে নামায পড়া জায়েয হবে না। যার কাছে নাপাক কাপড় আছে তার বিবস্ত্র হয়ে নামায পড়ার চেয়ে সেই নাপাক কাপড়ে নামায পড়া উত্তম। বিবস্ত্র ব্যক্তি কেবলার দিকে উভয় পা প্রসারিত করে বসে নামায পড়বে এবং রুকু সেজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে। নাপাক কাপড়ের পবিত্র প্রান্তে নামায পড়া জায়েয আছে। শর্ত হলো, কাপড়টি এমন হতে হবে যে, তার এক প্রান্ত নাড়া দিলে অপর প্রান্ত নড়ে না। এমন বিছানার উপর নামায পড়া জায়েয আছে, যার উপরের অংশ পাক এবং নিচের অংশ নাপাক। যার কাছে কেবলার দিক সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়েছে, এবং কেবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার মত কোন লোকও সে পায়না, তদুপরি কেবলা নির্ণয় করার কোন

উপায়ও নেই, তাহলে সে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কেবলা স্থির করে নামায পড়বে। যদি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কেবলা স্থির করে নামায পড়ে, আর নামায শেষে জানা যায় যে কেবলা নির্ধারণে ভুল হয়েছে, তাহলে নামায হয়ে যাবে।

আর যদি নামাযের মধ্যে কেবলা ভুল হওয়ার কথা জানতে পারে তাহলে (সে অবস্থায়) কেবলার দিকে ঘুরে যাবে এবং পূর্বের নামাযের উপর ভিত্তি করে নামায শেষ করবে। যদি বিভিন্ন স্থান থেকে সতর অনাবৃত হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে, যদি সবগুলোর সমষ্টি মিলে অনাবৃত অঙ্গগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে ছোট অঙ্গের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হয় তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি উক্ত পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে নামায হয়ে যাবে।

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ وَهِيَ فَرَائِضُهَا كَذٰلِكَ ـ فَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا وَاحِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمَدًا أَوْ سَهْوًا ـ (١) اَلْقِيَامُ ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُوْنِ الْقِيَامِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ ـ اَلْقِيَامُ فَرْضٌ فِىْ صَلَوَاتِ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبَةِ ـ وَلَا يُفْتَرَضُ الْقِيَامُ فِى الصَّلَوَاتِ النَّافِلَةِ ـ فَتَجُوْزُ الصَّلَوَاتُ النَّافِلَةُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ـ (٢) اَلْقِرَاءَةُ ، وَلَوْ اٰيَةً قَصِيْرَةً ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُوْنِ الْقِرَاءَةِ ـ اَلْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فِىْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَوَاتِ الْفَرْضِ ـ وَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فِىْ جَمِيْعِ رَكَعَاتِ الصَّلَوَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالنَّافِلَةِ ـ وَتَسْقُطُ الْقِرَاءَةُ عَنِ الْمُصَلِّىْ إِذَا كَانَ مُقْتَدِيًا بَلْ تُكْرَهُ لَهُ الْقِرَاءَةُ ـ (٣) اَلرُّكُوْعُ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُوْنِ الرُّكُوْعِ ـ اَلْقَدْرُ الْمَفْرُوْضُ مِنَ الرُّكُوْعِ يَتَحَقَّقُ بِطَأْطَأَةِ الرَّأْسِ بِأَنْ يَنْحَنِىَ إِنْحِنَاءً يَكُوْنُ أَقْرَبَ إِلٰى حَالِ الرُّكُوْعِ ـ أَمَّا كَمَالُ الرُّكُوْعِ فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ بِإِنْحِنَاءِ الصُّلْبِ حَتّٰى يَسْتَوِىَ الرَّأْسُ بِالْعَجُزِ ـ (٤) اَلسُّجُوْدُ ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُوْنِ سَجْدَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ـ

اَلْقَدْرُ الْمَفْرُوْضُ مِنَ السُّجُوْدِ يَتَحَقَّقُ بِوَضْعِ جُزْءٍ مِنَ الْجَبْهَةِ ، وَوَضْعِ إِحْدَى الْيَدَيْنِ ، وَإِحْدَى الرُّكْبَتَيْنِ ، وَشَىْءٍ مِنْ أَطْرَافِ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ ـ وَكَمَالُ السُّجُوْدِ يَتَحَقَّقُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ

وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ - وَلَا يَصِحُّ السُّجُوْدُ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جَبْهَتُهُ بِحَيْثُ لَوْ بَالَغَ السَّاجِدُ لَا يَتَسَفَّلُ رَأْسُهُ أَبْلَغَ مِمَّا كَانَ حَالَ الْوَضْعِ - وَلَا يَصِحُّ الْاِقْتِصَارُ فِي السُّجُوْدِ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ - مَنْ سَجَدَ عَلٰى كَفِّهِ ، أَوْ عَلٰى طَرَفِ ثَوْبِهِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ - وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السُّجُوْدِ أَنْ لَّا يَكُوْنَ مَحَلُّ السُّجُوْدِ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضَعِ الْقَدَمَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ ذِرَاعٍ - فَإِنْ زَادَ ارْتِفَاعُ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ عَلٰى نِصْفِ ذِرَاعٍ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ إِلَّا إِذَا كَانَ ازْدِحَامٌ شَدِيْدٌ -

(٥) اَلْقُعُوْدُ الْأَخِيْرُ قَدْرَ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ - قَدْ عَدَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْخُرُوْجَ مِنَ الصَّلَاةِ بِصُنْعِ الْمُصَلِّيْ مِنَ الْفَرَائِضِ وَلٰكِنَّهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَيْسَ بِفَرْضٍ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ -

নামাযের রোকন

নামাযের রোকন পাঁচটি। এগুলো নামাযের ফরযও[১] বটে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত একটি ফরয ছেড়ে দিবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। (ফরযগুলো যথা)

(১) দাঁড়িয়ে নামায পড়া। অতএব দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও না দাঁড়ালে নামায হবে না। ফরয ও ওয়াজিব নামাযে দাঁড়ানো ফরয। কিন্তু নফল নামাযে দাঁড়ানো ফরয নয়। তাই দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে পড়া জায়েয আছে। (২) কেরাত পড়া। যদিও ছোট একটি আয়াত হয়। সুতরাং কেরাত বিহীন নামায সহী হবে না। ফরয নামাযের দুই রাকাতে কেরাত পড়া ফরয। (তদ্রূপ) ওয়াজিব ও নফল নামাযের সকল রাকাতে কেরাত পড়া ফরয। মোক্তাদী হলে কেরাত পড়া লাগবে না। বরং তার কেরাত পড়া মাকরূহ। (৩) রুকু করা। সুতরাং রুকু ছাড়া নামায সহী হবে না। মাথা ঝোঁকানো দ্বারাই রুকুর ফরয পরিমাণ আদায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ, এতটুকু পরিমাণ মাথা ঝোঁকানো যাতে রুকুর অবস্থার কাছাকাছি হয়ে যায়। তবে পূর্ণাঙ্গ রুকু সাব্যস্ত হবে পিঠ এতটুকু ঝোঁকানোর দ্বারা, যাতে মাথা ও নিতম্ব বরাবর হয়ে যায়। (৪) সেজদা করা। অতএব প্রত্যেক রাকাতে দুটি সেজদা করা ব্যতীত নামায সহী হবে না।

টিকা ঃ (১) ফরজ হল এমন বিধান যা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত।

কপালের কিছু অংশ, এক হাত, এক হাঁটু ও এক পায়ের প্রান্ত ভূমিতে রাখার দ্বারা সেজদার ফরয পরিমাণ আদায় হয়ে যাবে। দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল ও নাক ভূমিতে স্থাপন করার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ সেজদা সাব্যস্ত হয়। কপাল স্থির থাকে এমন জিনিস ছাড়া অন্য কিছুর উপর সেজদা করা সহী হবে না। অর্থাৎ, মুসল্লী যদি ভালভাবে সেজদা করে তাহলে সেজদায় মাথা রাখার সময় মাথা যে অবস্থায় ছিল পরবর্তীতে তার চেয়ে নিচে (ডেবে যাবে না) নামবে না। কোন ওযর ছাড়া শুধু নাকের উপর সেজদা করা সহী হবে না। যে ব্যক্তি হাতের পাতা কিংবা কাপড়ের প্রান্তের উপর সেজদা করবে তার সেজদা মাকরূহ রূপে জায়েয হবে। সেজদা সহী হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সেজদার স্থান, পায়ের পাতা রাখার স্থান থেকে আধা হাতের বেশী উঁচু না হওয়া। যদি সেজদার স্থান আধা হাতের চেয়ে বেশি উঁচু হয় তাহলে নামায সহী হবে না। তবে প্রচন্ড ভীড়ের কারণে এমন হলে কোন অসুবিধা হবে না। ৫. তাশাহুদ পড়ার পরিমাণ সময় আখেরী বৈঠক করা। নামাযির কোন কাজ দ্বারা নামায থেকে বের হওয়াকে কোন কোন ফেকাহবিদ ফরয গণ্য করেছেন। কিন্তু বিশ্লেষক আলেমগণের মতে তা ফরয নয় বরং ওয়াজিব।

وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ نَاقِصٌ – অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত। جَبْرًا (ن) – ক্ষতিপূরণ করা। إِثْمًا (س) – পাপ করা। اٰثِمٌ – পাপী। قَصِيْرٌ বব قِصَارٌ – খাট। اِعْتِدَالاً – পরিমিত হওয়া। قُعُوْدًا (ن) – বসা। جَهْرًا (بِهٖ ـ ف) – উচ্চস্বরে বলা। اِنْفِرَادًا – একাকী হওয়া। مُنْفَرِدٌ – একক। سِرًّا – চুপিসারে। فَرَاغًا (ن) – অবসর হওয়া। فَارِغٌ - অবসর, শূন্য। مَشِيْئَةً (س) – চাওয়া। كَامِلٌ – সম্পূর্ণ, ত্রুটি মুক্ত। ضَمًّا (ن) – মিলানো। طُمَأْنِيْنَةٌ – শান্তি। تَرَاخٍ – বিলম্ব। أَخِيْرٌ – শেষ। زَائِدَةٌ বব زَوَائِدُ – অতিরিক্ত। إِسْرَارًا – গোপন করা। تَرْكًا (ن) – ছেড়ে দেওয়া। فَقِيْهٌ বব فُقَهَاءُ – ফেকাহবিশারদ।

اَلْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ وَاجِبَةٌ فِى الصَّلَاةِ ـ فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْأُمُوْرِ سَهْوًا كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً وَتُجْبَرُ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ ـ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا عَمْدًا تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَإِلَّا كَانَ اٰثِمًا ـ

١ـ اِفْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِخُصُوْصِ قَوْلِ "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" ـ٢. قِرَاءَةُ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ وَفِىْ جَمِيْعِ رَكَعَاتِ

الْوِتْرِ ، وَالنَّفْلِ -٣- ضَمُّ سُوْرَةٍ قَصِيْرَةٍ ، أَوْ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ إِلَى الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ وَفِيْ جَمِيْعِ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ، وَالنَّفْلِ -٤- تَقْدِيْمُ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّوْرَةِ - ٥- أَدَاءُ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْأُوْلَى بِدُوْنِ فَصْلٍ بَيْنَهُمَا - ٦- أَدَاءُ جَمِيْعِ الْأَرْكَانِ بِاعْتِدَالٍ وَطُمَأْنِيْنَةٍ -٧- اَلْقُعُوْدُ الْأَوَّلُ قَدْرَ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ - ٨- قِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ فِي الْقُعُوْدِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا قِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ فِي الْقُعُوْدِ الْأَخِيْرِ - ٩- اَلْقِيَامُ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ - ١٠- اَلْخُرُوْجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ السَّلَامِ مَرَّتَيْنِ - ١١- قِرَاءَةُ دُعَاءِ الْقُنُوْتِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَاتِحَةِ ، وَالسُّوْرَةِ - ١٢- اَلتَّكْبِيْرَاتُ الزَّوَائِدُ فِي الْعِيْدَيْنِ ، وَهِيَ ثَلَاثُ تَكْبِيْرَاتٍ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ - ١٣- تَكْبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ - ١٤- جَهْرُ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَفِي الْجُمُعَةِ ، وَالْعِيْدَيْنِ ، وَالتَّرَاوِيْحِ وَالْوِتْرِ فِيْ رَمَضَانَ - اَلْمُنْفَرِدُ بِالْخِيَارِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ إِنْ شَاءَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَإِنْ شَاءَ أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ الْجَهْرُ فِي الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّةِ - ١٥- قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ، وَالْمُنْفَرِدِ سِرًّا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ، وَكَذَا فِيْ نَفْلِ النَّهَارِ ـ مَنْ تَرَكَ السُّوْرَةَ فِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ـ

وَمَنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُوْلَيَيْنِ لَا يُكَرِّرُهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، بَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ جَبْرًا لِمَافَاتَ ـ

নামাযের ওয়াজিব

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নামাযের ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ভুলে এর কোন একটি বিষয় ছেড়ে দিবে তার নামায অসম্পূর্ণ থাকবে। ফলে সহু সেজদা দ্বারা নামাযের

ক্ষতিপূরণ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এর কোন একটি বিষয় ছেড়ে দিবে, তাকে ঐ নামায পুনরায় পড়তে হবে। অন্যথা সে গুণাহগার হবে। (বিষয়গুলো এই)

১. শুধু "আল্লাহু আকবর" বলে নামায শুরু করা। ২. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে এবং বেতের ও নফল নামাযের সকল রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা। ৩. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে এবং বেতের ও নফল নামাযের সকল রাকাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে ছোট একটি সূরা কিংবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ কেরাত পাঠ করা। ৪. সূরা ফাতেহা অন্য সূরার আগে পড়া। ৫. প্রথম সেজদার পর কোন ব্যবধান ছাড়াই দ্বিতীয় সেজদা করা ৬. সমস্ত রোকন ধীরস্থির ভাবে আদায় করা। ৭. তাশাহুদ পাঠ করার পরিমাণ সময় প্রথম বৈঠক করা। ৮. প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া। ৯. প্রথম বৈঠক শেষ করার পর বিলম্ব না করেই তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানো। ১০. দুই বার আস্সালাম শব্দ উচ্চারণ করে নামায থেকে বের হওয়া। ১১. বেতের নামাযের তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা ও অন্য সূরা শেষ করার পর দো'য়ায়ে কুনুত পড়া। ১২. ঈদের নামাযের প্রত্যেক রাকাতে তিনটি করে অতিরিক্ত তাকবীর বলা। ১৩. ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীর বলা। ১৪. ফজর নামাযে, মাগরিব ও এশার নামাযের প্রথম দু'রাকাতে, জুমা ও ঈদের নামাযে এবং রমযান মাসে তারাবীহ ও বেতের নামাযে ইমামের উচ্চস্বরে কেরাত পড়া। ১৫. জোহর ও আছর নামাযে, মাগরিবের শেষ রাকাতে, এশার শেষ দু'রাকাতে এবং দিবসের নফল নামাযে ইমাম সাহেব ও একাকী নামায আদায় কারীর নিরবে কেরাত পড়া।

যে ব্যক্তি এশার প্রথম দু'রাকাতে সূরা ছেড়ে দিয়েছে, সে আখেরী দু'রাকাতে ফাতেহার সঙ্গে উচ্চস্বরে কেরাত পড়বে। এবং শেষে সহু সেজদা আদায় করবে। আর যে ব্যক্তি প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা ছেড়ে দিয়েছে, সে আখেরী দু'রাকাতে সেটা পুনরায় পড়বে না। বরং যা ছুটে গেছে তার ক্ষতিপূরণের জন্য সহু সেজদা আদায় করবে।

سُنَنُ الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ طِبْقًا (له) – তার অনুযায়ী। جَدٌّ বব جُدُوْدٌ – মর্যাদা। تَحْلِيْقًا – গোলাকার করা। إِبْهَامٌ বব أَبَاهِيْمُ – বৃদ্ধাঙ্গুলি। تَعَالِيًا – উঁচু বা মহান হওয়া। بَسْطًا (ن) – প্রসারিত করা। نَصْبًا (ص) – খাড়া করা। مُبَاعَدَةٌ – দূরে রাখা। نُهُوْضًا (ف) – দাঁড়ানো। اِفْتِرَاشًا – বিছানো। إِشَارَةٌ – ইঙ্গিত করা। اِنْتِظَارًا – অপেক্ষা করা। حِذَاءٌ – বরাবর, মুখোমুখি।

مَنْشُوْرٌ – প্রসারিত। خِنْصَرٌ বব خَنَاصِرُ – কনিষ্ঠা। تَبَارُكًا – বরকতময় হওয়া। عَقِبَ – পরে, পরক্ষণে। رُسْغٌ বব أَرْسَاغٌ – (হাতের) কজি। سَاقٌ বব سِيْقَانٌ – পায়ের নলা। جَنْبٌ বব جُنُوْبٌ – পার্শ্ব। فَخِذٌ বব أَفْخَاذٌ – উরু। اِلْتِفَاتًا – তাকানো। خَفْضًا (ض) – নিচু করা।

تُسَنُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِي الصَّلَاةِ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهَا لِتَكُوْنَ الصَّلَاةُ كَامِلَةً وَطِبْقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ" ـ

١ـ أَنْ يَّقُوْمَ عِنْدَ التَّحْرِيْمَةِ مُسْتَوِيًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّطَأْطِأَ رَأْسَهُ ـ ٢ـ أَنْ يَّرْفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ التَّحْرِيْمَةِ حِذَاءَ الْأُذُنَيْنِ ـ ٣ـ أَنْ يَّكُوْنَ بَاطِنُ الْكَفَّيْنِ وَالْأَصَابِعِ مُسْتَقْبِلاً نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَالَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ـ ٤ـ أَنْ يَّتْرُكَ الْأَصَابِعَ عَلٰى حَالِهَا مَنْشُوْرَةً وَقْتَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فَلاَ يَضُمُّهَا كُلَّ الضَّمِّ وَلاَ يُفَرِّجُهَا كُلَّ التَّفْرِيْجِ ـ ٥ـ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى تَحْتَ سُرَّتِهِ ٦ـ أَنْ يَجْعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ الْيُمْنٰى عَلٰى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى مُحَلِّقًا بِالْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ عَلَى الرُّسْغِ ـ ٧ـ أَنْ يَقْرَأَ الثَّنَاءَ عَقِبَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ ـ وَالثَّنَاءُ أَنْ يَقُوْلَ : "سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ" ـ ٨- أَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ : "أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" ـ ٩ـ أَنْ يَقُوْلَ : "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ ـ ١٠ـ أَنْ يَقُوْلَ : "آمِيْن" سِرًّا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَاتِحَةِ ـ ١١ـ أَنْ يَّتْرُكَ فِي الْقِيَامِ فُرْجَةً بَيْنَ قَدَمَيْهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ـ ١٢ـ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ ، وَالْفَجْرِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُوْرَةً مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ سُوْرَةً مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ ، وَفِي الْمَغْرِبِ سُوْرَةً مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ ـ ١٣ـ أَنْ يُّطِيْلَ الرَّكْعَةَ

الْأُوْلٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِى الْفَجْرِ فَقَطْ - ١٤ـ تَكْبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ ـ ١٥ـ أَنْ يَّأْخُذَ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ حَالَ الرُّكُوْعِ وَيُفَرِّجَ أَصَابِعَهُ ـ ١٦ـ أَنْ يَّبْسُطَ ظَهْرَهُ وَيُسَوِّى رَأْسَهُ بِعَجُزِهِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ حَالَ الرُّكُوْعِ ـ ١٧ـ أَنْ يَقُوْلَ فِى الرُّكُوْعِ "سُبْحٰنَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ" ثَلٰثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَقَلِّ ـ ١٨ـ أَنْ يُبَاعِدَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَالَ الرُّكُوْعِ ـ ١٩ـ أَنْ يَقُوْلَ الْإِمَامُ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوْعِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ـ وَالْمُقْتَدِى يَقُوْلُ سِرًّا "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" ـ وَالْمُنْفَرِدُ يَأْتِى بِهِمَا جَمِيْعًا ـ ٢٠ـ تَكْبِيْرَةُ السُّجُوْدِ ـ ٢١ـ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ عِنْدَ السُّجُوْدِ ـ ٢٢ـ أَنْ يَّرْفَعَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ السُّجُوْدِ ـ ٢٣ـ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ حَالَ السُّجُوْدِ ـ ٢٤ـ أَنْ يُبَاعِدَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيُبَاعِدَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيُبَاعِدَ ذِرَاعَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ حَالَ السُّجُوْدِ ـ ٢٥ـ أَنْ تَكُوْنَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ مَضْمُوْمَةً حَالَ السُّجُوْدِ ـ ٢٦ـ أَنْ تَكُوْنَ أَصَابِعُ الْقَدَمَيْنِ مُسْتَقْبِلَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَالَ السُّجُوْدِ ـ ٢٧ـ أَنْ يَقُوْلَ فِى السُّجُوْدِ : "سُبْحٰنَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى" سِرًّا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَقَلِّ ـ ٢٨ـ أَنْ يُكَبِّرَ لِلرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ ـ ٢٩ـ أَنْ يَنْهَضَ مِنَ السُّجُوْدِ بِلَا قُعُوْدٍ وَلَا اعْتِمَادٍ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ـ ٣٠ـ أَنْ يَضَعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَمَا يَضَعُهُمَا حَالَ التَّشَهُّدِ ـ ٣١ـ أَنْ يَفْتَرِشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى فِى الْجَلْسَةِ فِى الْقُعُوْدِ الْأَوَّلِ وَالْأَخِيْرِ ـ ٣٢ـ أَنْ يُشِيْرَ بِالْإِصْبَعِ الْمُسَبِّحَةِ فِى التَّشَهُّدِ يَرْفَعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ "لَا إِلٰهَ" وَيَضَعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ "إِلَّا اللّٰهُ" ـ ٣٣ـ أَنْ يَقْرَأَ سُوْرَةَ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ ، وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ ـ ٣٤ـ أَنْ

يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الْقُعُوْدِ الْأَخِيْرِ - ٣٥- أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَدْعِيَّةِ الْمَأْثُوْرَةِ - ٣٦- وَمِنَ الْأَدْعِيَّةِ الْمَأْثُوْرَةِ : "اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِيْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ " - ٣٦- أَنْ يَلْتَفِتَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً عِنْدَ قَوْلِهِ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" - ٣٧- أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامُ بِتَكْبِيْرَاتِ الْاِنْتِقَالِ جَهْرًا وَالْمُقْتَدِيْ يَأْتِيْ بِهَا سِرًّا - ٣٨- أَنْ يَقُوْلَ الْإِمَامُ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" جَهْرًا ، وَالْمُقْتَدِيْ يَأْتِيْ بِهَا سِرًّا - ٣٩- أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ الرِّجَالَ ، وَالْحَفَظَةَ ، وَصَالِحِي الْجِنِّ - وَأَنْ يَنْوِيَ الْمُقْتَدِيْ إِمَامَهُ مَعَ الْقَوْمِ فِيْ جِهَةِ الْإِمَامِ - وَأَنْ يَنْوِيَ الْمُنْفَرِدُ الْمَلَائِكَةَ فَقَطْ - ٤٠- أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيْمَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأُوْلٰى - ٤١- أَنْ يَبْدَأَ بِالتَّسْلِيْمَةِ مِنَ الْيَمِيْنِ - ٤٢- أَنْ يَكُوْنَ سَلَامُ الْمُقْتَدِيْ مُقَارِنًا لِسَلَامِ إِمَامِهِ - ٤٣- أَنْ يَنْتَظِرَ الْمَسْبُوْقُ فَرَاغَ الْإِمَامِ مِنَ التَّسْلِيْمَتَيْنِ ، فَلَا يَقُوْمُ لِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ التَّسْلِيْمَتَيْنِ -

নামাযের সুন্নাত

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নামাযের সুন্নাত[১]। তাই সেগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। যেন নামায পূর্ণাঙ্গ হয় এবং নবী করীম (সঃ) এর বাণী "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায পড়" এর অনুযায়ী হয়।

১. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় মাথা না ঝুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। ২. তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে উভয় হাত কান বরাবর ওঠানো। ৩. হাত ওঠানোর সময় হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলো কেবলা মুখী রাখা। ৪. হাত ওঠানোর সময় আঙ্গুলগুলো প্রসারিত করে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। অর্থাৎ, আঙ্গুলসমূহ সম্পূর্ণভাবে মিলাবে না, আবার একেবারে ফাঁক করেও রাখবে না। ৫. ডান হাত

১. সুন্নাত হল এমন বিধান যা নবী (সঃ) (কদাচিৎ ব্যতীত) নিয়মিত পালন করেছেন।

বাম হাতের উপর স্থাপন করে নাভির নিচে রাখা। ৬. ডান হাতের তালু বাম হাতের উপরের অংশে রাখা এবং কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বানিয়ে হাতের কব্জি আঁকড়ে ধরা। ৭. উভয় হাত নাভির নিচে রাখার পর ছানা পাঠ করা। ছানা হলো যথা,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ .... وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ۔

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি মহান। আপনি প্রশংসনীয়, আপনার নাম বরকতময়। আপনার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। আপনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

৮. সূরা ফাতেহা পড়ার আগে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলা। ৯. প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলা। ১০. সূরা ফাহেতা শেষ করার পর অনুচ্চ স্বরে آمِيْن বলা। ১১. দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মধ্যখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা। ১২. ফজর ও জোহর নামাযে সূরা ফাতেহার পর طِوَالِ مُفَصَّلْ[১] থেকে একটি সূরা পাঠ করা। আছর ও এশার নামাযে أَوْسَاطِ مُفَصَّلْ[২] থেকে এবং মাগরিবের নামাযে قِصَارِ مُفَصَّلْ[৩] থেকে কোন সূরা পাঠ করা। ১৩. শুধুমাত্র ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে প্রথম রাকাত দীর্ঘ করা। ১৪. রুকুর তাকবীর বলা। ১৫. রুকুর অবস্থায় দু হাত দ্বারা উভয় হাঁটু ধরা এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে রাখা। ১৬. রুকুর অবস্থায় পিঠ বিছিয়ে দেওয়া এবং মাথা ও নিতম্ব সমান করা এবং উভয় পায়ের গোছা খাড়া করে রাখা। ১৭. রুকুর মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলা। ১৮. রুকুর অবস্থায় পুরুষের হস্তদ্বয় পার্শ্বদ্বয় থেকে দূরে রাখা। ১৯. রুকু থেকে মাথা ওঠানোর সময় ইমাম সাহেব سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলা, এবং মোক্তাদী অনুচ্চ স্বরে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলা, আর মুনফারিদ (একাকী নামায আদায় কারী) উভয়টা বলা। ২০. সেজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলা। ২১. সেজদা করার সময় প্রথমে দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত ও তারপর চেহারা রাখা। ২২. সেজদা থেকে ওঠার সময় প্রথমে চেহারা, তারপর উভয় হাত ও তারপর উভয় হাঁটু তোলা। ২৩. সেজদার অবস্থায় দুই হাতের পাতার মাঝখানে মুখমন্ডল রাখা। ২৪. সেজদার অবস্থায় পেট উরু থেকে এবং কনুইদ্বয় পার্শ্বদেশ থেকে ও বাহুদ্বয় ভূমি থেকে দূরে রাখা। ২৫. সেজদার সময় উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিত রাখা। ২৬. সেজদার সময় উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো

১. সূরা "হুজরাত" থেকে সূরা "বুরুজ" পর্যন্ত।
২. সূরা "বুরুজের" পর থেকে সূরা "লাম ইয়াকুন" পর্যন্ত।
৩. সূরা "লাম ইয়াকুন" এর পর থেকে সূরা "নাস" পর্যন্ত।

কেবলামুখী থাকা। ২৭. সেজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার অনুচ্চ স্বরে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলা। ২৮. সেজদা থেকে মাথা ওঠানোর জন্য তাকবীর বলা। ২৯. বসা কিংবা হাত দ্বারা ভূমিতে ভর দেওয়া ব্যতীত সেজদা থেকে ওঠা। তবে ওযর থাকলে তা নিষেধ হবে না। ৩০. দুই সেজদার মাঝখানে হস্তদ্বয় উরু দ্বয়ের উপর রাখা। যেমন তাশাহুদ পড়ার সময় রাখা হয়। ৩১. প্রথম ও শেষ বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে দেওয়া এবং ডান পা খাড়া করে রাখা। ৩২. তাশাহুদ পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা। (অর্থাৎ) لَا إِلٰهَ বলার সময় আঙ্গুল উপরের দিকে উঠাবে এবং إِلَّا اللّٰهُ বলে নিচের দিকে নামাবে। ৩৩. জোহর, আছর ও এশার নামাযের শেষ দু'রাকাতে এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া। ৩৪. শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর নবী করীম (সঃ) এর উপর দুরূদ পাঠ করা। ৩৫. নবী করীম (সঃ) এর প্রতি দুরূদ পাঠ করার পর দো'য়ায়ে মা'ছুরা পড়া। দো'য়ায়ে মা'ছুরার মধ্য থেকে একটি দোয়া এই,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ..... إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি নিজের প্রতি অনেক অবিচার করেছি। তুমি ব্যতীত আমাকে মাফ করার মত আর কেউ নেই। অতএব তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৩৬. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলার সময় ডানে-বামে তাকানো। ৩৭. ওঠা-নামার তাকবীরগুলো ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে বলা এবং মোক্তাদীগণ অনুচ্চস্বরে বলা। ৩৮. সালামের শব্দগুলো ইমামের উচ্চস্বরে বলা, আর মোক্তাদীদের অনুচ্চস্বরে বলা। ৩৯. ইমাম সাহেব উভয় সালামে পুরুষ মোক্তাদী, ফেরেশতা ও নেককার জিনের নিয়ত করা। আর মোক্তাদী ইমামের দিকের মোক্তাদীগণ সহ ইমামের নিয়ত করা। ৪০. প্রথম ছালাম অপেক্ষায় দ্বিতীয় সালামে আওয়াজ নিচু করা। ৪১. প্রথমে ডান দিকে ছালাম ফিরানো। ৪২. ইমামের ছালামের সাথে সাথে মোক্তাদী ছালাম ফিরানো। ৪৩. ইমাম সাহেব উভয় ছালাম থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত মাসবুক (যার কিছু নামায ছুটে গেছে) অপেক্ষা করা। অতএব ইমাম সাহেব উভয় ছালাম শেষ না করা পর্যন্ত মাসবুক তার অবশিষ্ট নামায আদায় করার জন্য দাঁড়াবে না।

مُسْتَحَبَّاتُ الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ حُسْنًا (ك) – সুন্দর হওয়া। مُلَاحَظَةً – লক্ষ্য রাখা। (ف) دَفْعًا – রোধ করা। تَثَاؤُبًا – হাই তোলা। كَظْمًا (ض) – চেপে রাখা। سُعَالٌ – কাশি। اِضْطِرَارًا - (إِلٰى) – বাধ্য করা। مُضْطَرًّا – বাধ্য হয়ে। أُضْطُرَّ –

বাধ্য হল। خُصُوْصًا – বিশেষভাবে। إِتْيَانًا (ض) – আসা, (بِه) – নিয়ে আসা। هَيْئَاتٌ বব هَيْئَةٌ – গঠন। حَفَظَةٌ বব حَافِظٌ – সংরক্ষণকারী ফেরেশতা, হাফেজ। حَسَنٌ – সুন্দর। أَرْدِيَةٌ বব رِدَاءٌ – চাদর। أَرْنَبَةٌ বব أَرَانِبُ – নাকের প্রান্ত। حِجْرٌ বব حُجُوْرٌ – কোল। مَنْكَبٌ বব مَنَاكِبُ – কাঁধ। دِيْكِيٌّ سُعَالٌ – হুপিং কাশি। نَظْرًا (ن) – তাকানো। مَلَكٌ বব مَلَائِكَةٌ – ফেরেশতা। مَسْبُوْقٌ – পশ্চাদ্বর্তী, (নামাযে) মাসবুক।

تُسْتَحَبُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِي الصَّلَاةِ يَحْسُنُ مُلَاحَظَتُهَا لِيَكُوْنَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلٰى وَجْهٍ أَكْمَلَ ـ ١ـ أَنْ يُّخْرِجَ الرَّجُلُ كَفَّيْهِ مِنْ رِدَائِهٖ ، أَوْمِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّحْرِيْمَةِ ، وَالْمَرْأَةُ لَا تُخْرِجُ كَفَّيْهَا ـ ٢ـ أَنْ يَّكُوْنَ نَظَرُ الْمُصَلِّيْ إِلٰى مَوْضَعِ سُجُوْدِهٖ حَالَ الْقِيَامِ ـ ٣ـ أَنْ يَّكُوْنَ نَظْرُهٗ إِلٰى ظَاهِرِ قَدَمَيْهِ حَالَ الرُّكُوْعِ ـ ٤ـ أَنْ يَّكُوْنَ نَظْرُهٗ إِلٰى أَرْنَبَةِ أَنْفِهٖ حَالَ السُّجُوْدِ ـ ٥ـ أَنْ يَّكُوْنَ نَظْرُهٗ إِلٰى حِجْرِهٖ حَالَ الْقُعُوْدِ ـ ٦ـ أَنْ يَّكُوْنَ نَظْرُهٗ إِلَى الْمَنْكَبَيْنِ عِنْدَ التَّسْلِيْمِ ـ ٧ـ أَنْ يَّدْفَعَ السُّعَالَ وَالتَّثَاؤُبَ قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهٖ ـ ٨ ـ أَنْ يَّكْظِمَ فَمَهٗ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ ـ ٩ـ أَنْ يَّقْرَأَ فِي الْقُعُوْدِ الْأَوَّلِ ، وَالْأَخِيْرِ التَّشَهُّدَ الْمَأْثُوْرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضـ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ـ ١٠ـ أَنْ يَّقْرَأَ فِي الْوِتْرِ خُصُوْصًا اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ الخ ـ

নামাযের মোস্তাহাব বিষয়

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নামাযের মোস্তাহাব। পূর্ণাঙ্গরূপে নামায আদায় হওয়ার জন্য বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা ভাল। ১. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় পুরুষের চাদর অথবা জামার আস্তিন থেকে হাত বের করা। কিন্তু স্ত্রী লোক হাত বের করবে না। ২. দাঁড়ানো অবস্থায় নামাযির দৃষ্টি সেজদার স্থানে থাকা। ৩. রুকুর অবস্থায় দৃষ্টি পায়ের পাতার উপরিভাগে থাকা। ৪. সেজদার অবস্থায় দৃষ্টি নাকের ডগায় থাকা। ৫. বসা অবস্থায় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখা। ৬. ছালাম ফিরানোর সময় কাঁধে দৃষ্টি রাখা। ৭. সাধ্যানুসারে কাশি ও হাই রোধ করা। ৮. যদি হাই তুলতে বাধ্য হয় তাহলে ঐ সময় (বাম হাত দ্বারা) মুখ বন্ধ রাখা। ৯.

প্রথম ও শেষ বৈঠকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাশাহুদ পাঠ করা। ১০. বিতর নামাযে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত দো'য়া পাঠ করা।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى ـ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ ـ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য চাই এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমারই উপর ভরসা করি। আমরা তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ নই। যারা তোমার নাফরমানী করে আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ই'বাদত করি এবং তোমার জন্য নামায পড়ি ও সেজদা করি। তোমার হুকুম পালন ও আনুগত্যের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি। আমরা তোমার রহমত প্রত্যাশী। তোমার শাস্তিকে আমরা খুব ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি কাফেরদেরকে আক্রান্ত করবে।

مُفْسِدَاتُ الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ إِفْسَادًا – নষ্ট করা। سَهْوًا (عَنْهُ ـ ن) – উদাসীন হওয়া। تَزْوِيْجًا – বিবাহ দেওয়া। رَدًّا (عَلَيْهِ ـ ن) – উত্তর দেওয়া। عَلَقًا (س) – লেগে থাকা। تَأَوُّهًا– "আহ উহ" করা। أَنِيْنًا (ض) – বিলাপ করা। أُغْمِيَ) عَلَيْهِ) إِغْمَاءً – সংজ্ঞাহীন হওয়া। احتلاما – স্বপ্নদোষ হওয়া। تَذَكُّرًا – স্মরণ করা। تَفَكُّرًا – চিন্তা করা। مُشَابَهَةً– এক রকম হওয়া। خَطَأً (س) – ভুল করা। مُصَافَحَةً – হাত মিলানো। تَحْوِيْلًا – পরিবর্তন করা। حِمَّصَةٌ – একটি চানাবুট। تَأَفُّفًا – অসন্তোষে বিড়বিড় করা। نَاشِئٌ – সৃষ্ট। جَمَالٌ – সৌন্দর্য। وَجَعٌ বব أَوْجَاعٌ – ব্যথা, কষ্ট। سَبْقًا (ض) – অগ্রবর্তী হওয়া। تَنَحْنُحًا – গলা খাঁকার দেওয়া। جَنَابَةٌ – অপবিত্রতা। اِسْتِخْلَافًا – স্থলবর্তী নিযুক্ত করা।

تَفْسُدُ الصَّلَاةُ إِذَا حَصَلَ وَاحِدٌ مِنَ الْأُمُوْرِ الْآتِيَةِ فِيْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ـ

١ـ إِذَا فَاتَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوْطِ الصَّلَاةِ ـ ٢ـ إِذَا تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ

الصَّلَاةِ ـ ٣ـ إِذَا تَكَلَّمَ فِيْ أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْكَلَامُ عَمَدًا ، أَوْ كَانَ سَهْوًا ، أَوْ خَطَأً ـ ٤ـ إِذَا دَعَا بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ كَأَنْ يَّقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِيْ فُلَانَةَ ، أَوْ أَطْعِمْنِيْ تُفَّاحَةً ـ ٥ـ إِذَا سَلَّمَ عَلٰى أَحَدٍ، أَوْ رَدَّ سَلَامَهُ بِاللِّسَانِ ، أَوْ بِالْمُصَافَحَةِ ـ سَوَاءٌ كَانَ التَّسْلِيْمُ عَمَدًا ، أَوْ كَانَ سَهْوًا ، أَوْ خَطَأً ـ أَمَّا إِذَا رَدَّ السَّلَامَ بِإِشَارَةٍ فَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ـ ٦ـ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا كَثِيْرًا ٧ـ إِذَا حَوَّلَ صَدْرَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ ـ ٨ـ إِذَا أَكَلَ شَيْئًا ، أَوْ شَرِبَهُ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ الْمَأْكُوْلُ أَوِ الْمَشْرُوْبُ قَلِيْلًا ـ ٩ـ إِذَا أَكَلَ الشَّيْءَ الَّذِيْ عَلِقَ بِأَسْنَانِهِ وَكَانَ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ ١٠ـ إِذَا تَنَحْنَحَ بِدُوْنِ حَاجَةٍ ١١ـ إِذَا تَأَوَّهَ ، أَوْ تَأَفَّفَ ، أَوْ أَنَّ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءُ نَاشِئَةً مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ – وَيُسْتَثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ الْمَرِيْضُ الَّذِيْ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنْ أَنِيْنٍ ، وَتَأَوُّهٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ – ١٢ـ إِذَا بَكٰى بِصَوْتٍ عَالٍ وَلَمْ يَكُنِ الْبُكَاءُ نَاشِئًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، أَوْ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ ، أَوِ النَّارِ بَلْ كَانَ نَاشِئًا مِنْ وَجَعٍ ، أَوْ مُصِيْبَةٍ ـ ١٣ـ إِذَا انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ الْمُصَلِّيْ فِيْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مُدَّةَ أَدَاءِ رُكْنٍ ـ ١٤ـ إِذَا وُجِدَتْ نَجَاسَةٌ فِيْ بَدَنِ الْمُصَلِّيْ ، أَوْ فِيْ ثِيَابِهِ أَوْ مَكَانِهِ مُدَّةَ أَدَاءِ رُكْنٍ ـ ١٥ـ إِذَا طَرَأَ الْجُنُوْنُ ـ ١٦ـ إِذَا طَرَأَ الْإِغْمَاءُ عَلَى الْمُصَلِّيْ ـ ١٧ـ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ـ ١٨ـ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الزَّوَالِ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ ـ ١٩ـ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ـ ٢٠ـ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّيْ مُتَيَمِّمًا فَوَجَدَ الْمَاءَ ، وَقَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ـ ٢١ـ إِذَا انْتَقَضَ الْوُضُوْءُ بِصُنْعِ الْمُصَلِّيْ أَوْ بِصُنْعِ غَيْرِهِ ـ ٢٢ـ إِذَا مَدَّ هَمْزَةَ "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" ـ ٢٣ـ إِذَا قَرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ ـ ٢٤ـ إِذَا أَدّٰى رُكْنًا فِيْ حَالَةِ النَّوْمِ وَلَمْ يُعِدْ ذٰلِكَ الرُّكْنَ بَعْدَ الْاِنْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ ـ ٢٥ـ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّيْ صَاحِبَ تَرْتِيْبٍ فَتَذَكَّرَ

فِىْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً لَمْ يَقْضِهَا بَعْدُ ـ ٢٦ـ إِذَا اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ رَجُلاً لَايَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ ـ ٢٧ـ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَجَاوَزَ الصُّفُوْفَ ، أَوِ السُّتْرَةَ فِىْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ ـ ٢٨ـ إِذَا ضَحِكَ فِىْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بِالصَّوْتِ ـ ٢٩ـ إِذَا نَزَعَ خُفَّهُ فِىْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ النَّزْعُ بِالْعَمَلِ الْقَلِيْلِ ، أَوِ الْكَثِيْرِ ـ ٣٠ـ إِذَا سَبَقَ الْمُقْتَدِىْ إِمَامَهُ فِىْ أَدَاءِ رُكْنٍ بِحَيْثُ لَا يَكُوْنُ شَرِيْكًا مَعَ الْإِمَامِ فِىْ أَدَاءِ ذٰلِكَ الرُّكْنِ ـ كَأَنْ رَكَعَ الْمُقْتَدِىْ قَبْلَ إِمَامِه ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ رُكُوْعِ الْإِمَامِ ، وَلَمْ يُعِدْ ذٰلِكَ الرُّكُوْعَ مَعَهُ ـ ٣١ـ إِذَا حَصَلَتْ جَنَابَةٌ فِىْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ حَصَلَتْ بِالنَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ أَوْ بِالتَّفَكُّرِ فِىْ جَمَالِهَا ، أَوْ بِاحْتِلَامٍ ـ

যে সকল কারণে নামায ফাসেদ হয়

নামাযের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের কোন একটি পাওয়া গেলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

১. যদি নামাযের কোন একটি শর্ত ছুটে যায়। ২. যদি নামাযের কোন একটি রোকন ছেড়ে দেয়। ৩. যদি নামাযের অবস্থায় কথা বলে। চাই তা ইচ্ছাকৃত হউক কিংবা অনিচ্ছাকৃত, কিংবা ভুল বশত। ৪. যদি মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ দ্বারা দোয়া করে। যেমন বললো, হে আল্লাহ! অমুক নারীকে আমার সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দাও। কিংবা বললো, আমাকে আপেল খাওয়াও। ৫. যদি কাউকে ছালাম দেয় কিংবা মুখে বা মোসাফাহার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেয়, চাই ইচ্ছাকৃত ছালাম দেওয়া হউক কিংবা অনিচ্ছাকৃত কিংবা ভুলবশত। কিন্তু যদি ইশারার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেয় তাহলে নামায নষ্ট হবে না। ৬. যদি আমলে কাছীর করে। (আমলে কাছীর হলো, নামাযের মধ্যে এমন কাজ করা যা দেখে দর্শকের প্রবল ধারণা হয় যে লোকটি নামাযে নেই)। ৭. যদি কেবলা থেকে বুক অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। ৮. যদি কোন কিছু পানাহার করে, যদিও তা সামান্য পরিমাণ হয়। ৯. যদি দাঁতের সাথে লেগে থাকা বস্তু খেয়ে ফেলে, আর সেটা ছোলা বা বুটের দানা পরিমাণ হয়। ১০. যদি প্রয়োজন ছাড়া গলা খাঁকারি দেয়। ১১. যদি উহঃ আহঃ শব্দ করে কিংবা ব্যথায় কাতরায়। আর এসব কাজ আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে না হয়। কিন্তু যে অসুস্থ ব্যক্তি ভীষণ কষ্ট ও

বেদনার কারণে কাতরানি ইত্যাদি থেকে আত্মসংবরণ করতে পারে না, সে উপরোক্ত হুকুম থেকে বহির্ভূত। সুতরাং উক্ত বিষয়সমূহে তার নামায ফাসেদ হবে না। ১২. যদি উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে আর তা আল্লাহর ভয়ে কিংবা জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণে না হয়। বরং ব্যথা- বেদনা বা বিপদাপদের কারণে হয়। ১৩. যদি নামাযের মধ্যে এক রোকন আদায় করার পরিমাণ সময় সতর খোলা থাকে। ১৪. যদি নামাযির শরীরে, কিংবা কাপড়ে কিংবা নামাযের স্থানে এক রোকন আদায় করার পরিমাণ সময় নাপাকি লেগে থাকে। ১৫. যদি নামাযের মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। ১৬. যদি (নামাযের অবস্থায়) অচেতন হয়ে যায়। ১৭. যদি ফজরের নামাযের মধ্যে সূর্য উদিত হয়। ১৮. যদি ঈদের নামাযের মধ্যে সূর্য হেলে পড়ার সময় এসে যায়। ১৯. যদি জুমার নামাযে থাকা অবস্থায় আসরের ওয়াক্ত এসে পড়ে। ২০. তায়াম্মুম কারী যদি নামাযের মধ্যে পানি পেয়ে যায় এবং পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়। ২১. যদি নামাযির নিজস্ব কর্ম বা অন্যের কোন কর্মের ফলে উযূ ভেঙ্গে যায়। ২২. যদি "اَللهُ أَكْبَر" এর হামযাকে টেনে পড়ে। ২৩. যদি নামাযের মধ্যে কোরআন শরীফ দেখে পড়ে। ২৪. যদি ঘুমের অবস্থায় কোন রোকন আদায় করে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর সেই রোকন পুনরায় আদায় না করে। ২৫. মুসল্লি যদি ছাহেবে তারতীব হয় (অর্থাৎ ছয় ওয়াক্তের কম নামায যার কাযা রয়ে গেছে) এবং নামাযের মধ্যে স্মরণ হয় যে, তার যিম্মায় অনাদায় কাযা নামায রয়ে গেছে। ২৬. ইমাম সাহেব যদি ইমামতের অযোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করে যায়। ২৭. নামাযি যদি উযূ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ধারণায় মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় কিংবা মসজিদের বাহিরে নামাযের কাতার বা সুতরাহ অতিক্রম করে। ২৮. যদি নামাযের মধ্যে শব্দ করে হাসে। ২৯. যদি নামাযের মধ্যে মোজা খুলে ফেলে। চাই অল্প কাজ দ্বারা খুলুক কিংবা বেশী কাজ দ্বারা। ৩০. মোক্তাদী যদি ইমামের আগে কোন রোকন আদায় করে। অর্থাৎ সেই রোকন আদায়ে ইমামের সঙ্গে শরীক না থাকে। যেমন ইমামের আগেই মোক্তাদী রুকুতে চলে গেল এবং ইমামের রুকু করার আগেই সে রুকু থেকে মাথা তুলে ফেলল। অথচ ইমামের সাথে সেই রোকন পুনরায় আদায় করল না। ৩১. যদি নামাযের মধ্যে গোসল ফরয হয়ে যায়। চাই তা কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে হউক, কিংবা তার রূপ সৌন্দর্য চিন্তা করার কারণে হউক, অথবা স্বপ্ন দোষের কারণে হউক।

اَلْأُمُوْرُ الَّتِىْ لَا تَفْسُدُ بِهَا الصَّلَاةُ

لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِالْأُمُوْرِ الْآتِيَةِ - ١- إِذَا سَلَّمَ سَاهِيًا لِلْخُرُوْجِ مِنَ الصَّلَاةِ - ٢- إِذَا مَرَّ أَحَدٌ فِىْ مَوْضَعِ سُجُوْدِهٖ - ٣- إِذَا أَكَلَ الشَّيْءَ الَّذِىْ

عَلِقَ بِأَسْنَانِهِ وَكَانَ أَقَلَّ مِنَ الْحِمَّصَةِ ـ ٤ـ إِذَا نَظَرَ إِلَى مَكْتُوبٍ ، وَفَهِمَهُ ـ

যে সকল কারণে নামায ভঙ্গ হয় না

নিম্নোক্ত কাজগুলোর কারণে নামায নষ্ট হবে না। ১. যদি নামায থেকে বের হওয়ার জন্য ভুলে ছালাম ফিরায়। ২. যদি কেউ নামাযির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে। ৩. যদি দাঁতের সাথে লেগে থাকা জিনিস খেয়ে ফেলে এবং তা ছোলা বা বুটের দানার চেয়ে ছোট হয়। ৪. যদি কোন লেখার দিকে তাকিয়ে অর্থ বুঝে ফেলে।

اَلْأُمُوْرُ الَّتِيْ تُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ اِعْتِرَاءٌ – স্পর্শ করা। عَبَثًا (س) – খেলা করা। اِمْتِهَانًا – অত্যাধিক ব্যবহারে জীর্ণ করা। اِتِّكَاءٌ – হেলান দেওয়া। مُوَاجَهَةٌ – মুখোমুখি হওয়া। مُدَافَعَةٌ – প্রতিরোধ করা। اِحْتِقَارًا – অবজ্ঞা করা। فَرْقَعَةٌ (الإِصْبَعَ) – আঙ্গুল ফোটানো। تَشْبِيْكًا – জড়ানো। تَرَبُّعًا – আসন করে বসা। اِقْعَاءٌ – দুই হাঁটু উঠিয়ে নিতম্বে ভর করে বসা। تَطْوِيْلًا – দীর্ঘ করা। نَقْصٌ – ত্রুটি। رِضًى – সন্তুষ্টি, সম্মতি। كَوَانِيْنُ বব كَانُوْنٌ – স্টোভ। تَصْوِيْرٌ বব تَصَاوِيْرُ – ছবি। صُوْرَةٌ বব صُوَرٌ – আকৃতি। خَاصِرَةٌ বব خَوَاصِرُ – কোমর। خِلَالٌ – মধ্যে। كُمٌّ বব أَكْمَامٌ – জামার হাতা। إِزَارٌ – লুঙ্গি। سِرْوَالٌ বব سَرَاوِيْلُ – পাজামা। مَصْلَحَةٌ বব مَصَالِحُ – কল্যাণ। فُرْجَةٌ – ফাঁক, ছিদ্র। عَقَصًا (ض) الشَّعْرَ – বেনী করা, খোঁপা বাঁধা।

تُكْرَهُ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِي الصَّلَاةِ ، يَنْبَغِي الْاِجْتِنَابُ عَنْهَا لِئَلَّا يَعْتَرِيَ الصَّلَاةَ نَقْصٌ ـ ١ـ تَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ عَمْدًا ـ ٢ـ اَلْعَبَثُ بِالثَّوْبِ ، أَوْ بِالْبَدَنِ ـ ٣ـ اَلصَّلَاةُ فِي الثِّيَابِ الْمُمْتَهَنَةِ الَّتِيْ لَا يَخْرُجُ فِيْ مِثْلِهَا إِلَى أَشْرَافِ النَّاسِ ـ ٤ـ اَلْاِتِّكَاءُ إِلَى شَيْئٍ فِي الصَّلَاةِ ـ ٥ـ اَلْاِلْتِفَاتُ بِالْعُنُقِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا بِدُوْنِ حَاجَةٍ ـ ٦ـ اَلصَّلَاةُ فِيْ مُوَاجَهَةِ آدَمِيٍّ ـ ٧ـ اَلصَّلَاةُ عِنْدَ مُدَافَعَةِ الْبَوْلِ ، وَالْغَائِطِ ، وَالرِّيْحِ ـ ٨ـ اَلصَّلَاةُ فِيْ أَرْضِ الْغَيْرِ بِدُوْنِ رِضَاهُ ـ ٩ـ اَلصَّلَاةُ فِيْ

مَوَاجَهَةِ نَارٍ، أَوْ فِـى مُوَاجَهَـةِ كَانُوْنٍ فِـيْـهِ نَارٌ ـ ١٠ـ اَلصَّلاَةُ فِىْ مَكَانٍ مُحْتَقَرٍ كَالْحَمَّامِ، وَبَيْتِ الْخَلاَءِ ـ ١١ـ اَلصَّلاَةُ فِى الطَّرِيْقِ ـ ١٢ـ اَلصَّلاَةُ فِى الْمَقْبَرَةِ ـ ١٣ـ اَلصَّلاَةُ قَرِيْبًا مِنَ النَّجَاسَةِ ـ ١٤ـ اَلصَّلاَةُ مَعَ نَجَاسَةٍ قَلِيْلَةٍ تَجُوْزُ مَعَهَا الصَّلاَةُ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ ١٥ـ اَلصَّلاَةُ فِىْ ثَوْبٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ لِذِىْ رُوْحٍ ـ ١٦ـ اَلصَّلاَةُ فِىْ مَكَانٍ فِيْهِ صُوْرَةٌ سَوَاءٌ كَانَتِ الصُّوْرَةُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ خَلْفَهُ ـ ١٧ـ فَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ ـ ١٨ ـ تَشْبِيْكُ الْأَصَابِعِ ـ ١٩ـ اَلتَّرَبُّعُ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ ٢٠ـ اَلْإِقْعَاءُ ٢١ـ اِفْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ فِى السُّجُوْدِ ـ ٢٢ـ وَضْعُ يَدَيْهِ عَلٰى خَاصِرَتِهِ ـ ٢٣ـ تَشْمِيْرُ كُمَّيْهِ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ـ ٢٤ـ اَلصَّلاَةُ فِى الْإِزَارِ وَحْدَهُ ، أَوْ فِى السِّرْوَالِ وَحْدَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلٰى لُبْسِ الْقَمِيْصِ ـ ٢٥ـ اَلصَّلاَةُ مَكْشُوْفَ الرَّأْسِ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ ٢٦ـ اَلصَّلاَةُ خَلْفَ الصَّفِّ الَّذِىْ فِيْهِ فُرْجَةٌ ، وَسَعَةٌ لِلْقِيَامِ ـ ٢٧ـ عَدُّ الْآيَاتِ وَالتَّسْبِيْحِ بِالْأَصَابِعِ ـ ٢٨ـ مَسْحُ تُرَابٍ لاَيُؤْذِيْهِ مِنَ الْوَجْهِ فِىْ أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ ـ ٢٩ـ اَلْاِقْتِصَارُ فِى السُّجُوْدِ عَلَى الْجَبْهَةِ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ ٣٠ـ اَلصَّلاَةُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ إِذاَ كَانَتْ نَفْسُهُ تَمِيْلُ إِلَى الطَّعَامِ ـ ٣١ـ تَعْيِيْنُ سُوْرَةٍ لاَ يَقْرَأُ غَيْرَهَا ـ ٣٢ـ تَكْرَارُ قِرَأَةِ سُوْرَةٍ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ إِذاَ كَانَ يَحْفَظُ غَيْرَهَا ـ ٣٣ـ اَلْقِرَاءَةُ فِى الْفَرَائِضِ عَلٰى خِلاَفِ تَرْتِيْبِ السُّوَرِ عَمْدًا ٣٤ـ تَطْوِيْلُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى تَطْوِيْلاً فَاحِشًا ٣٥ـ تَحْوِيْلُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ ، أَوْ رِجْلَيْهِ عَنِ الْقِبْلَةِ فِى السُّجُوْدِ ، أَوْ غَيْرِهِ ـ ٣٦ـ اَلسُّجُوْدُ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهِ ، أَوْ عَلٰى صُوْرَةٍ ذِىْ رُوْحٍ ـ ٣٧ـ اَلْفَصْلُ فِى الْفَرَائِضِ بَيْنَ سُوْرَتَيْنِ قَرَأَهُمَا بِسُوْرَةٍ قَصِيْرَةٍ ، كَأَنْ قَرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى سُوْرَةَ التَّكَاثُرِ وَقَرَأَ فِى الثَّانِيَةِ سُوْرَةَ هُمَزَةٍ ، وَتَرَكَ بَيْنَهُمَا سُوْرَةَ الْعَصْرِ ـ

٣٨- تَرْكُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِى الرُّكُوْعِ - ٣٩- تَرْكُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِى التَّشَهُّدِ ، وَفِى الْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - ٤٠- اَلتَّثَاؤُبُ - فَإِنْ غَلَبَهُ التَّثَاؤُبُ فَلْيَكْظِمْ بِأَنْ يَضَعَ ظَاهِرَ يَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى فَمِهٖ - ٤١- رَدُّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ - ٤٢- أَخْذُ الْقُمْلَةِ ، وَقَتْلُهَا - ٤٣- أَنْ يُّصَلِّىَ وَقَدْ شَدَّ رَأْسَهُ بِالْمِنْدِيْلِ ، وَتَرَكَ وَسْطَهُ مَكْشُوْفًا - ٤٤- أَنْ يُّصَلِّىَ وَهُوَ عَاقِصُ شَعْرِهٖ - ٤٥- أَنْ يَّرْفَعَ ثَوْبَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، أَوْ مِنْ خَلْفِهٖ عِنْدَ الرُّكُوْعِ ، وَالسُّجُوْدِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَّتَلَوَّثَ بِالتُّرَابِ - ٤٦- سَدْلُ ثَوْبِهٖ بِأَنْ يَّجْعَلَ الثَّوْبَ عَلٰى رَأْسِهٖ ، أَوْ عَلٰى كَتِفَيْهِ وَتَرَكَ جَانِبَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّضُمَّهُمَا - ٤٧- سَدْلُ إِزَارِهٖ أَوْ سِرْوَالِهٖ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - ٤٨- اَلرُّكُوْعُ قَبْلَ تَمَامِ الْقِرَاءَةِ وَإِكْمَالِهَا فِى الرُّكُوْعِ - ٤٩- قِيَامُ الْإِمَامِ بِجُمْلَتِهٖ فِى الْمِحْرَابِ بِدُوْنِ عُذْرٍ ٥٠- قِيَامُ الْإِمَامِ وَحْدَهُ فِىْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ بِقَدْرِ ذِرَاعٍ، أَوْ فِىْ مَكَانٍ مُنْخَفِضٍ بِدُوْنِ عُذْرٍ ، فَإِنْ قَامَ مَعَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْمُقْتَدِيْنَ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ - ٥١- تَغْمِيْضُ عَيْنَيْهِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ ٥٢- رَفْعُ عَيْنَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ -

নামাযের মাকরূহ বিষয়

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নামাযে মাকরূহ। নামায ত্রুটিমুক্ত হওয়ার জন্য বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

১. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের কোন সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া। ২. শরীর বা কাপড় নিয়ে অনর্থক নাড়াচাড়া করা। ৩. এমন জীর্ণ পোশাকে নামায পড়া, যা পরে ভদ্র সমাজে বের হওয়া যায় না। ৪. নামাযে কোন জিনিসে হেলান দেওয়া। ৫. বিনা প্রয়োজনে ঘাড় ঘুরিয়ে ডানে-বামে তাকানো। ৬. কারো মুখোমুখী হয়ে নামায পড়া। ৭. পেশাব-পায়খানা ও বাত কর্মের বেগ নিয়ে নামায পড়া। ৮. অন্যের জায়গায় তার অনুমতি ব্যতীত নামায পড়া। ৯. আগুন বা আগুনের চুলা সামনে রেখে নামায পড়া। ১০. ঘৃণিত স্থানে নামায পড়া। যথা গোসলখানা ও পায়খানা। ১১. রাস্তায় নামায পড়া। ১২. কবরস্থানে নামায পড়া। ১৩. নাপাকির

নিকটে নামায পড়া। ১৪. এতো অল্প পরিমাণ নাপাকি নিয়ে নামায পড়া ওযর ছাড়াও যা সহকারে নামায পড়া জায়েয আছে। ১৫. প্রাণীর ছবি সম্বলিত কাপড়ে নামায পড়া। ১৬. এমন স্থানে নামায পড়া যেখানে ছবি আছে। চাই সেটা মাথার উপরে থাকুক কিংবা সামনে, অথবা পেছনে। ১৭. আঙ্গুল ফোটানো। ১৮. এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করানো। ১৯. ওজর ছাড়া আসন করে বসা। ২০. কুকুরের ন্যায় বসা। ২১. সেজদার অবস্থায় উভয় বাহু বিছিয়ে দেওয়া। ২২. উভয় হাত কোমরে রাখা। ২৩. বাহু থেকে জামার হাতা গুটানো। ২৪. জামা পরিধান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শুধু লুঙ্গী বা পাজামা পরে নামায পড়া। ২৫. কোন ওজর বা প্রয়োজন ছাড়াই শূন্য মাথায় নামায পড়া। ২৬. কাতারে দাঁড়ানোর জায়গা থাকা সত্ত্বেও কাতারের পেছনে নামায পড়া। ২৭. আয়াত ও তাসবীহ আঙ্গুলে হিসাব করা। ২৮. নামাযের মধ্যে (কষ্টদায়ক নয় এমন) ধূলাবালী চেহারা থেকে মোছা। ২৯. ওজর না থাকা সত্ত্বেও শুধু কপালের উপর সেজদা করা। ৩০. খাবারের প্রতি চাহিদা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও খাবার উপস্থিত রেখে নামায পড়া। ৩১. কোন সূরাকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যে, সেই সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা পড়বে না। ৩২. একাধিক সূরা মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও ফরজের দুই রাকাতে একই সূরা পাঠ করা। ৩৩. ফরয নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে সূরার তারতীবের পরিপন্থী কেরাত পড়া। ৩৪. প্রথম রাকাত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকাত অধিক দীর্ঘ করা। ৩৫. হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো সেজদার অবস্থায় কিংবা অন্য অবস্থায় কেবলার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখা। ৩৬. পাগড়ির প্যাঁচের উপর কিংবা প্রাণীর ছবির উপর নামায পড়া। ৩৭. ফরয নামাজের দু'রাকাতে ছোট দুটি সূরা পড়া এবং উভয় সূরার মাঝে অন্য সূরা দ্বারা ব্যবধান করা। যেমন প্রথম রাকাতে সূরা তাকাসূর পড়লো এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা হুমাযা পড়লো, আর উভয় সূরার মাঝখানে সূরা আসর বাদ দিল। ৩৮. রুকুর অবস্থায় উভয় হাত হাঁটুতে স্থাপন না করে ছেড়ে রাখা। ৩৯. তাশাহুদ পাঠ করা অবস্থায় এবং দুই সেজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় উরুতে হাত না রাখা। ৪০. হাই তোলা। অবশ্য হাই আসার অবস্থা যদি প্রবল হয় তাহলে ডান হাতের পিঠ মুখের উপর রেখে রোধ করার চেষ্টা করবে। ৪১. ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া। ৪২. হাতে উকুন নিয়ে মেরে ফেলা। ৪৩. রুমাল দ্বারা মাথা বেঁধে মাথার মাঝখান খালি রেখে নামায পড়া। ৪৪. পুরুষের চুলে খোপা বেঁধে নামায পড়া। ৪৫. কাপড়ে মাটি লেগে ময়লা হওয়ার আশংকায় রুকু-সেজদায় যাওয়ার সময় সামনের অথবা পেছনের দিক থেকে কাপড় গুটানো। ৪৬. মাথা অথবা উভয় কাঁধের উপর কাপড় রেখে কাপড়ের উভয় প্রান্ত ছেড়ে রাখা। ৪৭. লুঙ্গি অথবা পাজামা পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত নামিয়ে পরিধান করা। ৪৮. তেলাওয়াত শেষ হওয়ার আগেই রুকু করা এবং রুকুতে গিয়ে তা শেষ করা। ৪৯. কোন

ওজর ব্যতীত ইমাম সাহেবের সম্পূর্ণভাবে মেহরাবের ভিতর দাঁড়ানো। ৫০. কোন ওজর ছাড়া ইমাম্ সাহেব মোক্তাদীদের থেকে এক হাত পরিমাণ উঁচু বা নিচু স্থানে একাকী দাঁড়ানো। কিন্তু যদি ইমামের সঙ্গে একজন মোক্তাদীও দাঁড়ায় তাহলে নামায মাকরূহ হবে না। ৫১. বিনা প্রয়োজনে চক্ষু বন্ধ করে রাখা। ৫২. আকাশের দিকে চোখ ওঠানো।

اَلْأُمُوْرُ الَّتِىْ لَاتُكْرَهُ فِى الصَّلَاةِ

لَا تُكْرَهُ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى الصَّلَاةِ - ١ـ اَلْاِلْتِفَاتُ بِالْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيْلِ الْوَجْهِ ـ ٢ـ اَلصَّلَاةُ فِىْ مُوَاجَهَةِ مَصْحَفٍ ـ ٣ـ اَلصَّلَاةُ إِلٰى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ ـ ٤ـ اَلصَّلَاةُ فِىْ مُوَاجَهَةِ قِنْدِيْلٍ ، أَوْ سِرَاجٍ ـ ٥ـ تَكْرَارُ سُوْرَةٍ فِىْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّوَافِلِ ـ ٦ـ مَسْحُ جَبْهَتِهٖ مِنَ التُّرَابِ ، أَوْ مِنَ الْحَشِيْشِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ ـ وَكَذَا مَسْحُ جَبْهَتِهٖ فِى خِلَالِ الصَّلَاةِ مِنْ حَشِيْشٍ أَوْ تُرَابٍ يُؤْذِيْهِ أَوْ يَشْغَلُهٗ عَنِ الصَّلَاةِ ـ ٧ـ قَتْلُ حَيَّةٍ ، أَوْ عَقْرَبٍ إِذَا كَانَ يَخَافُ أَذَاهُمَا ٨ـ نَفْضُ ثَوْبِهٖ كَيْلَا يَلْتَصِقَ بِجَسَدِهٖ فِى الرُّكُوْعِ أَوِ السُّجُوْدِ ـ ٩ـ اَلسُّجُوْدُ عَلٰى بِسَاطٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ لِذِىْ رُوْحٍ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ عَلٰى تِلْكَ التَّصَاوِيْرِ ـ ١٠ـ اَلصَّلَاةُ فِىْ مُوَاجَهَةِ سَيْفٍ مُعَلَّقٍ ـ

যে সব কাজ নামাযে মাকরূহ নয়

নিম্নোক্ত কাজগুলো নামাযে মাকরূহ নয়। ১. চেহারা না ঘুরিয়ে চক্ষু দ্বারা (ডানে-বামে) তাকানো। ২. কোরআন শরীফ সামনে রেখে নামায পড়া। ৩. বসে আলাপরত ব্যক্তির পিঠের দিকে ফিরে নামায পড়া। ৪. লণ্ঠন, হারিকেন অথবা চেরাগ সামনে রেখে নামায পড়া। ৫. নফল নামাযের দু'রাকাতে একই সূরা পাঠ করা। ৬. নামায শেষ করে কপাল থেকে ধূলা-বালি অথবা শুকনো ঘাস ঝেড়ে ফেলা। অনুরূপভাবে নামাযের মধ্যে কপাল থেকে কষ্টদায়ক কিংবা নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট কারী শুকনো ঘাস বা ধূলা-বালি ঝেড়ে ফেলা। ৭. দংশনের আশংকায় সাপ অথবা বিচ্ছু মেরে ফেলা। ৮. কাপড় ঝাড়া দেয়া, যাতে রুকু কিংবা সেজদার অবস্থায় শরীরের সাথে কাপড় লেগে না থাকে। ৯. প্রাণীর ছবি যুক্ত বিছানায় সেজদা করা। তবে শর্ত হলো, ছবির উপর সেজদা করতে পারবে না। ১০. ঝুলন্ত তরবারী সামনে রেখে নামায পড়া।

كَيْفِيَّةُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ

শব্দার্থ ঃ مَيَلَانًا (إِلَى ـ ض) – আকৃষ্ট হওয়া। شَدًّا (ن) – বাঁধা। سَدْلًا (ن) – ঝুলিয়ে দেওয়া। تَغْمِيْضًا – বন্ধ করা। جُمْلَةٌ বব جُمَلٌ – সমস্ত। تَحَدُّثًا – আলাপ করা। إِشْغَالًا (عَنْ) – অন্য মনষ্ক করা। نَقْضًا (ن) – ঝাড়া দেওয়া। اِلْتِصَاقًا (به) – লেগে থাকা। تَعْلِيْقًا – ঝুলিয়ে রাখা। مِحْرَابٌ বব مَحَارِيْبُ – (মসজিদের) মেহরাব। سَعَةٌ – অবকাশ। فَاحِشٌ – খারাপ, অধিক। كَوْرٌ বব أَكْوَارٌ – পেঁচ। عِمَامَةٌ বব عَمَائِمُ – পাগড়ি। قَمْلَةٌ – উঁকুন। آتِيَةٌ – আগত, নিম্নোক্ত। سِرَاجٌ বব سُرُجٌ – চেরাগ। قِنْدِيْلٌ বব قَنَادِيْلُ – প্রদীপ। بِسَاطٌ বব بُسُطٌ – চাটাই। سَيْفٌ বব سُيُوْفٌ – তরবারি। أَذًى – কষ্ট।

إِذَا أَرَدْتَّ أَنْ تُصَلِّيَ فَقُمْ ، وَارْفَعْ كَفَّيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ نَاوِيًا أَدَاءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قُلْ : "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" ، ثُمَّ ضَعْ يَمِيْنَكَ عَلٰى يَسَارِكَ تَحْتَ سُرَّتِكَ عَقِبَ التَّحْرِيْمَةِ بِلَا مُهْلَةٍ ، ثُمَّ اسْتَفْتِحْ سِرًّا بِقَوْلِ "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ" ـ

ثُمَّ قُلْ سِرًّا "أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" ـ ثُمَّ قُلْ سِرًّا "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" ـ ثُمَّ اقْرَأْ سُوْرَةَ الْفَاتِحَةِ ـ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ قُلْ سِرًّا "آمِيْنَ" ثُمَّ اقْرَأْ سُوْرَةً ، أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَارٍ ، أَوْ آيَةً طَوِيْلَةً عَلَى الْأَقَلِّ ثُمَّ ارْكَعْ قَائِلًا "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" مُسَوِّيًا رَأْسَكَ بِعَجُزِكَ أٰخِذًا رُكْبَتَيْكِ بِيَدَيْكَ مُفَرِّجًا أَصَابِعَكَ وَقُلْ ـ وَأَنْتَ رَاكِعٌ ـ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَقَلِّ ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ قَائِلًا "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ إِلَّا إِذَا كُنْتَ مُقْتَدِيًا فَاكْتَفِ بِقَوْلِ ، "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" وَقُمْ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ كَبِّرْ ذَاهِبًا إِلَى السُّجُوْدِ وَاضِعًا رُكْبَتَيْكِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَدَيْكَ ثُمَّ وَجْهَكَ بَيْنَ كَفَّيْكَ ـ

وَاسْجُدْ مُطْمَئِنًّا بِأَنْفِكَ ، وَجَبْهَتِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ ازْدِحَامٌ مُوَجِّهًا أَصَابِعَ يَدَيْكَ ، وَرِجْلَيْكَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ قَائِلًا فِي السُّجُوْدِ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَقَلِّ ـ ثُمَّ كَبِّرْ رَافِعًا رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُوْلٰى وَاجْلِسْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا وَاضِعًا يَدَيْكَ عَلٰى فَخِذَيْكَ ثُمَّ كَبِّرْ ، وَاسْجُدْ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَسَبِّحْ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَقَلِّ ـ

ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مُكَبِّرًا لِلنُّهُوْضِ بِلَا اعْتِمَادٍ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْكَ وَبِلَا قُعُوْدٍ وَهُنَا تَمَّتِ الرَّكْعَةُ الْأُوْلٰى ، وَافْعَلْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلْتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَرْفَعُ يَدَيْكَ ، وَلَا تَقْرَأُ بِدُعَاءِ الْاِسْتِفْتَاحِ ، وَلَا تَتَعَوَّذُ فِيْهَا ، وَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَجْدَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَرِشْ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى ، وَاجْلِسْ عَلَيْهَا ، وَانْصِبْ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى مُوَجِّهًا أَصَابِعَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، وَاضِعًا يَدَيْكَ عَلٰى فَخِذَيْكَ بَاسِطًا أَصَابِعَكَ ثُمَّ اقْرَأِ التَّشَهُّدَ الَّذِيْ هُوَ مَأْثُوْرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : "اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ" مُشِيْرًا بِالْمُسَبِّحَةِ فِي الشَّهَادَةِ فَارْفَعْهَا عِنْدَ قَوْلِكَ "لَا إِلٰهَ" وَضَعْهَا عِنْدَ قَوْلِكَ "إِلَّا اللّٰهُ" فَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ ثُنَائِيَّةً كَصَلَاةِ الْفَجْرِ مَثَلًا صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقُلْ : "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ" ثُمَّ ادْعُ

بِمِثْلِ مَا وَرَدَ فِى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كَأَنْ تَقُوْلَ : "رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ" ثُمَّ سَلِّمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً قَائِلاً " "اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" نَاوِيًا فِى التَّسْلِيْمَتَيْنِ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَصَالِحِى الْجِنِّ وَالْحَفَظَةِ ـ

وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاَةُ ثُلاَثِيَّةً ، أَوْ رُبَاعِيَّةً لاَ تَزِدْ عَلَى التَّشَهُّدِ فِى الْقُعُوْدِ الْأَوَّلِ بَلِ انْهَضْ عَقِبَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مُكَبِّرًا وَاقْرَأِ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ فِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ ، إِذَا كَانَتِ الصَّلاَةُ ثُلاَثِيَّةً كَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَفِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ أَيْضًا إِذَا كَانَتِ الصَّلاَةُ رُبَاعِيَّةً كَصَلاَةِ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ مَثَلاً وَارْكَعْ ، وَاسْجُدْ كَمَا فَعَلْتَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ ثُمَّ اجْلِسْ وَاقْرَأِ التَّشَهُّدَ فِى الْقُعُوْدِ الْأَخِيْرِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ ـ

কিভাবে নামায পড়বে?

যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং নামায আদায় করার নিয়তে হাতের তালু কান বরাবর ওঠাবে। তারপর 'আল্লাহু আকবর' বলবে। অতঃপর নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। তারপর অনুচ্চস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে নামায আরম্ভ করবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ .... وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অর্থঃ হে আল্লাহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম পবিত্র ও বরকত ময়। তুমি সবচেয়ে সুউচ্চমর্যাদার অধিকারী। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

অতঃপর অনুচ্চস্বরে, أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলবে। তারপর অনুচ্চস্বরে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলবে। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সূরা ফাতিহা শেষ করার পর অনুচ্চস্বরে آمِيْن বলবে। অতঃপর যে কোন একটি সূরা পড়বে, অথবা কম পক্ষে ছোট তিন আয়াত কিংবা বড় এক আয়াত পরিমাণ পড়বে। অতঃপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে রুকুতে যাবে। রুকুর অবস্থায় মাথা ও নিতম্ব বরাবর রাখবে। দুই হাত দ্বারা দুই হাঁটু শক্ত করে ধরবে। আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে রাখবে। রুকুতে অন্তত তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ বলবে। তারপর

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ বলে রুকু থেকে মাথা ওঠাবে এবং (দাঁড়ানো অবস্থায়) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে। তবে মোক্তাদী হলে শুধু رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে এবং সুস্থির হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সেজদায় যাওয়ার জন্য তাকবীর বলবে। প্রথমে উভয় হাঁটু ভূমিতে রাখবে। তারপর দুই হাত রাখবে। তারপর হস্তদ্বয়ের পাতার মাঝখানে কপাল রাখবে। নাক ও কপাল দ্বারা ধীর-স্থির ভাবে সেজদা করবে। যদি ভিড় না থাকে তাহলে পেটকে উরুদ্বয় থেকে এবং বাহুদ্বয় পার্শ্বদ্বয় থেকে দূরে রাখবে। হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখবে। সেজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى বলবে। অতঃপর তাকবীর বলে প্রথম সেজদা থেকে মাথা উঠাবে এবং দুই সেজদার মাঝখানে সুস্থির হয়ে বসে উভয় হাত উরুর উপর রাখবে। অতঃপর তাকবীর বলে দ্বিতীয় বার সেজদা করবে এবং দ্বিতীয় সেজদায়ও কমপক্ষে তিনবার তাছবীহ পাঠ করবে। তারপর দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে তাকবীর বলে মাথা উঠাবে। কিন্তু (ওঠার সময়) দু'হাত দ্বারা ভূমিতে ভর দিবে না এবং বসবেওনা। এ পর্যন্ত প্রথম রাকাত শেষ হলো।

প্রথম রাকাতে যে সব কাজ করা হয়েছে দ্বিতীয় রাকাতেও সেগুলো করবে। তবে দ্বিতীয় রাকাতে (তাকবীর বলার সময়) হাত উঠাবেনা, এবং সোবহানাকা ও আউজুবিল্লাহ পড়বে না। যখন দ্বিতীয় রাকাতের সেজদা থেকে অবসর হবে তখন বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসে যাবে এবং ডান পা খাড়া করে আঙ্গুলগুলো কেবলা মুখী রাখবে। উভয় হাত উরুতে রেখে আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে দিবে। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত তাশাহুদ পাঠ করবে।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ..... وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

অর্থঃ আমার শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ই'বাদত একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক। আমাদের প্রতি ও আল্লাহ তা'য়ালার নেক বান্দাগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তা'য়ালার বান্দা ও রাসূল। কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার সময় তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। সুতরাং "لَا إِلٰهَ" বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে এবং "إِلَّا اللّٰهُ" বলে আঙ্গুলী নামাবে। আর যদি দু'রাকাত বিশিষ্ট নামায হয় (যেমন ফজরের নামায) তাহলে তাশাহুদ শেষ করে নবী করীম (সঃ) এর উপর দুরূদ পাঠ করবে। যেমন বলবে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ .... إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

অর্থঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করুন, যেমন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি সম্মানিত ও প্রশংসিত।

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত (কল্যাণ) দান করুন, যেমন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত (কল্যাণ) দান করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি সম্মানিত ও প্রশংসিত। অতঃপর কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত শব্দ দ্বারা আল্লাহর কাছে দো'য়া করবে। যেমন বলবে,

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। তারপর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে ডানে-বামে ছালাম ফিরাবে। উভয় সালামে সঙ্গের মুসল্লি, নেককার জিন ও ফেরেশতাদের নিয়ত করবে।

আর যদি তিন রাকাত কিংবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামায হয়, তাহলে প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ শেষ করার পর আর কিছু পড়বে না। বরং তাশাহুদ থেকে ফারেগ হওয়ার পর তাকবীর বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে এবং তৃতীয় রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতেহা পাঠ করবে, যদি তিন রাকাত বিশিষ্ট নামায হয়। যেমন মাগরিবের নামায। আর যদি চার রাকাত বিশিষ্ট নামায হয় তাহলে চতুর্থ রাকাতেও শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। যেমন জোহর ও আছরের নামায। শেষ দু'রাকাতে প্রথম দু'রাকাতের অনুরূপ রুকু-সেজদা করবে। অতঃপর বসবে এবং শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করবে। এরপর পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী নবী করীম (সঃ) এর প্রতি দুরুদ পাঠ করবে।

فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ" (البقرة ـ ٤٣)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً" ـ (رواه مسلم)

وَقَدْ وَاظَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ طَوْلَ حَيَاتِه وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الْجَمَاعَةِ حَتّٰى فِىْ مَرَضِه إِلَّا نَادِرًا ـ وَكَذٰلِكَ كَانَ الصَّحَابَةُ يُحَافِظُوْنَ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَكُنْ

يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مَعْذُوْرٌ أَوْ مُنَافِقٌ عُرِفَ نِفَاقُهُ فَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : "رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ ، أَوْ مَرِيْضٌ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَأْتِىَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى اَلصَّلَاةُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ" ـ (رواه مسلم)

اَلْجَمَاعَةُ : هِىَ الْإِرْتِبَاطُ الْحَاصِلُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمُقْتَدِىْ وَالْإِمَامِ ـ

وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِوَاحِدٍ مَعَ الْإِمَامِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِلَّا الْجُمُعَةِ ـ وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ فِىْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِثَلَاثَةِ رِجَالٍ سِوَى الْإِمَامِ ـ

জামাতের সাথে নামায আদায়ের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "তোমরা রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাতে নামায পড়ার সওয়াব সাতাইশ গুণ বেশী।" নবী করীম (সঃ) সারা জীবন নিয়মিত জামাতের সাথে নামায আদায় করেছেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও কদাচিৎ ব্যতীত কখনও তিনি জামাত তরক করেননি। অনুরূপভাবে সাহাবাগণও জামাতের প্রতি যত্নবান ছিলেন। মা'যুর ও প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত অন্য কেউ জামাত তরক করতেন না। যেমন হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি, প্রকাশ্য মুনাফিক কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ জামাত থেকে অনুপস্থিত থাকতোনা। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তি দু'জনের কাঁধে ভর করে জামাতে হাজির হতো।

তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) আমাদেরকে হেদায়াতের তরীকা শিক্ষা দিয়েছেন। আর হেদায়াতের অন্যতম একটি তরীকা হলো, যে মসজিদে আযান হয় সেখানে নামায পড়া। (মুসলিম শরীফ)

জামাত হলো ইমাম ও মোক্তাদীর নামাযের মাঝে বিদ্যমান বন্ধন। জুমার নামায ব্যতীত অন্য সমস্ত নামাযে ইমামের সঙ্গে একজন মোক্তাদী থাকলেও জামাত (অনুষ্ঠিত) হবে। কিন্তু জুমার নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য ইমাম ব্যতীত (কমপক্ষে) তিন জন মোক্তাদী থাকতে হবে।

حُكْمُ الْجَمَاعَةِ

শব্দার্থ : اِكْتِفَاءً (بِكَذَا) – যথেষ্ট মনে করা। اِسْتِفْتَاحًا (بِشَيْءٍ) – কিছুর মাধ্যমে শুরু করা। اِطْمِيْنَانًا – সুস্থির হওয়া। مُبَارَكَةً – বরকত দান করা। وُرُوْدًا (ض) – বর্ণিত হওয়া। اِيْتَاءً – দেওয়া। وِقَايَةٌ (ض) – রক্ষা করা। رُكُوْعًا (ف) রুকু করা। فَضْلاً (ن) – অতিরিক্ত হওয়া। تَخَلُّفًا (عن) – পিছিয়ে থাকা। اِرْتِبَاطًا (به) – সংযুক্ত হওয়া। أَعْضَادٌ বব عَضُدٌ – বাহু। ثُنَائِيٌّ – দ্বৈবত্ব, যুগ্ম। ثُلَاثِيٌّ– তিন সংখ্যা বিশিষ্ট। حَمِيْدٌ – প্রশংসিত। نِفَاقٌ – কপটতা। مَجِيْدٌ – মহিমান্বিত। حَسَنَةٌ – নেয়ামত, পুণ্য। فَضْلٌ বব أَفْضَالٌ – মর্যাদা, ফযীলত। فَذٌّ বব فُذُوْذٌ – একাকী, অনন্য। نَادِرٌ – বিরল, কদাচিৎ। مَرْوِيٌّ – বর্ণিত। اِرْتِبَاطٌ – সংযোগ, সম্পর্ক।

تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ لِلرِّجَالِ سُنَّةَ عَيْنٍ مَؤَكَّدَةٍ شَبِيْهَةٍ بِالْوَاجِبِ فِى الْقُوَّةِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ـ وَلَا يَجُوْزُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ ـ مَنِ اعْتَادَ تَرْكَ الْجَمَاعَةِ بِدُوْنِ عُذْرٍ فَقَدْ أَثِمَ ـ تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ ـ فَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيْدَيْنِ بِدُوْنِ الْجَمَاعَةِ ـ تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ سُنَّةَ كِفَايَةٍ مؤَكَّدَةٍ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ وَلِصَلَاةِ الْكُسُوْفِ ـ تُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ لِصَلَاةِ الْوِتْرِ فِيْ رَمَضَانَ ـ تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ تَنْزِيْهًا لِلْوِتْرِ فِيْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِذَا وَاظَبُوْا عَلَيْهَا ـ فَإِنْ صَلَّوْا مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُوَاظَبَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ـ تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ لِصَلَاةِ الْخُسُوْفِ ـ وَتُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ لِلنَّوَافِلِ إِذَا أُقِيْمَتْ بِتَدَاعٍ وَإِعْلَامٍ ـ أَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ تَدَاعٍ وَلَا إِعْلَامٍ وَأُقِيْمَتْ جَمَاعَةُ النَّافِلَةِ بِدُوْنِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فَلَا تُكْرَهُ ـ تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ فِيْ مَسْجِدِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَهُ إِمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ ، وَقَدْ صَلَّى أَهْلُ الْحَيِّ بِأَذَانٍ ، وَإِقَامَةٍ ، أَمَّا إِذَا تَغَيَّرَتِ الْهَيْئَةُ الْأُوْلَى بِأَنْ قَامَ إِمَامُ الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ فِيْ غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِىْ قَامَ فِيْهِ إِمَامُ الْجَمَاعَةِ الْأُوْلَى فَلَا تُكْرَهُ ـ

জামাতের বিধান

পুরুষদের পাঞ্জেগানা নামায জামাতের সাথে পড়া সুন্নাতে আইনে মুয়াক্কাদা। শক্তি বিবেচনায় যা ওয়াজিব তুল্য। শরী'আত সম্মত কোন ওজর ছাড়া জামাত পরিত্যাগ করা জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি কোন ওজর ব্যতীত জামাত তরকে অভ্যস্ত হবে, সে গুণাহগার হবে। জুমা ও ঈদের নামাযের জন্য জামাত শর্ত। অতএব জুমা ও ঈদের নামায জামাত ব্যতীত শুদ্ধ হবে না। তারাবীর নামায ও সূর্য গ্রহণের নামাযের জন্য জামাত করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। রমযান মাসে বিতের নামাযের জন্য জামাত করা মোস্তাহাব। রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময় বিতর নামায নিয়মিত জামাতের সাথে পড়া মাকরূহে তানযীহী। সুতরাং অনিয়মিত ভাবে দু' একবার পড়া মাকরূহ হবে না। চন্দ্র গ্রহণের নামাযের জন্য জামাত করা মাকরূহ। ডাকাডাকি ও ঘোষণার মাধ্যমে নফল নামাযের জামাত করা মাকরূহ। কিন্তু যদি ডাকাডাকি ও ঘোষণা ছাড়াই লোকজন সমবেত হয় এবং আযান-ইকামত ছাড়া নফল নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হয় তাহলে মাকরূহ হবে না। যদি মহল্লার মসজিদের নির্দিষ্ট ইমাম মোয়াজ্জিন থাকে এবং মহল্লাবাসী আযান-ইকামতের মাধ্যমে নামায পড়ে নেয় তাহলে সেখানে দ্বিতীয় বার নামাযের জামাত করা মাকরূহ। কিন্তু যদি প্রথম জামাতের রূপ পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন, দ্বিতীয় জামাতের ইমাম সাহেব প্রথম জামাতের ইমামের দাঁড়ানোর স্থান বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় দাঁড়ালো, তাহলে সেখানে দ্বিতীয় জামাত করা মাকরূহ হবে না।

لِمَنْ تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ

تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً شَبِيْهَةً بِالْوَاجِبِ فِى الْقُوَّةِ لِلَّذِىْ تَتَوَفَّرُ فِيْهِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ۔

١۔ أَنْ يَّكُوْنَ رَجُلاً ، فَلَا تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ لِلْمَرْأَةِ ۔ ٢۔ أَنْ يَّكُوْنَ بَالِغًا ، فَلَا تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ لِلصَّبِيِّ ۔ ٣۔ أَنْ يَّكُوْنَ عَاقِلًا ، فَلَا تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ لِلْمَجْنُوْنِ ۔ ٤۔ أَنْ يَّكُوْنَ سَالِمًا مِنَ الْأَعْذَارِ ، فَلَا تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ لِلْمَعْذُوْرِ ۔ ٥۔ أَنْ يَّكُوْنَ حُرًّا ، فَلَا تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ لِلرَّقِيْقِ ۔ إِذَا صَلَّى بِالْجَمَاعَةِ كُلٌّ مِنَ الْمَرْأَةِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُوْنِ ، وَالْمَعْذُوْرِ وَالرَّقِيْقِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ وَيُثَابُوْنَ عَلَيْهَا ۔

কাদের জামাতে নামায পড়া সুন্নাত?

কারো মাঝে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া গেলে তার জন্য জামাতের সাথে নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলা হয় যা শক্তিতে ওয়াজিবের সমতুল্য। শর্তগুলো হলো–

১. পুরুষ হওয়া। অতএব স্ত্রীলোকের জন্য জামাতে নামায পড়া সুন্নাত হবে না। ২. সাবালক হওয়া। অতএব নাবালকের জন্য জামাত করা সুন্নাত হবে না। ৩. বিবেকসম্পন্ন হওয়া, অতএব পাগলের জন্য জামাত করা সুন্নাত হবে না। ৪. সমস্ত ওযর থেকে মুক্ত হওয়া। অতএব মা'যুর ব্যক্তির জন্য জামাতে নামায পড়া সুন্নাত হবে না। ৫. স্বাধীন হওয়া। অতএব কৃতদাসের জন্য জামাতে নামায পড়া সুন্নাত হবে না। অবশ্য তারা যদি জামাতের সাথে নামায পড়ে নেয় তাহলে নামায হয়ে যাবে এবং সওয়াবও পাবে।

مَتٰى يَسْقُطُ حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ ؟

শব্দার্থ ঃ اِعْتِيَادًا – অভ্যস্ত হওয়া। اِعْلَامًا – ঘোষণা করা। تَدَاعٍ – একে অপরকে ডাকা। تَوَفُّرًا – বিদ্যমান থাকা। اِثَابَةً – সওয়াব দেওয়া। (ن) مَطَرًا – বর্ষণ করা। هُبُوْبًا (ن) (الرِّيْحُ) – বয়ে যাওয়া। تَمْرِيْضًا – (রোগীর) সেবা করা। مُمَرِّضٌ – (পুরুষ) নার্স। حَبْسًا (ض) – বন্দী করা। تَهَيُّأً – প্রস্তুতি নেওয়া। اِقْلَاعًا (اَلطَّائِرَةُ) – উড্ডয়ন করা। دَاءٌ বব أَدْوَاءٌ – ব্যাধি। لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ – সব রোগেরই ঔষধ আছে। شَبِيْهٌ বব شِبَاهٌ – সদৃশ, অনুরূপ। حُرٌّ বব أَحْرَارٌ – স্বাধীন। رَقِيْقٌ বব أَرِقَّاءُ – দাস। رِيْحٌ বব رِيَاحٌ – বাতাস। غَزِيْرٌ – প্রচুর, পর্যাপ্ত। شَأْنٌ বব شُئُوْنٌ – কাজ। شَلَلٌ – পক্ষাঘাত। قِطَارٌ বব قِطَارَاتٌ – রেলগাড়ি। ضَيَاعًا (ض) – নষ্ট হওয়া।

يَسْقُطُ حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ إِذَا حَصَلَ وَاحِدٌ مِنَ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ .

١ـ إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ تَمْطُرُ مَطَرًا غَزِيْرًا . ٢ـ إِذَا كَانَ بَرْدٌ شَدِيْدٌ ، وَيَخْشٰى أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ مَرِضَ ، أَوِ اشْتَدَّ مَرَضُهُ . ٣ـ إِذَا كَانَ وَحْلٌ شَدِيْدٌ فِى الطَّرِيْقِ . ٤ـ إِذَا كَانَتْ ظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ . ٥ـ إِذَا

كَانَتْ تَهُبُّ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فِى اللَّيْلِ ٦. إِذَا كَانَ مَرِيْضًا . ٧. إِذَا كَانَ أَعْمٰى . ٨. إِذَا كَانَ شَيْخًا هَرِمًا لاَيَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ . ٩. إِذَا كَانَ مُمَرِّضًا لِمَرِيْضٍ يَقُوْمُ بِشُؤُوْنِهٖ . ١٠. إِذَا كَانَ يُدَافِعُهُ الْبَوْلُ ، أَوِ الْغَائِطُ . ١١. إِذَا كَانَ مَحْبُوْسًا سَوَاءٌ كَانَ قَدْ حُبِسَ بِحَقِّ أَحَدٍ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ . ١٢. إِذَا كَانَ مَقْطُوْعَ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا . ١٣. إِذَا كَانَ بِهٖ دَاءٌ لاَيَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الْمَشْيِ كَالشَّلَلِ . ١٤ . إِذَا كَانَ قَدْ حَضَرَهُ الطَّعَامُ ، وَهُوَ جَائِعٌ وَنَفْسُهُ تَمِيْلُ إِلَى الطَّعَامِ . ١٥. إِذَا كَانَ يَتَهَيَّأُ لِلسَّفَرِ . ١٦. إِذَا كَانَ يَخَافُ ضَيَاعَ مَالِهٖ لَوِ اشْتَغَلَ بِالْجَمَاعَةِ . ١٧. إِذَا كَانَ يَخَافُ سَيْرَ الْقِطَارِ ، أَوْ إِقْلاَعَ الطَّائِرَةِ لَوِ اشْتَغَلَ بِالْجَمَاعَةِ .

জামাতে উপস্থিত হওয়ার বিধান কখন রহিত হয়?

নিম্নোক্ত ওযরগুলোর কোন একটি পাওয়া গেলে জামাতে উপস্থিত হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে।

১. যদি মুষল ধারায় বৃষ্টি হতে থাকে। ২. যদি প্রচন্ড শীত পড়ে এবং আশংকা করে যে, মসজিদে গেলে ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়বে, কিংবা অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে। ৩. যদি মসজিদে যাওয়ার পথে প্রচুর কাদা থাকে। ৪. যদি ঘোর অন্ধকার হয়। ৫. যদি রাত্রিবেলা প্রবল বাতাস প্রবাহিত হয়। ৬. যদি অসুস্থ হয়। ৭. যদি অন্ধ হয় ৮. যদি এমন বয়োবৃদ্ধ হয় যে, মসজিদ পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না। ৯. যদি রোগীর সেবায় নিয়োজিত থাকে। ১০. যদি পেশাব-পায়খানা চেপে রাখার অবস্থা হয়। ১১. যদি আটক করে রাখা হয়। যথার্থ কারণে আটক করা হোক কিংবা বিনা কারণে। ১২. যদি উভয় পা কিংবা এক পা কর্তিত হয়। ১৩. যদি পায়ে এমন কোন রোগ থাকে যার দরুন হাঁটতে পারে না। যেমন পক্ষাঘাত (প্যারালিসিস) ১৪. যদি খাবার উপস্থিত থাকে, আর পেটে ক্ষুধা থাকে এবং খাবারের প্রতি চাহিদা থাকে। ১৫. যদি সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৬. যদি জামাতে শরীক হলে আর্থিক ক্ষতির আশংকা করে। ১৭. যদি জামাতে শরিক হলে রেলগাড়ি কিংবা উড়োজাহাজ ছেড়ে যাওয়ার আশংকা করে।

شُرُوْطُ صِحَّةِ الإِمَامَةِ

تُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِمَامَةِ أَنْ تَتَوَفَّرَ الأُمُوْرُ الآتِيَةُ فِى الإِمَامِ - ١. أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً ، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ النِّسَاءِ لِلرَّجُلِ ـ ٢. أَنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا ، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْكَافِرِ بِحَالٍ ـ ٣. أَنْ يَكُوْنَ بَالِغًا ، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ ـ ٤. أَنْ يَكُوْنَ عَاقِلاً ، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَجْنُوْنِ ٥. أَنْ يَكُوْنَ قَادِرًا عَلَى الْقِرَاءَةِ اللَّازِمَةِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الأُمِّيِّ الَّذِىْ لَايَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ لِلَّذِىْ يَقْرَأُ ـ ٦. أَنْ لَّا يَكُوْنَ فَاقِدًا شَرْطًا مِنْ شُرُوْطِ الصَّلَاةِ ـ كَالطَّهَارَةِ ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ـ ٧. أَنْ يَكُوْنَ سَالِمًا مِنَ الأَعْذَارِ ، كَالرُّعَافِ الدَّائِمِ ، وَسَلَسِ الْبَوْلِ ، وَانْفِلَاتِ الرِّيْحِ ـ ٨. أَنْ يَكُوْنَ صَحِيْحَ اللِّسَانِ بِحَيْثُ يَنْطِقُ بِالْحُرُوْفِ عَلٰى وَجْهِهَا ـ فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الَّذِىْ يُبَدِّلُ الرَّاءَ غَيْنًا ، أَوْ لَامًا وَالسِّيْنَ ثَاءً مَثَلًا لِلَّذِىْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى النُّطْقِ بِالْحُرُوْفِ عَلٰى وَجْهِهَا ـ

ইমামতি শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

ইমামতি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমামের মাঝে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পাওয়া যাওয়া শর্ত। ১. পুরুষ হওয়া। সুতরাং স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের ইমামতি করা সহী হবে না। ২. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলমানের ইমামতি কোন অবস্থায় শুদ্ধ হবে না। ৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ইমামতি সহী হবে না। ৪. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। সুতরাং বিকৃত মস্তিষ্কের ইমামতি সহী হবে না। ৫. নামায সহী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ কেরাত পাঠে সক্ষম হওয়া। সুতরাং উম্মী (কেরাত পাঠে অপারগ) ব্যক্তির জন্য কারী (কেরাত পাঠে সক্ষম) ব্যক্তির ইমামতি করা সহী হবে না। ৬. নামাযের কোন শর্ত হাত ছাড়া না হওয়া। যথা পবিত্রতা ও সতর ঢাকা ইত্যাদি। ৭. সমস্ত ওজর থেকে মুক্ত থাকা। যথা অব্যাহত রক্তক্ষরণ, মূত্রক্ষরণ ও বায়ু নির্গমন। ৮. বিশুদ্ধ ভাষী হওয়া। অর্থাৎ আরবী বর্ণগুলো যথাযথ উচ্চারণে সক্ষম হওয়া। অতএব যে ব্যক্তি ر হরফকে غ কিংবা ل দ্বারা এবং س হরফকে ث দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলে তার জন্য এমন ব্যক্তির ইমামতি করা সহী হবে না, যে হরফগুলো যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে পারে।

مَنْ لَّهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ فِى الإِمَامَةِ

اَلسُّلْطَانُ وَنَائِبُهُ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ ـ

اَلإِمَامُ الْمُوَظَّفُ فِىْ مَسْجِدٍ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِىْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ خَاصَّةً ـ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ إِذَا كَانَ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ ، وَأُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ فِىْ مَنْزِلِهِ ـ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِى الْحَاضِرِيْنَ السُّلْطَانُ ، أَوْ نَائِبُهُ ، أَوِ الإِمَامُ الْمُوَظَّفُ ، أَوْ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ صِحَّةً وَفَسَادًا ـ ثُمَّ الْأَكْثَرُ حِفْظًا لِلْقُرْآنِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ ـ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ـ ثُمَّ الْأَكْبَرُ سِنًّا ـ فَإِنِ اسْتَوَوْا صَلّٰى بِهِمْ مَنِ اخْتَارَهُ الْقَوْمُ ـ فَإِنِ اخْتَلَفَ الْقَوْمُ صَلّٰى بِهِمْ مَنِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُوْنَ ـ وَإِنْ قَدَّمُوْا غَيْرَ الْأَوْلٰى فَقَدْ أَسَاءُوْا ـ

ইমামতির ক্ষেত্রে কার অগ্রাধিকার?

ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য হলেন বাদশা ও তার স্থলাভিষিক্ত। তবে কোন মসজিদের বেতন ভোগী ইমাম সেই মসজিদের জন্য ইমামতির সর্বাধিক হক দার। বাড়ির মালিক ইমামতির সর্বাধিক উপযুক্ত, যদি বাড়িওয়ালা ইমামতির যোগ্যতা রাখে এবং তার বাড়িতে জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

যদি উপস্থিত লোকদের মাঝে উপরোক্ত ব্যক্তিদের কেউ না থাকে তাহলে নামায সহী শুদ্ধ হওয়ার মাসআলা সম্পর্কে যিনি সর্বাধিক জ্ঞাত তিনি ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য বিবেচিত হবেন।

তারপর ঐ ব্যক্তি যিনি নামাযের বিধান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত রয়েছেন। তার পর যিনি সবচেয়ে বেশী কোরআনের আয়াত মুখস্থ করেছেন। তার পর যিনি সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। তারপর যিনি সবচেয়ে বেশী বয়স্ক তিনি ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য সাব্যস্ত হবেন।

যদি উপরোক্ত গুণাবলীতে সকলে সমান হয় তাহলে উপস্থিত মুসল্লীগণ যাকে ইমাম নির্বাচন করবেন তিনি নামায পড়াবেন। যদি উপস্থিত লোকদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক যাকে মনোনীত করবে তিনিই নামায পড়াবেন। তবে অযোগ্য লোককে ইমাম মনোনীত করলে মনোনয়ন-কারীগণ গুণাহগার হবেন।

مَوَاضِعُ الْكَرَاهَةِ فِى الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ

١. تُكْرَهُ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ . ٢. تُكْرَهُ إِمَامَةُ الْمُبْتَدِعِ . ٣. تُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَعْمٰى إِلَّا إِذَا كَانَ أَفْضَلَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ اجْتَمَعُوْا فَلَا تُكْرَهُ . ٤. تُكْرَهُ إِمَامَةُ الْجَاهِلِ سَوَاءٌ كَانَ بَدَوِيًّا ، أَوْ كَانَ حَضَرِيًّا مَعَ وُجُوْدِ الْعَالِمِ . ٥. تُكْرَهُ إِمَامَةُ مَنْ يَّكْرَهُهُ النَّاسُ لِنَقْصٍ فِيْهِ . ٦. يُكْرَهُ تَطْوِيْلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَسْنُوْنِ . ٧. تُكْرَهُ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ فَإِنْ صَلَّيْنَ بِالْجَمَاعَةِ وَقَفَتِ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ . ٨. يُكْرَهُ حُضُوْرُ النِّسَاءِ الْجَمَاعَةَ فِىْ هٰذَا الزَّمَانِ لِعُمُوْمِ الْفِتْنَةِ .

ইমামতি ও জামাতের মাকরূহ বিষয়

১. ফাসেক (পাপাচারী) এর ইমামতি করা মাকরূহ। ২. বেদা'তির (উদ্ভাবনকারী) ইমামতি করা মাকরূহ। ৩. অন্ধের ইমামতি করা মাকরূহ। তবে সে উপস্থিত লোকদের মাঝে সর্বোত্তম হলে মাকরূহ হবে না। ৪. আলেমের উপস্থিতিতে মূর্খ লোকের ইমামতি করা মাকরূহ। চাই লোকটি গ্রামবাসী হউক কিংবা শহরবাসী। ৫. কোন খুঁত বা ত্রুটির কারণে যাকে মোক্তাদীগণ অপছন্দ করে তার ইমামতি করা মাকরূহ। ৬. সুন্নাত পরিমাণের চেয়ে নামায দীর্ঘ করা মাকরূহ। ৭. শুধু স্ত্রীলোকদের জামাত করা মাকরূহ। যদি তারা জামাত করে তাহলে ইমাম সাহেবা তাদের মাঝখানে দাঁড়াবেন। ৮. ফেৎনার ব্যাপকতার কারণে এ যুগে মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ।

مَوْقِفُ الْمُقْتَدِىْ وَتَرْتِيْبُ الصُّفُوْفِ

إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ وَاحِدٌ ، رَجُلٌ أَوْصَبِىٌّ مُمَيِّزٌ وَقَفَ عَنْ يَمِيْنِ الْإِمَامِ مُتَأَخِّرًا قَلِيْلًا . إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ قَامُوْا خَلْفَهُ . كَذَا إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ وَصَبِىٌّ قَامَا خَلْفَهُ . وَإِذَا اجْتَمَعَ رِجَالٌ ، وَنِسْوَةٌ ، وَصِبْيَانٌ ، وَخَنَاثٰى صُفَّ الرِّجَالُ ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ الْخَنَاثٰى ، ثُمَّ النِّسَاءُ . يَنْبَغِىْ أَنْ يَّقِفَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ فِى الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِيَكُوْنُوْا مُتَأَهِّلِيْنَ لِلْإِمَامَةِ عِنْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ . إِذَا لَمْ يَكُنْ

فِى الْقَوْمِ غَيْرُ صَبِيٍّ وَاحِدٍ دَخَلَ فِى صَفِّ الرِّجَالِ - فَإِنْ تَعَدَّدَ الصِّبْيَانُ جُعِلُوْا صَفًّا خَلْفَ الرِّجَالِ وَلَاتُكْمَلُ بِهِمْ صُفُوْفُ الرِّجَالِ - إِذَا جَاءَ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَإِنْ كَانَ فِى الصُّفُوْفِ فُرْجَةٌ فَلَا يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ خَارِجَ الصَّفِّ بَلْ يَقُوْمُ فِى الصَّفِّ وَيُكَبِّرُ لِلتَّحْرِيْمَةِ فِيْهِ وَلَوْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ -

নামাযের কাতার ও মোক্তাদিদের দাঁড়ানো প্রসঙ্গে

যদি ইমামের সঙ্গে এক ব্যক্তি থাকে, চাই সে পুরুষ হউক কিংবা বোধ সম্পন্ন বালক হউক, তাহলে মোক্তাদী ডান দিকে ইমাম থেকে একটু পিছু হয়ে দাঁড়াবে। যদি ইমামের সঙ্গে দুই বা ততোধিক লোক থাকে তাহলে তারা ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে যদি ইমামের সঙ্গে একজন পুরুষ ও একজন বালক থাকে তাহলে তারা ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। যদি মোক্তাদীদের মাঝে নারী, পুরুষ, নাবালক ছেলে ও নপুংসক থাকে তাহলে প্রথমে পুরুষদের, তারপর নাবালক ছেলেদের, তারপর নপুংসকদের ও (সর্বশেষ) স্ত্রীলোকদের কাতার করবে। প্রথম কাতারে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি দাঁড়ানো উচিত, যেন ইমামের উযূ ছুটে গেলে তিনি ইমামতি করতে পারেন। যদি শুধুমাত্র একটি ছেলে থাকে তাহলে সে পুরুষদের কাতারে দাঁড়াবে। আর যদি নাবালক ছেলের সংখ্যা একাধিক হয় তাহলে পুরুযদের কাতারের পেছনে তাদের কাতার করবে। কিন্তু তাদের দ্বারা পুরুযদের কাতার পূর্ণ করবে না। যদি কোন ব্যক্তি নামায পড়তে এসে ইমামকে রুকুতে পায় এবং কাতারের মাঝে ফাঁক থাকে তাহলে কাতারের বাইরে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবেনা। বরং কাতারে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে। যদিও সেই রাকাত ছুটে যায়।

شُرُوْطُ صِحَّةِ الْاِقْتِدَاءِ

শব্দার্থ ঃ اِنْفِلَاتًا – ফসকে বের হওয়া। إِسَاءَةً – খারাপ আচরণ করা। اِخْتِلَافًا – মতবিরোধ করা। صَلَاحِيَّةً (ك) – যোগ্য হওয়া। تَأَخُّرًا – বিলম্ব করা। تَمْيِيْزًا – পৃথক করা। تَعَدُّدًا – একাধিক হওয়া। بَدَوِيٌّ – মরুবাসী, বেদুঈন। حَضَرِيٌّ – শহরের বাসিন্দা। عُمُوْمٌ – ব্যাপকতা। تَأَهُّلًا (لِأَمْرٍ) – কোন বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া। مَوَاقِفُ বব مَوْقِفٌ – অবস্থান। خُنْثٰى বব خَنَاثٰى – নপুংসক, হিজড়া। رُعَافٌ – নাক থেকে রক্তক্ষরণ। مُوَظَّفٌ – নিয়োগপ্রাপ্ত। نَائِبٌ বব نُوَّابٌ – প্রতিনিধি। سَلِسُ الْبَوْلِ – মুত্রের বেগ

ধারনের অক্ষমতা। مُبْتَدِعٌ – বেদআত সৃষ্টিকারী। سَلَاطِيْنُ বব سُلْطَانٌ – শাসন কর্তা। أَكْثَرُ – অধিকাংশ। أَوْرَعُ – অধিক পরহেযগার। لُصُوْصٌ বব لِصٌّ – চোর।

يَصِحُّ الْإِقْتِدَاءُ بِالشُّرُوْطِ الْآتِيَةِ ـ

١ـ أَنْ يَّنْوِىَ الْمُقْتَدِىْ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ عِنْدَ تَحْرِيْمَتِهِ ـ ٢ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْإِمَامُ مُتَقَدِّمًا بِعَقِبَيْهِ عَلَى الْأَقَلِّ مِنَ الْمُقْتَدِىْ ـ ٣ـ أَنْ لَّا يَكُوْنَ الْإِمَامُ أَدْنٰى حَالاً مِنَ الْمُقْتَدِىْ ، فَلَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّى النَّافِلَةَ وَالْمُقْتَدِىْ يُصَلِّى الْفَرْضَ ، وَيَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّى الْفَرْضَ وَالْمُقْتَدِى يُصَلِّى النَّفْلَ ـ ٤ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْإِمَامُ وَالْمُقْتَدِىْ يُصَلِّيَانِ فَرْضَ وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّى الظُّهْرَ مَثَلاً وَالْمُقْتَدِىْ يُصَلِّى الْعَصْرَأَوْ بِالْعَكْسِ ـ ٥ـ أَنْ لَّا يَكُوْنَ بَيْنَ الْإِمَامِ ، وَالْمُقْتَدِىْ صَفٌّ مِنَ النِّسَاءِ ـ ٦ـ أَنْ لَّا يَكُوْنَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِىْ نَهْرٌ فَاصِلٌ يَمُرُّ فِيْهِ الزَّوْرَقُ ـ ٧ـ أَنْ لَّا يَكُوْنَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِىْ طَرِيْقٌ تَمُرُّ فِيهِ السَّيَّارَةُ أَوِ الْعَجَلَةُ ـ ٨ـ أَنْ لَّا يَكُوْنَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِىْ شَيْئٌ تَخْفٰى بِسَبَبِهِ انْتِقَالَاتُ الْإِمَامِ عَلَى الْمُقْتَدِىْ ، فَإِنْ لَّمْ تَشْتَبِهْ عَلَى الْمُقْتَدِى انْتِقَالَاتُ الْإِمَامِ بِسِمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ صَحَّ الْاِقْتِدَاءُ ـ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُتَوَضِّئِ بِالْإِمَامِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ بِالتَّيَمُّمِ – يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الَّذِىْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ بِالْإِمَامِ الْمَاسِحِ عَلٰى خُفَّيْهِ ـ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ قَائِمًا بِالْإِمَامِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ قَاعِدًا ـ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُسْتَقِيْمِ بِالْإِمَامِ الْأَحْدَبِ ـ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ بِالْإِيْمَاءِ بِالْإِمَامِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ بِالْإِيْمَاءِ مِثْلَهُ إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِيْنَ كَذٰلِكَ ، وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُّعِيْدَ صَلَاتَهُ وَيُعْلِنَ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ لِيُعِيْدَ الْمُقْتَدُوْنَ صَلَاتَهُمْ ـ

ইক্তেদা সহী হওয়ার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে ইক্তেদা করা সহী হবে।

১. মোক্তাদী তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা। ২. ইমাম সাহেব কমপক্ষে পায়ের গোড়ালি দ্বয় দ্বারা মোক্তাদী থেকে আগে দাঁড়ানো। ৩. ইমামের অবস্থা মোক্তাদীর অবস্থার চেয়ে নিম্নতর না হওয়া। অতএব ইমাম যদি নফল পড়ে, আর মোক্তাদী ফরয পড়ে তাহলে ইক্তেদা সহী হবে না। তবে ইমাম যদি ফরয পড়ে, আর মোক্তাদী নফল পড়ে তাহলে ইক্তেদা সহী হবে। ৪. ইমাম ও মোক্তাদী উভয়ে একই ওয়াক্তের নামায পড়া। অতএব ইমাম যদি (উদাহরণতঃ) জোহরের নামায পড়ে আর মোক্তাদী আছরের নামায পড়ে, কিংবা এর বিপরীত হয় তাহলে ইক্তেদা করা সহী হবে না। ৫. ইমাম ও মোক্তাদীর মাঝখানে মহিলাদের কাতার না থাকা। ৬. ইমাম ও মোক্তাদীর মাঝে এমন কোন নদী বা নালা না থাকা যা দিয়ে ডিঙ্গি নৌকা চলাচল করতে পারে। ৭. ইমাম ও মোক্তাদীর মাঝে এমন রাস্তা, বা পথ না থাকা যা দিয়ে যানবাহন চলাচল করে। ৮. ইমাম ও মোক্তাদীর মাঝে এমন কোন জিনিস না থাকা যার দরুন ইমামের গতিবিধি মোক্তাদির নিকট অস্পষ্ট থাকে। ইমামকে দেখার বা তার আওয়ায শোনার কারণে যদি ইমামের গতিবিধি মোক্তাদীর নিকট স্পষ্ট থাকে তাহলে ইক্তেদা করা সহী হবে।

তায়াম্মুমকারী ইমামের পেছনে অজুকারীর ইক্তেদা সহী হবে। মোজার উপর মাসেহকারী ইমামের পেছনে পা ধৌত কারীর ইক্তেদা সহী হবে। উপবিষ্ট ইমামের পেছনে দন্ডায়মান ব্যক্তির ইক্তেদা করা সহী আছে। টাকওয়ালা ইমামের পেছনে সুস্থ ব্যক্তির ইক্তেদা করা সহী আছে। ইশারায় নামায আদায় কারীর জন্য অনুরূপ ইশারায় নামায আদায়কারী ইমামের পেছনে ইক্তেদা করা সহী আছে। যদি কোন কারণে ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে যায়, তাহলে মোক্তাদীর নামায ও ফাসেদ হয়ে যাবে। তখন ইমামের কর্তব্য হবে, সেই নামায পুনরায় পড়া এবং মোক্তাদীদেরকে নামায ফাসেদ হওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া। যাতে তারা নিজেদের নামায পুনরায় আদায় করে নিতে পারে।

مَتٰى يُتَابِعُ الْمُقْتَدِىْ إِمَامَهٗ وَمَتٰى لَا يُتَابِعُهٗ؟

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ يَّفْرُغَ الْمُقْتَدِىْ مِنَ التَّشَهُّدِ لَا يُتَابِعُهُ الْمُقْتَدِىْ فِى الْقِيَامِ بَلْ يُكْمِلُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَقُوْمُ ـ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَّفْرُغَ الْمُقْتَدِىْ مِنَ التَّشَهُّدِ لَا يُتَابِعُهُ الْمُقْتَدِىْ بَلْ يُكْمِلُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ـ إِذَا زَادَ الْإِمَامُ سَجْدَةً لَا

يُتَابِعُهُ الْمُقْتَدِيْ فِي السَّجْدَةِ الزَّائِدَةِ ـ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْقُعُوْدِ الْأَخِيْرِ سَاهِيًا لَايُتَابِعُهُ الْمُقْتَدِيْ فِي الْقِيَامِ ـ فَإِنْ قَيَّدَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الزَّائِدَةَ بِسَجْدَةٍ يُسَلِّمُ الْمُقْتَدِيْ وَحْدَهُ ـ

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقُعُوْدِ الْأَخِيْرِ سَاهِيًا لَايُتَابِعُهُ الْمُقْتَدِيْ بَلْ يُسَبِّحُ لِيُنَبِّهَ إِمَامَهُ وَيَنْتَظِرُ رُجُوْعَهُ إِلَى الْقُعُوْدِ ـ فَإِنْ قَيَّدَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الزَّائِدَةَ بِسَجْدَةٍ سَلَّمَ الْمُقْتَدِيْ وَحْدَهُ ـ وَإِنْ سَلَّمَ الْمُقْتَدِيْ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الزَّائِدَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهُ ـ إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ، أَوِ السُّجُوْدِ قَبْلَ أَنْ يُكَمِّلَ الْمُقْتَدِيْ تَسْبِيْحَهُ ثَلَاثًا تَابَعَهُ الْمُقْتَدِيْ وَتَرَكَ التَّسْبِيْحَ ـ يُكْرَهُ لِلْمُقْتَدِيْ أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَ إِمَامِهِ ـ فَإِنْ سَلَّمَ الْمُقْتَدِيْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ إِمَامُهُ مِنَ التَّشَهُّدِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ـ

মোক্তাদী কখন ইমামের অনুসরণ করবে এবং কখন করবে না?

মোক্তাদী তাশাহুদ শেষ করার পূর্বে ইমাম যদি তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তাহলে মোক্তাদী দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করবে না, বরং তাশাহুদ শেষ করার পর দাঁড়াবে। মোক্তাদী তাশাহুদ শেষ করার পূর্বে ইমাম যদি ছালাম ফিরায় তাহলে মোক্তাদী তার অনুসরণ করবে না, বরং তাশাহুদ পূর্ণ করার পর ছালাম ফিরাবে। ইমাম যদি নামাযে অতিরিক্ত সেজদা করে তাহলে অতিরিক্ত সেজদার ক্ষেত্রে মোক্তাদী তাঁর অনুসরণ করবে না। আখেরী বৈঠক করে ইমাম যদি ভুলে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে মোক্তাদী তার অনুসরণে দাঁড়াবে না। ইমাম সাহেব যদি সেজদা করার দ্বারা অতিরিক্ত রাকাতটি যুক্ত করে নেয় তাহলে মোক্তাদী একাকী ছালাম ফিরিয়ে দিবে। ইমাম সাহেব যদি আখেরী বৈঠক করার আগেই ভুলে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে মোক্তাদী তার অনুসরণ করবে না। বরং ইমামকে শতর্ক করার জন্য তাছবীহ পাঠ করবে। এবং ইমামের বৈঠকে ফিরে আসার অপেক্ষা করবে।

ইমাম সাহেব যদি সেজদা করার মাধ্যমে অতিরিক্ত রাকাত যুক্ত করে ফেলেন তাহলে মোক্তাদী একাকী ছালাম ফিরিয়ে দিবে। কিন্তু ইমাম সাহেব সেজদা করার দ্বারা অতিরিক্ত রাকাত যুক্ত করার পূর্বেই যদি মোক্তাদী ছালাম ফিরিয়ে দেয় তাহলে তার ফরয নামায বাতিল হয়ে যাবে। মোক্তাদী তিনবার

তাছবীহ পূর্ণ করার আগেই যদি ইমাম সাহেব রুকু অথবা সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তাহলে মোক্তাদী তাছবীহ ছেড়ে দিয়ে ইমামের অনুসরণ করবে। ইমামের আগে মোক্তাদীর ছালাম ফিরানো মাকরূহ। যদি ইমাম সাহেব তাশাহুদ শেষ করার পূর্বে মোক্তাদী ছালাম ফিরায় তাহলে মোক্তাদীর নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

أَحْكَامُ السُّتْرَةِ

শব্দার্থ ঃ مُتَابَعَةٌ – অনুসরণ করা। مُرُوْرًا (ن) – অতিক্রম করা। (عَلٰى) – تَسْبِيْحًا – সোবহানাল্লাহ পড়া। اِشْتِبَاهًا – অস্পষ্ট হওয়া। خُفْيَةً (س ـ) – লুকানো। تَقْيِيْدًا – যুক্ত করা, বন্দী করা। كَثْرَةً (ك) – বৃদ্ধি পাওয়া। سُتْرَةٌ বব سُتَرٌ – মুসল্লীর সামনে স্থাপিত লাঠি বা সোতরা। اِحْتِيَاجًا – মুখাপেক্ষী হওয়া। تَعَرُّضًا (لَهُ) – মুখোমুখি হওয়া। تَصْفِيْقًا – হাত তালি দেওয়া। تَكْمِيْلًا – পূর্ণ করা। شَرْعِيٌّ – বিধি সম্মত। بِالْعَكْسِ – বিপরীতভাবে। زَوْرَقٌ বব زَوَارِقُ – নৌকা। عَجَلَةٌ - দ্রুততা। أَحْدَبُ – কুঁজো। اِتِّخَاذًا – গ্রহণ করা। تَنْبِيْهًا – সতর্ক করা। دُنُوًّا (ن) مِنْهُ – নিকটবর্তী হওয়া। مُنَادَاةً – ডাকা। غِلَاظَةً (ك) – মোটা হওয়া। حَائِطٌ বব حِيْطَانٌ – দেয়াল। اِسْتِغَاثَةً – সাহায্য প্রার্থনা করা। مَظْلُوْمٌ – অত্যাচারিত।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا ـ (رواه أبو داؤد)

اَلسُّتْرَةُ هِيَ مَا يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّيْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ خَشَبٍ وَغَيْرِهِ كَيْ لَا يَخِلَّ صَلَاتَهُ مُرُوْرُ مَارٍّ ـ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَّخِذَ سُتْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا كَانَ بِمَكَانٍ يَكْثُرُ فِيْهِ الْمُرُوْرُ ـ لَايَحْتَاجُ الْمُقْتَدِيْ إِلَى اتِّخَاذِ سُتْرَةٍ ، لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ هِيَ سُتْرَةٌ لِّلْمُقْتَدِيْ ـ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّيْ أَنْ يَّقُوْمَ قَرِيْبًا مِنَ السُّتْرَةِ ـ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَّتَحَوَّلَ الْمُصَلِّيْ عَنِ السُّتْرَةِ يَمِيْنًا أَوْ يَسَارًا ، وَلَا يُوَاجِهُ السُّتْرَةَ وَيُشْتَرَطُ لِلسُّتْرَةِ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ طُوْلِ ذِرَاعٍ أَوْ أَطْوَلَ مِنْهَا وَيُشْتَرَطُ لِلسُّتْرَةِ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ غِلَظِ إِصْبَعٍ أَوْ أَغْلَظَ مِنْهَا ـ

সুতরার বিধান

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়বে তখন সে যেন 'সুতরা' রেখে নামায পড়ে এবং তার কাছাকাছি দাঁড়ায়। সুতরা হলো ঐ কাঠি বা লাঠি বা অন্য কিছু, যা নামাযী তার সামনে রাখে যাতে কারো যাতায়াত তার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। লোক চলাচলের স্থানে ইমামের সামনে সুতরা রাখা মোস্তাহাব। মোক্তাদীর সামনে সুতরা রাখার প্রয়োজন নেই। কেননা ইমামের সুতরাই হলো মোক্তাদীর সুতরা। নামাযির জন্য সুতরার কাছে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। সুতরা থেকে ডান অথবা বাম দিকে সরে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। সুতরা বরাবর দাঁড়াবে না। সুতরা এক হাত বা তার চেয়ে বেশী লম্বা হওয়া এবং আঙ্গুলের ন্যায় বা তার চেয়ে মোটা হওয়া শর্ত।

أَحْكَامُ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

لَا يَجُوْزُ الْمُرُوْرُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مِنْ مَوْضَعِ قَدَمَيْهِ إِلٰى مَوْضَعِ سُجُوْدِهٖ إِذَا كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدٍ كَبِيْرٍ - وَكَذَا لَا يَجُوْزُ الْمُرُوْرُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مِنْ مَوْضَعِ قَدَمَيْهِ إِلٰى مَوْضَعِ سُجُوْدِهٖ إِذَا كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ مَيْدَانٍ - وَلَا يَجُوْزُ الْمُرُوْرُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مِنْ مَوْضَعِ قَدَمَيْهِ إِلٰى حَائِطِ الْقِبْلَةِ إِذَا كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدٍ صَغِيْرٍ ، أَوْ فِيْ بَيْتٍ صَغِيْرٍ - وَكَذَا لَا يَجُوْزُ لِلْمُصَلِّيْ أَنْ يَتَعَرَّضَ بِصَلَاتِهٖ لِمُرُوْرِ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنْ يُصَلِّيَ بِدُوْنِ السُّتْرَةِ بِمَكَانٍ يَكْثُرُ فِيْهِ الْمُرُوْرُ - إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ جَازَ لِلْمُصَلِّيْ أَنْ يَدْفَعَ الْمَارَّ بِالْإِشَارَةِ ، أَوْ بِالتَّسْبِيْحِ - وَكَذَا يَجُوْزُ لِلْمُصَلِّيْ أَنْ يَدْفَعَ الْمَارَّ بِرَفْعِ صَوْتِهٖ بِالْقِرَاءَةِ - وَلَا يَنْبَغِيْ لِلْمُصَلِّيْ أَنْ يَدْفَعَ الْمَارَّ بِيَدَيْهِ - وَالْمَرْأَةُ تَدْفَعُ الْمَارَّ بِالْإِشَارَةِ ، أَوْ بِالتَّصْفِيْقِ - وَلَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالْقِرَاءَةِ لِدَفْعِ الْمَارِّ -

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধি বিধান

যদি বড় মসজিদে নামায পড়ে তাহলে মুসল্লির পা রাখার স্থান থেকে সেজদা করার স্থান পর্যন্ত জায়গা টুকুতে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয হবে

না। তদ্রূপ যদি খোলা মাঠে নামায পড়ে তাহলে মুসল্লির পায়ের স্থান থেকে সেজদার স্থান পর্যন্ত তার সামনে দিয়ে চলাচল করা জায়েয হবে না। যদি ছোট মসজিদ কিংবা ছোট ঘরে নামায পড়ে তাহলে মুসল্লির পা রাখার স্থান থেকে নিয়ে কেবলার দিকের দেয়াল পর্যন্ত তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে মুসল্লির জন্য নামায দ্বারা লোক চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা জায়েয হবে না। যেমন অধিক চলাচলপূর্ণ স্থানে সুতরা বিহীন নামায পড়া আরম্ভ করল। যদি কেউ নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করতে উদ্যত হয় তাহলে গমনকারীকে আঙ্গুলের ইশারায়, কিংবা তাছবীহ্ পড়ার মাধ্যমে ঠেকানো (বাধা দেয়া) নামাযীর জন্য জায়েয আছে। অনুরূপভাবে উঁচু আওয়াযে কেরাত পড়ে অতিক্রম কারীকে বাধা দেয়া জায়েয আছে। কিন্তু হাত দ্বারা রোধ করা অনুচিত। স্ত্রীলোক আঙ্গুলের ইশারায় কিংবা হাতে আওয়াজ দিয়ে রোধ করবে। কিন্তু সে অতিক্রম কারীকে রোধ করার জন্য উঁচু আওয়াজে কেরাত পড়বে না।

مَتٰى يَجِبُ قَطْعُ الصَّلَاةِ وَمَتٰى يَجُوْزُ؟

لَا يَجُوْزُ لِلْمُصَلِّىْ أَنْ يَّقْطَعَ صَلَاتَهٗ بَعْدَ الشُّرُوْعِ فِيْهَا بِدُوْنِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ - لَا يَجُوْزُ لِلْمُصَلِّىْ أَنْ يَّقْطَعَ صَلَاتَهٗ إِذَا نَادَاهُ أَبُوْهُ ، أَوْ أُمُّهٗ - يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّىْ أَنْ يَّقْطَعَ صَلَاتَهٗ إِذَا رَأَى أَعْمٰى قَدْ أَشْرَفَ عَلٰى بِئْرٍ ، أَوْ عَلٰى حُفْرَةٍ وَخَشِىَ إِنْ لَّمْ يُرْشِدْهُ وَقَعَ فِى الْبِئْرِ ، أَوْ فِى الْحُفْرَةِ - يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّىْ أَنْ يَّقْطَعَ صَلَاتَهٗ إِذَا اسْتَغَاثَ بِهٖ مَظْلُوْمٌ وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ - وَيَجُوْزُ لِلْمُصَلِّىْ أَنْ يَّقْطَعَ صَلَاتَهٗ إِذَا رَأَى سَارِقًا يَسْرِقُ مَالًا يُسَاوِىْ دِرْهَمًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ لَهٗ أَوْ كَانَ لِغَيْرِهٖ - وَيَجُوْزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُّؤَخِّرَ صَلَاتَهٗ إِذَا كَانَ يَخْشٰى مِنَ اللُّصُوْصِ -

কখন নামায ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব এবং কখন জায়েয?

নামায শুরু করার পর শরী'আত সম্মত কোন ওজর ব্যতীত নামায ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না। পিতা-মাতার ডাকে নামায ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না। নামাযী যদি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে কূপ বা গর্তের দিকে যেতে দেখে, আর আশংকা করে যে তাকে পথ দেখিয়ে না দিলে সে কূপ বা গর্তে পড়ে যাবে তাহলে এমতাবস্থায় তার নামায ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। কোন মাজলুম যদি

নামাযীর কাছে সাহায্য চায়, আর সে তার জুলুমের প্রতিকার করার ক্ষমতা রাখে তাহলে নামায ছেড়ে দেওয়া তার জন্য ওয়াজিব। নামাযী যদি (নামাযের অবস্থায়) কাউকে (কমপক্ষে) এক দেরহাম পরিমাণ মূল্যের জিনিস চুরি করতে দেখে (চাই সে জিনিস তার হউক কিংবা অন্যের) তাহলে তার জন্য নামায ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। যদি চোরের ভয় থাকে তাহলে মুসাফিরের জন্য নামায বিলম্বে পড়া জায়েয আছে।

صَلاَةُ الْوِتْرِ

শব্দার্থ ঃ إِيْتَارًا (اَلشَّيْئَ) – বেজোড় করা। قُنُوْتًا (ن) – দোয়ায়ে কুনুত পড়া। اِسْتِغْفَارًا – ক্ষমা চাওয়া। تَوَكُّلاً – (عَلٰى) নির্ভর করা। كُفْرَانًا (بِهٖ) – কুফরী করা। فُجُوْرًا (ن) – পাপ করা। فَاجِرٌ – পাপী। (فِى الْعَمَلِ ـ ن) – দ্রুত কাজ করা। حَفْدًا (ض) – প্রমাণিত হওয়া। ثُبُوْتًا (ن) – প্রমাণিত হওয়া। ذِلَّةً (ض) – অপদস্থ হওয়া। عِزَّةً (ض) – সম্মানিত হওয়া। تَقَرُّبًا -- নৈকট্য লাভ করা। اِسْتِخَارَةً – ইস্তেখারা করা, কল্যাণ প্রার্থনা করা। دَابَّةٌ বব دَوَابُّ – পশু। اِسْتِعَانَةً – সাহায্য চাওয়া। إِيْمَانٌ – ঈমান আনা। إِثْنَاءً (عَلٰى) – প্রশংসা করা। خَلْعًا (ف) – খুলে ফেলা। إِلْحَاقًا (بِهٖ) – যুক্ত করা। نَازِلَةٌ বব نَوَازِلُ – বিপদ। مُوَالاَةً – বন্ধু হওয়া। مُعَادَاةً – শত্রুতা করা। تَنَفُّلاً – নফল নামায পড়া।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" ـ (رواه أبو داؤد)

اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ ـ لَوْ تَرَكَ الْوِتْرَ نَاسِيًا ، أَوْ عَامِدًا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ صَلاَةُ الْوِتْرِ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ ـ تُصَلّٰى صَلاَةُ الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ سُنَّةِ الْعِشَاءِ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُّصَلِّيَ الْوِتْرَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ـ كَذَا لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُّصَلِّيَ الْوِتْرَ رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ـ يَجِبُ أَنْ يَّقْرَأَ الْمُصَلِّىْ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً كَمَا يَفْعَلُ فِى النَّوَافِلِ ـ وَيَجْلِسُ عَلٰى رَأْسِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ لِلتَّشَهُّدِ ـ وَلاَ يَزِيْدُ فِى الْقُعُوْدِ الْأَوَّلِ عَلَى

التَّشَهُّدِ - إِذَا قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ لاَيَقْرَأُ الثَّنَاءَ ، وَلاَ التَّعَوُّذَ - وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّوْرَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَّرْفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَيُكَبِّرُ كَمَا يَفْعَلُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَهُوَ قَائِمٌ - اَلْقُنُوْتُ وَاجِبٌ فِى الْوِتْرِ فِىْ جَمِيْعِ السَّنَةِ - يَقْنُتُ كُلٌّ مِنَ الإِمَامِ ، وَالْمُقْتَدِىْ ، وَالْمُنْفَرِدِ سِرًّا - يُسَنُّ أَنْ يَّقْرَأَ فِى الْقُنُوْتِ مَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ : "اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُؤْمِنُ بِكَ ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ ، وَنَشْكُرُكَ ، وَلاَ نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ ، وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّىْ ، وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعٰى ، وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ - وَنَخْشٰى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ" - مَنْ لاَّ يَقْدِرُ عَلٰى قِرَاءَةِ الْقُنُوْتِ الْمَأْثُوْرِ يَقُوْلُ "رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً، وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ" - أَوْ يَقُوْلُ "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَوْ يَقُوْلُ "يَارَبِّ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - إِذاَ نَسِىَ الْمُصَلِّىْ قِرَاءَةَ الْقُنُوْتِ وَتَذَكَّرَهُ فِىْ حَالَةِ الرُّكُوْعِ لاَيَقْنُتُ فِى الرُّكُوْعِ - وَلاَ يَعُوْدُ إِلَى الْقِيَامِ لِقِرَاءَةِ الْقُنُوْتِ بَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ نِسْيَانًا - وَكَذَا إِذَا تَذَكَّرَهُ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لاَ يَقْنُتُ بَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ - لَوْ قَرَأَ الْقُنُوْتَ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوْعِ لاَ يُعِيْدُ الرُّكُوْعَ وَلٰكِنْ يَّسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْقُنُوْتَ عَنْ مَحَلِّهِ - إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِىْ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُنُوْتِ لاَ يُتَابِعُهُ الْمُقْتَدِى بَلْ يُكْمِلُ الْقُنُوْتَ ثُمَّ يُشَارِكُهُ فِى الرُّكُوْعِ - أَمَّا إِذَا خَافَ فَوَاتَ الرُّكُوْعِ مَعَ الْإِمَامِ تَابَعَ إِمَامَهُ وَتَرَكَ الْقُنُوْتَ - لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْقُنُوْتَ يَقْرَأُ الْمُقْتَدِى الْقُنُوْتَ إِذَا أَمْكَنَ لَهُ أَنْ يُّشَارِكَ الْإِمَامَ فِى الرُّكُوْعِ - وَإِذَا

خَافَ فَوَاتَ الرُّكُوْعِ مَعَ الْإِمَامِ تَابَعَ إِمَامَهُ وَتَرَكَ الْقُنُوْتَ ـ لاَ يَقْرَأُ الْقُنُوْتَ فِيْ غَيْرِ الْوِتْرِ إِلاَّ فِى النَّوَازِلِ ـ يُسَنُّ قُنُوْتُ النَّوَازِلِ لِلْإِمَامِ لاَ لِلْمُنْفَرِدِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوْعِ ـ يَنْبَغِىْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَّقْرَأَ فِى النَّوَازِلِ هٰذَا الْقُنُوْتَ ، وَلَهُ أَنْ يَّزِيْدَ فِيْهِ مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ ـ "اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا بِفَضْلِكَ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنَا شَرَّمَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَّآلِهِ ، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ" ـ إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوْقُ إِمَامَهُ فِىْ رُكُوْعِ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ مُدْرِكًا لِلْقُنُوْتِ حُكْمًا فَلاَ يَقْرَأُ الْقُنُوْتَ إِذَا قَامَ لِإِتْمَامِ صَلاَتِهِ - صَلاَةُ الْوِتْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِىْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهِ مُنْفَرِدًا فِىْ آخِرِ اللَّيْلِ ـ وَتُكْرَهُ جَمَاعَةُ الْوِتْرِ فِىْ غَيْرِ رَمَضَانَ ـ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, বিতর নামায (সুপ্রমাণিত)। অতএব যে ব্যক্তি বিতর নামায পড়বে না সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলক্রমে বিতর নামায তরক করে তাহলে তার উপর কাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে। বিতর নামায এক ছালামে তিন রাকাত। ঈশার সুন্নাত আদায় করার পর বিতর নামায পড়তে হবে। দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বেতর নামায বসে পড়া জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে বেতর নামায বাহন জন্তুর উপর আরোহী অবস্থায় পড়া জায়েয হবে না। তবে কোন ওজর থাকলে জায়েয হবে। নফল নামাযের ন্যায় বেতেরের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা ও (তার সঙ্গে) একটি সূরা পাঠ করা ওয়াজিব। বিতেরের প্রথম দু'রাকাত শেষ করে তাশাহুদ পড়ার জন্য বসবে। প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের চেয়ে বেশী পড়বে না। আর যখন তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে তখন ছানা (সোবহানাকা) ও তায়াব্বুজ (আউজুবিল্লাহ) পড়বে না। তৃতীয় রাকাতে যখন সূরা পড়া শেষ করবে তখন উভয় কান বরাবর হাত উঠিয়ে তাকবীর বলবে। যেমন নামাযের শুরুতে করে থাকে। অতঃপর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দাঁড়িয়ে দোয়ায়ে কুনুত পড়বে। বিতর নামাযে সারা বছর দোয়ায়ে কুনুত পড়া ওয়াজিব।

ইমাম, মোক্তাদী ও মুনফারিদ (একাকী নামায আদায় কারী) সকলে দো'য়ায়ে কুনুত অনুচ্চস্বরে পড়বে। হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত দোয়ায়ে কুনুত পড়া সুন্নাত। দোয়ায়ে কুনুত যথা

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ .... إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য চাই এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আপনার উপর ঈমান আনি এবং আপনার উপর ভরসা করি। আমরা আপনার উত্তম প্রশংসা করি। আমরা আপনার শোকর করি, কখনও কুফরী করিনা। যারা আপনার নাফরমানী করে তাদের থেকে আমরা পৃথক থাকবো। এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করবো।

হে আল্লাহ আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার জন্য নামায পড়ি। আপনাকে সেজদা করি এবং আপনার নিকট পৌঁছার চেষ্টা করি। আপনাকে মান্য করি, আপনার রহমত পাওয়ার আশা করি এবং আপনার আযাবকে ভয় করি। অবশ্য আপনার আযাব কাফেরদের উপরেই পতিত হয়। যে ব্যক্তি উপরে বর্ণিত দো'য়ায়ে কুনুত পড়তে অপারগ হবে সে নিম্নোক্ত দো'য়া পাঠ করবে।

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। কিংবা اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ। তিনবার বলবে, কিংবা يَا رَبِّ তিনবার বলবে।

নামাযী যদি দোয়ায়ে কুনুত পড়তে ভুলে যায়, আর রুকুর মধ্যে স্মরণ হয় তাহলে রুকুর মধ্যে কুনুত পড়বে না। তদ্রূপ দো'য়ায়ে কুনুত পড়ার জন্য পুনরায় দাঁড়াবেনা, বরং ভুলে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে সালামের পর সহু সেজদা করবে। অনুরূপভাবে রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর যদি দো'য়ায়ে কুনুত না পড়ার কথা স্মরণ হয় তাহলে দো'য়ায়ে কুনুত আর পড়বে না। বরং ছালাম শেষে সহু সেজদা আদায় করবে। যদি কেউ রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর দো'য়ায়ে কুনুত পড়ে তাহলে পুনরায় সেই রুকু আদায় করা লাগবে না। কিন্তু ভুলের জন্য সহু সেজদা করতে হবে। কেননা সে দো'য়ায়ে কুনুতকে তার নির্ধারিত স্থান থেকে বিলম্বিত করেছে। মোক্তাদী দো'য়ায়ে কুনুত শেষ করার পূর্বেই যদি ইমাম সাহেব রুকুতে চলে যান তাহলে মোক্তাদী তখন ইমামের অনুসরণ করবে না। বরং মোক্তাদী দো'য়ায়ে কুনুত শেষ করে তারপর ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হবে। কিন্তু যদি ইমামের সাথে রুকু ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে কুনুত পড়া ছেড়ে দিয়ে ইমামের অনুসরণ করবে।

ইমাম সাহেব দো'য়ায়ে কুনুত পড়া ছেড়ে দিলেও মোক্তাদী পড়ে নিবে, যদি ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হওয়া তার জন্য সম্ভব হয়। কিন্তু যদি (দো'য়ায়ে কুনুত পড়লে) ইমামের সাথে রুকু না পাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে দোয়ায়ে কুনুত বাদ দিয়ে ইমামের অনুসরণ করবে। বিতর নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযে দো'য়ায়ে কুনুত পড়বে না। তবে বিপদাপদের সময় পড়া যাবে। রুকু থেকে মাথা ওঠানোর পর (বিপদ দূর হওয়ার জন্য) ইমামের কুনুতে নাযিলা পড়া সুন্নাত। একাকী নামায আদায় কারীর জন্য সুন্নাত নয়। বিপদের সময় ইমামের নিম্নোক্ত কুনুত পড়া উচিত। তবে এতে হাদীসে বর্ণিত যে কোন শব্দ বৃদ্ধি করা তার জন্য জায়েয আছে। কুনুতে নাযিলা যথা

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا بِفَضْلِكَ ... وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! দয়া করে আমাদেরকে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত কর যাদেরকে তুমি হেদায়াত দান করেছ। এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদেরকে তুমি বিপদাপদ থেকে অব্যাহতি দান করেছ। এবং ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের দায়িত্বভার তুমি গ্রহণ করেছ। তুমি আমাদেরকে যা দান করেছ তাতে বরকত দান কর। তুমি যা ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে হেফাজত কর। বস্তুতঃ তুমিই ফায়সালা কর, তোমার উপর কেউ ফায়সালা করতে পারে না। তুমি যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাকে কেউ অপমানিত করতে পারে না। আর তুমি যার প্রতি শত্রুতা পোষণ কর, সে কোন সম্মান লাভ করতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মহিমান্বিত ও মহান। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন।

মাসবুক যদি ইমাম সাহেবকে তৃতীয় রাকাতের রুকুতে পায় তাহলে সে বিধান গতভাবে দো'য়ায়ে কুনুত পেয়েছে বলে ধরা হবে। সুতরাং সে যখন তার অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করতে দাঁড়াবে তখন সে দো'য়ায়ে কুনুত পড়বে না। রমযান মাসে বিতর নামায শেষ রাত্রে একাকী আদায় করার চেয়ে জামাতের সাথে আদায় করা উত্তম। রমযান ছাড়া অন্য মাসে বিতর নামায জামাতে পড়া মাকরূহ।

اَلصَّلَوَاتُ الْمَسْنُوْنَةُ

هِيَ الصَّلَوَاتُ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا زِيَادَةً عَلٰى مَا فَرَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِيَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ ، وَتَعَالٰى ، وَكَانَ يُوَاظِبُ عَلٰى بَعْضِهَا ، وَيَتْرُكُ بَعْضَهَا أَحْيَانًا .

فَالصَّلَوَاتُ الَّتِيْ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمّٰى سُنَنًا مُؤَكَّدَةً ـ وَالصَّلَوَاتُ الَّتِيْ صَلَّاهَا أَحْيَانًا ، وَتَرَكَهَا أَحْيَانًا تُسَمّٰى سُنَنًا غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ ، أَوْ مَنْدُوْبَةٍ ـ

সুন্নাত নামায

সুন্নাত নামায হলো, যা নবী করীম (সঃ) আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফরয নামাযের অতিরিক্ত আদায় করতেন। তবে কিছু নামাজ নিয়মিত আদায় করতেন। আর কিছু মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিতেন। অতএব যে সকল নামাজ নবী করীম (সঃ)' নিয়মিত আদায় করেছেন সেগুলোকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলা হয়, আর যে সকল নামাজ নবী (সঃ) মাঝে মধ্যে পড়েছেন এবং মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন সেগুলোকে সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা বা মানদুব অর্থাৎ নফল বলা হয়।

اَلسُّنَنُ الْمُؤَكَّدَةُ

١ـ رَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الصُّبْحِ ـ ٢ـ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ ـ ٣ـ رَكْعَتَانِ بَعْدَ فَرْضِ الظُّهْرِ ـ ٤ـ رَكْعَتَانِ بَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ ـ ٥ـ رَكْعَتَانِ بَعْدَ فَرْضِ الْعِشَاءِ ـ ٦ـ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ فَرْضِ الْجُمُعَةِ ـ ٧ـ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ فَرْضِ الْجُمُعَةِ ـ

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

১. ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দু'রাকাত। ২. জোহরের ফরয নামাযের আগে এক ছালামে চার রা'কাত। ৩. জোহরের ফরয নামাযের পর দু'রাকাত। ৪. মাগরিবের ফরয নামাযের পর দু'রাকাত। ৫. এশার ফরয নামাযের পর দু'রাকাত। ৬. জুমার ফরয নামাযের পূর্বে এক ছালামে চার রা'কাত। ৭. জুমার ফরয নামাযের পর এক ছালামে চার রা'কাত।

اَلسُّنَنُ الْغَيْرُ الْمُؤَكَّدَةُ

١ـ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ فَرْضِ الْعَصْرِ ـ ٢ـ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ـ ٣ـ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ فَرْضِ الْعِشَاءِ ـ ٤ـ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ ـ

تُصَلَّى الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُوْنَةُ كَالْفَرَائِضِ ، إِلَّا أَنَّهُ يَضُمُّ سُوْرَةً مَعَ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ النَّفْلِ ـ إِذَا صَلّٰى نَافِلَةً

أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِىْ آخِرِهَا صَحَّ نَفْلُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ - يُكْرَهُ أَنْ يُّصَلِّىَ فِى النَّهَارِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ - يُكْرَهُ أن يُّصَلِّىَ فِى اللَّيْلِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِىْ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ - اَلْأَفْضَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ - أَنْ يُّصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - وَالْأَفْضَلُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ أَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنْ يُّصَلِّىَ فِى اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى ، وَفِى النَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا - طُوْلُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّكَعَاتِ - اَلتَّنَفُّلُ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ التَّنَفُّلِ بِالنَّهَارِ -

সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা

১. আছরের ফরয নামাযের আগে চার রাকাত। ২. মাগরিবের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকাত। ৩. এশার ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকাত। ৪. এশার ফরয নামাযের পর চার রাকাত।

সুন্নাত নামায ফরয নামাযের ন্যায় আদায় করতে হয়। তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, নফলের প্রতি রা'কাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে সূরা মিলাতে হবে। যদি কেউ দু'রাকাতের অধিক নফল নামায পড়ে এবং শুধু মাত্র আখেরী বৈঠক করে তাহলে তার নফল নামায কারাহাতের সাথে জায়েয হবে। দিবসে এক সালামে চার রা'কাতের বেশী নফল নামায পড়া মাকরূহ। তদ্রূপ রাত্রে এক সালামে আট রা'কাতের বেশী নফল নামায পড়া মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে দিনে বা রাত্রে এক সালামে চার রা'কাত নফল পড়া উত্তম। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রাহঃ) এর মতে নফল নামায রাত্রে দু, দু রাকাত এবং দিবসে চার চার রাকাত করে পড়া উত্তম। রাকাত বৃদ্ধি করার চেয়ে কিয়াম ও কেরাত দীর্ঘ করা উত্তম। রাত্রে নফল নামায পড়ার চেয়ে দিবসে নফল পড়া উত্তম।

اَلصَّلٰوَاتُ الْمَنْدُوْبَةُ وَإِحْيَاءُ اللَّيَالِىْ

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يُّصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوْسِ وَتُسَمّٰى هٰذِهِ الصَّلَاةُ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ - فَإِنْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا جَلَسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ - وَإِنْ صَلَّى الْفَرْضَ عَقِبَ دُخُوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ ، أَ

صَلّٰى صَلَاةً أُخْرٰى وَلَمْ يَنْوِيهَا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ تَكْفِيهِ هٰذِهِ الصَّلَاةُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ـ وَتُسْتَحَبُّ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ قَبْلَ جَفَافِ الْمَاءِ مِنَ الْأَعْضَاءِ ، وَتُسَمّٰى هٰذِهِ الصَّلَاةُ تَحِيَّةَ الْوُضُوْءِ ـ وَتُسْتَحَبُّ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِى الضُّحٰى ، وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ إِلٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَتُسَمّٰى هٰذِهِ الصَّلَاةُ صَلَاةَ الضُّحٰى ـ وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ الْإِسْتِخَارَةِ وَهِىَ رَكْعَتَانِ ـ وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ الْحَاجَةِ وَهِىَ رَكْعَتَانِ ـ وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ إِحْيَاءِ لِيَالِى الْعَشْرِ الْأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ إِحْيَاءِ لَيْلَتَىْ عِيْدِ الْفِطْرِ ، وَعِيْدِ الْأَضْحٰى ـ وَتُسْتَحَبُّ إِحْيَاءُ لِيَالِىْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ ـ وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ إِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ـ يُكْرَهُ الْإِجْتِمَاعُ عَلٰى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هٰذِهِ اللَّيَالِىْ إِذَا كَانَ الْإِجْتِمَاعُ بِتَدَاعٍ ـ أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِجْتِمَاعُ بِدُوْنِ تَدَاعٍ فَلَا بَأْسَ بِهٖ ـ

নফল নামায ও রাত্রি জাগরণ

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়া মোস্তাহাব। এই নামাযকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়। কিন্তু যদি বসার পর দু'রাকাত নামায পড়ে তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। যদি মসজিদে প্রবেশ করে (প্রথমে) ফরয নামায পড়ে, কিংবা অন্য কোন নামায পড়ে এবং এতে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়ত না করে তাহলে এই নামাযই তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। উযূ করার পর শরীরের পানি শুকানোর আগে দু'রাকাত নামায পড়া মোস্তাহাব। এই নামাযকে তাহিয়্যাতুল উযূ বলা হয়। পূর্বাহ্নে চার রাকাত নামায পড়া মোস্তাহাব। ইচ্ছা করলে বার রাকাত পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে, এই নামাযকে সালাতুজ্‌জোহা (চাশতের নামায) বলা হয়।

ইস্তেখারার দু'রাকাত নামায পড়া মোস্তাহাব। সালাতুল হাজত অর্থাৎ উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য দু'রাকাত নামায পড়া মোস্তাহাব। রমজানের শেষ দশ দিন (ই'বাদতের জন্য) রাত্রি জাগরণ করা মোস্তাহাব। ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আজহার রাত্রি দ্বয়ে জাগ্রত থেকে ই'বাদত বন্দেগী করা মোস্তাহাব। জিলহজের দশ, এগার ও বার তারীখের রাত সমূহে জাগ্রত থেকে ই'বাদত বন্দেগী করা মোস্তাহাব। শাবানের পনের তারীখের রাত্রি জাগরণে (ইবাদতের জন্য) মোস্তাহাব এ সকল রাত্রি জাগরণ করার জন্য লোকদের (এক জায়গায়) সমবেত

হওয়া মাকরূহ হবে, যদি পরস্পর ডাকাডাকি করে সমবেত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি ডাকা ডাকি ছাড়াই (অনেক লোক) একত্রিত হয়ে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

اَلصَّلَاةُ قَاعِدًا

لَا يَصِحُّ الْفَرْضُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ـ وَلَا يَصِحُّ الْوَاجِبُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ـ وَ يَصِحُّ النَّفْلُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ـ مَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا بِدُوْنِ عُذْرٍ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ـ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا بِعُذْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ ـ اَلَّذِيْ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَجْلِسُ مِثْلَ جُلُوْسِهِ لِلتَّشَهُّدِ ـ لَوِ افْتَتَحَ النَّفْلَ قَائِمًا جَازَ لَهُ أَنْ يُكْمِلَهُ قَاعِدًا بِدُوْنِ كَرَاهَةٍ ـ

বসে নামায পড়ার হুকুম

দাঁড়াতে সক্ষম হলে ফরয নামায বসে পড়া শুদ্ধ হবে না। তদ্রূপ দাঁড়াতে সক্ষম অবস্থায় ওয়াজিব নামায বসে পড়া জায়েয হবে না। তবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েও নফল নামায বসে পড়া শুদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি বিনা ওজরে নফল নামায বসে পড়বে সে দন্ডায়মান ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ওজর বশত বসে নফল নামায আদায় করবে সে দন্ডায়মান ব্যক্তির সমান সওয়াব লাভ করবে। যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ছে সে তাশাহ্‌হুদ পড়ার জন্য যেভাবে বসে সেভাবে বসবে। যদি কেউ দাঁড়িয়ে নফল নামায শুরু করে তাহলে (মাকরূহ হওয়া ছাড়াই) তার জন্য সেই নামায বসে পূর্ণ করা জায়েয আছে।

اَلصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ

শব্দার্থ ঃ جُمُوْحًا (ف) – অবাধ্য হওয়া। إِرْكَابًا – আরোহণ করানো। تَوَجُّهًا – অভিমুখী হওয়া। رَبْطًا (ن) – বাঁধা। طَيَرَانًا (ض) – উড়া। (ن) دَوَرَانًا – ঘোরা। إِيْمَاءً (إِلٰى) – ইঙ্গিত করা। تَعَسُّرًا – কঠিন হওয়া। تَحَوُّلًا – পরিবর্তন হওয়া। إِحْتِسَابًا – আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা। كَسْلًا (س) – অলসতা করা। كَسْلَانُ বব كُسَالٰى – অলস। (اَللَّيْلَ) ـ إِحْيَاءً – রাত জেগে ইবাদত করা। إِمَامٌ বব أَئِمَّةٌ – ইমাম, নেতা। عَدُوٌّ বব أَعْدَاءٌ – শত্রু। سَاحِلٌ বব سَوَاحِلُ – উপকূল। طَائِرَةٌ বব طَائِرَاتٌ –

উড়োজাহাজ। مَذْهَبٌ বব مَذَاهِبُ – মাযহাব। مَقْعَدٌ বব مَقَاعِدُ – আসন, গদি। فَرْشٌ বব فُرُوْشٌ – শয্যা। مَلَلاً (س) – বিরক্ত হওয়া। خَوْفًا (س) – ভয় করা।

لاَ يَصِحُّ الْفَرْضُ عَلٰى ظَهْرِ الدَّابَّةِ ـ وَلاَ يَصِحُّ الْوَاجِبُ عَلٰى ظَهْرِ الدَّابَّةِ ـ فَصَلاَةُ الْوِتْرِ ، وَصَلاَةُ النَّذْرِ ، وَقَضَاءُ صَلاَةِ النَّفْلِ الَّتِيْ أَفْسَدَهَا بَعْدَ الشُّرُوْعِ فِيْهَا لاَ تَجُوْزُ عَلَى الدَّابَّةِ ـ إِذَا كَانَ لِلْمُصَلِّيْ عُذْرٌ ، كَأَنْ يَّخَافَ عَدُوًّا إِذَا نَزَلَ عَلَى الْأَرْضِ ـ أَوْ يَخَافَ سَبُعًا مِنَ السِّبَاعِ ، أَوْ يَخَافَ جُمُوْحَ الدَّابَّةِ ، أَوْ كَانَ فِيْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ وَحْلٌ ، تَصِحُّ صَلاَتُهُ عَلَى الدَّابَّةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلاَةُ فَرْضًا أَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً ـ

وَكَذَا إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُّرَكِّبُهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَهُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوْبِ بِنَفْسِهِ ـ تَجُوْزُ السُّنَنُ الْمُؤَكَّدَةُ عَلَى الدَّابَّةِ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْزِلُ لِسُنَّةِ الْفَجْرِ لِأَنَّهَا اٰكَدُ مِنْ غَيْرِهَا ـ إِذَا صَلّٰى خَارِجَ الْمِصْرِ عَلَى الدَّابَّةِ صَلّٰى بِالْإِيْمَاءِ إِلٰى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتِ الدَّابَّةُ ـ

বাহনজন্তুর পিঠে নামায পড়ার হুকুম

বাহনজন্তুর পিঠে ফরয নামায পড়া শুদ্ধ হবে না।

তদ্রূপ বাহনজন্তুর পিঠে ওয়াজিব নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। অতএব বিতর নামায, মানত নামায এবং শুরু করে ফাসেদকৃত নফল নামাযের কাযা বাহনজন্তুর উপর আদায় করা জায়েয হবে না। যদি নামাযীর কোন ওজর থাকে যেমন বাহনজন্তু থেকে নামলে শত্রুর আশংকা রয়েছে, কিংবা কোন হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের আশংকা করছে, কিংবা পশুর অবাধ্যতার আশংকা করছে, কিংবা সে জায়গায় কাদা মাটি রয়েছে তাহলে (এসব অবস্থায়) তার জন্য বাহনজন্তুর উপর নামায পড়া জায়েয আছে। চাই তা ফরয নামায হউক কিংবা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যদি তাকে বাহনজন্তুর উপর (পুনরায়) তুলে দেওয়ার মত কোন লোক না থাকে, আর সে নিজে তাতে আরোহণ করতে সক্ষম না হয় তাহলেও তার জন্য বাহনজন্তুর ওপর ফরয ও ওয়াজিব নামায আদায় করা জায়েয হবে। বাহনজন্তুর উপর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা জায়েয হবে। তবে ফজরের সুন্নাত পড়ার জন্য বাহনজন্তু থেকে নেমে যাবে। কারণ অন্যান্য সুন্নাত অপেক্ষা

ফজরের সুন্নাতের প্রতি অধিক তাকীদ রয়েছে। যদি কেউ শহরের বাহিরে বাহনজন্তুর উপর নামায পড়ে, তাহলে বাহনজন্তু যে দিকে যায় সেদিকে অভিমুখী হয়েই ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে।

اَلصَّلاَةُ فِى السَّفِيْنَةِ

يَصِحُّ الْفَرْضُ فِى السَّفِيْنَةِ الْجَارِيَةِ قَاعِدًا بِدُوْنِ عُذْرٍ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ـ وَلاَ يَصِحُّ الْفَرْضُ قَاعِدًا فِى السَّفِيْنَةِ الْجَارِيَةِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ أَبِىْ يُوْسُفَ وَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ ـ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِى السَّفِيْنَةِ بِالْإِيْمَاءِ لِمَنْ يَّقْدِرُ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ـ إِذَا كَانَتِ السَّفِيْنَةُ مَرْبُوْطَةً بِالسَّاحِلِ لاَ تَجُوْزُ فِيْهَا الصَّلاَةُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْخُرُوْجِ مِنَ السَّفِيْنَةِ جَازَتْ صَلاَتُهُ فِى السَّفِيْنَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَرْبُوْطَةً أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً ـ

নৌযানে নামায পড়ার হুকুম

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে চলন্ত নৌযানে বিনা ওজরে ফরয নামায বসে পড়া জায়েয আছে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ) এর মতে চলন্ত নৌযানে বিনা ওজরে ফরয নামায বসে পড়া জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি রুকু-সেজদা আদায় করতে সক্ষম তার জন্য নৌযানে ইশারার মাধ্যমে নামায পড়া সহী হবে না। যদি নৌযান তীরে নোঙ্গর করা থাকে তাহলে দাঁড়াতে সক্ষম অবস্থায় সেখানে বসে নামায পড়া জায়েয হবে না। যদি নৌযান থেকে বের হওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে এমতাবস্থায় নৌযানের মধ্যে নামায পড়া জায়েয হবে। চাই জাহাজ নোঙ্গর দেওয়া থাকুক কিংবা চলমান থাকুক।

اَلصَّلاَةُ فِى الْقِطَارِ وَالطَّائِرَةِ

يَصِحُّ الْفَرْضُ ، وَالْوَاجِبُ فِى الْقِطَارِ الْجَارِىْ ، وَالطَّائِرَةِ حَالَ طَيَرَانِهَا قَاعِدًا بِدُوْنِ عُذْرٍ عَلٰى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ ـ وَلاَ يَصِحُّ الْفَرْضُ ، وَالْوَاجِبُ فِى الْقِطَارِ الْجَارِىْ وَالطَّائِرَةِ حَالَ طَيَرَانِهَا قَاعِدًا بِدُوْنِ عُذْرٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَدَوَرَانِ الرَّأْسِ

مَثَلاً - وَكَذَا إِذَا كَانَ الْقِطَارُ يَتَحَرَّكُ تَحَرُّكًا شَدِيْدًا بِحَيْثُ يَتَعَسَّرُ الْقِيَامُ صَحَّتِ الصَّلاَةُ قَاعِدًا - إِنْ صَلّٰى قَائِمًا بَيْنَ الْمَقْعَدَيْنِ ، وَسَجَدَ عَلٰى مَقْعَدٍ صَحَّتْ صَلاَتُهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُوْدُ عَلٰى فَرْشِ الْقِطَارِ - أَمَّا إِذَا كَانَ الْقِطَارُ وَاقِفًا فَلاَ تَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلاَةُ قَاعِدًا بِدُوْنِ عُذْرٍ عِنْدَ الْجَمِيْعِ - كَذَا إِذَا كَانَتِ الطَّائِرَةُ وَاقِفَةً عَلَى الْأَرْضِ لاَ تَجُوْزُ فِيْهَا الصَّلاَةُ قَاعِدًا بِدُوْنِ عُذْرٍ - إِذَا شَرَعَ صَلاَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَحَوَّلَ الْقِطَارُ ، أَوِ الطَّائِرَةُ إِلٰى جِهَةٍ أُخْرٰى تَحَوَّلَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّحَوُّلِ - وَإِنْ لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّحَوُّلِ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِتَحَوُّلِ الْقِطَارِ ، أَوِ الطَّائِرَةِ جَازَتْ صَلاَتُهُ -

রেলগাড়ি ও উড়োজাহাজে নামায পড়ার হুকুম

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে চলন্ত ট্রেন ও উড়ন্ত বিমানে কোন ওজর ব্যতীত ফরজ ও ওয়াজিব নামায বসে পড়া সহী হবে। কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মতে চলন্ত ট্রেন ও উড়ন্ত বিমানে ওজর ছাড়া ফরজ ও ওয়াজিব নামায বসে পড়া সহী হবে না। কিন্তু যদি ওজর থাকে তাহলে জায়েয হবে। যেমন মাথা ঘোরানো ইত্যাদি। তদ্রূপ রেলগাড়ি যদি এতো বেশী নড়া চড়া করে যে, দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর, তাহলে বসে নামায পড়া শুদ্ধ হবে। যদি দুই আসনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে এবং এক আসনে সেজদা করে তাহলে নামায সহী হবে, যদি রেলগাড়ির মেঝেতে সেজদা করা সম্ভব না হয়। কিন্তু যদি রেলগাড়ি থেমে থাকে তাহলে সকলের মতে বিনা ওজরে তাতে বসে নামায পড়া জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে বিমান যদি ভূমিতে অবস্থান করে তাহলে বিনা ওজরে তাতে বসে নামায পড়া জায়েয হবে না। যদি কেবলামুখী হয়ে নামায শুরু করার পর রেলগাড়ি কিংবা উড়োজাহাজ কেবলা থেকে অন্য দিকে ঘুরে যায়, তাহলে সম্ভব হলে (নামাযের মধ্যেই) কেবলার দিকে ঘুরে যাবে। আর যদি কেবলার দিকে ঘুরতে সক্ষম না হয় কিংবা রেলগাড়ি বা উড়োজাহাজের দিক পরিবর্তনের বিষয় জানা না থাকে তাহলে নামায সহী হয়ে যাবে।

صَلاَةُ التَّرَاوِيْحِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا ، وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" - (رواه البخارى ومسلم)

صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةٌ عَيْنٍ مُؤَكَّدَةٍ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ـ صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ بِالْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ كِفَايَةٌ لِأَهْلِ الْحَيِّ ـ صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ ـ وَقْتُ التَّرَاوِيْحِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيْمُ التَّرَاوِيْحِ عَلَى الْوِتْرِ ـ وَيَصِحُّ تَقْدِيْمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّرَاوِيْحِ ، وَلٰكِنَّ تَقْدِيْمَ التَّرَاوِيْحِ عَلَى الْوِتْرِ هُوَ الْأَوْلٰى ـ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُ التَّرَاوِيْحِ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ؛ وَكَذَا إِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ ـ وَلَا يُكْرَهُ تَأْخِيْرُ التَّرَاوِيْحِ إِلٰى مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ـ يُسْتَحَبُّ الْجُلُوْسُ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِلْإِسْتِرَاحَةِ بِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ـ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ الْجُلُوْسُ بَيْنَ التَّرْوِيْحَةِ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ ـ تُسَنُّ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ بِتَمَامِهٖ فِيْ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ مَرَّةً فِى الشَّهْرِ ـ فَلَا يَتْرُكُ قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ بِتَمَامِهٖ لِكَسَلِ الْقَوْمِ ـ وَلَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كُلِّ تَشَهُّدٍ فِيْهَا وَلَوْ مَلَّ الْقَوْمُ ـ كَذَا لَا يَتْرُكُ الثَّنَاءَ ، وَتَسْبِيْحَاتِ الرُّكُوْعِ ، وَالسُّجُوْدِ وَلَوْ مَلَّ الْقَوْمُ ـ وَيَتْرُكُ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ إِنْ مَلَّ الْقَوْمُ بِهٖ ، وَلٰكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ قَصِيْرٍ تَحْصِيْلًا لِلسُّنَّةِ ـ لَا تُقْضٰى صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ لَا جَمَاعَةً وَلَا انْفِرَادًا ـ

তারাবীর নামায

নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমযানের রাত্রিতে ইবাদত করবে তার পূর্ববর্তী সবগুণাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারী মুসলিম)

তারাবীর নামায পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। মহল্লাবাসীদের জন্য তারাবীর নামায জামাতের সাথে পড়া সুন্নাতে কেফায়া। তারাবীর নামায দশ ছালামের সাথে বিশ রাকাত। তারাবীর নামাযের সময় হলো, এশার নামাযের পর থেকে সোব্হে সাদেক উদিত হওয়া পর্যন্ত। তারাবীর নামায বিতর নামাযের আগে পড়া মোস্তাহাব। বিতর নামায তারাবীর নামাযের আগে পড়া জায়েয আছে। কিন্তু তারাবীর নামায বিতর নামাযের আগে পড়া উত্তম।

তারাবীর নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করা মোস্তাহাব। অনুরূপভাবে অর্ধরাত পর্যন্ত (বিলম্বিত করা মোস্তাহাব) তারাবীর নামায অর্ধরাতের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করা মাকরূহ নয়। প্রতি চার রাকাত অন্তর বিশ্রামের জন্য চার রাকাত আদায় করার সময় পরিমাণ বসা মোস্তাহাব। রযমান মাসে তারাবীর নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ একবার তেলাওয়াত করা সুন্নাত। সুতরাং মুসল্লিদের অলসতার কারণে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করা ছেড়ে দিবে না। কোন তাশাহ্‌হুদে দুরূদ শরীফ পড়া ছেড়ে দিবে না। যদিও মুসল্লিগণ তাতে বিরক্তিবোধ করে। তদ্রূপ মুসল্লিদের বিরক্তি সত্ত্বেও ছানা, রুকু ও সেজদার তাছবীহ পাঠ করা ছেড়ে দিবে না। তবে মুসল্লিগণ বিরক্তিবোধ করলে দুরূদ পরবর্তী দো'য়া পড়া ছেড়ে দিবে। তবে সুন্নাতের অনুসরণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত দো'য়া করা উত্তম। তারাবীর নামাযের কাযা জামাতের সাথে কিংবা একাকী আদায় করা যায় না।

صَلَاةُ الْمُسَافِرِ

শব্দার্থ ঃ ضَرْبًا (فِي الْأَرْضِ ـ ض) – ভ্রমণ করা। قَصْرًا (ن) – খাট করা। تَرْخِيْصًا – অনুমতি দেওয়া। إِفْطَارًا – রোযা ভঙ্গ করা। سَيْرًا (ض) – চলা, সফর করা। إِسْتِقْلَالًا – স্বনির্ভর হওয়া। مُجَرَّدٌ – আলাদা, শূন্য। مُبَاحٌ – বৈধ। حَتْمٌ – সিদ্ধান্ত। حَتْمِيٌّ – চূড়ান্ত, অপরিহার্য। رُخْصَةٌ – ছাড়, অবকাশ। سَفَرٌ – প্রবাস। حَضَرٌ – আবাস। إِسْتِيْطَانًا – বসতি স্থাপন করা। جُنَاحٌ – পাপ, দোষ। مَرْكَبٌ বব مَرَاكِبُ – যানবাহন। تَابِعٌ – অনুগত, অধীন। جُنْدِيٌّ বব جُنُوْدٌ – সৈনিক। عُمْرَانٌ – বসতি। فِنَاءٌ বব أَفْنِيَةٌ – উঠান, প্রাঙ্গন। طَاعَةٌ – ইবাদত, আনুগত্য। مَعْصِيَةٌ বব مَعَاصٍ – পাপ। وَطَنٌ বব أَوْطَانٌ – স্বদেশ। سَيِّدٌ বব سَادَاتٌ – মনিব।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ" ـ (النساء ـ ١٠١)

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ "خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ" ـ أَقَلُّ السَّفَرِ الَّذِيْ يَجِبُ فِيْهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ ، وَيُرَخَّصُ فِيْهِ الْإِفْطَارُ فِيْ رَمَضَانَ

هُوَ مَا كَانَتْ مَسَافَتُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَقْصَرِ أَيَّامِ السَّنَةِ بِالسَّيْرِ الْوَسَطِ ، وَ هُوَ مَشْىُ الْأَقْدَامِ ، وَسَيْرُ الْإِبِلِ ـ مَنْ قَطَعَ مَسَافَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِىْ سَاعَةٍ مَثَلاً عَلىٰ مَرْكَبٍ سَرِيْعٍ كَالْقِطَارِ وَالطَّائِرَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ ـ اَلْقَصْرُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسَافِرِ ـ مَنْ أَتَمَّ صَلاَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَدْ أَسَاءَ ـ اَلْمُسَافِرُ يَقْصُرُ فِىْ فَرْضِ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْعِشَاءِ ـ فَيُصَلِّى الْفَرْضَ فِىْ هٰذِهِ الْأَوْقَاتِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بَدَلَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ـ وَلاَ يَقْصُرُ فِى الْفَجْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ـ

সফরে নামায পড়ার বিধান

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর করবে তখন তোমাদের জন্য নামায কসর করা দোষনীয় হবে না। (সূরা নিসা/১০১)

হযরত আনাস (রাঃ) এর সুত্রে বুখারী ও মুসলিম (রাহঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী (সঃ) এর সঙ্গে মদীনা থেকে মক্কায় গিয়েছিলাম। আমরা মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত নবীজি (ফরজ নামায) দুই দুই রাকাত করে পড়েছিলেন। যে সফরে নামায কছর করা ওয়াজিব এবং তাতে রমযান মাসে রোযা না রাখার অবকাশ রেয়েছে, তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, বছরের সবচেয়ে ছোট দিনগুলোর তিন দিনের দূরত্ব পরিমাণ। এক্ষেত্রে মাঝারী ধরনের ভ্রমণ বিবেচ্য হবে। আর তাহলো পায়ে হেঁটে কিংবা উটে চড়ে ভ্রমণ করা। যদি কোন ব্যক্তি দ্রুতগ্রামী ট্রেনে চড়ে কিংবা বিমানে উঠে তিন দিনের দূরত্ব এক ঘন্টায় অতিক্রম করে, তাহলে তার উপরও নামায কছর করা ওয়াজিব হবে। মুসাফিরের উপর নামায কছর করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি সফরের অবস্থায় নামায পূর্ণ করবে (অর্থাৎ চার রাকাত ফরয নামায চার রাকাত পড়বে) সে গুণাহগার হবে। মুসাফির ব্যক্তি জোহর, আছর ও ঈশার ফরয নামায কছর করবে। সুতরাং সে এই ওয়াক্ত গুলোতে ফরয নামায চার রাকাতের পরিবর্তে দুই দুই রাকাত করে পড়বে। কিন্তু ফযর ও মাগরিবের নামায কছর করবেনা।

شُرُوْطُ صِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ

تُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلاَثَةُ أُمُوْرٍ :

١ـ أَنْ يَّكُوْنَ الَّذِىْ قَدْ نَوَى السَّفَرَ بَالِغًا ـ فَلَوْ كَانَ صَبِيًّا لاَ يَجِبُ

عَلَيْهِ الْقَصْرُ ـ ٢ـ أَنْ يَّكُوْنَ الَّذِىْ قَدْ نَوَى السَّفَرَ مُسْتَقِلًّا بِسَفَرِهٖ ـ فَلَا يَجِبُ الْقَصْرُ إِذَا كَانَ تَابِعًا لِلَّذِىْ لَمْ يَكُنْ نَاوِيًا لِلسَّفَرِ ـ فَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الزَّوْجَةِ بِالسَّفَرِ إِذَا لَمْ يَنْوِ الزَّوْجُ السَّفَرَ ، لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَابِعَةٌ لِزَوْجِهَا ـ وَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْخَادِمِ بِالسَّفَرِ إِذَا لَمْ يَنْوِ سَيِّدُهُ السَّفَرَ ، لِأَنَّ الْخَادِمَ تَابِعٌ لِسَيِّدِهٖ ـ وَكَذَا لَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْجُنْدِيِّ بِالسَّفَرِ ، إِذَا لَمْ يَنْوِ أَمِيْرُهُ السَّفَرَ ، لِأَنَّ الْجُنْدِيَّ تَابِعٌ لِأَمِيْرِهٖ ـ ٣ـ أَنْ لَّا تَكُوْنَ مَسَافَةُ السَّفَرِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِالْمَشْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ ـ

সফরের নিয়ত সহী হওয়ার শর্ত

সফরের নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় শর্ত।

১. সফরের নিয়তকারী প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। অতএব সফরকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার উপর নামায কছর করা ওয়াজিব হবে না। ২. সফরের নিয়ত কারী সফরের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়া। অতএব সফরকারী যদি এমন ব্যক্তির অনুগামী হয়, যে সফরের নিয়ত করেনি তাহলে তার উপর নামায কছর করা ওয়াজিব হবে না। সুতরাং স্বামী যদি সফরের নিয়ত না করে তাহলে স্ত্রীর সফরের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা স্ত্রী তার স্বামীর অনুগামী। তদ্রূপ মনিবের সফরের নিয়ত ব্যতীত খাদেমের সফরের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা খাদেম তার মনিবের অনুগামী। এভাবে সৈন্যবাহিনীর সফরের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সেনাপতি সফরের নিয়ত না করে। কেননা সৈন্যবাহিনী তাদের সেনাপতির অনুগামী। ৩. সফরের দূরত্ব পায়ে হাঁটায় তিন দিনের কম না হওয়া।

مَتٰى يُبْدَأُ بِالْقَصْرِ؟

وَلَا يَجُوْزُ الْقَصْرُ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ وَتَجَاوَزَ عُمْرَانَهَا ـ

وَلَا يَجُوْزُ الْقَصْرُ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَتَجَاوَزَ فِنَاءَهَا ، فَلَا يَجُوْزُ الْقَصْرُ لِمُجَرَّدِ نِيَّةِ السَّفَرِ ، إِذَا لَمْ يُغَادِرِ الْمَدِيْنَةَ أَوِ الْقَرْيَةَ ـ وَكَذَا لَا يَجُوْزُ الْقَصْرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ وَلٰكِنْ لَّمْ يَتَجَاوَزْ فِنَاءَ الْمَدِيْنَةِ أَوْ عُمْرَانَ الْقَرْيَةِ ـ يَجُوْزُ الْقَصْرُ فِىْ كُلِّ سَفَرٍ سَوَاءٌ كَانَ

السَّفَرُ لِطَاعَةٍ كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ ، أَوْ كَانَ لِأَمْرٍ مُبَاحٍ كَالتِّجَارَةِ ، أَوْ كَانَ لِأَمْرٍ فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَالسَّرِقَةِ ـ إِذَا أَتَمَّ الْمُسَافِرُ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، وَتَصِيْرُ الرَّكْعَتَانِ الْأَخِيْرَتَانِ نَافِلَتَيْنِ ، وَلٰكِنَّهُ يُكْرَهُ لِتَأْخِيْرِهِ السَّلَامَ عَنْ مَحَلِّهِ ـ إِذَا أَتَمَّ الْمُسَافِرُ الرُّبَاعِيَّةَ وَلَمْ يَجْلِسْ بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْقَصْرَ حَتْمٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِرُخْصَةٍ ـ

কখন থেকে কছর আরম্ভ করবে?

গ্রাম থেকে বের হয়ে বাড়ি-ঘর অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত নামায কছর করা জায়েয হবে না। শহর থেকে বের হওয়ার পর শহরতলী অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত নামায কছর করা জায়েয হবে না। অতএব শুধু সফরের নিয়তে নামায কছর করা জায়েয হবে না, যদি গ্রাম বা শহর অতিক্রম না করে। অনুরূপভাবে নামায কছর করা জায়েয হবে না, যদি নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, কিন্তু শহরতলী কিংবা গ্রামের বাড়িঘর অতিক্রম না করে। প্রত্যেক সফরে নামায কছর করা জায়েয আছে। চাই ই'বাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা হউক, যেমন হজ ও জেহাদ করা, কিংবা কোন বৈধ কাজের জন্য, যেমন ব্যবসা করা, কিংবা কোন গুণাহের কাজের জন্য, যেমন চুরি করা। মুসাফির যদি চার রাকাত ফরজ নামায পূর্ণ করে এবং প্রথম দুই রাকাতের পর বসে তাহলে তার নামায সহী হবে। শেষ দু'রাকাত নফল হয়ে যাবে। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থান থেকে ছালাম বিলম্বিত করার কারণে মাকরূহ হবে। মুসাফির যদি চার রা'কাত ফরজ নামায পূর্ণ করে, কিন্তু প্রথম দু'রাকাতের পর তাশাহুদ পরিমাণ না বসে তাহলে তার নামায সহী হবে না। কেননা আমাদের মাজহাবে নামায কছর করা জরুরী। এ ব্যাপারে কোন ছাড় নেই।

مُدَّةُ الْقَصْرِ

وَلَا يَزَالُ الْمُسَافِرُ يَقْصُرُ فَرْضَهُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَيَدْخُلَ مَدِيْنَتَهُ ـ وَيَسْقُطُ الْقَصْرُ إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ لِمُدَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فِيْ قَرْيَةٍ ، أَوْ فِيْ مَدِيْنَةٍ ـ فَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ فَرْضَهُ ـ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ وَبَقِيَ سِنِيْنَ بِدُوْنِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ـ

কছর নামাযের মেয়াদ

মুসাফির সফর থেকে ফিরে এসে নিজ শহরে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত (চার রাকাত বিশিষ্ট) ফরজ নামায কছর করবে। যদি কোন গ্রাম বা শহরে পনের দিন বা তার চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার নিয়ত করে তাহলে নামায কছর করার বিধান রহিত হয়ে যাবে। আর যদি পনের দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়ত করে তাহলে ফরয নামায কছর করবে। অনুরূপভাবে যদি (পনের দিন) থাকার নিয়ত না করে আর ইকামতের নিয়ত ছাড়া কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে নামায কছর করবে।

اِقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيْمِ وَعَكْسِهِ

يَجُوْزُ اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيْمِ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُتَابِعًا لِإِمَامِهِ ـ وَيَجُوْزُ اقْتِدَاءُ الْمُقِيْمِ بِالْمُسَافِرِ ـ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيْمِيْنَ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَّقُوْلَ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ "أَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّيْ مُسَافِرٌ" ـ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَّقُوْلَ ذٰلِكَ قَبْلَ شُرُوْعِهِ فِى الصَّلَاةِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَيْضًا ـ إِذَا قَامَ الْمُقِيْمُ لِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ بَعْدَ تَسْلِيْمِ إِمَامِهِ الْمُسَافِرَ لَا يَقْرَأُ بَلْ يُتِمُّ صَلَاتَهُ بِدُوْنِ الْقِرَاءَةِ مِثْلَ اللَّاحِقِ ـ إِذَا فَاتَتْ صَلَاةٌ رُبَاعِيَّةٌ فِى السَّفَرِ تُقْضٰى رَكْعَتَيْنِ ، سَوَاءٌ يَقْضِيْهَا فِى السَّفَرِ ، أَوْ يَقْضِيْهَا فِى الْحَضَرِ ـ وَإِذَا فَاتَتْ صَلَاةٌ رُبَاعِيَّةٌ فِى الْإِقَامَةِ تُقْضٰى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، سَوَاءٌ يَقْضِيْهَا فِى السَّفَرِ ، أَوْ يَقْضِيْهَا فِى الْحَضَرِ ـ

মুকীম ও মুসাফিরের পরস্পরের পেছনে ইক্তেদা

মুকীমের পেছনে মুসাফিরের ইক্তেদা করা জায়েয আছে। তবে ইমামের অনুসরণে নামায চার রাকাত পূর্ণ করবে। তদ্রূপ মুসাফিরের পেছনে মুকীমের ইক্তেদা করা জায়েয আছে। মুসাফির যদি মুকীমদের ইমামতি করে তাহলে ছালামের পর তাঁর বলা উচিত "তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ কর, আমি মুসাফির। তবে একথা নামায শুরু করার আগে বলা উত্তম। নামায শেষেও বলা যেতে পারে। মুসাফির ইমাম ছালাম ফিরানোর পর যখন মুকীম মোক্তাদী তার নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়াবে, তখন কেরাত পড়বে না বরং লাহেকের[১] ন্যায়

১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শুরু থেকেই জামাতে শরীক ছিল, তারপর কোন কারণে কয়েক রাকাত কিংবা সমস্ত রাকাত ছুটে গেছে তাকে লাহেক বলা হয়।

কেরাত বিহীন নামায পূর্ণ করবে। যদি সফরে চার রাকাত বিশিষ্ট নামায ছুটে যায় তাহলে দু'রাকাত কাযা করবে চাই তা মুসাফির অবস্থায় আদায় করুক কিংবা মুকীম অবস্থায়। অনুরূপভাবে যদি মুকিম অবস্থায় চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ ছুটে যায় তাহলে চার রাকাতই কাজা করবে চাই তা মুকিম অবস্থায় আদায় করুক কিংবা মুসাফির অবস্থায়।

أَقْسَامُ الْوَطَنِ وَأَحْكَامُهَا

اَلْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ يَبْطُلُ بِالْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ ـ فَإِذَا تَرَكَ وَطَنَهُ الْأَصْلِيَّ وَانْتَقَلَ مِنْهُ إِلٰى بَلْدَةٍ أُخْرٰى وَاسْتَوْطَنَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى وَطَنِهِ الْأَوَّلِ لِأَمْرٍ مَّا قَصَرَ فِيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْآنَ وَطَنًا لَهُ ـ وَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِوَطَنِ الْإِقَامَةِ الْآخَرِ ـ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِالسَّفَرِ مِنْهِ ـ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِالرُّجُوْعِ إِلَى الْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ ـ اَلْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ : هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِى اسْتَوْطَنَهُ سَوَاءٌ تَزَوَّجَ فِيْهِ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ ـ وَطَنُ الْإِقَامَةِ: هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِىْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِيْهِ لِمُدَّةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ـ

আবাসস্থলের প্রকার ও তার বিধান

স্থায়ী নিবাস অনুরূপ স্থায়ী নিবাস দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। যদি কেউ তার স্থায়ী আবাসস্থল ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে স্থায়ী আবাস গ্রহণ করে অতঃপর কোন প্রয়োজনে প্রথম আবাসস্থলে ফিরে আসে তাহলে সেখানে নামায কছর করবে। কেননা সেটা এখন আর তার স্থায়ী নিবাস নয়। অস্থায়ী আবাসস্থল আরেক অস্থায়ী আবাসস্থল দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। অস্থায়ী আবাসস্থল সফর দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। স্থায়ী আবাসস্থলে ফিরে আসার দ্বারা অস্থায়ী আবাসস্থল বাতিল হয়ে যায়। স্থায়ী নিবাস হলো, এমন স্থান যাকে স্থায়ী আবাসরূপে গ্রহণ করেছে। চাই সেখানে সে বিবাহ করুক কিংবা না করুক। অস্থায়ী আবাস হলো, এমন স্থান যেখানে পনের দিন কিংবা তার চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার নিয়ত করেছে।

صَلَاةُ الْمَرِيْضِ

শব্দার্থ ঃ تَكْلِيْفًا – কাজ দেওয়া, চাপিয়ে দেওয়া। اِسْتِلْقَاءً – চিত হয়ে ঘুমানো। وِسَادَةٌ বব وَسَائِدُ – বালিশ। اِسْتِمْرَارًا – অব্যাহত থাকা। (ض) وَقْتًا – সময় নির্দিষ্ট করা। اِقْتِدَاءً (بِالْإِمَامِ) – ইমামের ইক্তেদা করা।

- مَوَارِيْثُ বব مِيْرَاثٌ। فِدْيَةٌ - ফিদয়া, মুক্তিপণ। إِيْصَاءٌ - অসিয়ত করা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। حُدُوْثًا (ن) - ঘটা। تَبَرُّعًا - স্বেচ্ছায় দান করা। صَاعٌ বব أَصْوَاعٌ - খাদ্য শস্যের মাপ বিশেষ। وُسْعٌ - সামর্থ্য, সাধ্য। حَوَاجِبُ বব حَاجِبٌ - (চোখের) ভ্রু। نِيَابَةً (ن) - স্থলাভিষিক্ত হওয়া। أَلَمٌ বব آلَامٌ - ব্যথা। قِيْمَةٌ - বাজার মূল্য। أَوْلِيَاءُ বব وَلِيٌّ - অভিভাবক। مَوْقُوْفٌ - স্থগিত। نَوَاحٍ (ج) نَاحِيَةٌ - কোণ। شَعِيْرٌ - যব, বার্লি। قَمْحٌ - গম।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة - ٢٨٦)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ "صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ تُوْمِئُ إِيْمَاءً" (رواه أبو داؤد)

لَا يَجُوْزُ تَرْكُ الصَّلَاةِ حَتّٰى فِيْ حَالِ الْمَرَضِ ـ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَدَاءَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ بِتَمَامِهَا يُؤَدِّي الْأَرْكَانَ الَّتِيْ يَقْدِرُ عَلٰى أَدَائِهَا ـ فَالْمَرِيْضُ الَّذِيْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُّصَلِّيَ قَائِمًا يُصَلِّيْ قَاعِدًا بِرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ ـ وَالْمَرِيْضُ الَّذِيْ يَتَعَسَّرُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ لِأَلَمٍ شَدِيْدٍ يُصَلِّيْ قَاعِدًا بِرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ ـ كَذَا يُصَلِّيْ قَاعِدًا إِذَا خَشِيَ حُدُوْثَ مَرَضٍ ، أَوِ ازْدِيَادَ مَرَضٍ، أَوِ التَّأْخِيْرَ فِي الشِّفَاءِ إِذَا صَلّٰى قَائِمًا ـ وَكَذَا يُصَلِّيْ قَاعِدًا إِذَا عَجَزَ عَنِ الرُّكُوْعِ ، وَالسُّجُوْدِ أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا ، وَيُؤَدِّي الرُّكُوْعَ ، وَالسُّجُوْدَ بِالْإِيْمَاءِ ـ مَنْ يَّرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِالْإِيْمَاءِ يَجْعَلُ إِيْمَاءَهُ لِلسُّجُوْدِ أَخْفَضَ مِنْ إِيْمَائِهِ لِلرُّكُوْعِ ـ

إِنْ لَّمْ يَجْعَلْ إِيْمَاءَهُ لِلسُّجُوْدِ أَخْفَضَ مِنْ إِيْمَائِهِ لِلرُّكُوْعِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ ـ وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَّرْفَعَ شَيْئًا إِلٰى وَجْهِهِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ـ إِنْ عَجَزَ الْمَرِيْضُ عَنِ الْجُلُوْسِ صَلّٰى مُسْتَلْقِيًا عَلٰى ظَهْرِهِ وَ رِجْلَاهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ يَنْصِبُ رُكْبَتَيْهِ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ عَلٰى وِسَادَةٍ لِيَصِيْرَ وَجْهُهُ

نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، وَيُؤَدِّي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِالْإِيْمَاءِ - كَذَا يَجُوزُ - إِنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ - أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ وَيُؤَدِّي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِالْإِيْمَاءِ - إِنَّمَا يَنُوبُ الْإِيْمَاءُ مَنَابَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِذَا كَانَ بِالرَّأْسِ - أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِيْمَاءُ بِالْعَيْنِ ، أَوْ بِالْحَاجِبِ ، أَوْ بِالْقَلْبِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ - إِذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْإِيْمَاءِ بِالرَّأْسِ أُخِّرَتْ عَنْهُ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَيَقْضِيْهَا بَعْدَ مَا قَدَرَ عَلَى قَضَائِهَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا سَقَطَتْ عَنْهُ - مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ ، أَوِ الْإِغْمَاءُ وَاسْتَمَرَّ الْإِغْمَاءُ ، وَالْجُنُونُ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ سَقَطَتْ عَنْهُ تِلْكَ الصَّلَوَاتُ - مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ ، أَوِ الْإِغْمَاءُ وَاسْتَمَرَّ الْإِغْمَاءُ ، وَالْجُنُونُ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا ، قَضَى صَلَوَاتِهِ بَعْدَ مَا أَفَاقَ - مَنِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ قَائِمًا ثُمَّ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقُعُودِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْقُعُودِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا بِالْإِيْمَاءِ -

অসুস্থতা কালীন নামাযের হুকুম

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, আল্লাহ কোন মানুষের উপর তার সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না। (সূরা বাকারা/২৮৬)

নবী করীম (সঃ) হযরত ইমরান বিন হোসাইন (রাঃ) কে বলেন, দাঁড়িয়ে নামায পড়। যদি দাঁড়াতে না পার তাহলে বসে পড়। আর যদি বসতেও না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে ইশারায় নামায পড়। (আবু দাউদ)

অসুস্থ অবস্থায়ও নামায তরক করা জায়েয নেই। যে ব্যক্তি এমন অসুস্থ যে, নামাযের সমস্ত রোকন আদায় করতে পারে না, সে যতটুক রোকন আদায় করতে পারে ততটুকু আদায় করবে। অতএব যে অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে না সে বসে রুকু-সেজদার মাধ্যমে নামায পড়বে। আর যে ব্যক্তি প্রচন্ড ব্যথার কারণে দাঁড়াতে অপারগ, সে বসে রুকু সেজদার মাধ্যমে নামায পড়বে। অনুরূপভাবে বসে নামায পড়বে যদি দাঁড়িয়ে পড়লে রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। তদ্রূপ বসে নামায পড়বে, যদি রুকু সেজদা কিংবা উভয়ের কোন একটি আদায় করতে অক্ষম হয় এবং রুকু সেজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে। যে ব্যক্তি ইশারার মাধ্যমে রুকু-সেজদা করে সে রুকুর ইশারার চেয়ে সেজদার

ইশারা অধিক নিচু করবে। যদি রুকুর ইশারার চেয়ে সেজদার ইশারা বেশী নিচু না করে তাহলে নামায শুদ্ধ হবে না। সেজদা করার জন্য চেহারার দিকে কোন কিছু ওঠানো জায়েয হবে না। যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসতে অপারগ হয় তাহলে চিত হয়ে শোয়া অবস্থায় নামায আদায় করবে। পা দুটি কেবলার দিকে প্রসারিত করে দিবে এবং হাঁটুদ্বয় খাড়া করে রাখবে। মাথা বালিশের উপর উঠাবে, যাতে চেহারা কেবলা মুখী হয়ে যায়। রুকু-সেজদা ইশারায় আদায় করবে। অনুরূপভাবে যদি বসতে অপারগ হয় তাহলে কাত হয়ে শায়িত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয আছে। তবে রুকু-সেজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে। ইশারা তখনই রুকু-সেজদার স্থলবর্তী হবে যখন মাথার দ্বারা ইশারা করা হবে। কিন্তু যদি চোখ, ভ্রু কিংবা অন্তরের দ্বারা ইশারা করে তাহলে নামায শুদ্ধ হবে না। যদি অসুস্থ ব্যক্তি মাথা দ্বারা ইশারা করে নামায পড়তেও অপারগ হয় তাহলে একদিন এক রাত পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করবে। তারপর যখন নামায আদায়ে সক্ষম হবে তখন আদায় করে নিবে। একদিন এক রাতের বেশী যত ওয়াক্ত হবে তা মা'ফ হয়ে যাবে। যদি কারো মস্তিষ্ক বিকৃতি কিংবা সংজ্ঞাহীনতা দেখা দেয় আর এ অবস্থা পাঁচওয়াক্ত পরিমাণ নামাযের সময় কিংবা তার চেয়ে কম সময় অব্যাহত থাকে তাহলে সুস্থ হওয়ার পর সেই নামাযগুলোর কাযা পড়বে।

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করার পর দাঁড়াতে অপারক হয়ে পড়েছে, সে বসতে সক্ষম হলে বসে নামায পড়বে। আর যদি বসতেও সক্ষম না হয় তাহলে ইশারার মাধ্যমে শায়িত অবস্থায় নামায পড়বে।

قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "إِن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا" ـ (النساء ـ ١٠٣)

يَجِبُ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ فِىْ أَوْقَاتِهَا ـ وَلَا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ وَمَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا بِعُذْرٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ ـ قَضَاءُ الْفَرْضِ فَرْضٌ ـ قَضَاءُ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ ـ وَلَا تُقْضَى السُّنَنُ ، وَالنَّوَافِلُ إِلَّا إِذَا أَفْسَدَتْ بَعْدَ الشُّرُوْعِ فِيْهَا فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا ـ إِذَا فَاتَتْهُ سُنَّةُ الْفَجْرِ مَعَ الْفَرْضِ قَضَاهَا مَعَ الْفَرْضِ إِلٰى قُبَيْلِ الزَّوَالِ ـ وَإِذَا فَاتَتْهُ سُنَّةُ الْفَجْرِ وَحْدَهَا لَمْ يَقْضِهَا ـ اَلتَّرْتِيْبُ

وَاجِبٌ بَيْنَ الْوَقْتِيَّةِ وَالْفَائِتَةِ ـ فَلَا يَجُوْزُ أَدَاءُ الْوَقْتِيَّةِ قَبْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ ـ كَذَالِكَ التَّرْتِيْبُ وَاجِبٌ بَيْنَ الْفَوَائِتِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ ـ فَلَا يَجُوْزُ قَضَاءُ فَائِتَةِ الظُّهْرِ قَبْلَ قَضَاءِ فَائِتَةِ الصُّبْحِ مَثَلًا ـ كَذَا التَّرْتِيْبُ وَاجِبٌ بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَالْوِتْرِ ـ فَلَا يَجُوْزُ أَدَاءُ الصُّبْحِ قَبْلَ قَضَاءِ فَائِتَةِ الْوِتْرِ ـ إِنَّمَا يَجِبُ التَّرْتِيْبُ فِيْمَا بَيْنَ الْفَوَائِتِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقْتِيَّةِ إِذَا لَمْ تَبْلُغِ الْفَوَائِتُ سِتًّا سِوَى الْوِتْرِ ـ فَلَوْ كَانَتِ الْفَوَائِتُ أَقَلَّ مِنْ سِتِّ صَلَوَاتٍ وَأَرَادَ قَضَاءَهَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَّقْضِيَ الصَّلَوَاتِ بِالتَّرْتِيْبِ ، فَيَقْضِي الصُّبْحَ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَالظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ مَثَلًا ـ يَسْقُطُ وُجُوْبُ التَّرْتِيْبِ بِوَاحِدٍ مِنْ ثَلٰثَةِ أُمُوْرٍ ـ

١ـ إِذَا بَلَغَتِ الْفَوَائِتُ سِتًّا سِوَى الْوِتْرِ ـ ٢ـ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِيَّةِ لِضِيْقِ الْوَقْتِ ـ ٣ـ إِذَا نَسِيَ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً فَصَلَّى الْوَقْتِيَّةَ نَاسِيًا - إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ السَّادِسَةُ وِتْرًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَّقْضِيَ الْوِتْرَ قَبْلَ أَدَاءِ الْفَجْرِ ـ إِذَا سَقَطَ التَّرْتِيْبُ لِبُلُوْغِ الْفَوَائِتِ سِتًّا أَوْ أَكْثَرَ فَلَا يَعُوْدُ بَعْدَ مَا عَادَتِ الْفَوَائِتُ إِلَى الْقِلَّةِ كَأَنْ فَاتَتْهُ عَشْرُ صَلَوَاتٍ فَقَضٰى مِنْهُنَّ تِسْعَ صَلَوَاتٍ وَبَقِيَتْ فَائِتَةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ صَلَّى الْوَقْتِيَّةَ ذَاكِرًا قَبْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ جَازَ ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ لِسُقُوْطِ التَّرْتِيْبِ عَنْهُ ـ لَوْ صَلَّى الْوَقْتِيَّةَ وَهُوَ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً فَسَدَ فَرْضُهُ وَلٰكِنْ يَّكُوْنُ هٰذَا الْفَسَادُ مَوْقُوْفًا ـ فَإِنْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَبْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْفَائِتَةِ زَالَ الْفَسَادُ بِخُرُوْجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ الْمُؤَدَّاةِ وَصَحَّتِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ عَنِ الْفَرْضِ ـ وَلٰكِنْ إِذَا قَضَى الْفَائِتَةَ قَبْلَ خُرُوْجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ الْمُؤَدَّاةِ بَطَلَ الْفَرْضُ وَصَارَتْ صَلَوَاتُهُ كُلُّهَا نَفْلًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَّقْضِيَ هٰذِهِ

الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِى صَلاَّهَا قَبْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ - إِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ يَحْتَاجُ إِلَى تَعْيِيْنِ كُلِّ صَلاَةٍ عِنْدَ الْقَضَاءِ - وَلٰكِنْ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَعْيِيْنُ كُلِّ صَلاَةٍ نَوٰى مَثَلاً أَنَّهُ يَقْضِىْ أَوَّلَ ظُهْرٍ فَاتَهُ ، أَوْ آخِرَ ظُهْرٍ فَاتَهُ -

ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া মুমিনদের কর্তব্য। (সূরা নেসা/১০৩)

নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা আবশ্যক। বিনা ওজরে নির্ধারিত সময় থেকে নামায বিলম্বিত করা জায়েয হবে না। কেউ ওজর বশত নির্ধারিত সময় থেকে নামায বিলম্বিত করলে ওজর দূর হওয়ার পর সেই নামায কাযা করা তার কর্তব্য। ফরয নামাযের কাযা আদায় করা ফরয এবং ওয়াজিব নামাযের কাযা আদায় করা ওয়াজিব। সুন্নাত ও নফল নামাযের কাযা নেই। কিন্তু যদি তা শুরু করে নষ্ট করে দেয় তাহলে কাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি ফজরের সুন্নাত ফরযসহ ছুটে যায় তাহলে দুপুরের একটু আগ পর্যন্ত ফরজের সাথে তা কাযা করতে পারবে। আর যদি শুধু সুন্নাত ছুটে যায় তাহলে আর কাযা আদায় করবে না। ওয়াক্তের নামায ও কাযা নামাযের মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী। সুতরাং কাযা নামায আদায় করার পূর্বে ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করা সহী হবে না। তদ্রূপ কাযা নামায গুলোর পরস্পরের মাঝে তারতীব রক্ষা করা ফরয। তাই ফজরের কাযা আদায় করার পূর্বে জোহরের কাযা আদায় করা জায়েয হবে না। অনুরূপ ভাবে বিতের ও ফরয নামাযের মাঝে তারতীব ফরয। সুতরাং বিতেরের কাযা আদায় করার পূর্বে ফজরের নামায আদায় করা জায়েয হবে না। কাযা নামায সমূহের পরস্পরের মাঝে তারতীব ফরয এবং কাযা নামায ও ওয়াক্তিয়া নামাযের মাঝে তারতীব ফরয, যদি কাযা নামায বিতের ব্যতীত ছয় ওয়াক্ত না হয়। সুতরাং কাযা নামাযের সংখ্যা যদি ছয় ওয়াক্তের কম হয় এবং কাযা আদায়ের ইচ্ছা করে তাহলে নামাযগুলো তারতীবের সাথে আদায় করা আবশ্যক। অতএব জোহরের পূর্বে ফজরের নামাযের এবং আসরের পূর্বে জোহরের নামাযের কাযা আদায় করতে হবে।

নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া গেলে তারতীবের আবশ্যকীয়তা রহিত হয়ে যায়। যথা, ১. যদি কাযা নামাযের সংখ্যা বিতের ছাড়া ছয় ওয়াক্ত হয়। ২. যদি সময়ের সংকীর্ণতার কারণে ওয়াক্তিয়া নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়। ৩. যদি কাযা নামাযের কথা ভুলে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে

ফেলে। যদি ষষ্ঠ নামায বিতের হয় তাহলে ফজর নামায আদায়ের পূর্বে বিতের নামায আদায় করা ওয়াজিব। কাযা নামাযের সংখ্যা ছয় কিংবা তার চেয়ে বেশী হওয়ার কারণে যদি তারতীব রহিত হয়ে যায়, তাহলে কাযা নামাযের সংখ্যা ছয়ের কমে নেমে আসলেও তারতীব ফিরে আসবে না। যেমন কারো দশ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গেছে, তন্মধ্যে নয় ওয়াক্তের কাযা আদায় করেছে এবং এক ওয়াক্তের কাযা বাকি রয়েছে, অতঃপর স্মরণ থাকা সত্ত্বেও কাযা নামায আদায়ের পূর্বে ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করেছে, তাহলে তা জায়েয হবে এবং তার নামায সহী হবে। কেননা তার থেকে তারতীব রহিত হয়ে গেছে।

যদি কেউ কাযা নামাযের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে তাহলে তার ফরয নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। অবশ্য এই ফাসাদ হওয়াটা সাময়িক। এরপর কাযা নামাযের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও যদি কাযা আদায়ের পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তাহলে আদায়কৃত পঞ্চম নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে সাময়িক ফাসাদ দূর হয়ে যাবে। এবং (সাময়িক ফাসেদরূপে আদায়কৃত) পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায সহী হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আদায়কৃত পঞ্চম নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগেই কাযা নামায আদায় করে নেয় তাহলে ফরয বাতিল হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত নামায নফল হয়ে যাবে। সুতরাং কাযা নামায আদায়ের পূর্বে তাকে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পুনরায় পড়তে হবে। যদি কাযা নামাযের সংখ্যা অনেক হয়ে যায় তাহলে কাযা আদায়ের সময় প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায নির্দিষ্ট করতে হবে। কিন্তু যদি প্রতি ওয়াক্তের নামাযের কথা নির্দিষ্ট করা তার জন্য অসম্ভব হয় তাহলে এরূপ নিয়ত করবে। "আমার যত ওয়াক্ত জোহরের নামায কাযা হয়েছে তার প্রথম জোহর কিংবা শেষ জোহরের কাযা আদায় করছি।"

إِدْرَاكُ الْفَرِيْضَةِ بِالْجَمَاعَةِ

إِذَا أُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ مَا شَرَعَ الْمُنْفَرِدُ فِىْ صَلَاةِ الْفَرْضِ وَلَمْ يَسْجُدْ بَعْدُ ، قَطَعَ صَلَاتَهٗ بِتَسْلِيْمَةٍ قَائِمًا واَقْتَدٰى بِالْإِمَامِ - إِذَا أُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِىْ فَرْضِ الْفَجْرِ - أَوِ الْمَغْرِبِ وَ سَجَدَ قَطَعَ صَلَاتَهٗ وَاقْتَدٰى بِالْإِمَامِ - إِذَا أُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِىْ فَرْضٍ رُبَاعِيٍّ وَأَتَمَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَقْتَدِىْ بِالْإِمَامِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ، وَتَصِيْرُ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا مُنْفَرِدًا نَافِلَةً - إِذَا أُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ مَا صَلّٰى ثَلَاثَ

رَكَعَاتٍ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ أَتَمَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَقْتَدِيْ بِالْإِمَامِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَا يَقْتَدِيْ بِهِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ فِي الْعَصْرِ ـ إِذَا أُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ وَقَامَ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ بَعْدَ قَطَعَ صَلَاتِهِ قَائِمًا بِتَسْلِيْمَةٍ ، ثُمَّ يَقْتَدِيْ بِالْإِمَامِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ـ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِيْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ أَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَقَضَى سُنَّةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَرْضِ ـ إِذَا أُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ أَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَاقْتَدٰى بِالْإِمَامِ ، وَقَضَى السُّنَّةَ بَعْدَ الْفَرْضِ ـ إِذَا حَضَرَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ مَا أُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ يَقْتَدِيْ بِالْإِمَامِ وَلَا يَشْتَغِلُ عَنْهُ بِالسُّنَّةِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ ـ إِذَا حَضَرَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ مَا أُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَّى السُّنَّةَ فِيْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، إِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ـ إِذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ ، أَوِ الْجَمَاعَةِ صَلَّى الْفَرْضَ وَتَرَكَ السُّنَّةَ ـ

مَنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ فِي الرُّكُوْعِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ ـ وَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ رُكُوْعِ الْمُقْتَدِيْ فَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ـ يُكْرَهُ الْخُرُوْجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيْهِ حَتّٰى يُصَلِّيَ ـ لَا يُكْرَهُ الْخُرُوْجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيْهِ لِلَّذِيْ هُوَ إِمَامٌ ، أَوْ مُؤَذِّنٌ فِيْ مَسْجِدٍ آخَرَ ـ إِذَا أُقِيْمَتْ جَمَاعَةُ الظُّهْرِ، أَوِ الْعِشَاءِ بَعْدَ مَا صَلّٰى مُنْفَرِدًا كُرِهَ لَهُ الْخُرُوْجُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، بَلْ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ ـ إِذَا أُقِيْمَتْ جَمَاعَةُ الْفَجْرِ ، أَوِ الْعَصْرِ، أَوِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا صَلّٰى مُنْفَرِدًا لَا يُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوْجُ مِنَ الْمَسْجِدِ ـ

জামাতের সাথে ফরজ নামায আদায়ের বিধান

মুনফারিদ ব্যক্তি ফরয নামায শুরু করার পর যদি জামাত অনুষ্ঠিত হয়, আর সে তখনও সেজদা না করে থাকে তাহলে দন্ডায়মান অবস্থায় ছালামের মাধ্যমে নামায ছেড়ে দিবে, অতঃপর ইমামের ইক্তেদা করবে। ফজর অথবা মাগরিবের ফরয নামায শুরু করার পর যদি জামাত দাঁড়িয়ে যায় এবং সে সেজদাও করে থাকে, তাহলে নামায ছেড়ে দিয়ে ইমামের ইক্তেদা করবে। যদি কেউ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায শুরু করার পর জামাত আরম্ভ হয় এবং সে এক রাকাত পূর্ণ করে থাকে তাহলে সাথে আরও এক রাকাত মিলাবে। অতঃপর ছালাম ফিরিয়ে ফরজ আদায়ের নিয়তে ইমামের ইক্তেদা করবে। একাকী যে দু' রাকাত আদায় করেছিল তা নফল হয়ে যাবে। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের তিন রাকাত পড়ার পর যদি জামাত আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে চার রাকাত পূর্ণ করবে। জোহর ও ঈশার নামায হলে নফলের নিয়তে ইমামের পেছনে ইক্তেদা করবে। কিন্তু আছরের নামায হলে ইমামের পেছনে নফলের নিয়তে ইক্তেদা করবে না। যদি চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের দু'রাকাত পড়ার পর জামাত আরম্ভ হয়ে যায় এবং সে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ায়, কিন্তু তখনও সেজদা না করে থাকে তাহলে দন্ডায়মান অবস্থায় এক দিকে ছালাম ফিরিয়ে নামায ছেড়ে দিবে। তারপর ফরজ আদায়ের নিয়তে ইমামের পেছনে ইক্তেদা করবে। জুমার দিন জুমার সুন্নাত শুরু করার পর যদি ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয় তাহলে দু' রাকাত পূর্ণ করে ছালাম ফিরিয়ে দিবে। ফরয নামায শেষ করার পর জুমার চার রাকাত সুন্নাতের কাযা আদায় করবে। জোহরের সুন্নাত শুরু করার পর যদি জামাত আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে দু'রাকাত পূর্ণ করে ছালাম ফিরাবে। অতঃপর ইমামের পেছনে ইক্তেদা করবে। ফরজ পড়ার পর সুন্নাতের কাযা আদায় করবে। জামাত শুরু হওয়ার পর যদি কেউ মসজিদে উপস্থিত হয় তাহলে ইমামের পেছনে ইক্তেদা করবে। ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাতে মশগুল হবে না। ফজরের নামাযের জামাত আরম্ভ হওয়ার পর যদি মসজিদে উপস্থিত হয় এবং ইমামকে দ্বিতীয় রাকাতে (রুকুর পূর্বে) পাওয়ার প্রবল ধারণা হয়, তাহলে মসজিদের বাইরে কিংবা মসজিদের এক কোণে সুন্নাত পড়ে নিবে। কিন্তু যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার কিংবা জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা করে তাহলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে ফরয আদায় করবে।

যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পেয়েছে সে ঐ রাকাত পেয়েছে বলে ধরা হবে। মোক্তাদী রুকু করার আগেই যদি ইমাম সাহেব রুকু থেকে মাথা তুলে ফেলেন তাহলে তার সেই রাকাত ছুটে গেল। যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পেল সে ঐ রাকাত পেল। মোক্তাদী রুকু করার পূর্বে যদি ইমাম সাহেব মাথা উঠিয়ে ফেলেন

তাহলে মোক্তাদীর সেই রাকাত ছুটে গেল। আযানের পর নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্য মসজিদের ইমাম কিংবা মুয়াজ্জিন, তার জন্য আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ হবে না। কেউ একাকী নামায পড়ার পর যদি জোহর অথবা এশার জামাত আরম্ভ হয় তাহলে তার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ। বরং ইমামের সঙ্গে নফলের নিয়তে নামায পড়া তার কর্তব্য। ফজর, আছর, কিংবা মাগরিবের নামায একাকী পড়ার পর যদি জামাত আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে তার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ হবে না।

فِدْيَةُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ

إِذَا أَصْبَحَ الْمَرِيْضُ قَادِرًا عَلٰى قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ـ وَلَوْ بِالْإِيْمَاءِ ـ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَّقْضِيَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُّوْصِىَ وَلِيَّهُ بِأَدَاءِ فِدْيَةِ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ ـ كَذَا إِذَا أَصْبَحَ الْمَرِيْضُ قَادِرًا عَلٰى قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ الصِّيَامِ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَّقْضِيَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُّوْصِىَ وَلِيَّهُ بِأَدَاءِ فِدْيَةِ الصِّيَامِ الْفَائِتَةِ ـ كَذَا إِذَا مَاتَ الْمَرِيْضُ قَبْلَ أَنْ يَّقْضِىَ فَائِتَةَ الْوِتْرِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُّوْصِىَ وَلِيَّهُ بِأَدَاءِ فِدْيَتِهَا ـ وَالْوَلِيُّ يُخْرِجُ الْفِدْيَةَ مِنْ ثُلُثِ الْمِيْرَاثِ ـ فِدْيَةُ صَلَاةِ كُلِّ وَقْتٍ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ أَوْ قِيْمَتُهُ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ قِيْمَتُهُ ـ فِدْيَةُ صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ أَوْ قِيْمَتُهُ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ قِيْمَتُهُ ـ يَجُوْزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَّدْفَعَ فِدْيَةَ الصَّلَوَاتِ بِتَمَامِهَا إِلٰى فَقِيْرٍ وَاحِدٍ ـ كَذَا يَجُوْزُ أَنْ يَّدْفَعَ فِدْيَةَ الصِّيَامِ كُلِّهَا إِلٰى فَقِيْرٍ وَاحِدٍ ـ وَلٰكِنْ لَّا يَجُوْزُ أَنْ يَّدْفَعَ فِدْيَةَ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ إِلٰى فَقِيْرٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ مِنَ الْقَمْحِ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ـ إِذَا لَمْ يُوْصِ الْمَيِّتُ وَلِيَّهُ بِأَدَاءِ الْفِدْيَةِ وَلٰكِنْ تَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ يُرْجٰى قَبُوْلُهُ ـ لَا يَصِحُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَّصُوْمَ عَنِ الْمَيِّتِ عِوَضًا عَنْ صِيَامِهِ الْفَائِتَةِ ـ كَذَا لَا يَصِحُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُّصَلِّىَ عَنِ الْمَيِّتِ عِوَضًا عَنْ صَلَوَاتِهِ

الْفَائِتَةِ ـ إِذَا مَاتَ الْمَرِيْضُ قَبْلَ أَنْ يَّقْدِرَ عَلٰى أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْإِيْمَاءِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِيْصَاءُ بِأَدَاءِ الْفِدْيَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَوَاتُ الْفَائِتَةُ كَثِيْرَةً أَوْ قَلِيْلَةً - كَذَا إِذَا مَاتَ الْمَرِيْضُ قَبْلَ أَنْ يَّقْدِرَ عَلٰى قَضَاءِ الصِّيَامِ الَّتِيْ فَاتَتْهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِيْصَاءُ سَوَاءٌ كَانَتِ الصِّيَامُ الْفَائِتَةُ كَثِيْرَةً أَوْ قَلِيْلَةً ـ وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْمُسَافِرُ قَبْلَ الْإِقَامَةِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِيْصَاءُ بِأَدَاءِ فِدْيَةِ الصِّيَامِ ـ

নামায ও রোযার ফিদ্য়া

যদি অসুস্থ ব্যক্তি কাযা নামায আদায়ে সক্ষম হয় (যদিও ইশারার মাধ্যমে) এবং কাযা আদায় করার পূর্বে মারা যায়, তাহলে কাযা নামাযের ফিদ্য়া আদায়ের জন্য অলীকে অসিয়াত করে যাওয়া তার কর্তব্য। অনুরূপভাবে যদি অসুস্থ ব্যক্তি কাযা রোযা আদায়ে সক্ষম হয় এবং কাযা আদায় করার পূর্বে মারা যায় তাহলে অলীকে কাযা রোযার ফিদ্য়া আদায়ের অসিয়াত করে যাওয়া তার কর্তব্য। অদ্রুপ যদি অসুস্থ ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিতেরের কাযা আদায়ের পূর্বে মারা যায় তাহলে অলীকে ফিদ্য়া আদায়ের-অসিয়াত করে যাওয়া তার কর্তব্য। মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে তার অলী ফিদ্য়া আদায় করবে। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের ফিদ্য়া হলো, অর্ধসা গম বা তার মূল্য, অথবা এক সা যব বা তার মূল্য।

প্রতি দিনের রোযার ফিদ্য়া হলো, অর্ধসা গম বা তার মূল্য। অলির জন্য সমস্ত নামাযের ফিদ্য়া একজন দরিদ্রকে দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু কসমের কাফফারা একজন দরিদ্রকে একদিনের জন্য অর্ধসা গমের বেশী দেওয়া জায়েয নেই। মৃত ব্যক্তি যদি তার অলীকে ফিদ্য়া আদায়ের অসিয়াত না করে, কিন্তু অলী নিজ থেকে ফিদ্য়া আদায় করে দেয় তাহলে তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার কাযা রোযার পরিবর্তে রোযা রাখা অলীর জন্য শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির কাযা নামাযের পরিবর্তে তার পক্ষ থেকে অলীর নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। যদি অসুস্থ ব্যক্তি ইশারায় নামায পড়ার সামর্থ্য লাভের পূর্বে মারা যায়, তাহলে ফিদ্য়া আদায়ের অসিয়াত করে যাওয়া তার জন্য জরুরী নয়। কাযা নামাযের সংখ্যা চাই বেশী হউক কিংবা কম। তদ্রূপ যদি অসুস্থ ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় কাযাকৃত রোযা আদায়ের ক্ষমতা লাভের পূর্বে মারা যায় তাহলে তার জন্য অসিয়াত করা জরুরী হবে না। চাই কাযা কৃত রোযার সংখ্যা বেশী হউক কিংবা কম। অনুরূপভাবে মুসাফির যদি মুকীম হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে রোযার ফিদ্য়া আদায়ের অসিয়াত করা তার জন্য জরুরী নয়।

أَحْكَامُ سُجُوْدِ السَّهْوِ

শব্দার্থ ঃ جَبْرًا (ن) – পূরণ করা। سَعَةٌ (س) – স্থান সংকুলান হওয়া। تَشَهُّدًا – তাশাহহুদ পড়া। إِجْزَاءً – যথেষ্ট হওয়া। مُنَافَاةً – পরিপন্থী হওয়া। إِحْمِرَارًا – লাল হওয়া। شَكًّا (ن) – সন্দেহ করা। تَوَهُّمًا– সন্দেহ করা। (ن) دَوَامًا – স্থায়ী হওয়া। تَوْسِيْعًا – প্রশস্থ করা। تَضْيِيْقًا – সংকীর্ণ করা। عَادَةٌ বব عَادَاتٌ – অভ্যাস। مُوْجِبٌ – কার্যকারণ। تَالٍ – পরবর্তী, নিম্নোক্ত। زَاوِيَةٌ বব زَوَايَا – কোণ। جَمْعٌ বব جُمُوْعٌ – দল। حَائِضٌ – ঋতুবতী নারী। نُفَسَاءُ – প্রসূতি। بَبْغَاءُ বব بَبْغَاوَاتٌ – তোতাপাখী। آلَةٌ حَاكِيَةٌ – রেকর্ডযন্ত্র। شَرِيْطٌ বব أَشْرِطَةٌ– ফিতা, টেপ। شَرِيْطُ التَّسْجِيْلِ – টেপ রেকর্ডার। فُوْنُغْرَافٌ – গ্রামোফোন। حَرْفٌ বব حُرُوْفٌ – অক্ষর।

مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ۔ وَلَا يُجْبَرُ نُقْصَانُ الصَّلَاةِ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ ، أَوْ بِشَيْءٍ آخَرَ ، سَوَاءٌ كَانَ تَرَكَ الرُّكْنَ عَامِدًا ، أَوْسَاهِيًا ۔ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ عَامِدًا فَقَدْ أَثِمَ ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَلَا يُجْبَرُ نُقْصَانُ الصَّلَاةِ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ ۔ وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ سَاهِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ ، وَيُجْبَرُ نُقْصَانُ الصَّلَاةِ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ - فَيَجِبُ سُجُوْدُ السَّهْوِ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ - ١ـ إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ سَاهِيًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا وَكَذَا إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ سَاهِيًا فِيْ أَيِّ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ النَّفْلِ ، وَالْوِتْرِ ۔ ٢ـ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ۔ ٣ـ إِذَا نَسِيَ ضَمَّ السُّوْرَةِ إِلَى الْفَاتِحَةِ فِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا ۔ وَكَذَا إِذَا نَسِيَ ضَمَّ السُّوْرَةِ إِلَى الْفَاتِحَةِ فِيْ أَيِّ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ النَّفْلِ ، وَالْوِتْرِ ۔ ٤ـ إِذَا قَرَأَ

الْفَاتِحَةَ مَرَّتَيْنِ ، لِأَنَّهُ أَخَّرَ السُّوْرَةَ عَنْ مَوْضِعِهَا ـ ٥ـ إِذَا سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، وَقَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ فَأَدَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ بِسَجْدَتَيْهَا ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهَا السَّجْدَةَ الَّتِيْ تَرَكَهَا سَاهِيًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، وَ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ ـ ٦ـ إِذَا تَرَكَ الْقُعُوْدَ الْأَوَّلَ سَاهِيًا فِي الصَّلَاةِ الثُّلَاثِيَّةِ ، أَوِ الرُّبَاعِيَّةِ ، سَوَاءٌ تَرَكَ الْقُعُوْدَ الْأَوَّلَ فِي الْفَرْضِ ، أَوْ تَرَكَهُ فِي النَّفْلِ ـ

اَلَّذِيْ تَرَكَ الْقُعُوْدَ الْأَوَّلَ مِنَ الْفَرْضِ سَاهِيًا ، وَقَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قِيَامًا تَامًّا مَضٰى فِيْ صَلَاتِهٖ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبَ الْقُعُوْدِ ـ ٧ـ إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ سَاهِيًا ـ ٨ـ إِذَا تَرَكَ تَكْبِيْرَةَ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ ـ ٩ـ إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ ـ ١٠ـ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ السِّرِّيَّةِ ـ ١١ـ إِذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّةِ ـ ١٢ـ إِذَا زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقُعُوْدِ الْأَوَّلِ ، كَأَنْ أَتٰى بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ سَاهِيًا ، أَوْ مَكَثَ سَاكِتًا قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ مِنَ الْأَرْكَانِ ـ

সহু সেজদার বিধান

যদি কোন ব্যক্তি নামাযের কোন রোকন ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। এবং পুনরায় সেই নামায আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। সহু সেজদা কিংবা অন্য কিছু দ্বারা নামাযের ক্ষতিপূরণ করা যাবে না, চাই ইচ্ছাকৃত ভাবে রোকন ছেড়ে দিক, কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিবে সে গুণাহগার হবে। তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং পুনরায় সেই নামায পড়া তার উপর ওয়াজিব হবে। এমনকি সহু সেজদা দ্বারাও সেই নামাযের ক্ষতিপূরণ হবে না। যে ব্যক্তি ভুলে নামাযের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তার উপর সহু সেজদা ওয়াজিব হবে। সহু সেজদা দ্বারা নামাযের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে সহু সেজদা আদায় করা ওয়াজিব।

১. যদি ফরযের প্রথম দু'রাকাতে কিংবা এক রাকাতে ভুলে সূরা ফাতেহা পড়া ছেড়ে দেয়। তদ্রূপ যদি নফল বা বিতেরের কোন রাকাতে ভুলে সূরা ফাতেহা পড়া ছেড়ে দেয়। ২. যদি ফরযের প্রথম দু'রাকাতে ভুলে কেরাত না পড়ে শেষ দু'রাকাতে কেরাত পড়ে। ৩. যদি ফরযের প্রথম দু'রাকাতে কিংবা এক রাকাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে কিরাত পড়তে ভুলে যায়। তদ্রূপ যদি নফল বা বিতেরের যে কোন এক রাকাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে সূরা মিলাতে ভুলে যায়। ৪. যদি সূরা ফাতেহা দু'বার পড়ে। কেননা সে অন্য সূরাকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে পিছিয়ে দিয়েছে। ৫. যদি একটি সেজদা করে পরবর্তী রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং সেই রাকাত দুই সেজদার মাধ্যমে আদায় করার পর (পূর্বের রাকাতে) ভুলে রেখে যাওয়া সেজদাটি আদায় করে তাহলে তার নামায সহী হবে। কিন্তু তার উপর সহু সেজদা ওয়াজিব হবে। ৬. যদি তিন রাকাত কিংবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠক ছেড়ে দেয়, চাই তা ফরজ নামায হউক কিংবা নফল নামায।

যে ব্যক্তি ফরজ নামাযের প্রথম বৈঠক ভুলে ছেড়ে দিয়েছে এবং তৃতীয় রাকাতের জন্য পুরোপুরি দাঁড়িয়ে গেছে, সে নামায অব্যাহত রাখবে এবং সহু সেজদা আদায় করবে। কেননা সে ওয়াজিব বৈঠক ছেড়ে দিয়েছে।

৭. যদি ভুলে তাশাহুদ পড়া ছেড়ে দেয়। ৮. যদি বিতের নামাযে দো'য়ায়ে কুনুতের তাকবীর ছেড়ে দেয়। ৯. যদি বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে দো'য়ায়ে কুনুত পাঠ করা ছেড়ে দেয়। ১০. যদি নিরব-কেরাতের নামাযে ইমাম সাহেব সরব কেরাত পড়ে। ১১. যদি সরব কিরাতের নামাযে ইমাম সাহেব নিরব কেরাত পড়ে। ১২. যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের চেয়ে বেশী পড়ে। যথা, তাশাহুদের পর ভুলে দুরূদ শরীফ পড়ে ফেললো কিংবা এক রোকন আদায় করার পরিমাণ সময় নিরবে অবস্থান করলো।

فُرُوْعٌ تَتَعَلَّقُ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ

يَجِبُ سُجُوْدُ السَّهْوِ بِسَهْوِ الْإِمَامِ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِىْ ـ وَلَا يَجِبُ سُجُوْدُ السَّهْوِ إِذَا سَهَا الْمُقْتَدِىْ حَالَ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ ـ وَيَجِبُ سُجُوْدُ السَّهْوِ عَلَى الْمُقْتَدِىْ إِذَا سَهَا حَالَ إِكْمَالِ صَلَاتِهِ بَعْدَ تَسْلِيْمَةِ الْإِمَامِ ـ إِذَا وَجَبَ سُجُوْدُ السَّهْوِ عَلَى الْإِمَامِ وَسَجَدَ وَجَبَ عَلَى الْمُقْتَدِىْ أَنْ يُّتَابِعَ إِمَامَهٗ فِىْ سُجُوْدِ السَّهْوِ ـ اَلَّذِىْ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ فَقَدْ أَثِمَ إِنَا تَرَكَهَا عَامِدًا ، وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ

الصَّلَاةِ ـ اَلَّذِيْ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ وَاجِبٍ سَاهِيًا تَكْفِيْ لَهُ سَجْدَتَانِ لِلسَّهْوِ ـ اَلَّذِيْ تَرَكَ الْقُعُوْدَ الْأَوَّلَ مِنَ الْفَرْضِ سَاهِيًا عَادَ إِلَى الْقُعُوْدِ مَالَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا ثُمَّ إِنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْقِيَامِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْقُعُوْدِ فَلَا سُجُوْدَ عَلَيْهِ ـ اَلَّذِيْ نَسِيَ الْقُعُوْدَ الْأَوَّلَ فِي النَّفْلِ عَادَ إِلَى الْقُعُوْدِ وَإِنْ قَامَ مُسْتَوِيًا ـ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ـ اَلَّذِيْ نَسِيَ الْقُعُوْدَ الْأَخِيْرَ وَقَامَ يَعُوْدُ إِلَى الْقُعُوْدِ مَالَمْ يَسْجُدْ لِلرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ - اَلَّذِيْ نَسِيَ الْقُعُوْدَ الْأَخِيْرَ وَقَامَ وَسَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ صَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا ، وَيَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَضُمَّ رَكْعَةً سَادِسَةً فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ ، وَرَكْعَةً رَابِعَةً فِي الْفَجْرِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ؛ وَيُعِيْدُ فَرْضَهُ ـ اَلَّذِيْ جَلَسَ فِي الْقُعُوْدِ الْأَخِيْرِ ، وَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ ظَانًّا مِنْهُ الْقُعُوْدَ الْأَوَّلَ يَعُوْدُ وَيُسَلِّمُ ، وَلَا يُعِيْدُ التَّشَهُّدَ ـ اَلَّذِيْ سَلَّمَ عَامِدًا لِلْخُرُوْجِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ مَالَمْ يَعْمَلْ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ ، كَالتَّحَوُّلِ عَنِ الْقِبْلَةِ ، وَالتَّكَلُّمِ مَثَلًا ـ اَلَّذِيْ كَانَ يُصَلِّيْ صَلَاةً رُبَاعِيَّةً فَتَوَهَّمَ أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ صَلَاتَهُ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَنٰى عَلٰى صَلَاتِهِ ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ـ

সহু সেজদা সম্পর্কিত কিছু মাসআলা

ইমামের ভুলের কারণে ইমাম ও মোক্তাদী উভয়ের উপর সহু সেজদা ওয়াজিব হবে। ইমামের ইক্তেদা করা অবস্থায় মোক্তাদীর ভুল হলে (কারো উপর) সহু সেজদা ওয়াজিব হবে না। মোক্তাদীর উপর সহু সেজদা ওয়াজিব হবে, যদি ইমামের ছালাম ফেরানোর পর মোক্তাদী নিজের নামায পূর্ণ করার সময় তিনি ভুল করে। যদি ইমামের উপর সহু সেজদা ওয়াজিব হয় আর তিনি সেজদা আদায় করেন তাহলে সহু সেজদার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করা মোক্তাদীর উপর ওয়াজিব। যার উপর সহু সেজদা ওয়াজিব হয়েছে সে যদি তা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে গুণাহগার হবে এবং নামায দোহরানো তার উপর ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি ভুলে একাধিক ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে তার জন্য দুটি সহু সেজদা আদায় করাই যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি ভুলে ফরযের প্রথম বৈঠক ছেড়ে দিয়েছে, সে সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে। যদি দাঁড়ানোর নিকটবর্তী থাকে তাহলে সহু সেজদা আদায় করবে। আর যদি বৈঠকের নিকটবর্তী থাকে তাহলে সহু সেজদা করা লাগবে না। যে ব্যক্তি নফল নামাযে প্রথম বৈঠক করতে ভুলে গিয়েছে, সে বৈঠকে ফিরে আসবে, যদিও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর ভুলের জন্য সেজদা করবে। যে ব্যক্তি শেষ বৈঠকে না বসে ভুলে দাঁড়িয়ে গেছে, সে পঞ্চম রাকাতের সেজদা না করা পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে। এবং সহু সেজদা করবে। যে ব্যক্তি শেষ বৈঠকে না বসে ভুলে দাঁড়িয়ে গেছে এবং পঞ্চম রাকাতের সেজদা করেছে, তার ফরয নামায নফল হয়ে যাবে। সুতরাং তার কর্তব্য হলো, জোহর আছর ও এশার নামাযে ষষ্ঠ রাকাত মিলানো এবং ফজরের নামাযে চতুর্থ রাকাত মিলানো, এরপর সহু সেজদা করবে এবং ফরজ নামায পুনরায় পড়বে। যে ব্যক্তি শেষ বৈঠক করেছে এবং তাশাহুদও পড়েছে অতঃপর প্রথম বৈঠক মনে করে দাঁড়িয়ে গেছে, সে বৈঠকে ফিরে এসে ছালাম ফিরিয়ে দিবে, পুনরায় তাশাহুদ পড়তে হবে না। যে ব্যক্তি নামায থেকে বের হওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাম ফিরিয়েছে অথচ তার উপর সহু সেজদা ওয়াজিব ছিল, সে নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ না করা পর্যন্ত সহু সেজদা আদায় করে নিবে। নামাযের পরিপন্থী কাজ যথা, কেবলা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, কিংবা কারো সাথে কথা বলা। কোন ব্যক্তি চার রাকাত বিশিষ্ট নামায পড়ছিল, আর নামাযের মধ্যে তার ধারণা হলো নামায পূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ছালাম ফিরিয়ে দিল। সালামের পর সে নিশ্চিত হলো যে, সে দুরাকাত পড়েছে, তাহলে পূর্বের নামাযের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামায আদায় করবে এবং সহু সেজদা দিবে।

كَيْفِيَّةُ سُجُوْدِ السَّهْوِ

اَلَّذِىْ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ فِى الْقُعُوْدِ الْأَخِيْرِ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُوْدِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَجْلِسُ ، وَيَتَشَهَّدُ وُجُوْبًا وَ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُوْ لِنَفْسِهٖ ثُمَّ يُسَلِّمُ لِلْخُرُوْجِ مِنَ الصَّلَاةِ . فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ جَازَتْ صَلَاتُهٗ، وَلٰكِنْ يُكْرَهُ تَنْزِيْهًا .

সহু সেজদা করার পদ্ধতি

যার উপর সহুসেজদা ওয়াজিব হয়েছে সে শেষ বৈঠকে তাশাহুদ থেকে ফারেগ হওয়ার পর ডান দিকে একবার ছালাম ফিরাবে। অতঃপর আল্লাহু আকবর বলে নামাযের সেজদার ন্যায় দুটি সেজদা দিবে। তারপর বসে তাশাহুদ পড়বে।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) এর উপর দুরূদ পড়বে এবং নিজের জন্য দো'য়া করবে। তারপর নামায থেকে বের হওয়ার জন্য ছালাম ফিরাবে। যদি ছালামের পূর্বে সহু সেজদা আদায় করে তাহলেও নামায জায়েয হবে, তবে মাকরূহে তানযীহী হবে।

مَتٰى يَسْقَطُ سُجُوْدُ السَّهْوِ ؟

١ـ يَسْقُطُ سُجُوْدُ السَّهْوِ فِى الْجُمُعَةِ ، إِذَا حَضَرَ فِى الْجُمُعَةِ جَمْعٌ كَثِيْرٌ، لِئَلَّا يَشْتَبِهَ الْأَمْرُ عَلَى الْمُصَلِّيْنَ ـ ٢ـ وَيَسْقُطُ سُجُوْدُ السَّهْوِ فِى الْعِيْدَيْنِ ، إِذَا حَضَرَ فِيْهِمَا جَمْعٌ كَثِيْرٌ ـ٣ـ وَيَسْقُطُ سُجُوْدُ السَّهْوِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِى الْفَجْرِ بَعْدَ السَّلَامِ ـ ٤ـ وَيَسْقُطُ سُجُوْدُ السَّهْوِإِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ فِى الْعَصْرِ بَعْدَ السَّلَامِ ـ ٥ـ وَيَسْقُطُ سُجُوْدُ السَّهْوِ إِذَا حَصَلَ بَعْدَ السَّلَامِ شَئٌ يُنَافِى الصَّلَاةَ كَالتَّكَلُّمِ سَهْوًا مَثَلًا ، وَفِىْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الصُّوَرِ لَا تَجِبُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ـ

সহু সেজদা কখন রহিত হয়ে যায়?

১. জুমার নামাযে বহু লোকের সমাগম হলে সহু সেজদা রহিত হয়ে যাবে। যাতে মুসল্লিদের নিকট বিষয়টি তালগোলপাকিয়ে না যায়। ২. দু'ঈদের নামাযে বহু লোকের সমাগম হলে সহু সেজদা রহিত হয়ে যায়। ৩. যদি ফজরের নামাযে ছালামের পর সূর্য উদিত হয় তাহলে সহু সেজদা রহিত হয়ে যায়। ৪. যদি আছরের নামাযে ছালামের পর সূর্যের রং লাল হয়ে যায় তাহলে সহু সেজদা রহিত হয়ে যায়। ৫. যদি ছালামের পর নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ প্রকাশ পায় তাহলে সহু সেজদা রহিত হয়ে যায়। যেমন ভুলে কথা বলা। উপরোক্ত সব কয়টি ক্ষেত্রে নামায দোহরানো ওয়াজিব হবে না।

مَتٰى تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالشَّكِّ وَمَتٰى لَا تَبْطُلُ؟

اَلَّذِىْ شَكَّ أَثْنَاءَ صَلَاتِهِ فِىْ عَدَدِ رَكَعَاتِهَا ، وَاعْتَرَاهُ هٰذَا الشَّكُّ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ـ اَلَّذِىْ شَكَّ فِىْ عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ـ اَلَّذِىْ تَيَقَّنَ بَعْدَ السَّلَامِ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ صَلّٰى مَا تَرَكَهُ إِنْ لَّمْ يَعْمَلْ

عَمَلاً يُنَافِى الصَّلَاةَ ، فَإِنْ عَمِلَ عَمَلاً يُنَافِى الصَّلَاةَ ، كَأَنْ تَكَلَّمَ مَثَلًا أَعَادَ صَلَاتَهُ ـ اَلَّذِىْ يَعْتَرِيْهِ الشَّكُّ فِىْ غَالِبِ الْأَوْقَاتِ ، وَصَارَ الشَّكُّ عَادَةً لَهُ يَعْمَلُ بِمَا غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ ، فَإِنْ لَّمْ يَغْلِبْ عَلٰى ظَنِّهِ شَىْءٌ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ، وَيَقْعُدُ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ يَظُنُّهَا آخِرَ صَلَاتِهِ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ـ

সন্দেহের কারণে কখন নামায বাতিল হয়?

যদি কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে রাকাতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড়ে যায় এবং এটা (তার জীবনে) প্রথমবার হয় তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। এবং সেই নামায পুনরায় পড়া তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ছালামের পর নামাযের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে পড়েছে তার নামায বাতিল হবে না। যে ব্যক্তি ছালাম ফিরানোর পর নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে যে, তার কোন রাকাত ছুটে গেছে সে তা পড়ে নিবে, যদি নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ না করে থাকে। কিন্তু যদি নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ করে যেমন কারো সাথে কথা বলেছে, তাহলে নামায দোহরাতে হবে। যে ব্যক্তির প্রায়ই নামাযে সন্দেহ দেখা দেয় এবং সন্দেহ তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সে প্রবল ধারণা অনুসারে আমল করবে। যদি তার প্রবল ধারণা না থাকে তাহলে সর্বনিম্ন সংখ্যা গ্রহণ করবে। এবং শেষ রাকাত ধারণা করে প্রত্যেক রাকাতের পর বসবে এবং সহু সেজদা করে নামায শেষ করবে।

أَحْكَامُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ إِذَا حَصَلَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ – ١ـ إِذَا تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ سَوَاءٌ كَانَ سَمِعَ مَا تَلَاهُ أَمْ لَمْ يَسْمَعْهُ ، كَذَا يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ إِذَا تَلَا حَرْفَ سَجْدَةٍ مَعَ كَلِمَةٍ قَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ مِنْ آيَةِ السَّجْدَةِ ـ ٢ـ يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ إِذَا سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةَ ، سَوَاءٌ كَانَ قَصَدَ السِّمَاعِ ، أَمْ لَمْ يَقْصِدِ السِّمَاعَ ـ ٣ـ يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ إِذَا اقْتَدٰى بِالْإِمَامِ الَّذِىْ تَلَا آيَةَ السَّجْدَةَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُقْتَدِىْ سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ أَمْ لَمْ يَسْمَعْهَا ـ لَا يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ عَلَى الْحَائِضِ ، وَلَا عَلَى النُّفَسَاءِ ـ وَلَا يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ مِنْ تِلَاوَةِ الْمُقْتَدِىْ

لاَعَلَى الْمُقْتَدِىْ ، وَلاَ عَلَى الْإِمَامِ - وَلاَ يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلاَوَةِ عَلَى النَّائِمِ ، وَالْمَجْنُوْنِ ، وَلاَ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَالْكَافِرِ - وَلاَ يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلاَوَةِ إِذَا سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ كَأَنْ سَمِعَهَا مِنَ الْبَبْغَاءِ - وَلاَ يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلاَوَةِ إِذَا سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ مِنْ آلَةٍ حَاكِيَةٍ كَشَرِيْطِ التَّسْجِيْلِ ، وَالْفُوْنُغْرَافِ - وُجُوْبُ سُجُوْدِ التِّلاَوَةِ تَارَةً يَكُوْنُ مُوَسَّعًا وَتَارَةً يَكُوْنُ مُضَيَّقًا - وُجُوْبُ سُجُوْدِ التِّلاَوَةِ يَكُوْنُ مُوَسَّعًا إِذَا حَصَلَ مُوْجِبُهُ خَارِجَ الصَّلاَةِ ، فَلاَ يَأْثَمُ إِذَا أَخَّرَ سُجُوْدَ التِّلاَوَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ ، وَلٰكِنْ يُكْرَهُ تَأْخِيْرُهُ تَنْزِيْهًا - وَيَكُوْنُ سُجُوْدُ التِّلاَوَةِ مُضَيَّقًا إِذَا حَصَلَ مُوْجِبُهُ فِى الصَّلاَةِ بِأَنْ تَلاَ آيَةَ السَّجْدَةِ وَهُوَ يُصَلِّىْ ، وَفِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ فَوْرًا - وَقُدِّرَ الْفَوْرُ بِأَنْ لاَّ يَكُوْنَ بَيْنَ السَّجْدَةِ وَ بَيْنَ تِلاَوَةِ آيَةِ السَّجْدَةِ زَمَنٌ يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ قِرَاءَةِ ثَلاَثِ آيَاتٍ - فَإِنْ مَضٰى بَيْنَهُمَا زَمَنٌ يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ قِرَاءَةِ ثَلاَثِ آيَاتٍ بَطَلَ الْفَوْرُ - فَإِنْ لَّمْ يَسْجُدْ لِآيَةِ السَّجْدَةِ بَلْ رَكَعَ قَبْلَ انْقِطَاعِ الْفَوْرِ، وَ نَوٰى بِالرُّكُوْعِ السَّجْدَةَ أَجْزَأَتْهُ - كَذَا إِذَا لَمْ يَسْجُدْ لِآيَةِ السَّجْدَةِ بَلْ سَجَدَ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ انْقِطَاعِ الْفَوْرِ أَجْزَأَتْهُ سَوَاءٌ نَوٰى سَجْدَةَ التِّلاَوَةِ ، أَمْ لَمْ يَنْوِهَا - فَإِذَا انْقَطَعَ الْفَوْرُ فَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ لاَ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ لِلصَّلاَةِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ تِلْكَ السَّجْدَةِ بِسَجْدَةٍ خَاصَّةٍ مَادَامَ فِىْ صَلاَتِهِ - فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الصَّلاَةِ فَلاَ يَقْضِيْهَا خَارِجَ الصَّلاَةِ لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَ وَقْتُهَا ، أَمَّا إِذَا خَرَجَ مِنَ الصَّلاَةِ بِالسَّلاَمِ فَإِنَّهُ يَقْضِيْهَا مَالَمْ يَعْمَلْ عَمَلاً يُنَافِى الصَّلاَةَ -

তেলাওয়াতে সেজদার বিধান

তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি পাওয়া গেলে তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব হবে। বিষয়গুলো এই– ১. যদি কেউ সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে। চাই

তেলাওয়াতকৃত আয়াত শ্রবণ করুক কিংবা না করুক। তদ্রূপ সেজদা ওয়াজিব হবে, যদি সেজদার আয়াতের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে সেজদার শব্দটি তেলাওয়াত করে। ২. যদি কেউ সেজদার আয়াত শ্রবণ করে তাহলে তার উপর তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব হবে। চাই ইচ্ছাকৃত শ্রবণ করুক কিংবা অনিচ্ছাকৃত। ৩. যদি কেউ সেজদার আয়াত তেলাওয়াতকারী ইমামের পেছনে ইক্তেদা করে তাহলে তার উপর তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব হবে। মোক্তাদী সেজদার আয়াত শ্রবণ করুক বা না করুক। হায়য-নেফাসগ্রস্ত মহিলার উপর তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব হবে না। মোক্তাদী সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার কারণে ইমাম ও মোক্তাদী কারো উপর তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব হবে না। ঘুমন্ত ব্যক্তি, পাগল, নাবালক ও কাফেরের উপর তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব হবে না। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী থেকে সেজদার আয়াত শোনার দ্বারা সেজদা ওয়াজিব হবে না। যেমন কেউ তোতা পাখি থেকে সেজদার আয়াত শ্রবণ করলো। যন্ত্রপাতি থেকে সেজদার আয়াত শ্রবণ করলে সেজদা ওয়াজিব হবে না। যেমন রেডিও টেপ ও গ্রামোফোন। তেলাওয়াতে সেজদা কখনও বিলম্বের অবকাশসহ এবং কখনও বিলম্বের অবকাশ বিহীনভাবে ওয়াজিব হয়। তেলাওয়াতে সেজদা বিলম্বের অবকাশসহ ওয়াজিব হয়, যখন সেজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ নামাযের বাইরে পাওয়া যায়। অতএব নামাযের বাইরে তেলাওয়াতে সেজদা আদায়ে বিলম্ব করলে গুণাহগার হবে না। অবশ্য সেজদা আদায়ে বিলম্ব করা মাকরূহে তানযীহী। তেলাওয়াতে সেজদা বিলম্বের অবকাশ বিহীনভাবে ওয়াজিব হয় যদি সেজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ নামাযে সংঘটিত হয়। যেমন নামাযের মধ্যে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলো। এ অবস্থায় আয়াত তেলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গে সেজদা আদায় করা ওয়াজিব। তৎক্ষণাৎ সেজদা আদায় করার সীমা হলো, সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার ও সেজদা আদায়ের মাঝে এতটুকু সময় অতিবাহিত না হওয়া, যাতে তিন আয়াতের বেশী তেলাওয়াত করা যায়। যদি উভয়ের মাঝে এতটুকু সময় অতিবাহিত হয় যার মাঝে তিন আয়াতের বেশী পাঠ করা যাবে, তাহলে তাৎক্ষণিকতা বাতিল হয়ে যাবে।

যদি কেউ সেজদার আয়াত পাঠ করে সেজদা আদায় না করে, বরং তৎক্ষণাৎ আদায়ের সময় পার হওয়ার আগেই রুকু করে এবং রুকুতে সেজদার নিয়ত করে নেয় তাহলেও যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে যদি সেজদার আয়াত পাঠ করে সেজদা না করে, বরং তাড়াতাড়ি সেজদা আদায়ের সময় পার হওয়ার আগেই নামাযের সেজদায় চলে যায় তাহলেও যথেষ্ট হবে। সেজদার মধ্যে তেলাওয়াতে সেজদার নিয়ত করুক কিংবা না করুক।

যদি তৎক্ষণাৎ সেজদা আদায়ের সময় পার হয়ে যায় তাহলে রুকু কিংবা নামাযের সেজদার মাধ্যমে উক্ত সেজদা আদায় হবে না। বরং নামাযে থাকা অবস্থায় স্বতন্ত্র সেজদার মাধ্যমে উক্ত সেজদার কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি (সেজদা আদায় না করে) নামায থেকে ফারেগ হয়ে যায় তাহলে আর সেই সেজদা নামাযের বাইরে আদায় করবে না। কারণ সেটা আদায়ের সময় পার হয়ে গেছে। তবে যদি ছালামের মাধ্যমে নামায শেষ করে তাহলে নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ না করা পর্যন্ত সেই সেজদা আদায় করতে পারবে।

فُرُوْعٌ تَتَعَلَّقُ بِسُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

إِذَا سَمِعَ الْإِمَامُ وَالْمُقْتَدِىْ آيَةَ السَّجْدَةِ مِنَ الشَّخْصِ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ شَرِيْكًا مَعَهُمْ فِى الصَّلَاةِ سَجَدَ الْإِمَامُ وَالْمُقْتَدُوْنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ ـ فَلَوْ سَجَدُوْا هٰذِهِ السَّجْدَةَ فِى الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ وَلٰكِنْ لَّا تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ بِهٰذِهِ السَّجْدَةِ ـ الَّذِىْ سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ مِنَ الْإِمَامِ ثُمَّ اقْتَدٰى بِهٖ قَبْلَ أَنْ يَّسْجُدَ الْإِمَامُ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ يُتَابِعُ إِمَامَهٗ فِىْ سُجُوْدِهٖ ـ الَّذِىْ سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ مِنَ الْإِمَامِ ثُمَّ اقْتَدٰى بِهٖ بَعْدَ مَا سَجَدَ بِهَا الْإِمَامُ فِىْ تِلْكَ الرَّكْعَةِ نَفْسِهَا صَارَ مُدْرِكًا لِلسَّجْدَةِ فَلَا يَسْجُدُ ، لَا فِى الصَّلَاةِ وَلَا فِىْ خَارِجِ الصَّلَاةِ ـ الَّذِىْ تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْجُدْهَا ثُمَّ أَعَادَ تِلَاوَتَهَا فِى الصَّلَاةِ وَسَجَدَ لَهَا أَجْزَأَتْ هٰذِهِ السَّجْدَةُ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ مَالَمْ يَتَبَدَّلِ الْمَجْلِسُ ـ الَّذِىْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ آيَةِ سَجْدَةٍ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ تَكْفِىْ لَهٗ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ ـ الَّذِىْ تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ فِىْ مَجْلِسٍ ثُمَّ تَبَدَّلَ الْمَجْلِسُ وَأَعَادَ تِلَاوَتَهَا تَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ ـ يَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ مِنَ الْاِنْتِقَالِ مِنْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ ـ زَوَايَا الْبَيْتِ فِىْ حُكْمِ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَيْتُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيرا ـ زَوَايَا الْمَسْجِدِ فِىْ حُكْمِ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَسْجِدُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا ـ إِذَا تَكَرَّرَ مَجْلِسُ السَّامِعِ تَكَرَّرَ عَلَيْهِ

وُجُوْبُ السَّجْدَةِ ، سَوَاءٌ تَكَرَّرَ مَجْلِسُ الْقَارِئِ أَمْ لاَ - يُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ السُّوْرَةَ الَّتِيْ فِيْهَا السَّجْدَةُ وَيَتْرُكَ آيَةَ السَّجْدَةِ - إِذَا كَانَ السَّامِعُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِلسُّجُوْدِ اسْتُحِبَّ لِلْقَارِئِ أَنْ يُخْفِيَ تِلاَوَةَ آيَةِ السَّجْدَةِ -

তেলাওয়াতে সেজদা সম্পর্কিত মাসআলা

যদি ইমাম ও মোক্তাদীগণ এমন ব্যক্তি থেকে সেজদার আয়াত শ্রবণ করে যে তাদের সঙ্গে নামাযে শরীক ছিল না, তাহলে ইমাম ও মোক্তাদীগণ নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর সেজদা আদায় করবে। যদি তারা নামাযের মধ্যে এই সেজদা আদায় করে তাহলে শুদ্ধ হবে না। তবে এই সেজদার দরুন তাদের নামায নষ্ট হবে না। যে ব্যক্তি ইমাম থেকে সেজদার আয়াত শ্রবণ করেছে, অতঃপর ইমাম তেলাওয়াতে সেজদা আদায় করার পূর্বেই সে ইমামের পেছনে ইক্তেদা করেছে, সে উক্ত সেজদায় ইমামের অনুসরণ করবে। যে ব্যক্তি ইমাম থেকে সেজদার আয়াত শ্রবণ করেছে এবং ইমাম সেজদা করার পর সেই রাকাতেই ইমামের পেছনে ইক্তেদা করেছে তাহলে সে উক্ত সেজদা পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। সুতরাং নামাযের বাইরে কিংবা ভিতরে তার আর সেই সেজদা আদায় করা লাগবে না। যে ব্যক্তি নামাযের বাইরে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করেছে কিন্তু সেজদা আদায় করেনি, অতঃপর নামাযের মধ্যে পুনরায় সেই আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছে, তার (মজলিস অপরিবর্তিত থাকলে) এই সেজদাটি উভয় সেজদার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি একটি সেজদার আয়াত একই স্থানে একাধিক বার তেলাওয়াত করেছে, তার জন্য একটি সেজদা আদায় করাই যথেষ্ট হবে। যে ব্যক্তি এক স্থানে একটি সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করেছে। অতঃপর সেই স্থান পরিবর্তন করে (অন্য স্থানে) পুনরায় একই আয়াত তেলাওয়াত করেছে, তার উপর দুটি সেজদা ওয়াজিব হবে। কোন মজলিস থেকে স্থানান্তরিত হলে মজলিস পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা হবে। ঘরের কোণসমূহ একই মজলিসের হুকুম ভুক্ত, ঘর ছোট হউক কিংবা বড়। মসজিদের কোণসমূহ একই স্থানের হুকুম ভুক্ত, মসজিদ ছোট হউক কিংবা বড়। শ্রোতার মজলিস একাধিক হলে তার উপর একাধিক সেজদা ওয়াজিব হবে। পাঠকের স্থান একাধিক হউক কিংবা না হউক। সেজদার আয়াত বাদ রেখে সেজদা বিশিষ্ট সূরা পাঠ করা মাকরূহ। শ্রোতা যদি সেজদা আদায়ের জন্য প্রস্তুত না থাকে তাহলে সেজদার আয়াত অনুচ্চস্বরে পাঠ করা মোস্তাহাব

كَيْفِيَّةُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

كَيْفِيَّةُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ أَنْ يَّسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً بَيْنَ تَكْبِيْرَتَيْنِ ، تَكْبِيْرَةٌ عِنْدَ وَضْعِ جَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ لِلسُّجُوْدِ ، وَتَكْبِيْرَةٌ عِنْدَ رَفْعِ الْجَبْهَةِ مِنَ السُّجُوْدِ ، لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ وَلَا يَقْرَأُ التَّشَهُّدَ وَلَا يُسَلِّمُ بَعْدَ السُّجُوْدِ ـ رُكْنُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ وَاحِدٌ وَهُوَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ ، أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ، وَالْإِيْمَاءِ لِلْمَرِيْضِ ـ وَالتَّكْبِيْرَتَانِ مَسْنُوْنَتَانِ ـ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَّقُوْمَ ثُمَّ يَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ ـ شُرُوْطُ الصِّحَّةِ لِسُجُوْدِ التِّلَاوَةِ هِيَ نَفْسُ شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّ التَّحْرِيْمَةَ شَرْطٌ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيْ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ ـ يَجِبُ سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ فِيْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ ـ (١) فِي الْأَعْرَافِ ـ (٢) فِي الرَّعْدِ ـ (٣) فِي النَّحْلِ ـ (٤) فِي الْإِسْرَاءِ (٥) فِيْ مَرْيَمَ ـ (٦) اَلسَّجْدَةُ الْأُوْلَى فِي الْحَجِّ ـ (٧) فِي الْفُرْقَانِ ـ (٨) فِي النَّمْلِ ـ (٩) فِيْ الٓمٓ السَّجْدَةِ ـ (١٠) فِيْ صٓ ـ (١١) فِيْ حٰمٓ السَّجْدَةِ ـ (١٢) فِي النَّجْمِ ـ (١٣) فِي الْاِنْشِقَاقِ ـ (١٤) فِي الْعَلَقِ ـ

তেলাওয়াতে সেজদা আদায়ের পদ্ধতি

তেলাওয়াতে সেজদা আদায় করার পদ্ধতি হলো, দুই তাকবীরের মাঝখানে একটি সেজদা দিবে। প্রথম তাকবীর হলো, সেজদার জন্য মাটিতে কপাল রাখার সময়, দ্বিতীয় তাকবীর হলো, সেজদা থেকে কপাল ওঠানোর সময়। তাকবীর বলার সময় হাত উঠাবে না, তাশাহুদ পড়বে না এবং সেজদা দেওয়ার পর ছালাম ফিরাবে না। তেলাওয়াতে সেজদার রোকন একটি। তাহলো, সরাসরি মাটিতে কপাল রাখা কিংবা তার স্থলবর্তী কোন কাজ যথা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রুকু কিংবা ইশারা করা। সেজদার জন্য যে দুটি তাকবীর বলা হয় তা সুন্নাত। দাঁড়ানোর অবস্থা থেকে তেলাওয়াতে সেজদা আদায় করা সুন্নাত। নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে, তেলাওয়াতে সেজদা সহী হওয়ার জন্যও অনুরূপ শর্ত

রয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, নামাযে তাকবীরে তাহরীমা শর্ত, কিন্তু তেলাওয়াতে সেজদায় তা শর্ত নয়।

কোরআনে কারীমের ১৪ টি স্থানে তেলাওয়াতে সেজদা আদায় করা ওয়াজিব। যথা ১. সূরা আরাফে ২. সূরা রাদে ৩. সূরা নাহলে ৪. সূরা ইসরায় ৫. সূরা মারয়ামে ৬. সূরা হজের প্রথম সেজদা ৭. সূরা ফোরকানে ৮. সূরা নামলে ৯. সূরা আলিফ লামমীম সেজদায় ১০. সূরা সোয়াদে ১১. সূরা হামীম সেজদায় ১২. সূরা নাজমে ১৩. সূরা ইনশে কাকে ১৪. সূরা আলাকে

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ

শব্দার্থ ঃ سَعْيًا (إِلَيْهِ ـ ف) – ধাবিত হওয়া। وَذْرًا (ض) – ত্যাগ করা। إِذْنًا (لَهُ ـ س) – অনুমতি দেওয়া। إِسْتِمَاعًا (لَهُ) – মনোযোগ দিয়ে শোনা। إِنْصَاتًا (له) – কান পেতে শোনা। مَسًّا (ن) – স্পর্শ করা। (ف) طَبْعًا – ছাপ দেওয়া। تَهَاوُنًا – অবহেলা করা। إِغْلَاقًا – বন্ধ করা। (الْخُطْبَةَ) ـ إِلْقَاءً – খুতবা প্রদান করা। إِمَامَةً (ن) (الصَّلَاةَ) – ইমামত করা। إِقَامَةً – প্রতিষ্ঠা করা। ذِكْرٌ – স্মরণ। ذُكُوْرٌ বব ذَكَرٌ – পুরুষ। عَامٌّ – ব্যাপক। مُرَادٌ – উদ্দেশ্য। حَصًى – কঙ্কর। أَبْدَالٌ বব بَدَلٌ – বিকল্প। فَرْضِيَّةٌ – অবধারিত বিষয়। مَأْمُوْنٌ – বিপদ মুক্ত। بَصِيْرٌ – দৃষ্টিমান। فِنَاءُ مِصْرٍ – শহরতলী। لَغْوًا (ن) – অর্থহীন কাজ করা। ظَالِمٌ – অত্যাচারী।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ" ـ (الجمعة ـ ٩)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ ، وَأَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا" ـ (رواه مسلم)

وَقَالَ أَيْضًا : "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ" ـ (رواه أبو داؤد)

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ جَهْرِيَّتَانِ وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ مُسْتَقِلٌّ ، وَلَيْسَتْ بَدَلًا عَنِ الظُّهْرِ ، وَلٰكِنْ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فُرِضَتْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ـ

জুমার নামায

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, জুমার দিন যখন নামাযের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা বেচা-কেনা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর যিকিরের প্রতি ধাবিত হও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণ কর যদি তোমরা বুঝ। (সূরা জুমুয়া/৯)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উত্তম রূপে উযূ করবে, অতঃপর মসজিদে এসে মনোযোগ সহকারে (খুতবা) শ্রবণ করবে তার বিগত জুমা থেকে এ জুমা পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কংকর স্পর্শ করলো সে অনর্থক কাজ করল। (মুসলিম)

তিনি (সঃ) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলাবশত তিনটি জুমা তরক করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। (আবু দাউদ)

জুমার নামায দু রাকাত, তাতে উঁচু আওয়াযে কেরাত পাঠ করা হবে। জুমার নামায স্বতন্ত্র ফরয, জোহরের নামাযের বিকল্প নয়। তবে যার জুমার নামায ছুটে যাবে তার জন্য জু,মার পরিবর্তে যোহরের চার রাকাত নামায আদায় করা ফরয।

شُرُوْطُ فَرْضِيَّةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

صَلاَةُ الْجُمُعَةِ تُفْتَرَضُ عَلَى الَّذِىْ تَتَوَفَّرُ فِيْهِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةِ :

١ـ أَنْ يَّكُوْنَ ذَكَرًا ، فَلاَ تُفْتَرَضُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ـ ٢ـ أَنْ يَّكُوْنَ حُرًّا ، فَلاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الرَّقِيْقِ ـ ٣ـ أَنْ يَّكُوْنَ مُقِيْمًا فِىْ مِصْرٍ، أَوْ فِىْ مَوْضِعٍ هُوَ فِىْ حُكْمِ الْمِصْرِ، فَلاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الْمُسَافِرِ ، وَكَذَا لاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الْمُقِيْمِ فِى الْقَرْيَةِ ـ ٤ـ أَنْ يَّكُوْنَ صَحِيْحًا ، فَلاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الْمَرِيْضِ ـ ٥ـ أَنْ يَّكُوْنَ مَأْمُوْنًا ، فَلاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الَّذِى اخْتَفٰى خَوْفًا مِنْ ظُلْمِ ظَالِمٍ ـ ٦ـ أَنْ يَّكُوْنَ بَصِيْرًا، فَلاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الْأَعْمٰى ـ ٧ـ أَنْ يَّكُوْنَ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ ، فَلاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الَّذِىْ لاَيَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ ـ

اَلَّذِيْنَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ إِذَا صَلَّوْهَا صَحَّتْ صَلاَتُهُمْ وَسَقَطَ عَنْهُمُ الظُّهْرُ ، بَلْ تُسْتَحَبُّ لَهُمْ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ ـ وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّىْ فِى بَيْتِهَا ظُهْرًا لِأَنَّهَا قَدْ مُنِعَتْ عَنِ الْحُضُوْرِ فِى الْجَمَاعَةِ ـ

জুমার নামায ফরয হওয়ার শর্ত

যার মাঝে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যাবে তার উপর জুমার নামায আদায় করা ফরয।

১. পুরুষ হওয়া, সুতরাং স্ত্রীলোকের উপর জুমার নামায ফরয হবে না।

২. স্বাধীন হওয়া, সুতরাং ক্রীতদাসের উপর জুমার নামায ফরয হবে না।

৩. শহর কিংবা শহরের বিধান ভুক্ত স্থানে মুকীম (স্থায়ী অবস্থান কারী) হওয়া। সুতরাং মুসাফিরের উপর, তদ্রূপ গ্রামে অবস্থান কারীর উপর জুমার নামায ফরয হবে না। ৪. সুস্থ হওয়া, সুতরাং অসুস্থের উপর জুমার নামায ফরয হবে না। ৫. নিরাপদ হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি কারো অত্যাচারের ভয়ে আত্মগোপন করেছে তার উপর জুমার নামায ফরয হবে না। ৬. চক্ষুষ্মান হওয়া। সুতরাং অন্ধের উপর জুমার নামায ফরয হবে না। ৭. হাঁটতে সক্ষম হওয়া। সুতরাং যে হাঁটতে অক্ষম তার উপর জুমার নামায ফরয হবে না। ৮. যাদের উপর জুমার নামায ওয়াজিব হয়নি তারা যদি জুমার নামায পড়ে নেয়, তাহলে নামায সহী হবে এবং তাদের থেকে জোহরের নামায রহিত হয়ে যাবে। বরং জুমার নামায পড়া তাদের জন্য মোস্তাহাব।

স্ত্রীলোক জুমার পরিবর্তে তার ঘরে জোহরের নামায পড়বে। কেননা তাদেরকে জামাতে উপস্থিত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

شُرُوْطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

لاَ تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةِ :

١ـ اَلْمِصْرُ وَفِنَاؤُهُ ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِى الْقُرٰى ـ وَتَصِحُّ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِىْ مَوَاضِعَ كَثِيْرَةٍ فِى الْمِصْرِ وَفِنَائِهِ ـ ٢ـ أَنْ يَكُوْنَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِى الْجُمُعَةِ ـ ٣ـ أَن تُقَامَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ ، فَلَا تَصِحُّ قَبْلَ وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَلَا بَعْدَهُ ـ ٤ـ اَلْخُطْبَةُ ، إِذَا تُلْقٰى فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ـ وَلَا بُدَّ مِنْ حُضُوْرِ وَاحِدٍ عَلَى الْأَقَلِّ مِنَ الَّذِيْنَ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ لِسِمَاعِ الْخُطْبَةِ ـ ٥ـ اَلْإِذْنُ الْعَامُّ ، وَالْمُرَادُ بِالْإِذْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكُوْنَ الْمَكَانُ الَّذِىْ تُقَامُ فِيْهِ الْجُمُعَةُ مُبَاحًا لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الدُّخُوْلَ فِيْهِ ، فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِىْ

دَارٍ أُغْلِقَ بَابُهَا عَلَى النَّاسِ ـ ٦ـ أَنْ تُقَامَ بِجَمَاعَةٍ ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّوْهَا مُنْفَرِدِيْنَ - وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ فِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِثَلَاثَةِ رِجَالٍ سِوَى الْإِمَامِ ـ

إِذَا أَمَّ الْمُسَافِرُ ، أَوِ الْمَرِيْضُ فِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ صَحَّتِ الصَّلَاةُ ـ

জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে জুমার নামায সহী হবে।

১. শহর কিংবা উপশহর হওয়া। সুতরাং গ্রামে জুমার নামায সহী হবে না। তবে শহর কিংবা উপশহরের বিভিন্ন জায়গায় জুমার নামায অনুষ্ঠিত করা সহী হবে। ২. বাদশা কিংবা তাঁর স্থলবর্তী জুমায় উপস্থিত থাকা। ৩. জুমার নামায জোহরের ওয়াক্তে অনুষ্ঠিত হওয়া। অতএব জোহরের ওয়াক্তের পূর্বে কিংবা পরে জুমার নামায পড়া সহী হবে না। ৪. জোহরের ওয়াক্তে এবং নামাযের পূর্বে খুতবা পাঠ করা। যাদের দ্বারা জুমার নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে তাদের মধ্য থেকে কমপক্ষে একজন খুতবা শোনার জন্য উপস্থিত থাকা। ৫. ইজ্‌নে আম (সাধারণ অনুমতি) থাকা। ইজ্‌নে আম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে স্থানে জুমার নামায অনুষ্ঠিত হবে সেখানে সকলের জন্য প্রবেশের অনুমতি থাকা। অতএব যে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে সেখানে জুমার নামায আদায় করা সহী হবে না। ৬. জামাতের সাথে নামায অনুষ্ঠিত হওয়া। সুতরাং মুসল্লীগণ একাকী নামায পড়লে জুমার নামায সহী হবে না। ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিনজন মোক্তাদী দ্বারা জুমার নামায অনুষ্ঠিত হবে।

মুসাফির কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি জুমার নামাযের ইমামতি করলে নামায সহী হবে।

سُنَنُ الْخُطْبَةِ

শব্দার্থ ঃ أَثْنَاءً (عَلٰى) – প্রশংসা করা। عِظَةً (ض) – উপদেশ দেওয়া। تَذْكِيْرًا – উপদেশ দেওয়া। تَبْكِيْرًا – সকাল করা। اِسْتِيْنَافًا – নতুনভাবে শুরু করা। تَمَكُّنًا (مِنْ) – সমর্থ হওয়া। تَخْفِيْفًا – হালকা করা, সংক্ষিপ্ত করা। تَشْمِيْتًا (الْعَاطِسَ) – হাঁচির উত্তর দেওয়া। عَاطِسٌ – হাঁচিদাতা। سَجْنًا (ن) – কারারুদ্ধ করা। مَسْجُوْنٌ – কারারুদ্ধ। اِبْدَالًا – বিনিময় করা। (الشَّيْئَ بِه) – পরিবর্তে গ্রহণ করা। صَحِيْحٌ – সুস্থ। مَنَابِرُ বব مِنْبَرٌ – মঞ্চ, (মসজিদের) মিম্বর। خُطَبَاءُ বব خَطِيْبٌ – বক্তা, খতীব। خَائِفٌ –

ভীত। ثَنَاءٌ – প্রশংসা। رِمَاحٌ বব رُمْحٌ – বর্শা। تَطَيُّبًا – খুশবু মাখা। جَاهِلِيَّةٌ – ইসলাম পূর্ব কাল। صَوْتٌ جَهْوَرِيٌّ – উচ্চ কণ্ঠ। سَقِيْمٌ – অসুস্থ। خَيْرٌ – উত্তম শ্রেষ্ঠ।

تُسَنُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى الْخُطْبَةِ ـ

١ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْخَطِيْبُ طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ ـ ٢ـ أَنْ يَّكُوْنَ سَاتِرًا لِعَوْرَتِهٖ ـ ٣ـ أَنْ يَّجْلِسَ الْخَطِيْبُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِى الْخُطْبَةِ ـ ٤ـ أَنْ يُّؤَذِّنَ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيْبِ ـ ٥ـ أَنْ يَّخْطُبَ قَائِمًا ـ ٦ـ أَنْ يَبْدَأَ الْخُطْبَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ ٧ـ أَنْ يُّثْنِيَ عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهٗ ـ ٨ـ أَنْ يَّأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ فِى الْخُطْبَةِ ـ ٩ـ أَنْ يُّصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخُطْبَةِ ـ ١٠ـ أَنْ يَّعِظَ النَّاسَ فِى الْخُطْبَةِ ، وَيُذَكِّرَهُمْ ، وَيَقْرَأَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَقَلِّ ـ ١١ـ أَنْ يُّلْقِيَ خُطْبَتَيْنِ ، وَيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوْسِ الْخَفِيْفِ ـ ١٢ـ أَنْ يَّسْتَأْنِفَ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ بِالْحَمْدِ تَعَالٰى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ١٣ـ أَنْ يَّدْعُوَ فِى الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَسْتَغْفِرَلَهُمْ ـ ١٤ـ أَنْ تَكُوْنَ الْخُطْبَةُ بِصَوْتٍ جَهْرِيٍّ حَتّٰى يَتَمَكَّنَ الْقَوْمُ مِنْ سِمَاعِهَا ـ ١٥ـ أَنْ يُّخَفِّفَ الْخُطْبَةَ حَتّٰى تَكُوْنَ بِقَدْرِ سُوْرَةٍ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ ـ

০ খুতবার সুন্নাত

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো খুতবায় সুন্নাত।

১. খুতবা প্রদানকারী হদস ও নাজাসাত থেকে পাক হওয়া। ২. সতর ঢেকে রাখা। ৩. খুতবা শুরু করার পূর্বে খতীব সাহেব মিম্বরে বসা। ৪. খতীব সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া। ৫. দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা। ৬. আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে খুতবা আরম্ভ করা। ৭. আল্লাহর শানমোতাবেক প্রশংসা করা। ৮. খুতবার মধ্যে উভয় শাহাদাত অন্তর্ভুক্ত করা। ৯. খুতবায় নবী করীম (সঃ) এর উপর দুরুদ পাঠ করা। ১০. খুতবায় উপস্থিত লোকদেরকে উপদেশ দান করা এবং কোরআনে কারীম থেকে কম পক্ষে একটি আয়াত পাঠ করা। ১১. দুটি

খুতবা প্রদান করা। এবং উভয় খুতবার মাঝে সংক্ষিপ্ত বৈঠক দ্বারা ব্যবধান করা। ১২. আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও নবী (সঃ) এর উপর দুরূদ এর মাধ্যমে দ্বিতীয় খুতবা শুরু করা। ১৩. দ্বিতীয় খুতবায় সকল মুমিন নর-নারীর জন্য দো'য়া করা ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। ১৪. উচ্চ কণ্ঠে খুতবা প্রদান করা। যেন শ্রোতাগণ খুতবা শ্রবণ করতে পারেন। ১৫. সংক্ষিপ্ত খুতবা দেওয়া। যেন তা طوال مفصل সূরাগুলোর কোন একটির সম পরিমান হয়।

فُرُوْعٌ تَتَعَلَّقُ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ

يَجِبُ السَّعْىُ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ ـ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ فَلَا تَجُوْزُ صَلَاةٌ وَلَا كَلَامٌ فَلَا يَرُدُّ سَلَامًا ، وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ يُكْرَهُ لِلْخَطِيْبِ أَنْ يُّطَوِّلَ الْخُطْبَةَ ـ يُكْرَهُ لِلْخَطِيْبِ أَنْ يَّتْرُكَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْخُطْبَةِ ـ يُكْرَهُ الْأَكْلُ ، وَالشُّرْبُ ، اَلْعَبَثُ ، اَلْاِلْتِفَاتُ لِلَّذِىْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ ـ لَا يُسَلِّمُ الْخَطِيْبُ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ اَلَّذِىْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فِى التَّشَهُّدِ ، أَوْ فِىْ سُجُوْدِ السَّهْوِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَأَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ ـ يُكْرَهُ لِلْمَعْذُوْرِ وَالْمَسْجُوْنِ أَنْ يُّصَلِّىَ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِجَمَاعَةٍ فِى الْمِصْرِ ـ

জুমার নামাযের সাথে সম্পৃক্ত কিছু মাসআলা

জুমার প্রথম আজানের সাথে সাথে বেচা-কেনা ছেড়ে মসজিদের দিকে গমন করা ওয়াজিব। যখন ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হবেন, তখন নামায পড়া কিংবা কথা বলা জায়েয হবে না। সুতরাং নামায থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত ছালামের উত্তর দিবে না এবং হাঁচিদাতাকে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলবে না। খতীবের জন্য (অহেতুক) খুতবা দীর্ঘ করা, কিংবা খুতবার কোন সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ। যে ব্যক্তি খুতবা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছে তার পানাহার করা, অনর্থক কোন কাজে লিপ্ত হওয়া, কিংবা এদিক-ওদিক ঘুরে তাকানো মাকরূহ।

খতীব সাহেব মিম্বরে ওঠার পর শ্রোতাদেরকে ছালাম দিবে না। যে ব্যক্তি ইমামকে তাশাহুদ, কিংবা সহু সেজদা আদায় করার অবস্থায় পেয়েছে সে জুমার নামায পেয়েছে। সুতরাং দু'রাকাত নামায পূর্ণ করবে। ওযর গ্রস্ত ও কয়েদীদের জন্য জুমার দিন শহরে জামাতের সাথে জোহরের নামায আদায় করা মাকরূহ।

أَحْكَامُ الْعِيْدَيْنِ

رَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ فِىْ سُنَنِهٖ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانَ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ : مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوْا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ" . صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ وَاجِبَةٌ ، وَهِىَ رَكْعَتَانِ جَهْرِيَّتَانِ تُصَلّٰى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ ، وَفِيْهَا تَكْبِيْرَاتٌ تُسَمّٰى بِتَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ ، ثَلَاثٌ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى بَعْدَ الثَّنَاءِ ، وَثَلَاثٌ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ ، وَتُلْقَى الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

ঈদের নামাযের হুকুম

ইমাম আবু দাউদ (রাহঃ) তাঁর সুনানে হযরত আনাস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আনাছ) বলেছেন, যখন নবী (সঃ) মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনা বাসীদের মাঝে আনন্দ উৎসবের জন্য দুটি দিন (নির্ধারিত) ছিল। নবী (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুটি দিন কিসের? তাঁরা উত্তর দিলেন, জাহেলী যুগে এ দুটি দিনে আমরা আনন্দ উৎসব করতাম। তখন রাসুল (সঃ) বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এ দুটি দিনের পরিবর্তে আরও উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। তাহলো ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিত্‌র।

উভয় ঈদের নামায ওয়াজিব। আর তা হলো, জাহ্‌রী কেরাত বিশিষ্ট দুই রাকাত নামায। সূর্য এক বর্শা (ছয় হাত) পরিমাণ উপরে ওঠার পর তা পড়া হবে। ঈদের নামাযে একাধিক তাকবীর রয়েছে। সেগুলোকে অতিরিক্ত তাকবীর বলা হয়। প্রথম রাকাতে ছানা পড়ার পর তিনটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পূর্বে তিনটি তাকবীর বলতে হবে। নামাজের পর খুতবা প্রদান করা হবে।

عَلٰى مَنْ تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ؟

لَا تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ إِلَّا عَلَى الَّذِىْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ . فَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّحِيْحِ ، الْحُرِّ ، الْمُقِيْمِ،

الْبَصِيْرِ ، الْمَأْمُوْنِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ ـ وَلَا تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرِيْضِ ، وَالرَّقِيْقِ وَالْمُسَافِرِ ، وَالْأَعْمٰى ، وَالْخَائِفِ ـ وَكَذَا لَا تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ عَلَى الَّذِيْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ ـ الَّذِيْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ إِذَا صَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ جَازَتْ صَلَاتُهُ ـ

কাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব?

জুমার নামায যাদের উপর ওয়াজিব ঈদের নামাযও তাদের উপর ওয়াজিব। অতএব সুস্থ, স্বাধীন, মুকীম, চক্ষুষ্মান নিরাপদ ও হাঁটতে সক্ষম ব্যক্তির উপর ঈদের নামায ওয়াজিব হবে। স্ত্রীলোক, অসুস্থ, ক্রীতদাস, মুসাফির, অন্ধ ও নিরাপত্তাহীন লোকের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ হাঁটতে অপারক ব্যক্তির উপর ঈদের নামায ওয়াজিব হবে না। কারো উপর ঈদের নামায ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও যদি পড়ে নেয় তাহলে জায়েয হবে।

شُرُوْطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ

لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ :

(١) اَلْمِصْرُ ـ (٢) اَلسُّلْطَانُ (١) وَنَائِبُهُ ـ (٣) اَلْإِذْنُ الْعَامُّ ، (٤) اَلْجَمَاعَةُ ـ وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ بِالْوَاحِدِ مَعَ الْإِمَامِ ـ (٥) اَلْوَقْتُ ـ يَبْتَدِئُ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ ، وَيَنْتَهِيْ بِزَوَالِ الشَّمْسِ ـ تَصِحُّ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ بِدُوْنِ الْخُطْبَةِ ، وَلٰكِنْ يُكْرَهُ ذٰلِكَ ـ تَصِحُّ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ إِذَا قُدِّمَتِ الْخُطْبَةُ عَلَى الصَّلَاةِ وَلٰكِنْ يُكْرَهُ ذٰلِكَ ـ

ঈদের নামায সহী হওয়ার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ না পাওয়া গেলে ঈদের নামায পড়া সহী হবে না। শর্তগুলো এই

১. শহর কিংবা উপশহর হওয়া। ২. বাদশা কিংবা তাঁর স্থলবর্তী উপস্থিত থাকা। ৩. সাধারণ অনুমতি থাকা। ৪. জামাতের সাথে পড়া। ইমামের সঙ্গে এক জন মোক্তাদী থাকলেও ঈদের নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। ৫. ওয়াক্ত হওয়া। ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হবে যখন সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে

উঠবে। এবং সূর্য মধ্য গগনে ঢলে পড়ার সাথে সাথে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। খুতবা ছাড়াও ঈদের নামায সহী হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে। যদি ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা পাঠ করা হয় তাহলেও ঈদের নামায সহী হবে। কিন্তু তা মাকরূহ হবে।

مَنْدُوْبَاتُ يَوْمِ الْفِطْرِ

শব্দার্থ ঃ اِسْتِيَاكًا – মেসওয়াক করা। إِظْهَارًا – প্রকাশ করা। إِكْثَارًا – বেশী করা। فَرِحًا (س) খুশি হওয়া। اِبْتِكَارًا – ভোরে যাওয়া। تَنَفُّلًا – নফল নামায পড়া। نُدْبًا (ن) – মোস্তাহাব হওয়া। مَنْدُوْبٌ – মোস্তাহাব, এজেন্ট। جَرًّا (ن) – টানা। ثَوْبًا (ن) (الْقَوْمُ) – একের পর এক আসা। اِنْجِلَاءً – স্পষ্ট হওয়া। اِنْتِهَاءً (إِلَى) – পৌঁছা। اَلْمُصَلّٰى – নামাযের স্থান। صَدَقَاتٌ বব صَدَقَةٌ – দান। حَسَبَ – অনুসারে। بَشَاشَةٌ – উৎফুল্লতা। رَجِيْمٌ – বিতাড়িত, অভিশপ্ত। قَرَوِيٌّ – গ্রাম্য। حَضَرِيٌّ – শহুরে। أُنْثٰى বব إِنَاثٌ – স্ত্রীলোক। تَأْمِيْنًا – "আমীন" বলা।

تُسْتَحَبُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ ـ

(١) أَنْ يَّنْتَبِهَ مِنَ النَّوْمِ مُبَكِّرًا ـ (٢) أَن يُّصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِيْ مَسْجِدِ الْحَيِّ ـ (٣) أَنْ يَّسْتَاكَ ـ (٤) أَنْ يَّغْتَسِلَ ـ (٥) أَنْ يَّلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهٖ ـ (٦) أَنْ يَّتَطَيَّبَ ـ (٧) أَنْ يَّأْكُلَ قَبْلَ الذَّهَابِ إِلَى الْمُصَلّٰى ـ (٨) أَنْ يُّؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الذَّهَابِ إِلَى الْمُصَلّٰى إِذَا كَانَتْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةً عَلَيْهِ ـ (٩) أَنْ يُّكْثِرَ الصَّدَقَةَ حَسَبَ اسْتِطَاعَتِهٖ ـ (١٠) أَن يُّظْهِرَ الْفَرَحَ وَالْبَشَاشَةَ ـ (١١) أَنْ يَّبْتَكِرَ إِلَى الْمُصَلّٰى مَاشِيًا مُكَبِّرًا سِرًّا وَيَقْطَعَ التَّكْبِيْرَ إِذَا انْتَهٰى إِلَى الْمُصَلّٰى ـ (١٢) أَنْ يَّرْجِعَ مِنَ الْمُصَلّٰى بِطَرِيْقٍ آخَرَ ـ

يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ فِى الْبَيْتِ ـ كَذَا يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ فِى الْمُصَلّٰى ـ وَكَذَا يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ فِى الْمُصَلّٰى وَلَا يُكْرَهُ فِى الْبَيْتِ ـ

ঈদুল ফিত্‌রের দিন মোস্তাহাব কাজ

ঈদুল ফিত্‌রের দিন নিম্নোক্ত কাজসমূহ মোস্তাহাব।

১. খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা।২. ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া। ৩. মেসওয়াক করা। ৪. গোসল করা। ৫. নিজের সর্বোত্তম পোশাক পরা। ৬. খুশবু ব্যবহার করা। ৭. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু আহার করা। ৮. সদকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হলে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে তা আদায় করা। ৯. সামর্থ্য অনুসারে বেশী করে সদকা করা। ১০. আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রকাশ করা। ১১. পায়ে হেঁটে অনুচ্চস্বরে তাকবীর বলতে বলতে সকাল সকাল ঈদগাহের দিকে রওয়ান করা এবং ঈদগাহে পৌঁছার পর তাকবীর বলা বন্ধ করে দেওয়া। ১২. ঈদগাহ থেকে ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্তন করা।

ঈদের নামাযের পূর্বে গৃহে ও ইদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ। অনুরূপ ভাবে ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ। তবে (এ সময়) বাড়িতে নফল পড়া মাকরূহ হবে না।

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ

إِذَا أَرَدْتَّ أَنْ تُصَلِّىَ صَلَاةَ الْعِيْدِ فَقُمْ مَعَ الْإِمَامِ نَاوِيًا صَلَاةَ الْعِيْدِ وَمُتَابَعَةَ الْإِمَامِ ، وَكَبِّرْ لِلتَّحْرِيْمَةِ ثُمَّ اقْرَأِ الثَّنَاءَ ثُمَّ كَبِّرْ مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَارْفَعْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ اسْكُتْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ سِرًّا أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا سُوْرَةَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَضُمُّ إِلَى الْفَاتِحَةِ سُوْرَةً أُخْرٰى وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَّقْرَأَ سُوْرَةَ الْأَعْلٰى فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى ثُمَّ ارْكَعْ وَاسْجُدْ مَعَ الْإِمَامِ كَمَا تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ فِى الصَّلَوَاتِ الْيَوْمِيَّةِ فَإِذَا قُمْتَ مَعَ الْإِمَامِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَنْصُتْ قَائِمًا وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ سِرًّا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا سُوْرَةَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً أُخْرٰى وَيَنْدُبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَّقْرَأَ سُوْرَةَ الْغَاشِيَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ كَبَّرَ فَكَبِّرْ مَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَارْفَعْ يَدَيْكَ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ ، ثُمَّ ارْكَعْ ،

وَاسْجُدْ ، وَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ مِثْلَ الصَّلَوَاتِ الْيَوْمِيَّةِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ ، خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ ، يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا أَحْكَامَ عِيْدِ الْفِطْرِ - إِذَا قَدَّمَ التَّكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدَ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ جَازَتْ ، وَلٰكِنَّ الْأَوْلٰى أَنْ يُّقَدِّمَ الْقِرَاءَةَ عَلَى التَّكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ - يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ صَلَاةِ الْعِيْدِ إِلَى الْغَدِ إِذَا كَانَ عُذْرٌ - اَلَّذِىْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَقْضِيْهَا لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِدُوْنِ الْجَمَاعَةِ -

ঈদের নামায পড়ার পদ্ধতি

যখন ঈদের নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন ঈদের নামায আদায়ের ও ইমামের অনুসরণের নিয়ত করে ইমামের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাবে। এবং তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলবে। তারপর ছানা পড়ে ইমামের সঙ্গে তিনবার তাকবীর বলবে। প্রত্যেক তাকবীরে কান বরাবর হাত উঠাবে। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইমাম অনুচ্চস্বরে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে। তারপর উচ্চস্বরে সূরা ফাতেহা পড়বে এবং সূরা ফাতেহার সঙ্গে একটি সূরা মিলাবে। প্রথম রাকাতে ইমামের জন্য সূরা আ'লা পাঠ করা মোস্তাহাব। তারপর ইমামের সঙ্গে রুকু সেজদা করবে যেমন প্রতিদিনের নামাযে রুকু সেজদা করে থাক। যখন ইমামের সঙ্গে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইমাম অনুচ্চস্বরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করবে।

অতঃপর উচ্চস্বরে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। তারপর আরেকটি সূরা পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে ইমামের জন্য সূরা গাশিয়া পাঠ করা মোস্তাহাব।

ইমাম সাহেব কেরাত শেষ করার পর যখন তাকবীর বলবে, তখন তার সাথে তিনবার তাকবীর বলবে। প্রত্যেক তাকবীরের সময় দুহাত উঠাবে। তারপর রুকু সেজদা করে দৈনিক নামাযের ন্যায় নামায পূর্ণ করবে। ইমাম সাহেব যখন নামায শেষ করবে তখন দুটি খুতবা দিবে। উভয় খুতবায় লোকদেরকে ঈদুল ফিত্‌রের বিধান শিক্ষা দিবে। যদি দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীর বলে তাহলেও জায়েয হবে। কিন্তু দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতকে অতিরিক্ত তাকবীরের উপর অগ্রবর্তী করা উত্তম। কোন ওজর থাকলে ঈদুল ফিত্‌রের নামায দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েয আছে।

যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে ঈদের নামায পড়তে পারেনি, সে আর কাযা পড়বে না। কেননা ঈদের নামায জামাত বিহীন জায়েয নেই।

أَحْكَامُ عِيْدِ الْأَضْحٰى

أَحْكَامُ عِيْدِ الْأَضْحٰى مِثْلَ أَحْكَامِ عِيْدِ الْفِطْرِ ـ

وَصَلَاةُ عِيْدِ الْأَضْحٰى مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيْدِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُؤَخِّرُ الْأَكْلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْ عِيْدِ الْأَضْحٰى ، وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيْقِ جَهْرًا، وَيُعَلِّمُ أَحْكَامَ الْأُضْحِيَّةِ وَتَكْبِيْرَ التَّشْرِيْقِ فِيْ خُطْبَةِ عِيْدِ الْأَضْحٰى ـ

يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ صَلَاةِ عِيْدِ الْأَضْحٰى إِلَى الثَّانِيْ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِذَا كَانَ عُذْرٌ ـ يَجِبُ تَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ مَرَّةً جَهْرًا مِنْ بَعْدِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَهُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلٰى عَصْرَ يَوْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ عَلٰى كُلِّ مَنْ صَلَّى الْفَرْضَ ، سَوَاءٌ صَلّٰى جَمَاعَةً، أَوْ صَلّٰى مُنْفَرِدًا ، مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيْمًا ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثٰى ، قَرَوِيًّا كَانَ أَوْ حَضَرِيًّا ـ

ঈদুল আজহার হুকুম

ঈদুল আজহার বিধান ঈদুল ফিত্‌রের বিধানের অনুরূপ। ঈদুল আজহার নামায ও ঈদুল ফিত্‌রের নামাযের অনুরূপ। তবে পার্থক্য হলো, ঈদুল আজহায় নামাযের পর আহার করবে এবং ঈদগাহে যাওয়ার পথে উঁচু আওয়াযে তাকবীর বলবে। আর ঈদুল আযহার খুতবায় লোকদেরকে কোরবানীর মাসআলা ও তাকবীরে তাশরীক শিক্ষা দিবে। কোন ওযর বশতঃ ঈদুল আজহার নামায জিলহজ্বের বার তারিখ পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েয আছে। আরাফার দিন অর্থাৎ জিলহজ্বের নয় তারিখ ফজর নামাযের পর থেকে জিলহজ্বের ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত, প্রত্যেক ফরয নামায আদায় কারীর জন্য একবার উচ্চস্বরে তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। চাই সে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামায আদায় করুক কিংবা একাকী, মুসাফির হউক কিংবা মুকীম, পুরুষ হউক কিংবা মহিলা, গ্রামের অধিবাসী হউক কিংবা শহরের।

صَلاَةُ الْكُسُوْفِ وَالْخُسُوْفِ

رَوَى الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ" - يُسَنُّ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْسِ أَنْ تُصَلَّى بِالْجَمَاعَةِ رَكْعَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ - تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ - وَلاَ تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِيْ خُسُوْفِ الْقَمَرِ بَلْ يُصَلِّي النَّاسُ فُرَادٰى بِدُوْنِ جَمَاعَةٍ عِنْدَ خُسُوْفِ الْقَمَرِ - لَيْسَ فِيْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَةٌ وَلاَ خُطْبَةٌ يُنَادَى "الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ" - يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فِيْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ - إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلاَةِ أَخَذَ يَدْعُوْ وَالْمُقْتَدُوْنَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى دُعَائِهِ حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ -

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ কালীন নামায

ইমাম বুখারী, (রাহঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সুত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে ছিল। তখন রাসূল (সঃ) তাঁর চাদর টানতে টানতে বের হলেন, অবশেষে মসজিদে গিয়ে পৌঁছলেন। লোকজন ও তার কাছে (মসজিদে) গিয়ে সমবেত হলো। তখন নবী (সঃ) তাদেরকে নিয়ে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। ফলে সূর্য প্রকাশ পেল। তখন নবী (সঃ) বললেন, চাঁদ-সুরুয আল্লাহ পাকের দুটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুতে তাদের গ্রহণ লাগে না। বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। অতএব এ ধরনের কিছু ঘটলে বিপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমরা নামাযে মশগুল থাকবে।

সূর্য গ্রহণ কালে জামাতের সাথে দু'রাকাত কিংবা চার রাকাত নামায পড়া সুন্নাত। সূর্য গ্রহণের নামাযে জামাত করা সুন্নাত মুয়াক্কাদা। কিন্তু চন্দ্র গ্রহণের নামাযে জামাত করা সুন্নাত নয়। বরং চন্দ্র গ্রহণের সময় লোকজন জামাত ছাড়া একাকী নামায আদায় করবে। সূর্য গ্রহণের নামাযে আযান, ইকামত ও খুতবা নেই। বরং اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (নামায তৈয়ার) বলে ডাকা হবে। সূর্য গ্রহণের নামাযে ইমামের জন্য কেরাত, রুকু ও সেজদা দীর্ঘ করা সুন্নাত। নামায শেষ করার পর সূর্য গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ইমাম সাহেব দো'য়া করতে থাকবেন এবং মোক্তাদীগণ তাঁর দো'য়ার সাথে আমীন আমীন বলবে।

صَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ

শব্দার্থ ঃ اِسْتِسْقَاءٌ- পানি প্রার্থনা করা। تَوَالِيًا - লাগাতার হওয়া। تَرْقِيْعًا - তালি দেওয়া। تَذَلُّلًا - বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করা। تَوَاضُعًا- বিনয় প্রকাশ করা। تَصَدُّقًا (عَلٰى) - সদকা করা। خُشُوْعًا (ف) - বিনম্র হওয়া। رَفْعًا (ف) - উঁচু করা। سَقْيًا (ض) - সিঞ্চন করা। إِغَاثَةٌ - সাহায্য করা, উদ্ধার করা। عَجَلًا (س) - তাড়াহুড়া করা। عَاجِلٌ - দ্রুত। أَجَلًا (س) - বিলম্বিত করা। آجِلٌ- বিলম্বিত। إِخْرَاجًا - বের করা। خَلَقٌ - জীর্ণ। غَسِيْلٌ - ধৌত। غَيْثٌ বব غُيُوْثٌ - বৃষ্টি। نَافِعٌ - উপকারী। ضَارٌّ - ক্ষতিকর। خَاشِعٌ - বিনম্র। بَلَدٌ বব بِلَادٌ - দেশ। بَلَاغٌ - যথেষ্টতা। رَحْمَةٌ - অনুগ্রহ।

رَوٰى أَبُوْ دَاؤُدَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِيْ سُنَنِهٖ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِى الْإِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيْدِ - اَلْإِسْتِسْقَاءُ هُوَ طَلَبُ الْعِبَادِ السَّقْيَ مِنَ اللّٰهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَاءِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقٰى فَدَعَا اللّٰهَ تَعَالٰى - لَا تُسَنُّ صَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ جَمَاعَةً عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ - وَقَالَ الْإِمَامَانِ أَبُوْ يُوْسُفَ وَ مُحَمَّدٌ إِنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيْهِمَا وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ -

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّخْرُجَ النَّاسُ إِلٰى خَارِجِ الْعُمْرَانِ لِلْإِسْتِسْقَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ ـ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَّخْرُجَ النَّاسُ مُشَاةً فِىْ ثِيَابٍ خَلِقَةٍ غَسِيْلَةٍ ، أَوْ مُرَقَّعَةٍ مُتَذَلِّلِيْنَ مُتَوَاضِعِيْنَ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ، نَاكِسِيْنَ رُؤُوْسَهِمْ ـ يُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَّتَصَدَّقُوْا كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ الْخُرُوْجِ لِلصَّلَاةِ ـ كَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يَّصُوْمُوْا ـ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُّكْثِرُوْا الْإِسْتِغْفَارَ مِنَ الذُّنُوْبِ ـ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُّخْرِجُوْا مَعَهُمُ الدَّوَابَّ ، وَالشُّيُوْخَ الْكِبَارَ، وَالْأَطْفَالَ ـ يَقُوْمُ الْإِمَامُ لِلدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ – وَيُؤَمِّنُ الْمُقْتَدُوْنَ عَلٰى دُعَائِهِ قَاعِدِيْنَ مُسْتَقْبِلِى الْقِبْلَةِ ـ يَقُوْلُ الْإِمَامُ فِىْ دُعَائِه : "اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ ، اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّ بَلَاغًا إِلٰى حِيْنٍ –

ইস্‌তিস্‌কার নামায

ইমাম আবু দাউদ (রাহঃ) তাঁর সুনানে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী (সঃ) ঈদের নামাযের ন্যায় ইস্‌তিসকার জন্য দু'রাকাত নামায পড়েছেন। ইস্‌তিসকা অর্থ, পানির প্রয়োজন দেখা দিলে বান্দাগণ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট পানি প্রার্থনা করা। (বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা) প্রমাণিত আছে যে, নবী (সঃ) পানির জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দো'য়া করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে ইস্‌তিসকার নামায জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নাত নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ) বলেন, ইমাম সাহেব প্রকাশ্য কেরাতের মাধ্যমে লোকদেরকে দু'রাকাত নামায পড়াবেন। এবং নামাযের পর দু'টি খুতবা দিবেন। ইস্‌তিসকার জন্য লোকদের একাধারে তিনদিন লোকবসতির বাইরে যাওয়া মোস্তাহাব। পুরাতন ধোয়া কাপড়ে, কিংবা তালিযুক্ত কাপড়ে দীনহীন ও বিনম্রভাবে, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে, পায়ে হেঁটে লোকদের বের হওয়া মোস্তাহাব। প্রতিদিন নামাযের জন্য বের হওয়ার

পূর্বে কিছু সদকা করা মোস্তাহাব। তদ্রুপ রোযা রাখা মোস্তাহাব। গুণাহ্ থেকে অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করা মোস্তাহাব। ইমাম সাহেব কেবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'য়া করার জন্য দাঁড়াবে। নিজেদের সাথে জীব-জন্তু, অতিশয় বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে নিয়ে বের হওয়া মোস্তাহাব। মোক্তাদীগণ কেবলামুখী হয়ে বসে ইমামের দোয়ার সঙ্গে আমীন আমীন বলবে। ইমাম সাহেব দো'য়াতে বলবে

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا .... قُوَّةً وَّبَلَاغًا إِلٰى حِيْنٍ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টিদান কর। যা আমাদের জন্য উপকারী হবে, অপকারী হবে না। শীঘ্রই বর্ষিত হবে, বিলম্বিত হবে না। হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও পশু-পক্ষীকে পানি পান করাও। তোমার করুণা বিস্তৃত কর এবং তোমার নির্জীব দেশকে সজীব কর। হে খোদা, আপনি আল্লাহ। আমরা অভাবী এবং আপনি অভাব মুক্ত। আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষন করুন। আমাদের জন্য যা অবতীর্ণ করবেন তা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত আমাদের জন্য শক্তির উৎস ও যথেষ্ট করুন।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় ঃ জানাযা

مَاذَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ؟

শব্দার্থ ঃ اِحْتَضَرَ ـ اِحْتِضَارًا (الرَّجُلُ) – লোকটি মৃত্যুযন্ত্রণায় আক্রান্ত হল। مُحْتَضَرٌ – মুমূর্ষু ব্যক্তি। ظُهُوْرًا (ف) – প্রকাশ পাওয়া। تَلْقِيْنًا – শিক্ষা দেওয়া। سَوْءًا (ن) – খারাপ হওয়া। (بِهِ ظَنًّا) – তার প্রতি খারাপ ধারনা করল। تَسْهِيْلاً – সহজ করা। إِسْعَادًا – সৌভাগ্যবান করা। (س) لِقَاءً– সাক্ষাৎ করা। تَجْهِيْزًا (الْمَيِّتَ) – দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা। شَهِيْدٌ বব شُهَدَاءُ – ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য জীবনদানকারী। مَوْلُوْدٌ বব مَوَالِيْدُ – নবজাতক। عَلاَمَةٌ বব عَلاَمَاتٌ – চিহ্ন। قَرِيْبٌ বব أَقْرِبَاءُ – নিকটাত্মীয়। لَحْيٌ বব لُحِيٌّ – চোয়াল। عَرِيْضٌ –প্রশস্ত, চওড়া। سُقْطٌ বব أَسْقَاطٌ – গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তান। مِلَّةٌ বব مِلَلٌ – জাতি, ধর্ম। ثَقِيْلٌ – ভারী। خَلْقٌ বব خُلُوْقٌ – সৃষ্টি।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" . اَلَّذِيْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلاَمَاتُ الْمَوْتِ يُسَنُّ أَنْ يُّجْعَلَ عَلٰى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَيُجْعَلَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، كَذَا يَجُوْزُ أَنْ يُّسْتَلْقٰى عَلٰى ظَهْرِهِ بِحَيْثُ تَكُوْنُ رِجْلاَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ قَلِيْلاً لِيَصِيْرَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ . اَلَّذِيْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلاَمَاتُ الْمَوْتِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُّلَقَّنَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَصُوْرَةُ التَّلْقِيْنِ أَنْ يُّؤْتٰى بِالشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ جَهْرًا بِحَيْثُ يَسْمَعُ وَلٰكِنْ لَّا يُقَالُ لَهُ "قُلْ" لِئَلاَّ يَقُوْلَ "لاَ" فَيُسَاءُ بِهِ الظَّنُّ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهِ أَحْسَنُ أَهْلِهِ ، وَأَقْرِبَائِهِ وَجِيْرَانِهِ .

وَيُسْتَحَبُّ تِلاَوَةُ سُوْرَةِ "يٰسِيْنِ" عِنْدَهُ فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِى الْخَبَرِ "مَا مِنْ مَرِيْضٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يٰسِيْنُ إِلاَّ مَاتَ رَيَّانَ وَأُدْخِلَ فِىْ قَبْرِهِ رَيَّانَ ، وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَيَّانَ" (رواه أبو داؤد)

মুমূর্ষ ব্যক্তির ব্যাপারে করণীয়

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, "যার জীবনের শেষ কথা হবে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" যার মাঝে মৃত্যুর নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে তাকে ডান কাতে শায়িত করে চেহারা কেবলা মুখী করে দেওয়া সুন্নাত। অনুরূপভাবে তাকে চিত করে শোয়ানো জায়েয আছে। তবে পা দুটি কেবলার দিকে প্রসারিত করে দিবে। আর মাথা কিছুটা উঁচু করে দিবে, যাতে মুখমন্ডল কেবলার দিকে থাকে।

যার মাঝে মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেয়েছে, তাকে উভয় শাহাদাত তালকীন করা (শিক্ষা দেওয়া) মোস্তাহাব। তালকীনের নিয়ম হলো, মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় এতটুকু উঁচু স্বরে তার নিকটে উভয় শাহাদাত পাঠ করবে। কিন্তু তাকে পড়ার নির্দেশ দিবে না। কেননা সে "না" বলে দিতে পারে। এতে তার প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। (এ সময়) তার পরিবার বর্গ আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত উত্তম লোকদের তার সাথে দেখা করা মোস্তাহাব। তার নিকটে সূরা ইয়াছীন তেলাওয়াত করা মোস্তাহাব। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, যদি কোন মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে সূরা ইয়াছীন পাঠ করা হয় তাহলে সে ব্যক্তি তৃপ্ত হয়ে মারা যাবে। এবং তাকে তৃষ্ণামুক্ত অবস্থায় কবরে রাখা হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে সে অবস্থায় (কবর থেকে) ওঠানো হবে। (আবু দাউদ)

مَاذَا يُفْعَلُ بِالْمَيِّتِ قَبْلَ غُسْلِهٖ؟

إِذَا مَاتَ الْمُحْتَضَرُ نُدِبَ شُدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ عَرِيْضَةٍ تُرْبَطُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهٖ وَتُغْمَضُ عَيْنَاهُ۔

اَلَّذِيْ يُغَمِّضُ عَيْنَيْهِ يَقُوْلُ : "بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَللّٰهُمَّ يَسِّرْهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ، وَأَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ ، وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ" ۔ وَيُوْضَعُ عَلٰى بَطْنِهٖ شَيْئٌ ثَقِيْلٌ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ وَتُوْضَعُ يَدَاهُ بِجَنْبِهٖ ۔ وَلَا يَجُوْزُ وَضْعُ يَدَيْهِ عَلٰى صَدْرِهٖ ۔ وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ جَهْرًا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُّغْسَلَ ۔ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ إِذَا كَانَ الْقَارِئُ قَرِيْبًا مِنَ الْمَيِّتِ ۔ أَمَّا إِذَا كَانَ الْقَارِئُ بَعِيْدًا عَنْهُ فَلَا كَرَاهَةَ ۔ يُسْتَحَبُّ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِهٖ ۔ يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بِتَجْهِيْزِهٖ، وَدَفْنِهٖ –

মায়্যেতকে গোসল দেওয়ার পূর্বে করণীয়

মুমূর্ষু ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর চওড়া বন্ধনী দ্বারা মাথার উপর থেকে উভয় চোয়াল বেঁধে দেওয়া এবং চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেওয়া মোস্তাহাব। যে ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করবে সে (বন্ধ করার পূর্বে) এই দো'য়া পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ .... وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ ـ

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার নামে ও মুহাম্মদ (সঃ) এর ধর্মের উপর (তোমার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করছি) হে আল্লাহ! তার বিষয় সহজ করে দাও এবং তার পরবর্তী অবস্থা কষ্ট হীন করে দাও এবং তোমার সাক্ষাৎ দ্বারা তাকে সৌভাগ্যবান কর। আর তার গমন স্থলকে বের হওয়ার স্থান থেকে উত্তম কর।

মৃত ব্যক্তির পেটের উপর ভারী কোন জিনিস রেখে দিবে, যাতে পেট ফুলে না যায়। আর দু'হাত তার দুপার্শ্বে রেখে দিবে। মায়্যেতের হাত তার বুকের উপর রাখা জায়েয নেই। মায়্যেতকে গোসল দেওয়ার পূর্বে তার নিকটে উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করা মাকরূহ। অবশ্য কোরআন তেলাওয়াত করা তখনই মাকরূহ হবে, যখন তেলাওয়াতকারী মায়্যেতের নিকটে থাকবে। পক্ষান্তরে তেলাওয়াত কারী মায়্যেত থেকে দূরে থাকলে তখন মাকরূহ হবে না। মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা মোস্তাহাব। তাড়াতাড়ি মায়্যেতের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা মোস্তাহাব।

حُكْمُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

غُسْلُ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْأَحْيَاءِ ـ إِذَا قَامَ بَعْضُ النَّاسِ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنِ الْبَاقِيْنَ ـ إِنْ لَّمْ يَقُمْ أَحَدٌ بِغُسْلِهِ أَثِمَ الْجَمِيْعُ ـ وَإِنَّمَا يُفْتَرَضُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ :

١ـ أَنْ يَّكُوْنَ مُسْلِمًا ، فَلَا يَجِبُ غُسْلُ الْكَافِرِ ـ ٢ـ أَنْ يُّوْجَدَ مِنَ الْمَيِّتِ أَكْثَرُ الْبَدَنِ ، أَوْ نِصْفُهُ مَعَ رَأْسِهِ ـ ٣ـ أَنْ لَّا يَكُوْنَ شَهِيْدًا قُتِلَ فِيْ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ فَإِنَّ الشَّهِيْدَ لَا يُغْسَلُ بَلْ يُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ ـ ٤ـ أَنْ لَّا يَكُوْنَ سُقْطًا نَزَلَ مَيِّتًا غَيْرَ تَامِّ الْخَلْقِ ـ فَإِنْ نَزَلَ الْمَوْلُوْدُ حَيًّا بِأَنْ سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ أَوْ رُئِيَتْ لَهُ حَرَكَةٌ وَجَبَ غُسْلُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ بَعْدَهُ ـ كَذَا إِذَا نَزَلَ الْمَوْلُوْدُ مَيِّتًا وَهُوَ تَامُّ الْخَلْقِ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ ـ

মায়্যেতকে গোসল দেওয়ার হুকুম

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া জীবিতদের উপর ফরযে কেফায়া। যদি কিছু সংখ্যক লোক মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় তাহলে বাকীদের থেকে ফরয রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ তাকে গোসল না দেয় তাহলে সকলে গুণাহগার হবে।

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে মায়্যেতকে গোসল দেওয়া ফরয হবে। ১. মায়্যেত মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমকে গোসল দেওয়া ফরয হবে না। ২. মায়্যেতের মাথাসহ শরীরের অধিকাংশ, কিংবা অর্ধেক পরিমাণ অঙ্গ বিদ্যমান থাকা। ৩. শহীদ না হওয়া, অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখার জন্য শাহাদাত বরণ না করা। কেননা শহীদকে গোসল দেওয়া হয় না। বরং তার রক্ত ও (পরিধেয়) কাপড়সহ দাফন করা হয়। ৪. গর্ভচ্যুত মৃত, অসম্পূর্ণ সন্তান না হওয়া। কিন্তু যদি সন্তান জীবিত ভূমিষ্ট হয়, যেমন তার আওয়ায শোনা গেল কিংবা তাকে নড়াচড়া করতে দেখা গেল তাহলে তাকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব হবে। চাই গর্ভ ধারণ এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সন্তান জন্ম লাভ করুক কিংবা পরে। (বিধান অভিন্ন হবে।) তদ্রূপ যদি ভূমিষ্ট সন্তান মৃত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে তাকে গোসল দেওয়া হবে।

كَيْفِيَّةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

শব্দার্থ ঃ تَجْمِيْرًا (الثَّوْبَ) - ধূপ দিয়ে সুগন্ধ করা। تَوْضِيْئًا - উযূ করানো। إِغْلَاءً - সিদ্ধ করা। إِضْجَاعًا - পার্শ্ব শয়ন করানো। وَلِيًّا (ض) - নিকটবর্তী হওয়া। إِسْنَادًا (إِلٰى) - হেলান দেওয়া। تَنْشِيْفًا - মুছে ফেলা। قَصًّا (ن) - কাটা। تَأْمِيْمًا - তায়াম্মুম করানো। خِطْمِيٌّ - বৃক্ষ বিশেষ যার পাতা অষুধরূপে ব্যবহার হয়। حَنُوْطٌ - যে অষুধি মশলা দ্বারা মৃতদেহ মমি করা হয়। تَسْرِيْحًا (الشَّعْرَ) - চুল আঁচড়ানো। صَابُوْنٌ - সাবান। سَرِيْرٌ বব سُرُرٌ - খাট। وِتْرٌ - বেজোড় (সংখ্যা) خِرْقَةٌ বব خِرَقٌ - নেকড়া। سِدْرٌ - কুল গাছ। أُشْنَانٌ - পটাশ। لَطِيْفٌ - কোমল। قُبُلٌ - সম্মুখ ভাগ, পুরুষাঙ্গ। دُبُرٌ বব أَدْبَارٌ - নিতম্ব, পশ্চাদ্ভাগ। كَافُوْرٌ - কর্পূর, শ্বেত বর্ণ গন্ধ দ্রব্য।

يُوْضَعُ الْمَيِّتُ عَلٰى سَرِيْرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا ، وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ثُمَّ تُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ وَيُوَضَّأُ كَمَا يُتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُسْتَنْشَقُ بَلْ يُمْسَحُ فَمُهُ وَأَنْفُهُ بِخِرْقَةٍ

مُبْتَلَّةٍ بِالْمَاءِ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْمُغْلٰى بِسِدْرٍ أَوْ أُشْنَانٍ - أَمَّا إِذَا لَمْ يُوْجَدِ السِّدْرُ ، أَوِ الْأُشْنَانُ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ الْخَالِصِ - يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ أَوِ الصَّابُوْنِ - ثُمَّ يُضْجَعُ عَلٰى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ ، وَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتّٰى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا يَلِيَ التَّحْتَ - ثُمَّ يُضْجَعُ عَلٰى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، وَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتّٰى يَصِلَ الْمَاءُ إِلٰى مَايَلِيَ التَّحْتَ - ثُمَّ يُجْلَسُ مُسْنَدًا إِلَى الْغَاسِلِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ مَسْحًا لَطِيْفًا وَيُغْسَلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ قُبُلِ الْمَيِّتِ أَوْ دُبُرِهِ ، وَلَا يُعَادُ الْغُسْلُ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوْبٍ - يُجْعَلُ الْحَنُوْطُ عَلٰى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ - وَيُجْعَلُ الْكَافُوْرُ عَلٰى مَوَاضِعِ سُجُوْدِهِ - وَلَا يُقَصُّ ظُفُرُ الْمَيِّتِ وَلَا شَعْرُهُ - وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ - اَلْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا إِذَا لَمْ يُوْجَدْ رَجُلٌ يَغْسِلُهُ - وَالرَّجُلُ لَا يَغْسِلُ زَوْجَتَهُ وَإِنْ لَّمْ تُوْجَدِ امْرَأَةٌ تَغْسِلُهَا بَلْ يُؤَمِّمُهَا بِخِرْقَةٍ - يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَّغْسِلَ الصَّبِيَّ وَالصَّبِيَّةَ الصَّغِيْرَةَ - وَيَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَغْسِلَ الصَّبِيَّةَ وَالصَّبِيَّ -

মায়্যেতকে গোসল দেয়ার পদ্ধতি

মায়্যেতকে একটি খাটে (বা চকিতে) রেখে বেজোড় সংখ্যক বার ধূপ দিবে। নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত তার সতর ঢেকে দিবে। অতঃপর তার শরীর থেকে (পরিধেয় বস্ত্র) খুলে ফেলবে। প্রথমে নামাযের উযূর ন্যায় তাকে উযূ করাবে। তবে কুলি করাবেনা এবং নাকে পানি দিবে না। বরং একটি কাপড়ের টুকরা পানিতে ভিজিয়ে তা দ্বারা নাক ও মুখ মুছে দিবে। বড়ুই পাতা বা উশনানের (পটাস) ঝাল দেওয়া পানি তার শরীরে ঢালবে। কিন্তু যদি বড়ুই পাতা কিংবা উশনান (পটাস) না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দিবে।

মাথা ও দাড়ি খেতমী (বৃক্ষ বিশেষ, যার পাতা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়) বা সাবান দ্বারা ধুয়ে দিবে। তারপর বাম পার্শ্বে কাত করে শোয়াবে এবং উপর থেকে পানি ঢালতে থাকবে, যে পর্যন্ত না পানি নিম্নাংশে পৌঁছে যায়। তারপর ডান পার্শ্বে কাত করে শোয়াবে এবং উপর থেকে পানি ঢালতে থাকবে যে পর্যন্ত না পানি নিম্নাংশে পৌঁছে যায়। অতঃপর মাইয়্যেতকে গোসল দানকারীর শরীরে ভর দিয়ে বসাবে। এবং আস্তে আস্তে পেটে মালিশ করতে থাকবে। পেশাব-পায়খানার রাস্তা

দিয়ে কিছু বের হলে ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু গোসল দোহরানো লাগবে না। তারপর একটি কাপড় দ্বারা শরীর থেকে পানি মুছে ফেলবে। মায়্যেতের দাড়ি ও মাথায় সুগন্ধি লাগাবে এবং সেজদার স্থানগুলোতে কর্পূর মেখে দিবে। মৃত ব্যক্তির নখ ও চুল কাটবে না এবং দাড়ি ও চুল আঁচড়াবে না। গোসল দেওয়ার জন্য কোন পুরুষ লোক না পাওয়া গেলে স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিবে। কিন্তু পুরুষ তার স্ত্রীকে গোসল দিবে না, যদিও গোসল দেওয়ার জন্য কোন মহিলা না পাওয়া যায়। বরং (ভেজা) কাপড়ের টুকরা দ্বারা মুছে দিবে। পুরুষের জন্য ছেলে ও মেয়ে শিশুকে গোসল দেওয়া জায়েয আছে। তদ্রূপ স্ত্রীলোকের জন্য ছেলে ও মেয়ে শিশুকে গোসল দেওয়া জায়েয আছে।

أَحْكَامُ تَكْفِيْنِ الْمَيِّتِ

শব্দার্থ ঃ تَكْفِيْنًا (اَلْمَيِّتَ) – কাফন পরানো। عَقْدًا (ض) – গিঁঠ দেওয়া। اِنْتِشَارًا – ছড়িয়ে যাওয়া। كَفَنٌ বব أَكْفَانٌ – কাফন দাফনের পূর্বে মৃতদেহকে পরানোর কাপড়। تَوَفِّيًا – মৃত্যু দান করা। تُوُفِّيَ – মৃত্যুবরণ করল। تَفَسُّخًا – পঁচে গলে যাওয়া। تَقَاتُلاً – পরস্পর লড়াই করা। مُحَارَبَةً – যুদ্ধ করা। اِنْتِحَارًا – আত্মহত্যা করা। شَافِعٌ – সুপারিশকারী। مُشَفَّعٌ – যার সুপারিশ গৃহীত। عَصَبِيَّةٌ – সাম্প্রদায়ীকতা, স্বজনপ্রীতি। بَيْتُ الْمَالِ– কোষাগার। نَوْعٌ বব أَنْوَاعٌ – প্রকার। لِفَافَةٌ বব لِفَافَاتٌ – পট্টি, চাদর। شَاهِدٌ বব شُهُوْدٌ – সাক্ষী, উপস্থিত। فَرَطٌ – অগ্রবর্তী নজরানা। ذُخْرٌ বব أَذْخَارٌ – সঞ্চয়। مَقْتُوْلٌ – নিহত। ضَفِيْرَةٌ বব ضَفَائِرُ – বেণী। قَاطِعُ الطَّرِيْقِ – ডাকাত।

تَكْفِيْنُ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ـ إِذَا قَامَ الْبَعْضُ بِتَكْفِيْنِ الْمَيِّتِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنِ الْبَاقِيْنَ ـ وَإِنْ لَّمْ يَقُمْ بِتَكْفِيْنِهِ أَحَدٌ أَثِمَ الْجَمِيْعُ ـ أَقَلُّ الْكَفَنِ الَّذِىْ يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ هُوَ مَا يُسْتَرُ بِهِ جَمِيْعُ بَدَنِ الْمَيِّتِ ـ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالِهِ الْخَالِصِ الَّذِىْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ ـ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ وَجَبَ تَكْفِيْنُهُ عَلٰى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِىْ حَالِ حَيَاتِهِ ـ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لِّمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مَالٌ كُفِّنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ـ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ

لِلْمُسْلِمِيْنَ بَيْتُ مَالٍ ، أَوْ كَانَ لَهُمْ بَيْتُ مَالٍ وَلٰكِنْ لاَّ يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْه وجَبَ كَفَنُهٗ عَلٰى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْقَادِرِيْنَ ـ

মায়্যেতের কাফনের বিধান

মায়্যেতের কাফনের ব্যবস্থা করা মুসলমানদের উপর ফরযে কেফায়া। যদি কিছু সংখ্যক লোক মায়্যেতের কাফনের ব্যবস্থা করে তাহলে বাকিদের থেকে ফরয রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ কাফনের ব্যবস্থা না করে তাহলে সকলে গুণহগার হবে। যতটুকু কাফনের ব্যবস্থা করার দ্বারা মুসলমানদের থেকে ফরযে কেফায়া আদায়হবে তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, যা দ্বারা মায়্যেতের সমস্ত শরীর ঢাকা যায়। মায়্যেতের এমন নির্ভেজাল সম্পদ থেকে কাফনের ব্যবস্থা করা হবে, যার সাথে কারো হকের সম্পর্ক নেই। যদি মায়্যেতের পরিত্যাক্ত কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তার কাফনের ব্যবস্থা করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে যাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা জীবদ্দশায় তার কর্তব্য ছিল। আর যদি তাদের নিকট কোন অর্থ সম্পদ না থাকে তাহলে বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। আর যদি মুসলমানদের কোন বায়তুল মাল না থাকে কিংবা থাকলেও সেখান থেকে অর্থের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার কাফনের ব্যবস্থা করা সচ্ছল মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

أَنْوَاعُ الْكَفَنِ

لِلْكَفَنِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ : (١) كَفَنُ السُّنَّةِ ـ (٢) كَفَنُ الْكِفَايَةِ ـ (٣) كَفَنُ الضَّرُوْرَةِ ـ كَفَنُ السُّنَّةِ لِلرَّجُلِ : قَمِيْصٌ ، إِزَارٌ، وَلِفَافَةٌ ـ وَكَفَنُ الْكِفَايَةِ لِلرَّجُلِ : إِزَارٌ، وَلِفَافَةٌ ، وَيُكْرَهُ أَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ ـ وَكَفَنُ الضَّرُوْرَةِ لِلرَّجُلِ : مَا يُوْجَدُ حَالَ الضَّرُوْرَةِ وَلَوْ بِقَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ـ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يَّكُوْنَ الْكَفَنُ مِنْ ثَوْبٍ أَبْيَضَ مِنَ الْقُطْنِ ـ وَيَكُوْنُ الْإِزَارُ مِنْ قَرْنِ الرَّأْسِ إِلَى الْقَدَمِ ـ وَتَكُوْنُ اللِّفَافَةُ أَطْوَلَ مِنَ الْإِزَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ ـ وَيَكُوْنُ الْقَمِيْصُ مِنَ الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمِ ـ وَلاَ تَكُوْنُ لِلْقَمِيْصِ أَكْمَامٌ ـ

কাফনের প্রকার

কাফন তিন প্রকার। ১. সুন্নাত কাফন। ২. ন্যূনতম পরিমাণ কাফন। ৩. প্রয়োজন পরিমাণ কাফন। পুরুষের জন্য সুন্নাত কাফন হলো, জামা, লুঙ্গি ও

চাদর। পুরুষের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ কাফন হলো, লুঙ্গি, ও চাদর। এর চেয়ে (কাফন) কম করা মাকরূহ। পুরুষের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কাফন হলো, প্রয়োজনের সময় যতটুকু পাওয়া যায়। যদিও তা সতর ঢাকার পরিমাণ হয়। সুতার সাদা কাপড়ে মায়্যেতকে কাফন দেওয়া উত্তম। মাথার উপরিভাগ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লুঙ্গি লম্বা হবে। লুঙ্গি থেকে চাদর এক হাত লম্বা হবে। আর জামা গর্দান থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। তবে জামার আস্তিন (হাতা) হবে না।

كَيْفِيَّةُ تَكْفِيْنِ الرَّجُلِ

كَيْفِيَّةُ تَكْفِيْنِ الرَّجُلِ أَنْ تُوْضَعَ اللِّفَافَةُ أَوَّلاً ثُمَّ يُوْضَعُ الْإِزَارُ فَوْقَ اللِّفَافَةِ ، ثُمَّ يُوْضَعُ الْقَمِيْصُ فَوْقَ الْإِزَارِ ، ثُمَّ يُوْضَعُ الْمَيِّتُ ، وَيُلْبَسُ الْقَمِيْصُ ثُمَّ يُلَفُّ الْإِزَارُ مِنَ الْيَسَارِ ، ثُمَّ يُلَفُّ الْإِزَارُ مِنَ الْيَمِيْنِ ، ثُمَّ تُلَفُّ اللِّفَافَةُ مِنَ الْيَسَارِ ثُمَّ تُلَفُّ اللِّفَافَةُ مِنَ الْيَمِيْنِ ، وَيُعْقَدُ الْكَفَنُ عَلٰى طَرَفَيْهِ لِئَلاَّ يَنْتَشِرَ ۔ كَفَنُ السُّنَّةِ لِلْمَرْأَةِ : لِفَافَةٌ ، إِزَارٌ، قَمِيْصٌ ، خِمَارٌ، وَخِرْقَةٌ ۔ كَفَنُ الْكِفَايَةِ لِلْمَرْأَةِ : إِزَارٌ، لِفَافَةٌ ، وَخِمَارٌ ۔ كَفَنُ الضَّرُوْرَةِ لِلْمَرْأَةِ : مَا يُوْجَدُ حَالَ الضَّرُوْرَةِ ۔ اَلْأَوْلٰى أَنْ تَكُوْنَ الْخِرْقَةُ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى الْفَخِذَيْنِ ۔ وَيَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ الْخِرْقَةُ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ ۔

পুরুষকে কিভাবে কাফন পরাবে?

পুরুষকে কাফন পরানোর নিয়ম হলো, প্রথমে চাদর বিছানো হবে। তারপর চাদরের উপর লুঙ্গি বিছানো হবে। তারপর লুঙ্গির উপর জামা বিছানো হবে। এরপর মায়্যেতকে রাখা হবে। প্রথমে কামীছ পরানো হবে। তারপর বাম দিক থেকে লুঙ্গি পেচানো হবে। তারপর ডান দিক থেকে লুঙ্গি পেচানো হবে। অতঃপর বাম দিক থেকে চাদর পেচানো হবে এবং তারপর ডানদিক থেকে চাদর পেচানো হবে। দু প্রান্ত থেকে কাফন বেঁধে দিতে হবে, যেন খুলে না যায়। স্ত্রীলোকদের জন্য সুন্নাত কাফন হলো, চাদর, ইযার, জামা, ওড়না, ও সীনা বন্দ। স্ত্রীলোকদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাফন হলো, ইযার, চাদর ও ওড়না। স্ত্রীলোকদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কাফন হলো, প্রয়োজনের সময় যতটুকু (কাপড়) পাওয়া যায়। সীনা বন্দ বুক থেকে নিয়ে উরুদ্বয় পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়া উত্তম, তবে বুক থেকে নাভি পর্যন্ত হওয়াও জায়েয আছে।

كَيْفِيَّةُ تَكْفِيْنِ الْمَرْأَةِ

كَيْفِيَّةُ تَكْفِيْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تُبْسَطَ اللِّفَافَةُ أَوَّلاً ثُمَّ يُبْسَطُ الْإِزَارُ فَوْقَ اللِّفَافَةِ ، ثُمَّ يُبْسَطُ الْقَمِيْصُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَيُلْبَسُ الْقَمِيْصُ ، وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيْرَتَيْنِ عَلٰى صَدْرِهَا فَوْقَ الْقَمِيْصِ ، ثُمَّ يُوْضَعُ الْخِمَارُ عَلٰى رَأْسِهَا ، وَلَا يُلَفُّ الْخِمَارُ وَلَا يُعْقَدُ. ثُمَّ يُلَفُّ الْإِزَارُ مِنَ الْيَسَارِ ، ثُمَّ يُلَفُّ الْإِزَارُ مِنَ الْيَمِيْنِ ، ثُمَّ يُرْبَطُ الصَّدْرُ بِالْخِرْقَةِ ، ثُمَّ تُلَفُّ اللِّفَافَةُ أَخِيْرًا ـ

স্ত্রীলোককে কাফন পরানোর নিয়ম

স্ত্রীলোককে কাফন পরানোর তরীকা হলো, প্রথমে চাদর বিছানো হবে। তারপর চাদরের উপর ইযার বিছানো হবে। অতঃপর ইযারের উপর জামা বিছানো হবে। (প্রথমে) জামা পরানো হবে। মাথার চুলগুলো দু'ভাগ করে জামার উপর দিয়ে বুকের উপর রাখা হবে। অতঃপর মাথায় ওড়না রাখা হবে। ওড়না পেচানো কিংবা বাঁধা যাবে না। তারপর বাম দিক থেকে ইযার পেচানো হবে। এরপর ডান দিক থেকে ইযার পেচানো হবে। অতঃপর একটি কাপড়ের টুকরা দ্বারা সীনা বেঁধে দেওয়া হবে। সব শেষে চাদর পেচানো হবে।

أَحْكَامُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ

اَلصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ـ إِذَا صَلّٰى عَلَى الْمَيِّتِ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنِ الْبَاقِيْنَ ـ وَإِنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَثِمَ الْجَمِيْعُ ـ تَجِبُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ عَلٰى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ الْفَرْضِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَوْتِهِ ـ

اَلَّذِيْ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِهِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ ـ فِيْ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ رُكْنَانِ ـ (١) اَلتَّكْبِيْرَاتُ الْأَرْبَعُ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ ـ (٢) اَلْقِيَامُ ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ قَاعِدًا بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ

জানাযার নামাযের বিধান

মৃতব্যক্তির জন্য জানাযার নামায পড়া মুসলমানদের উপর ফরযে কেফায়া। সুতরাং যদি একজন মুসলমানও মায়্যেতের জানাযার নামায পড়ে তাহলে বাকী

মুসলমানদের থেকে ফরয রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ জানাযার নামায আদায় না করে তাহলে সকলে গুণাহগার হবে। যাদের উপর পাঞ্জেগানা নামায আদায় করা ফরয তাদের উপর জানাযার নামায পড়া ফরয। শর্ত হলো, মৃত্যু সংবাদ জানতে হবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর সংবাদ জানেনা তার উপর জানাযার নামায ফরয হবে না।

জানাযার নামাযের রোকন দু'টি। ১. চারটি তাকবীর দেওয়া। প্রতিটি তাকবীর এক একটি রাকাতের স্থলবর্তী। ২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া। অতএব ওযর ব্যতীত জানাযার নামায বসে পড়া শুদ্ধ হবে না।

شُرُوْطُ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتِ إِلاَّ إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ - ١ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا ، فَلاَ تَجُوْزُ الصَّلاَةُ عَلَى الْكَافِرِ ـ ٢ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْمَيِّتُ طَاهِرًا مِنَ النَّجَاسَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ ، فَلاَ تَجُوْزُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ غُسْلِهِ ـ ٣ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْمَيِّتُ حَاضِرًا ، فَلاَ تَجُوْزُ الصَّلاَةُ عَلَى الْغَائِبِ ـ ٤ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْمَيِّتُ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُصَلِّيْنَ ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْضُوْعًا خَلْفَهُمْ ـ ٥ـ أَنْ يَّكُوْنَ الْمَيِّتُ مَوْضُوْعًا عَلَى الْأَرْضِ ـ كَذَا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَوْضُوْعًا عَلٰى سَرِيْرٍ مَوْضُوْعٍ عَلَى الْأَرْضِ جَازَتِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ ، فَلاَ تَجُوْزُ الصَّلاَةُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَحْمُوْلاً عَلٰى مَرْكَبٍ ، أَوْ عَلٰى دَابَّةٍ ـ وَلاَ تَجُوْزُ الصَّلاَةُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَحْمُوْلاً عَلٰى أَيْدِى النَّاسِ ، أَوْ عَلٰى أَعْنَاقِهِمْ ـ أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَوْضُوْعًا عَلٰى مَرْكَبٍ ، أَوْ عَلٰى أَيْدِى النَّاسِ لِعُذْرٍ مِنَ الْأَعْذَارِ جَازَتِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ ـ

জানাযার নামাযের শর্ত

'নিম্নোক্ত শর্তসমূহ না পাওয়া গেলে জানার নামায পড়া সহী হবে না। শর্তগুলো এই—

১. মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া। অতএব কাফেরের জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে না। ২. মৃত ব্যক্তি হাকীকী ও হুকমী নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া। অতএব তাকে গোসল দেওয়ার পূর্বে জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে না। ৩.

মৃত ব্যক্তি উপস্থিত থাকা। অতএব মৃত ব্যক্তি অনুপুস্থিত থাকলে তার জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে না। ৪. মৃত ব্যক্তি নামাযিদের সামনে থাকা। অতএব মায়্যেত যদি নামাযিদের পিছনে থাকে তাহলে নামায সহী হবে না। ৫. মায়্যেতকে ভূমির উপর রাখা। তদ্রূপ যদি মায়্যেতকে খাটে করে ভূমির উপর রাখে তাহলেও জানাযার নামায জায়েয হবে। কিন্তু মায়্যেতকে যদি কোন বাহন বা পশুর পিঠে রাখা হয় তাহলে জানাযার নামায সহী হবে না। তদ্রূপ মায়্যেত যদি মানুষের হাত বা কাঁধের উপর থাকে তাহলে জানাযার নামায জায়েয হবে না। অবশ্য যদি কোন ওজরের কারণে রাখা হয় তাহলে জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে।

سُنَنُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ

تُسَنُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِيْ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ : ١- أَنْ يَّقُوْمَ الْإِمَامُ حِذَاءَ صَدْرِ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثٰى - ٢- أَنْ يَّقْرَأَ الثَّنَاءَ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلٰى - ٣- أَنْ يُّصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الثَّانِيَةِ - ٤- أَنْ يَّدْعُوَ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الثَّالِثَةِ - إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ بَالِغًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثٰى قَالَ فِيْ دُعَائِهِ : "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ" - وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ صَبِيًّا قَالَ فِيْ دُعَائِهِ : "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَّاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَّذُخْرًا ، وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا ، وَّمُشَفَّعًا" - وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ صَبِيَّةً قَالَ فِيْ دُعَائِهِ : "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا ، وَّذُخْرًا، وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً ، وَّمُشَفَّعَةً" - وَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيْمِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الرَّابِعَةِ - لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلٰى - يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُوْنَ صُفُوْفُ الْمُصَلِّيْنَ ثَلَاثَةً ، أَوْ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً ، أَوْ نَحْوَهَا وِتْرًا -

জানাযার নমাযের সুন্নাত

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানাযার নামাযে সুন্নাত।

১. ইমাম সাহেব মায়্যেতের সীনা বরাবর দাঁড়ানো, মায়্যেত পুরুষ হউক কিংবা মহিলা। ২. প্রথম তাকবীরের পর ছানা পাঠ করা। ৩. দ্বিতীয় তাকবীরের

পর নবী করীম (সঃ) এর প্রতি দুরুদ পাঠ করা। ৪. তৃতীয় তাকবীরের পর মায়্যেতের জন্য দো'য়া করা। মায়্যেত যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারী হয় তাহলে নিম্নোক্ত দো'য়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا .... وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত,-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী (সকলকে) মা'ফ করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে তুমি যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে তাদেরকে ইসলামের সাথে বাঁচিয়ে রাখ। আর আমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে মৃত্যু দান করবে তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো।

মায়্যেত যদি নাবালক ছেলে হয় তাহলে এই দো'য়া পড়বে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا .... وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا -

অর্থঃ হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন এবং তাকে আমাদের জন্য আখেরাতের বিনিময়ও সঞ্চয় বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য এমন সুপারিশকারী বানিয়ে দিন, যার সুপারিশ কবুল করা হয়। আর মায়্যেত যদি নাবালক মেয়ে হয় তাহলে এই দো'য়া পড়বে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا .... وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً -

অর্থঃ হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন এবং আমাদের জন্য তাকে আখেরাতের বিনিময় ও সঞ্চয় বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য এমন সুপারিশকারীনী বানিয়ে দিন যার সুপারিশ কবুল করা হয়। চতুর্থ তাকবীরের পর ছালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামায শেষ করে দিবে। প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্যান্য তাকবীর গুলোতে হাত উঠাবে না। জানাযার নামাযের কাতার তিন, পাঁচ, সাত কিংবা অনুরূপ অন্য কোন বেজোড় সংখ্যক হওয়া মোস্তাহাব।

فُرُوْعٌ تَتَعَلَّقُ بِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ

إِذَا صَلَّى الْوَلِيُّ عَلَى الْمَيِّتِ لَاتُعَادُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ عَلَيْهِ - إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ بِدُوْنِ صَلَاةٍ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلٰى قَبْرِهٖ مَالَمْ يَتَفَسَّخْ - إِذَا تَعَدَّدَتِ الْجَنَائِزُ فَالْأَوْلٰى أَنْ يُّصَلّٰى عَلٰى كُلِّ جَنَازَةٍ عَلٰى حِدَةٍ - وَيَجُوْزُ أَنْ يُّصَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ كُلِّهَا مَرَّةً وَاحِدَةً - إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ كُلِّهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وُضِعَتِ الْجَنَائِزُ صَفًّا طَوِيْلًا قُدَّامَ

الْإِمَامِ ، وَوُضِعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ ثُمَّ جَنَائِزُ الصِّبْيَانِ ، ثُمَّ جَنَائِزُ النِّسَاءِ ـ اَلْمَوْلُوْدُ الَّذِىْ وُجِدَتْ بِهِ حَيَاةٌ حَالَ الْوِلَادَةِ يُسَمّٰى وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ ـ اَلْمَوْلُوْدُ الَّذِىْ لَمْ تُوْجَدْ بِهِ حَيَاةٌ حَالَ الْوِلَادَةِ لَا يُصَلّٰى عَلَيْهِ بَلْ يُغْسَلُ ، وَيُلَفُّ فِىْ ثَوْبٍ ، وَيُدْفَنُ ـ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِىْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ أَمَّا إِذَا صُلِّىَ عَلَى الْمَيِّتِ فِىْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ فَلَا كَرَاهَةَ ـ مَنْ وَجَدَ الْإِمَامَ بَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ يَنْتَظِرُ حَتّٰى إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ مَرَّةً أُخْرٰى يَقْتَدِىْ بِالْإِمَامِ ، وَيُتَابِعُهُ فِى دُعَائِهِ ـ ثُمَّ يَقْضِى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيْرَاتِ ـ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيْرَاتِ مَعَ الْإِمَامِ يَقْضِىْ مَا فَاتَهُ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ ـ مَنْ حَضَرَ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ التَّكْبِيْرَةِ الثَّانِيَةِ يَقْتَدِىْ بِالْإِمَامِ وَلَا يَنْتَظِرُ التَّكْبِيْرَةَ الثَّانِيَةَ ـ مَنْ حَضَرَ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ ـ اَلَّذِى انْتَحَرَ يُغْسَلُ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ ـ لَا يُصَلّٰى عَلٰى مَقْتُوْلٍ كَانَ يَقْتَتِلُ عَنْ عَصَبِيَّةٍ ـ كَذَا لَا يُصَلّٰى عَلَى الَّذِىْ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ ظُلْمًا ـ كَذَا لَا يُصَلّٰى عَلٰى قَاطِعِ الطَّرِيْقِ إِذَا قُتِلَ حَالَ الْمُحَارَبَةِ ـ

জানাযার নামায সংশ্লিষ্ট বিবিধ মাসআলা

মায়্যেতের অলী যদি জানাযার নামাযে শরীক থাকে তাহলে জানাযার নামায পুনরায় পড়া যাবে না। যদি জানাযার নামায পড়া ব্যতীত মায়্যেতকে দাফন করা হয় তাহলে লাশ পচে গলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার কবরের উপর জানাযার নামায পড়তে পারবে। যদি একাধিক জানাযা আসে তাহলে প্রত্যেকের জানাযার নামায পৃথক পৃথক ভাবে পড়া উত্তম। তবে সকলের জানাযার নামায এক সাথেও পড়া জায়েয আছে। ইমাম সাহেব যদি সকলের জানাযার নামায একবারে পড়াতে চান তাহলে সকল মাইয়্যেতকে সারিবদ্ধভাবে (উত্তর-দক্ষিণ করে) ইমামের সামনে রাখবে। প্রথমে পুরুষদের, তার পর শিশুদের, তারপর স্ত্রীলোকদের রাখবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যে শিশুর মাঝে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তার নাম রাখা হবে এবং তার জানাযার নামায পড়া হবে। আর যে শিশুর মাঝে জন্মের সময় প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, তার জানাযার নামায পড়া হবে না। বরং তাকে শুধু গোসল দেওয়া হবে। অতঃপর একটি কাপড়ে পেচিয়ে দাফন

করা হবে। যে মসজিদে পাঁচওয়াক্ত নামাযের জামাত হয় সেখানে বিনা ওযরে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু যদি ওযরের কারণে পড়া হয় তাহলে মাকরূহ হবে না। যে ব্যক্তি দু' তাকবীরের মাঝখানে ইমামকে পেয়েছে সে (নামাযে শরীক না হয়ে) অপেক্ষা করবে। যখন ইমাম সাহেব পুনরায় তাকবীর বলবেন তখন ইক্তেদা করবে। এবং দো'য়ায় তার অনুসরণ করবে। অতঃপর (ছালামের পর) ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো আদায় করবে। ইমামের সঙ্গে যার কিছু তাকবীর ছুটে গেছে, সে ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো জানাযা ওঠানোর আগে আগে আদায় করে নিবে। যে ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমার পর দ্বিতীয় তাকবীরের পূর্বে উপস্থিত হয়েছে, সে ইমামের পিছনে ইক্তেদা করবে। দ্বিতীয় তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করবে না। যে ব্যক্তি চতুর্থ তাকবীরের পর ছালামের পূর্বে উপস্থিত হয়েছে তার জানাযার নামায ছুটে গেছে। আত্ম-হত্যা কারীকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার জানাযার নামায পড়া হবে। যে ব্যক্তি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে নিহত হয়েছে তার জানাযার নামায পড়া হবে না। তদ্রূপ এমন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া হবে না, যে তার মা কিংবা বাবাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। অনুরূপভাবে লড়াইরত অবস্থায় ডাকাত (সন্ত্রাসী) নিহত হলে তার জানাযার নামায পড়া হবে না।

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ

শব্দার্থ ঃ صَفًّا (ن) – সারিবদ্ধ করা। اِضْطِرَابًا – আলোড়িত হওয়া। شَقًّا (الْقَبْرَ ـ ن) – সিন্দুক কবর বানানো। حَلًّا (ن) – খুলে দেওয়া। سَدًّا (ن) – বন্ধ করা। حَثْوًا (ن) عَلَيْهِ التُّرَابَ – মাটি ঢেলে দেওয়া। هَوْلًا (ن) ـ عَلَيْهِ التُّرَابَ – মটি ঢালা। تَفَاخُرًا – পরস্পর গর্ব করা। اِحْكَامًا – মজবুত করা। نَبْشًا (ن) – খনন করা। زِيْنَةٌ বব زِيْنَاتٌ – শোভা। خَاصِيَةٌ বব خَصَائِصُ – বৈশিষ্ট্য। قَامَةٌ – গঠন, দেহ। لَحْدٌ বব لُحُوْدٌ – (বগলী) কবর। تَارَةٌ বব تَارَاتٌ – বার। عُقْدَةٌ বব عُقَدٌ – গিঁঠ। سَنَامٌ বব أَسْنِمَةٌ – (উটের) কুঁজ। لَبِنٌ – কাঁচা ইট। قَصَبٌ – বাঁশ। آجُرَّةٌ বব آجُرٌّ – পাকা ইট। حَثْىٌ বব حَثَيَاتٌ – অঞ্জলিপূর্ণ মাটি। مُرَبَّعٌ – চতুষ্কোণী। ضَرُوْرَةٌ বব ضَرُوْرَاتٌ – প্রয়োজন। رَخْوٌ – নরম, মোলায়েম।

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَنْ يَّقُوْمَ الْإِمَامُ حِذَاءَ صَدْرِ الْمَيِّتِ ، وَيَصُفُّ الْمُقْتَدُوْنَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَنْوِىْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَدَاءَ فَرِيْضَةِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ عِبَادَةً لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالْمُقْتَدِىْ يَنْوِىْ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ كَذٰلِكَ ،

ثُمَّ يُكَبِّرُ لِإِحْرَامٍ مَعَ رَفْعِ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرَةِ ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّنَاءَ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً ثَانِيَةً بِدُوْنِ أَنْ يَّرْفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَالِثَةً بِدُوْنِ أَنْ يَّرْفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَدْعُوْ لِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ رَابِعَةً بِدُوْنِ أَنْ يَّرْفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ ، تَسْلِيْمَةً عَنْ يَمِيْنِهِ ، وَتَسْلِيْمَةً عَنْ يَسَارِهِ ، اَلْإِمَامُ يَجْهَرُ فِى التَّكْبِيْرَاتِ ، وَيُسِرُّ فِيْمَا عَدَا ذٰلِكَ ، وَ الْمُقْتَدُوْنَ يُسِرُّوْنَ فِيْ كُلِّ ذٰلِكَ ـ

জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি

জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি হলো, ইমাম সাহেব মায়্যেতের সীনা বরাবর দাঁড়াবেন এবং মোক্তাদীগণ ইমামের পিছনে কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর প্রত্যেকে আল্লাহ তা'য়ালার ই'বাদত স্বরূপ জানাযার নামাযের ফরয আদায়ের নিয়ত করবে। সেই সাথে মোক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণের নিয়ত করবে। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে। তাকবীর বলার সময় দু'হাত উত্তোলন করবে এবং ছানা পড়বে। তারপর হাত ওঠানো ব্যতীত দ্বিতীয় তাকবীর বলবে। এবং দুরুদ পাঠ করবে। তারপর হাত না উঠিয়ে তৃতীয় তাকবীর বলবে এবং মৃত ব্যক্তি ও মুসলমানদের জন্য দো'য়া করবে। তারপর হাত না উঠিয়ে চতুর্থ তাকবীর বলবে। এরপর ডান দিকে ও বাম দিকে ছালাম ফিরাবে।

ইমাম সাহেব জানাযার তাকবীরগুলো উচ্চস্বরে বলবে এবং অবশিষ্ট দো'য়াগুলো অনুচ্ছস্বরে পড়বে। আর মোক্তাদীগণ সব কিছু অনুচ্চস্বরে পড়বে।

أَحْكَامُ حَمْلِ الْجَنَازَةِ

حَمْلُ الْمَيِّتِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ـ وَحَمْلُ الْمَيِّتِ عِبَادَةٌ كَذٰلِكَ ـ فَيَنْبَغِىْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُّبَادِرَ إِلٰى حَمْلِ الْجَنَازَةِ ـ فَقَدْ حَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ يُسَنُّ أَنْ يَّحْمِلَ الْجَنَازَةَ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ـ يُسَنُّ لِكُلِّ حَامِلٍ أَنْ يَّحْمِلَ الْجَنَازَةَ أَرْبَعِيْنَ خُطْوَةً ـ يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بِالْجَنَازَةِ إِسْرَاعًا غَيْرَ شَدِيْدٍ بِحَيْثُ لَا يُؤَدِّيْ إِلَى اضْطِرَابِ الْمَيِّتِ ـ

اَلْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا ـ يُكْرَهُ الْجُلُوْسُ قَبْلَ أَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ عَلَى الْأَرْضِ ـ

জানাযা বহন করার বিধান

মায়্যেতকে কবর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাওয়া মুসলমানদের উপর ফরযে কেফায়া। তদ্রূপ মায়্যেতকে বহন করা ই'বাদতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব মায়্যেতকে বহন করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের তৎপর হওয়া উচিত। নবী (সঃ) হযরত সাদ বিন মু'য়াযের জানাযা বহন করেছেন। চার জন মিলে জানাযা বহন করা সুন্নাত। জানাযা বহনকারীদের প্রত্যেকের চল্লিশ কদম বহন করা সুন্নাত। জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলা মোস্তাহাব। তবে এত দ্রুত যেন না হয় যার দরুন মায়্যেতের শরীর নড়াচড়া করে। জানাযার সহযাত্রীদের জানাযার সামনে হাঁটার চেয়ে পিছনে হাঁটা উত্তম। জানাযা মাটিতে রাখার পুর্বে (সঙ্গে গমন কারীদের) বসে পড়া মাকরূহ।

أَحْكَامُ دَفْنِ الْمَيِّتِ

يُسَنُّ أَنْ يَّكُوْنَ عُمْقُ الْقَبْرِ نِصْفَ قَامَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى نِصْفِ الْقَامَةِ كَانَ أَفْضَلَ ـ اَلْأَوْلَى أَنْ يُّجْعَلَ اللَّحْدُ فِي الْقَبْرِ ، وَلَا يُشَقُّ إِلَّا إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ رَخْوَةً ـ يُوْضَعُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ ـ اَلَّذِيْ يَضَعُ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ يَقُوْلُ : "بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ـ يُوَجَّهُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ عَلٰى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ـ تُحَلُّ عُقَدُ الْكَفَنِ بَعْدَ مَا يُوْضَعُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ ـ يُسْتَرُ الْقَبْرُ عِنْدَ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِيْهِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثٰى أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا فَلَا يُسْتَرُ الْقَبْرُ ـ يُسَدُّ الْقَبْرُ بِاللَّبِنِ ، أَوِ الْقَصَبِ بَعْدَ مَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ ، أَوِ الشَّقِّ ـ يُكْرَهُ أَنْ يُّسَدَّ الْقَبْرُ مِنَ الْآجُرِّ ، وَالْخَشَبِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوْجَدِ اللَّبِنُ أَوِ الْقَصَبُ فَلَا كَرَاهَةَ ـ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّحْثُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الَّذِيْنَ حَضَرُوْا دَفْنَهُ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِّنَ التُّرَابِ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا ـ يَقُوْلُ فِي الْأَوَّلِ : "مِنْهَا

خَلَقْنَاكُمْ " وَيَقُوْلُ فِى الثَّانِيَةِ : "وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ" ـ وَيَقُوْلُ فِى الثَّالِثَةِ : "وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى" ـ ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ حَتّٰى يُسَدَّ قَبْرُهُ ، وَيُجْعَلُ كَسَنَامِ الْبَعِيْرِ، وَلاَ يُجْعَلُ مُرَبَّعًا ـ يَحْرُمُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ لِلزِّيْنَةِ وَالتَّفَاخُرِ ، وَكَذَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ لِلْإِحْكَامِ ـ وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِى الْبَيْتِ ، لِأَنَّ الدَّفْنَ فِى الْبَيْتِ مِنْ خَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ـ يَجُوْزُ دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ ـ إِذَا دُفِنَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِالتُّرَابِ ـ

اَلَّذِىْ مَاتَ فِىْ سَفِيْنَةٍ يُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ ، وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُلْقٰى فِى الْبَحْرِ إِذَا كَانَ الْبَرُّ بَعِيْدًا ، وَخِيْفَ عَلَى الْمَيِّتِ التَّغَيُّرُ ـ يُسْتَحَبُّ الدَّفْنُ فِى الْمَكَانِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ" يُكْرَهُ نَقْلُ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ ـ لاَ يُنْبَشُ الْقَبْرُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ وُضِعَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ـ كَذَا لاَ يُنْبَشُ الْقَبْرُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ وُضِعَ عَلٰى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ ـ يَجُوْزُ نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ مَعَ الْمَيِّتِ مَالٌ ـ

মায়্যেতকে দাফন করার বিধান

কবরের গভীরতা কমপক্ষে শরীরের অর্ধেক পরিমাণ হওয়া সুন্নাত। অর্ধেকের বেশী হলে (আরও) ভাল। বগলী কবর খনন করা উত্তম, সিন্দুকী (খাড়া) কবর করবে না। তবে মাটি নরম হলে করা যেতে পারে।

মায়্যেতকে কেবলার দিক থেকে কবরে নামানো হবে। যে ব্যক্তি মায়্যেতকে কবরে নামাবে সে বলবে بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ "আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লার (সঃ) মিল্লাতের উপর রাখলাম"। মায়্যেতকে কবরের মধ্যে ডান কাতে কেবলামুখী করে শোয়াবে। মায়্যেতকে কবরে রাখার পর কাফনের গিরাগুলো খুলে দিবে।

মায়্যেত স্ত্রীলোক হলে কবরে রাখার সময় কবরকে (চতুর্দিক থেকে) পর্দা দ্বারা আবৃত করবে। কিন্তু মায়্যেত পুরুষ হলে তা করবে না। মায়্যেতকে বগলী বা সিন্দুকী কবরে রাখার পর কাঁচা ইট বা বাঁশ দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করে

দিবে। পোড়া ইট বা শুকনা কাঠ দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করা মাকরূহ। তবে কাঁচা ইট বা বাঁশ না পাওয়া গেলে মাকরূহ হবে না। দাফনে অংশ গ্রহণ কারীদের (কবরে) মাটি দেওয়া মোস্তাহাব। প্রথম বার মাটি রাখার সময় বলবে, "مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ" (এই মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি) দ্বিতীয় বার মাটি রাখার সময় বলবে, وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (আবার এই মাটিতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব) তৃতীয় বার মাটি রাখার সময় বলবে, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى (পুনরায় এই মাটি থেকে তোমাদেরকে উঠাব) অতঃপর কবরে মাটি ঢেলে কবরের মুখ বন্ধ করে দিবে। কবরকে উটের কুঁজের মত করা হবে। (সমতল) কিংবা চতুর্কোণ করা হবে না। সৌন্দর্যের জন্য ও গৌরব প্রকাশের জন্য কবর পাকা করা হারাম। তদ্রূপ কবরকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে কবর পাকা করা মাকরূহ। বাসগৃহে মায়্যেতকে দাফন করা মাকরূহ। কেননা মায়্যেতকে বাসগৃহে দাফন করা নবীদের বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনে একাধিক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করা জায়েয আছে। যদি একাধিক ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা হয় তাহলে দু'জনের মাঝখানে মাটি দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করে দেওয়া মোস্তাহাব। যে ব্যক্তি জাহাজে মারা গেছে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে তার জানাযার নামায পড়া হবে। যদি স্থলভাগ অনেক দূরে হয় এবং (সেখানে পৌছতে পৌছতে) লাশ বিকৃত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে লাশ সমুদ্রে ছেড়ে দিবে। যেখানে মৃত্যু হয়েছে সেখানে দাফন করা মোস্তাহাব। মায়্যেতকে এক মাইল কিংবা দুই মাইলের বেশী দূরে স্থানান্তর করা মাকরূহ।

মায়্যেতকে কেবলা বিমুখী করে রাখার কারণে পুনরায় কবর খনন করা যাবে না। তদ্রূপ যদি মায়্যেতকে বাম কাতে শোয়ায় তাহলে পুনরায় কবর খনন করা যাবে না। যদি কবরের মধ্যে মায়্যেতের সঙ্গে টাকা-পয়সা পুঁতে রাখা হয় তাহলে পুনরায় কবর খনন করা জায়েয হবে।

أَحْكَامُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

শব্দার্থ ঃ زِيَارَةً (ن) – যিয়ারত করা। وَطْأً (س) بِالْقَدَمِ – মাড়ানো। قَلْعًا (ف) – উপড়ে ফেলা। حِسْبَانًا (س) – ধারণা করা। رَزْقًا (ف) – রিযিক দেওয়া। اِسْتِبْشَارًا (بِهٖ) – প্রফুল্ল হওয়া। لُحُوْقًا (بِهٖ - س) – মিলিত হওয়া। تَمَنِّيًا – আকাংখা করা। تَحَقُّقًا – সাব্যস্ত হওয়া। مُدَاوَاةً – চিকিৎসা করা। عَقْلًا (ض) – জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। عِدَةً (ض) – প্রতিশ্রুতি দেওয়া। قَبْرٌ বব قُبُوْرٌ – কবর। مَالٌ বব أَمْوَالٌ – সম্পদ। فَرِحٌ বব فَرِحُوْنَ – খুশী। بَاغٍ বব بُغَاةٌ – বিদ্রোহী। حَرْبٌ বব حُرُوْبٌ – যুদ্ধ। مِرْفَقٌ বব مَرَافِقُ

اِنْتِفَاعًا। – সুবিধা। سَلْفًا (ن) – বিগত হওয়া। سَالِفٌ – পূর্ববর্তী, বিগত। قَتِيْلٌ – নিহত। مُضِيًّا (ض) – অতিবাহিত হওয়া। – লাভবান হওয়া।

تُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ لِلرِّجَالِ ـ وَتُكْرَهُ زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ ـ تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُوْرَةِ يٰسِيْنِ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ـ يُكْرَهُ وَطْأُ الْقُبُوْرِ بِالْأَقْدَامِ ـ يُكْرَهُ النَّوْمُ عَلَى الْقُبُوْرِ ـ يُكْرَهُ قَلْعُ الْحَشِيْشِ وَالشَّجَرِ مِنَ الْمَقْبَرَةِ ـ

কবর যেয়ারতের বিধান

পুরুষদের জন্য কবর যেয়ারত করা মোস্তাহাব। বর্তমান যুগে স্ত্রীলোকদের কবর যেয়ারত করা মাকরূহ। কবর যেয়ারতের সময় সূরা ইয়াছীন পাঠ করা মোস্তাহাব। বিনা ওযরে কবর পায়ে মাড়ানো মাকরূহ। কবরের উপর ঘুমানো মাকরূহ। কবরস্থান থেকে ঘাস ও গাছ কাটা মাকরূহ।

أَحْكَامُ الشَّهِيْدِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ، فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ" ـ (آل عمران ١٦٩ ـ ١٧٠)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهٗ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيْدُ ، يَتَمَنّٰى أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ" ـ (رواه البخارى ومسلم)

اَلشَّهِيْدُ : هُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِيْ قُتِلَ ظُلْمًا ، سَوَاءٌ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ ، أَوْ قَتَلَهٗ بَاغٍ ، أَوْ قَتَلَهٗ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ ـ يَنْقَسِمُ الشَّهِيْدُ إِلٰى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : (١) شَهِيْدُ الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ ، وَهُوَ الشَّهِيْدُ الْكَامِلُ ـ (٢) شَهِيْدُ الْاٰخِرَةِ فَقَطْ ـ (٣) شَهِيْدُ الدُّنْيَا فَقَطْ (١) اَلشَّهِيْدُ

الْكَامِلُ : تَتَحَقَّقُ الشَّهَادَةُ الْكَامِلَةُ إِذَا كَانَ الْقَتِيْلُ مُسْلِمًا ، عَاقِلاً ، بَالِغًا ، طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ ، وَمَاتَ عَقِبَ الْإِصَابَةِ بِحَيْثُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنْ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ كَالْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالنَّوْمِ ، وَالْمُدَاوَاةِ وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ - حُكْمُ الشَّهِيْدِ الْكَامِلِ أَنَّهُ لَا يُغْسَلُ بَلْ يُكَفَّنُ فِيْ أَثْوَابِهِ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ فِيْ ثِيَابِهِ حَسَبَ الضَّرُوْرَةِ ، وَيُكْرَهُ نَزْعُ جَمِيْعِ الثِّيَابِ عَنْهُ - ٢- اَلْقِسْمُ الثَّانِيْ مِنَ الشُّهَدَاءِ هُوَ شَهِيْدُ الْآخِرَةِ فَقَطْ وَهُوَ كُلُّ مَنْ فَقَدَ شَرْطًا مِنَ الشُّرُوْطِ السَّالِفَةِ سِوَى الْإِسْلَامِ ، فَلَا تَجْرِيْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الشَّهِيْدِ ، إِلَّا أَنَّهُ شَهِيْدٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَلَهُ الْأَجْرُ الَّذِيْ وُعِدَ بِهِ الشُّهَدَاءُ - وَحُكْمُ هَذَا الْقِسْمِ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ يُغَسَّلُوْنَ ، وَيُكَفَّنُوْنَ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ مِثْلَ سَائِرِ الْمَوْتَى - ٣- اَلْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الشُّهَدَاءِ هُوَ شَهِيْدُ الدُّنْيَا فَقَطْ، وَهُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِيْ قُتِلَ فِيْ صُفُوْفِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَإِنَّهُ لَا يُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ فِيْ ثِيَابِهِ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ مِثْلَ الشَّهِيْدِ الْكَامِلِ اعْتِبَارًا بِالظَّاهِرِ -

শহীদের বিধান

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট তারা জীবিকা প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে, কারণ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৬৯-১৭০)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ কারী কোন ব্যক্তি দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়েও দুনিয়াতে ফিরে আসা পছন্দ করবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। শহীদ কামনা করবে দুনিয়াতে ফিরে এসে বারবার শাহাদাত বরণ করতে। কারণ সে শহীদের (অকল্পনীয়) মর্যাদা দেখতে পেয়েছে। (বুখারী মুসলিম)

শহীদ ঐ ব্যক্তি যাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হয়েছে। চাই সে রণাঙ্গনে নিহত হউক, কিংবা বিদ্রোহী বা ডাকাত এর হাতে নিহত হউক।

শহীদ তিন প্রকার। ১. দুনিয়া ও আখেরাতে শহীদ, এধরনের ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ শহীদ। ২. শুধু আখেরাতে শহীদ, ৩. শুধু দুনিয়াতে শহীদ।

প্রথম প্রকার ঃ পুর্ণাঙ্গ শহীদ ঃ পূর্ণাঙ্গ শাহাদাত তখনই সাব্যস্ত হবে যখন নিহত ব্যক্তি মুসলমান, সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, ও গোসলের প্রয়োজন থেকে পবিত্র হবে। তাছাড়া আক্রান্ত হওয়ার পরপরই মারা গেছে। অর্থাৎ জীবনের কোন সুযোগ-সুবিধা যথা পানাহার করা, ঘোমানো ও চিকিৎসা ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারেনি। এবং তার ওপর এক ওয়াক্ত নামাযের সময় সজ্ঞানে অতিবাহিত হয়নি।

পূর্ণাঙ্গ শহীদের বিধান এই যে, তাকে গোসল দিবে না। বরং তার পরিধানের কাপড়েই তাকে দাফন দিবে। তার জানাযার নামায পড়া হবে। অতঃপর রক্তমাখা কাপড় সহ তাকে দাফন করা হবে। প্রয়োজন অনুপাতে তার কাফনে কম-বেশী করা যাবে। তবে তার শরীর থেকে সমস্ত কাপড় খুলে রাখা মাকরূহ।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ শুধু আখেরাতের শহীদ। আর সে হলো এমন ব্যক্তি, যার মাঝে ইসলাম ছাড়া উপরে বর্ণিত সব কয়টি শর্ত অনুপুস্থিত। সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুনিয়াতে শহীদের বিধান প্রয়োগ করা যাবে না। তবে সে পরকালে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং শহীদদের জন্য প্রতিশ্রুত প্রতিদানের অধিকারী হবে। এই প্রকার শহীদের বিধান হলো, তাদেরকে অন্যান্য মৃতদের ন্যায় গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে এবং তাদের জানাযার নামায পড়া হবে।

তৃতীয় প্রকার ঃ শুধু দুনিয়াতে শহীদ, আর সে হলো ঐ মুনাফিক, যে মুসলমানদের কাতারে নিহত হয়েছে। বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ শহীদের ন্যায় গোসল দেওয়া হবে না। বরং তার পরণের কাপড়েই তাকে দাফন দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযার নামায পড়া হবে।

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায় ঃ রোযা

শব্দার্থ ঃ صَوْمًا (ن) – রোযা রাখা। اِتِّقَاءً – আল্লাহ ভীরু হওয়া। اِنْزَالاً – অবতীর্ণ করা। شُهُوْدًا (س) –প্রত্যক্ষ করা। إِجْمَاعًا (عَلٰى) – একমত হওয়া। تَفْطِيْرًا – ইফতার করানো। مُفْطِرٌ – রোযা ভঙ্গকারী। تَطَوُّعًا – স্বেচ্ছায় করা। حِنْثًا (س) (الْيَمِيْنَ) – কসম ভঙ্গ করা। اِتِّصَالاً – মিলিত হওয়া। تَبْيِيْتًا (الأمر) – রাত্রে সম্পন্ন করা। نِيَّةٌ (ض) – নিয়ত করা। إِفْرَادًا (الشَّيْءَ) –আলাদা করা। شُهُوْرٌ বব شَهْرٌ – মাস। هُدًى – নির্দেশনা। بَيِّنَاتٌ বব بَيِّنَةٌ – প্রমাণ। مُكَلَّفٌ– প্রাপ্ত বয়স্ক, দায়িত্ব প্রাপ্ত। دَارُ الْحَرْبِ – শত্রুদেশ। جِمَاعٌ – স্ত্রী সহবাস। أَيْمَانٌ বব يَمِيْنٌ – কসম। مَحْظُوْرٌ বব مَحْظُوْرَاتٌ – নিষিদ্ধ। فَتَرَاتٌ বব فَتْرَةٌ – সময়, বিরতি। يَوْمُ السَّبْتِ – শনিবার। يَوْمُ الْخَمِيْسُ – বৃহস্পতিবার।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ، كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ" ـ (البقرة ـ ١٨٣)

وَقَالَ تَعَالٰى : "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ ، هُدًى لِلنَّاسِ ، وَبَيِّنَاتٌ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" ـ (البقرة ـ ١٨٥)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (رواه البخارى و مسلم)

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلٰى كُلِّ مُكَلَّفٍ ، لَمْ يُخَالِفْ فِيْ فَرْضِيَّتِهٖ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اَلصَّوْمُ فِى اللُّغَةِ : اَلْإِمْسَاكُ ـ وَالصَّوْمُ فِى الشَّرْعِ : اَلْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مَعَ نِيَّةِ الصَّوْمِ –

রোযা

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। যাতে তোমরা খোদাভীরু হতে পারো। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)

আল্লাহ তা'য়ালা (আরও) বলেন, পবিত্র রমযান মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নির্দশন ও সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য কারী রূপে আল্ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন রোযা রাখে। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৫) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর। (এক) এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল। (দুই) নামায প্রতিষ্ঠা করা। (তিন) যাকাত প্রদান করা। (চার) হজ্ব করা। (পাঁচ) রমযান মাসে রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

সমস্ত মুসলমান এ বিষয়ে একমত যে, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর রযমান মাসের রোযা ফরয। রযমানের রোযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন মুসলমান দ্বিমত পোষণ করেনি।

রোযার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায়, সোবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে (পানাহার ও স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি) রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়।

عَلٰى مَنْ يُّفْتَرَضُ صِيَامُ رَمَضَانَ

يُفْتَرَضُ صِيَامُ رَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً عَلَى الَّذِىْ تَجْتَمِعُ فِيْهِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةِ : (١) أَنْ يَّكُوْنَ بَالِغًا ، فَلَا يُفْتَرَضُ الصِّيَامُ عَلَى الصَّبِيِّ - (٢) أَنْ يَّكُوْنَ مُسْلِمًا ، فَلَا يُفْتَرَضُ عَلَى الْكَافِرِ - (٣) أَنْ يَّكُوْنَ عَاقِلًا ، فَلَا يُفْتَرَضُ عَلَى الْمَجْنُوْنِ - (٤) أَنْ يَّكُوْنَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ كَانَ عَالِمًا بِوُجُوْبِ الصَّوْمِ إِذَا كَانَ بِدَارِ الْحَرْبِ -

রযমানের রোযা কাদের উপর ফরয?

যার মাঝে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পাওয়া যাবে তার উপর রমযানের রোযা আদায় করা এবং (আদায় করতে না পারলে) কাযা আদায় করা ফরয। (শর্তগুলো এই যে)

১. সাবালক হওয়া। অতএব নাবালকের উপর রোযা ফরয হবে না। ২. মুসলমান হওয়া। অতএব অমুসলমানের উপর রোযা ফরয হবে না। ৩. সুস্থ

মস্তিষ্ক হওয়া। অতএব পাগলের উপর রোযা ফরয হবে না। ৪. মুসলিম দেশে অবস্থান করা এবং অমুসলিম দেশে (শত্রুভূমিতে) অবস্থান করলে রোযা ফরয হওয়ার মাসআলা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

عَلٰى مَنْ يُّفْتَرَضُ أَدَاءُ الصَّوْمِ؟

١ـ يُفْتَرَضُ أَدَاءُ الصَّوْمِ عَلٰى مَنْ كَانَ مُقِيْمًا ، فَلَا يُفْتَرَضُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْمُسَافِرِ ـ ٢ـ يُفْتَرَضُ أَدَاؤُهُ عَلٰى مَنْ كَانَ صَحِيْحًا ، فَلَا يُفْتَرَضُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْمَرِيْضِ ـ ٣ـ يُفْتَرَضُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً مِنَ الْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ ـ فَلَا يُفْتَرَضُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْحَائِضِ ، وَلَا عَلَى النُّفَسَاءِ ـ بَلْ لَا يَجُوْزُ أَدَاؤُهُ مِنَ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ـ

রোযা রাখা কাদের উপর ফরয?

১. মুকীমের জন্য রোযা রাখা ফরয। সুতরাং মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা ফরয হবে না। ২. সুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ফরয। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ফরয হবে না। স্ত্রীলোক যদি হায়য ও নেফাস থেকে মুক্ত হয় তাহলে তার উপর রোযা রাখা ফরয। অতএব হায়য ও নেফাস গ্রস্ত মেয়েলোকের উপর রোযা রাখা ফরয হবে না। বরং তাদের রোযা রাখা জায়েযই হবে না।

مَتٰى يَصِحُّ أَدَاءُ الصَّوْمِ؟

يَصِحُّ أَدَاءُ الصَّوْمِ إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ : ١ـ أَنْ يَّنْوِيَ بِالصَّوْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ تَصِحُّ فِيْهِ النِّيَّةُ ٢ـ أَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ طَاهِرَةً مِّنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ـ ٣ـ أَنْ يَّكُوْنَ الصَّائِمُ خَالِيًا مِّنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِيْ تُفْسِدُ الصِّيَامَ كَالْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْجِمَاعِ ، وَمَا فِيْ حُكْمِ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ ـ ٤ـ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَاءِ الصَّوْمِ أَنْ يَّكُوْنَ الصَّائِمُ خَالِيًا مِّنَ الْجَنَابَةِ ـ

কখন রোযা রাখা শুদ্ধ হবে?

নিম্নেবর্ণিত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে রোযা রাখা শুদ্ধ হবে।

১. যে সময় রোযার নিয়ত করা শুদ্ধ হবে সে সময় রোযার নিয়ত করা। ২. স্ত্রীলোকের হায়য-নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া। ৩. রোযা ভঙ্গ কারী বিষয়সমূহ

থেকে রোযাদারদের মুক্ত হওয়া। যথা পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও এগুলোর হুকুম ভুক্ত বিষয়সমূহ। ৪. রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য রোযাদারের ফরয গোসলের প্রয়োজন থেকে মুক্ত থাকা শর্ত নয়।

أَنْوَاعُ الصِّيَامِ

يَنْقَسِمُ الصِّيَامُ إِلٰى سِتَّةِ أَنْوَاعٍ : (١) فَرْضٌ ـ (٢) وَاجِبٌ ـ (٣) مَسْنُوْنٌ ـ (٤) مَنْدُوْبٌ ـ (٥) مَكْرُوْهٌ ـ (٦) مُحَرَّمٌ ـ

(١) أَمَّا الْفَرْضُ : فَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانَ ـ (٢) أَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ : (الف) قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ مِنْ صِيَامِ التَّطَوُّعِ ـ (ب) اَلصَّوْمُ الْمَنْذُوْرُ ـ (ج) صِيَامُ الْكَفَّارَةِ – يَلْزَمُ صِيَامُ الْكَفَّارَاتِ فِى الصُّوَرِ الْآتِيَةِ :

(الف) اَلْإِفْطَارُ عَمْدًا فِىْ رَمَضَانَ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ (ب) اَلْجِمَاعُ فِىْ نَهَارِ رَمَضَانَ عَمْدًا ـ (ج) اَلظِّهَارُ ـ (د) اَلْحِنْثُ فِى الْيَمِيْنِ ـ (ه) اِرْتِكَابُ بَعْضِ الْمَحْظُوْرَاتِ فِىْ فَتْرَةِ الْإِحْرَامِ ـ (و) قَتْلُ الْخَطَأِ ، وَمَا فِىْ حُكْمِهٖ ـ

٣ـ أَمَّا الْمَسْنُوْنُ فَهُوَ : صَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ مَعَ التَّاسِعِ ، أَوِ الْحَادِىْ عَشَرَ ـ ٤ـ أَمَّا الْمَنْدُوْبُ فَهُوَ : (الف) صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيًّا كَانَتْ هٰذِهِ الْأَيَّامُ ـ (ب) صَوْمُ الْأَيَّامِ الْبِيْضِ (١٣ ، ١٤ ، ١٥) مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ـ (ج) صَوْمُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ، وَصَوْمُ يَوْمِ الْخَمِيْسِ فِىْ كُلِّ أُسْبُوْعٍ ـ (د) صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ـ (ه) صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ ـ (و) صَوْمُ دَاوُدَ ، وَهُوَ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَحَبُّهُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ـ ٥ـ أَمَّا الْمَكْرُوْهُ فَهُوَ : (الف) صَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ إِذَا أَفْرَدَهُ بِالصِّيَامِ ـ (ب) صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ ، إِذَا أَفْرَدَهُ بِالصِّيَامِ ـ (ج) صَوْمُ الْوِصَالِ ، وَهُوَ أَنْ لَّا يُفْطِرَ بَعْدَ الْغُرُوْبِ أَصْلًا حَتّٰى يَتَّصِلَ صَوْمُ الْغَدِ بِالْأَمْسِ ـ ٦ـ أَمَّا الْمُحَرَّمُ

فَهُوَ : (الف) صَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ. (ب) وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ. (ج) وَصِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ، وَهِيَ (١١، ١٢ ، ١٣) مِنْ شَهْرِ ذِى الْحَجَّةِ .

রোযার প্রকারসমূহ

রোযা ছয় প্রকার। ১. ফরয। ২. ওয়াজিব। ৩. সুন্নাত। ৪. মোস্তাহাব। ৫. মাকরূহ। ৬. হারাম।

প্রথম প্রকার ঃ ফরয রোযা। তাহলো রযমান মাসের রোযা।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ ওয়াজিব রোযা। যথা (ক) নফল রোযার কাযা, যা শুরু করে নষ্ট করে দিয়েছে । (খ) মান্নতের রোযা। (গ) কাফ্‌ফারার রোযা। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে কাফফারার রোযা আবশ্যক হবে।

(ক) রমযান মাসে কোন ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা নষ্ট করা। (খ) রমযানের দিবসে ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করা। (গ) স্ত্রীর সঙ্গে জেহার[১] করা। (ঘ) কসম ভঙ্গ করা। (চ) ইহরামের অবস্থায় ইহরামের পরিপন্থী কাজ করা। (ছ) ভুলবশত কাউকে হত্যা করা। তদ্রূপ যা ভুলবশত হত্যার পর্যায় ভুক্ত (কাজ করা)।

তৃতীয় প্রকার ঃ তা হল সুন্নাত রোযা। যথা নয় তারিখ কিংবা এগার তারিখ সহকারে আশুরার দিনের রোযা।

চতুর্থ প্রকার ঃ মোস্তাহাব রোযা। যথা (ক) প্রতিমাসে যে কোন দিন তিনটি রোযা রাখা। (খ) প্রতি মাসে আইয়ামে বীয তথা তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখা। (গ) প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহঃবার রোযা রাখা। (ঘ) শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা। (ঙ) হাজীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের আরাফার দিন রোযা রাখা। (চ) হযরত দাউদ (আঃ) এর ন্যায় রোযা রাখা। অর্থাৎ একদিন বাদ দিয়ে একদিন রোযা রাখা। এ ধরনের রোযা রাখা উত্তম এবং আল্লাহ্ তায়ালার নকট অধিক পছন্দনীয়।

পঞ্চম প্রকার ঃ মাকরূহ রোযা। যথা (ক) আশুরার দিন শুধু একটি রোযা রাখা। (খ) শুধু শনিবার দিন রোযা রাখা। (গ) বিরতীহীন ভাবে রোযা রাখা। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর পানাহার না করে আগামী দিনের রোযা গত কালের রোযার সাথে যুক্ত করে দেওয়া।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ হারাম রোযা। যথা (ক) ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা। (খ) কোরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখা। (গ) আয়্যামে তাশ্‌রীক তথা জিলহজ্বের এগার, বার ও তের তারিখ রোযা রাখা।

---

১. স্ত্রীকে মায়ের কোন অঙ্গের সাথে তুলনা দিয়ে নিজের উপর হারাম করাকে ইসলামী পরিভাষায় জেহার বলা হয়।

وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ

لاَ يَصِحُّ الصِّيَامُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ - مَحَلُّ النِّيَّةِ : اَلْقَلْبُ - يَصِحُّ الصِّيَامُ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ إِلٰى قُبَيْلِ نِصْفِ النَّهَارِ - (١) فِىْ أَدَاءِ رَمَضَانَ - (٢) فِى النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ - (٣) فِى النَّفْلِ -

يَصِحُّ أَدَاءُ رَمَضَانَ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ (١) وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ : وَيَصِحُّ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ - وَيَصِحُّ النَّفْلُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ ، وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ - وَيُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ وَتَبْيِيْتُهَا (٢) : (١) فِىْ قَضَاءِ رَمَضَانَ - (٢) فِىْ قَضَاءِ مَا أَفْسَدَهُ مِنَ النَّفْلِ - (٣) فِىْ صِيَامِ الْكَفَّارَاتِ - (٤) فِى النَّذْرِ الْمُطْلَقِ -

রোযার নিয়ত করার সময়

নিয়ত করা ব্যতীত রোযা শুদ্ধ হবে না। নিয়ত করার ক্ষেত্র হলো অন্তর। রাত্র থেকে অর্ধ দিবসের কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত (যে কোন সময়) নিয়ত করলে রোযা সহী হয়ে যাবে। (এই বিধান নিম্নোক্ত রোযাসমূহের ক্ষেত্রে)

১. রমযানের রোযা ২. নির্দিষ্ট মানতের রোযা। ৩. নফল রোযা। শুধু রোযার নিয়ত দ্বারা, কিংবা নফল রোযার নিয়ত দ্বারাও রমযানের রোষা শুদ্ধ হবে। নির্দিষ্ট মানতের রোযা শুধু রোযার নিয়ত দ্বারা, তদ্রূপ নফল রোযার নিয়ত দ্বারা শুদ্ধ হবে। নফল রোযা শুধু রোযার নিয়ত দ্বারা, কিংবা নফল রোযার নিয়ত দ্বারা শুদ্ধ হয়ে যাবে। রোযার নিয়ত নির্দিষ্ট করা এবং রাত্র থেকে রোযার নিয়ত করা শর্ত। (নিম্নোক্ত রোযা সমূহের ক্ষেত্রে) ১. রমযানের কাযা রোযার ক্ষেত্রে। ২. নফল রোযা নষ্ট করার পর তার কাযা আদায়ের ক্ষেত্রে। ৩. কাফ্‌ফারার রোযার ক্ষেত্রে। ৪. নির্দিষ্ট মানতের রোষার ক্ষেত্রে।

كَيْفَ تَثْبُتُ رُؤْيَةُ الْهِلاَلِ؟

শব্দার্থ ঃ غَمًّا (ن) – ঢেকে ফেলা। حَدًّا (ن) – দণ্ড দেওয়া। قَذْفًا (ض) – অপবাদ দেওয়া। مُجَاوَرَةً – পার্শ্ববর্তী হওয়া। اِتِّحَادًا ـ (بِهٖ) – মিশ্রিত হওয়া। تَرَدُّدًا (فِىْ شَيْءٍ) – দ্বিধান্বিত হওয়া। غَيْمٌ বব غُيُوْمٌ – মেঘ। دُخَانٌ – ধোঁয়া। عَدْلٌ – ন্যায় বিচার। مَطْلَعٌ বব مَطَالِعُ – উদয়স্থল। مُفْتِيْ বব

خَبَرٌ – ফতুয়া দানকারী। عِدَّةٌ – সংখ্যা। هِلَالٌ বব أَهِلَّةٌ – নতুন চাঁদ। مُفْتِيُّوْنَ – খবর বব أَخْبَارٌ – সংবাদ। شَهَادَةٌ বব شَهَادَاتٌ – সাক্ষ্য। عِلَّةٌ বব عِلَلٌ – রোগ, কারণ। إِيْجَابًا – অপরিহার্য করা। مَحْدُوْدٌ – দণ্ডপ্রাপ্ত। غُبَارٌ বব أَغْبَرَةٌ – ধূলি। سَائِرٌ – সকল। قُطْرٌ বব أَقْطَارٌ – এলাকা। قُبَيْلٌ – একটু আগে। بَقِيَّةٌ – অবশিষ্ট। اَلتَّالِيْ – পরবর্তী, আগামী। اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ – সমস্ত কাফির এক জোট।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا" (رواه البخارى) يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ – (١) بِرُؤْيَةِ هِلَالِهٖ ـ (٢) بِتَمَامِ عِدَّةِ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا إِنْ لَّمْ يَرَ الْهِلَالَ ـ تَثْبُتُ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ لِرَمَضَانَ بِخَبَرِ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ – وَتَثْبُتُ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ لِلْعِيْدِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَّامْرَأَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ ، أَوْ غُبَارٍ، أَوْ دُخَانٍ – أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ ، وَ غَيْرِهٖ فَلَا تَثْبُتُ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ لِرَمَضَانَ ، وَلَا لِلْعِيْدِ إِلَّا بِرُؤْيَةِ جَمْعٍ عَظِيْمٍ يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ الْغَالِبُ ـ تَثْبُتُ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ لِبَقِيَّةِ الشُّهُوْرِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَّامْرَأَتَيْنِ غَيْرِ مَحْدُوْدَيْنَ فِى الْقَذْفِ ـ إِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ بِقُطْرٍ مِّنَ الْأَقْطَارِ لَزِمَ الصَّوْمُ عَلٰى سَائِرِ الْأَقْطَارِ الَّتِىْ تَجَاوِرُهٗ ، وَتَتَّحِدُ بِهٖ فِى الْمَطْلَعِ ، إِذَا بَلَغَهُمْ مِنْ طَرِيْقٍ مُوْجِبٍ لِلصَّوْمِ – مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهٗ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهٗ لَزِمَهُ الصَّوْمُ ـ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْعِيْدِ وَحْدَهٗ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهٗ لَزِمَهُ الصَّوْمُ كَذٰلِكَ وَلَا يَجُوْزُ لَهُ الْفِطْرُ ـ

চাঁদ দেখা কিভাবে সাব্যস্ত হবে?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ভাংগ। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। (বুখারী শরীফ) দুটি বিষয়ের যে কোন একটি দ্বারা রমযানের চাঁদ (উদিত হওয়া) সাব্যস্ত হবে। যথা ১. রমযান মাসের চাঁদ দেখার দ্বারা। ২. চাঁদ দেখা না

গেলে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার দ্বারা। একজন পুরুষ কিংবা একজন স্ত্রীলোকের সংবাদ দ্বারা রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। যদি মেঘ, ধূলা, কিংবা ধোঁয়া দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন থাকে, তাহলে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে ঈদের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। কিন্তু যদি আকাশে মেঘ ইত্যাদি না থাকে তাহলে রমযান ও ঈদের চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এত বেশী সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখা, যাদের সংবাদ দ্বারা বিষয়টি সত্য হওয়ার প্রবল ধারনা অর্জিত হতে পারে। এছাড়া অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হবে দুজন গ্রহণযোগ্য পুরুষ অথবা অন্যকে অপবাদ আরোপের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত নয় এমন একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যর মাধ্যমে।

. যদি কোন এলাকায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় তাহলে তার পার্শ্ববর্তী যে সকল এলাকার উদয়স্থল অভিন্ন সেখানে রোযা রাখা অপরিহার্য। তবে শর্ত এই যে, সংবাদটি তাদের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছতে হবে। যে ব্যক্তি একাই রমযানের চাঁদ দেখেছে, ফলে তার কথা গৃহীত হয়নি সেক্ষেত্রে তার নিজের রোযা রাখা অপরিহার্য। তদ্রূপ যে ব্যক্তি একাই ঈদের চাঁদ দেখেছে, ফলে তার কথা গ্রহণ করা হয়নি, তার রোযা রাখা আবশ্যক। তার জন্য রোযা না রাখা জায়েয হবে না।

حُكْمُ الصَّوْمِ فِىْ يَوْمِ الشَّكِّ

يَوْمُ الشَّكِّ هُوَ الْيَوْمُ التَّالِىْ لِلتَّاسِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ هَلْ طَلَعَ الْهِلَالُ أَمْ لَا؟ يُكْرَهُ الصَّوْمُ فِىْ يَوْمِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ فَرْضٍ ، أَوْ بِنِيَّةٍ مُتَرَدِّدَةٍ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ ـ وَلَا يُكْرَهُ الصَّوْمُ فِىْ يَوْمِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ إِذَا جَزَمَ بِالنَّفْلِ ـ مَنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ ـ يَنْبَغِىْ لِلْمُفْتِىْ أَنْ يَّأْمُرَ الْعَامَّةَ فِىْ يَوْمِ الشَّكِّ بِالْاِنْتِظَارِ إِلٰى قُبَيْلِ الظُّهَيْرَةِ بِدُوْنِ نِيَّةِ صَوْمٍ ، ثُمَّ إِذَا ذَهَبَ وَقْتُ النِّيَّةِ وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْحَالُ أَمَرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ ـ مَنْ صَامَ فِىْ يَوْمِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ نَفْلٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ـ

সন্দেহের দিন রোযা রাখার বিধান

চাঁদ উঠেছে কি উঠেনি তা জানা না গেলে শাবান মাসের ২৯ তারিখের পরবর্তী দিন হবে সন্দেহের দিন। সন্দেহের দিন ফরয রোযার নিয়ত করা, কিংবা

ফরয ও নফল রোযার মাঝে দুদোল্যমান অবস্থায় রোযার নিয়ত করা মাকরূহ। সন্দেহের দিন নফলের নিয়তে রোযা রাখা মাকরূহ হবে না, যদি স্থির প্রত্যয়ের সাথে নফলের নিয়ত করে থাকে। যে ব্যক্তি এদিন রোযা রাখা-না রাখার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত তার রোযা হবে না। মুফতী সাহেবের কর্তব্য হলো সন্দেহের দিন জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া, যেন তারা রোযার নিয়ত ব্যতীত জোহরের কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অতঃপর যখন নিয়তের সময় পার হয়ে যাবে এবং কোন দিক নির্দিষ্ট না হবে, তখন তাদেরকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দিবে। যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন নফলের নিয়তে রোযা রেখেছে, পরবর্তীতে জানা গেছে যে, সেদিন রমযান ছিল তাহলে সেটা রমযানের রোযা হিসাবে গণ্য হবে। সেদিনের রোযা আর কাযা করা লাগবে না।

اَلْأَشْيَاءُ الَّتِىْ لاَ يَفْسُدُ بِهَا الصَّوْمُ

শব্দার্থ ঃ اِكْتِحَالاً – চোখে সুরমা লাগানো। كُحْلٌ বব أَكْحَالٌ – সুরমা। اِدِّهَانًا – তেল মালিশ করা। مُجَامَعَةً – সহবাস করা। اِحْتِجَامًا – শিঙ্গা লাগানো। اِغْتِيَابًا – গীবত করা। خَوْضًا (ن) – ডুব দেওয়া। اِبْتِلاَعًا – গিলে ফেলা। تَعَمُّدًا – ইচ্ছাকৃত করা। مَلْأً (ف) – পূর্ণ করা। مَضْغًا (ف) – চর্বন করা। تَلاَشِيًا – বিলীন হওয়া। تَدْخِيْنًا ـ (سِيْجَارَةً) – ধূমপান করা। قَضْمًا (ض) – কামড় দেওয়া। حَكًّا (ن ـ بِه) – চুলকানো। صُنْعٌ – কর্ম। طَاحُوْنٌ বব طَوَاحِيْنُ – জাঁতাকল। شَرْيَانٌ বব شَرَايِيْنُ – রগ। عُوْدٌ বব عِيْدَانٌ – কাঠি। دَرَنٌ বব أَدْرَانٌ – ময়লা। سِمْسِمَةٌ – (একটি) তিল। غِذَاءٌ বব أَغْذِيَةٌ – খাদ্য। حِمَّصٌ – চানাবুট। شَهْوَةٌ – চাহিদা, কামনা। سِيْجَارَةٌ – সিগারেট। نَارَجِيْلَةٌ – হুককা। نَارَجِيْلٌ – নারিকেল।

لاَ يَفْسُدُ الصَّوْمُ فِى الصُّوَرِ الْآتِيَةِ : (١) إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا ـ (٢) إِذَا شَرِبَ نَاسِيًا ـ (٣) إِذَا جَامَعَ نَاسِيًا ـ (٤) إِذَا ادَّهَنَ ـ (٥) إِذَا اكْتَحَلَ وَلَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِىْ حَلْقِهِ ـ (٦) إِذَا احْتَجَمَ ـ (٧) إِذَا اغْتَابَ أَحَدًا ـ (٨) إِذَا نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يُفْطِرْ ـ (٩) إِذَا دَخَلَ حَلْقَهُ غُبَارٌ بِلاَصُنْعِهِ وَلَوْ كَانَ غُبَارَ الطَّاحُوْنِ ـ (١٠) إِذَا دَخَلَ حَلْقَهُ دُخَانٌ بِلاَصُنْعِهِ ـ (١١) إِذَا دَخَلَ حَلْقَهُ ذُبَابٌ ـ (١٢) إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا ـ كَذَا لاَ يَفْسُدُ الصَّوْمُ إِذَا بَقِىَ طُوْلَ النَّهَارِ جُنُبًا وَلٰكِنْ يُكْرَهُ ذٰلِكَ تَحْرِيْمًا لِتَرْكِ فَرْضِ

الصَّلَاةِ ـ (١٣) إِذَا خَاضَ نَهْرًا فَدَخَلَ الْمَاءُ فِيْ أُذُنِهِ ـ (١٤) إِذَا دَخَلَ أَنْفَهُ مُخَاطٌ فَاسْتَنْشَقَهُ عَمْدًا ، أَوِ ابْتَلَعَهُ ـ (١٥) إِذَا غَلَبَهُ الْقَيْءُ وَعَادَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَيْءُ قَلِيْلًا ، أَوْ كَانَ كَثِيْرًا ـ (١٦) إِذَا تَعَمَّدَ الْقَيْءَ وَكَانَ الْقَيْءُ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فَمِهِ ، وَعَادَ لِغَيْرِ صُنْعِهِ ـ (١٧) إِذَا أَكَلَ الشَّيْءَ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ ، وَكَانَ الشَّيْءُ الْمَاكُوْلُ أَقَلَّ مِنَ الْحِمَّصَةِ ـ (١٨) إِذَا مَضَغَ شَيْئًا مِثْلَ سِمْسِمَةٍ مِنْ خَارِجِ الْفَمِ حَتّٰى يَتَلَاشٰى وَلَم يَجِدْ لَهُ طَعْمًا فِيْ حَلْقِهِ ـ (١٩) لَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِالْإِبْرَةِ سَوَاءٌ تُعْطٰى فِى الْجِلْدِ أَوْ تُعْطٰى فِى الشَّرْيَانِ ـ (٢٠) إِذَا حَكَّ أُذُنَهُ بِعُوْدٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ دَرَنٌ ثُمَّ أَدْخَلَ ذٰلِكَ الْعُوْدَ مِرَارًا فِيْ أُذُنِهِ ـ

যে সকল কারণে রোযা নষ্ট হয় না

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কারণে রোযা নষ্ট হবে না।

১. ভুলে আহার করলে। ২. ভুলে পান করলে। ৩. ভুলে স্ত্রী সহবাস করলে। ৪. তেল মালিশ করলে। ৫. চোখে সুরমা ব্যবহার করলে। যদিও গলায় তার স্বাদ অনুভূত হয়। ৬. রক্ত মোক্ষণ করলে। ৭. কারো গীবত (পরনিন্দা) করলে। ৮. রোযা ভাঙ্গার নিয়ত করে না ভাংলে। ৯. রোযাদারের ক্রিয়া ছাড়াই গলায় ধূলাবালি ইত্যাদি প্রবেশ করলে, যদিও তা যাঁতা কলের ধূলা হয়। ১০. রোযা দারের ক্রিয়া ছাড়াই গলায় ধোঁয়া প্রবেশ করলে। ১১. গলায় মাছি ঢুকলে। ১২. রোযাদার গোসল ফরয অবস্থায় সকাল করলে। তদ্রূপ রোযাদার সারাদিন অপবিত্র অবস্থায় থাকলে রোযা নষ্ট হবে না। কিন্তু ফরয নামায তরক করার কারনে এ ধরনের কাজ করা হারাম হবে। ১৩. পানিতে ডুব দেওয়ার ফলে কানে পানি প্রবেশ করলে। ১৪. নাকে শ্লেষ্মা প্রবেশ করার পর যদি ইচ্ছা কৃতভাবে তা টেনে নেয়, কিংবা গিলে ফেলে। ১৫. যদি বমির প্রবল বেগ হয় এবং রোযাদারের কর্ম ছাড়াই তা (ভিতরে) ফেরত আসে। বমির পরিমাণ কম হউক কিংবা বেশী। ১৬. যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে। কিন্তু বমি মুখ ভর্তি পরিমাণের চেয়ে কম হয় এবং কোন কর্ম ছাড়াই ভিতরে ফেরত যায়। ১৭. যদি দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্য খেয়ে নেয়। আর সেই আহারকৃত খাদ্যের পরিমাণ ছোলা বা বুটের দানার চেয়ে কম হয়। ১৮. যদি বাহির থেকে তিলের মত ক্ষুদ্র কোন জিনিস মুখে নিয়ে চিবায় এবং তা বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু গলায় তার স্বাদ অনুভব না

করে। ১৯. ইঞ্জেকশন দেওয়ার কারণে রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা চামড়ায় দেয়া হোক কিংবা রগে। ২০. কোন কাঠি দ্বারা কান খোঁচানোর ফলে যদি কাঠির সঙ্গে ময়লা বের হয় এবং সেই ময়লাযুক্ত কাঠি বারবার কানের ভিতর প্রবেশ করায়।

مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ مَعَ الْقَضَاءِ؟

يَفْسُدُ الصَّوْمُ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ وَتَجِبُ فِيْهَا الْكَفَّارَةُ مَعَ الْقَضَاءِ : (١) إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ غِذَاءً يَمِيْلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَتَنْقَضِيْ بِهِ شَهْوَةُ الْبَطْنِ ـ (٢) إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ دَوَاءً لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ ـ (٣) إِذَا شَرِبَ الصَّائِمُ مَاءً ، أَوْ مَشْرُوْبًا آخَرَ ـ (٤) إِذَا جَامَعَ الصَّائِمُ ـ (٥) إِذَا ابْتَلَعَ مَطَرًا دَخَلَ إِلَى فَمِهِ ـ (٦) إِذَا أَكَلَ الْحِنْطَةَ وَقَضَمَهَا (١) (٧) إِذَا ابْتَلَعَ حَبَّةَ حِنْطَةٍ بِدُوْنِ قَضْمٍ ـ (٨) إِذَا ابْتَلَعَ حَبَّةَ سِمْسِمَةٍ ، أَوْ نَحْوَهَا مِنْ خَارِجِ فَمِهِ ـ (٩) إِذَا أَكَلَ الْمِلْحَ الْقَلِيْلَ ـ (١٠) إِذَا دَخَّنَ السَّيْجَارَةَ ، أَوِ النَّارَجِيْلَةَ ـ (١١) إِذَا أَكَلَ الطِّيْنَ وَهُوَ مُعْتَادٌ بِأَكْلِ الطِّيْنِ ـ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا بِأَكْلِ الطِّيْنِ فَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ـ

কখন কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে?

নিম্নোক্ত স্থান গুলোতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে। ১. যদি এমন খাদ্য আহার করে যার দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং তা দ্বারা পেটের চাহিদা পূরণ হয়। ২. যদি শরীআত সম্মত ওযর ছাড়া ঔষধ সেবন করে। ৩. যদি পানি কিংবা অন্য কোন পানীয় দ্রব্য পান করে। ৪. যদি স্ত্রী সহবাস করে। ৫. যদি মুখে প্রবেশকারী বৃষ্টির ফোটা গিলে ফেলে। ৬. যদি দাঁতে ভেংগে গম খেয়ে ফেলে। ৭. যদি দাঁতে ভাঙ্গা ছাড়া গমের বিচি গিলে ফেলে। ৮. যদি মুখের বাহির থেকে তিল বা অনুরূপ কোন জিনিসের বিচি গিলে ফেলে। ৯. যদি সামান্য পরিমাণ লবণ আহার করে। ১০. যদি ধুমপান করে কিংবা হুক্কা খায়। ১১. যদি মাটি খায় এবং মাটি খেতে সে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু যদি মাটি খাওয়া তার অভ্যাস না হয় তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

شُرُوْطُ وُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ

لَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةِ : ١ـ إِذَا أَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ فِيْ أَدَاءِ رَمَضَانَ ـ فَلَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِذَا أَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ فِيْ

غَيْرِ رَمَضَانَ ـ كَذَا لاَ تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِذَا أَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ فِيْ قَضَاءِ رَمَضَانَ – ٢ـ إِذَا أَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ عَامِدًا ـ فَلَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِذَا أَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا – ٣ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخْطِئًا فِيْ أَكْلِهِ ، وَ شُرْبِهِ فَلَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِذَا أَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ مُخْطِئًا ظَانًّا بَقَاءَ اللَّيْلِ ، أَوْ دُخُوْلَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ نَهَارًا – ٤ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا إِلَى الْأَكْلِ ، أَوِ الشُّرْبِ ـ فَلَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْأَكْلِ ، أَوِ الشُّرْبِ – ٥ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا عَلَى الْأَكْلِ ، أَوِ الشُّرْبِ ـ فَلَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْأَكْلِ ، أَوِ الشُّرْبِ ـ

কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ না পাওয়া গেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। যথা

১. যদি রমযান মাসে রোযা আদায় কালে পানাহার করে। অতএব রযমান মাস ব্যতীত অন্য সময় (রোযা রেখে) পানাহার করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ রমযানের কাযা রোযা আদায় করার সময় পানাহার করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

২. যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে। অতএব ভুলে পানাহার করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৩. যদি ভুলবশত পানাহার না হয়। অতএব রাত্র বাকী থাকার, কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়ার ধারণায় যদি ভুল বশত পানাহার করে, আর পরবর্তীতে প্রকাশ পায় যে, দিবসে আহার করেছে তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৪. যদি পানাহার করতে নিরূপায় না হয়। অতএব নিরূপায় হয়ে পানাহার করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৫. যদি পানাহারে বাধ্য করা না হয়। সুতরাং পানাহারে বাধ্য করা হলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

بَيَانُ الْكَفَّارَةِ

শব্দার্থ ঃ تَبَيُّنًا – স্পষ্ট হওয়া। عِتْقًا (ض) – আজাদ হওয়া। تَخَلُّلًا – মধ্যবর্তী হওয়া। إِطْعَامًا – আহার করানো। رِضَاعًا (ف) – দুধ পান করা। تَعْظِيْمًا – সম্মান করা। إِمْسَاكًا (عَنْ) – বিরত থাকা। إِقْطَارًا – ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলা। إِكْرَاهًا – বাধ্য করা। إِصْبَاحًا – সকাল করা। نُحَاسٌ –

তামা। رَقَبَةٌ বব رِقَابٌ – ক্রীতদাস। مِسْكِيْنٌ বব مَسَاكِيْنُ – দরিদ্র। وَجْبَةٌ বব وَجَبَاتٌ – একবারের আহার। تَمْرٌ বব تُمُوْرٌ – খেজুর। قُطْنٌ বব أَقْطَانٌ – তুলা। حُرْمَةٌ বব حُرُمَاتٌ – মর্যাদা। دِمَاغٌ বব أَدْمِغَةٌ – মস্তিষ্ক। دُهْنٌ বব أَدْهَانٌ – তৈল। نَوَاةٌ বব نَوًى – আঁটি। جَوْفٌ বব أَجْوَافٌ – পেট।

اَلْكَفَّارَةُ الَّتِيْ تَحَدَّثْنَا عَنْهَا الْآنَ هِيَ :١ـ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُؤْمِنَةٍ ـ ٢ـ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لاَ يَتَخَلَّلُ فِيْهِمَا يَوْمُ عِيْدٍ وَلاَ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ – ٣ـ إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يَأْكُلُهُ عَادَةً ـ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلٰى هٰذَا التَّرْتِيْبِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَأَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ، لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ وَجْبَتَانِ كَامِلَتَانِ ـ وَيَجِبُ أَنْ لاَّ يَكُوْنَ فِي الْمَسَاكِيْنِ مَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ ، كَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَبْنَاءِ ، وَالزَّوْجَةِ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّدْفَعَ إِلَى الْمَسَاكِيْنِ حُبُوْبًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَّدْفَعَ إِلٰى كُلِّ فَقِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنَ الْقَمْحِ ، أَوْ دَقِيْقِهٖ ، أَوْ قِيْمَةَ نِصْفِ صَاعٍ مِنَ الْقَمْحِ ، أَوْ صَاعًا مِنَ الشَّعِيْرِ ، أَوِ التَّمْرِ ، أَوْ قِيْمَةَ صَاعٍ مِنَ الشَّعِيْرِ ، أَوِ التَّمْرِ ـ

কাফফারার পরিচয়

যে কাফফারা সম্পর্কে একটু পূর্বে আলোচনা হয়েছে তাহলো–

১. একজন মুসলমান কিংবা অমুসলমান গোলাম আযাদ করা।

২. বিরতিহীনভাবে দুমাস রোযা রাখা, এর মাঝে ঈদের দিন ও তাশরীকের দিনগুলো (অর্থাৎ কোরবানীর তিনদিন) থাকতে পারবে না। ৩. রোযাদার সাধারণতঃ যে খাবার খেয়ে থাকে তার মধ্যম ধরণের খাবার ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো। এই ধারাবাহিকতা অনুসারে কাফফারা ওয়াজিব হয়। যে ব্যক্তি গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য রাখে না, সে অনবরত দু' মাস রোযা রাখবে। যদি তা না পারে তাহলে ষাটজন দরিদ্রকে খানা খাওয়াবে। প্রত্যেক দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াবে। তবে মিসকীনদের মাঝে এমন কেউ থাকতে পারবে না যাদের ভরণ-পোষণ করা তার উপর ওয়াজিব। যেমন মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী। যদি মিসকীনদেরকে খাবারের পরিবর্তে শস্য দিতে চায় তাহলে প্রত্যেক

মিসকীনকে আধা 'সা' গম, কিংবা আধা 'সা' গমের আটা, কিংবা আধা সা গমের মূল্য, কিংবা এক সা যব বা খেজুর, কিংবা এক সা যব অথবা এক সা খেজুরের মূল্য প্রদান করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ ঃ 'স'ঃ এক 'স' হল ৩ কেজি ২৬৪ গ্রাঃ, সোয়া তিন কেজির সামান্য বেশী।

مَتٰى يَجِبُ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ؟

يَـفْسُدُ الصَّوْمُ فِى الصُّوَرِ الْآتِيَةِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَلٰكِنْ لَّا تَجِبُ فِيْهَا الْكَفَّارَةُ - ١ـ إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ لِعُذْرٍ مِّنَ الْأَعْذَارِ الشَّرْعِيَّةِ كَالسَّفَرِ ، وَالْمَرَضِ ، وَالْحَمْلِ، وَالرَّضَاعِ ، وَالْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ ، وَالْإِغْمَاءِ ، وَالْجُنُوْنِ - ٢ـ إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ شَيْئًا لَا يُؤْكَلُ عَادَةً وَلَا تَنْقَضِى بِهٖ شَهْوَةُ الْبَطْنِ ، كَالدَّوَاءِ إِذَا أَكَلَهٗ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ ، وَالدَّقِيْقِ ، وَالْعَجِيْنِ ، وَالْمِلْحِ الْكَثِيْرِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، وَالْقُطْنِ ، وَالْكَاغَذِ ، وَالنَّوَاةِ ، وَالطِّيْنِ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَادَتُهٗ أَكْلَ الطِّيْنِ - ٣ـ إِذَا ابْتَلَعَ الصَّائِمُ شَيْئًا مِّنَ الْأَشْيَاءِ الْآتِيَةِ : حَصَاةٌ ، حَدِيْدٌ ، حَجَرٌ ، ذَهَبٌ ، فِضَّةٌ ، نُحَاسٌ وَغَيْرُهَا - ٤ـ إِذَا أُكْرِهَ الصَّائِمُ عَلَى الْأَكْلِ ، أَوِ الشُّرْبِ فَأَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ - ٥ـ إِذَا اضْطُرَّ الصَّائِمُ إِلَى الْأَكْلِ ، أَوِ الشُّرْبِ فَأَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ - ٦ـ إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ مُخْطِئًا يَظُنُّ بَقَاءَ اللَّيْلِ ، أَوْ غُرُوْبَ الشَّمْسِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهٗ أَنَّ الْفَجْرَ كَانَ قَدْ طَلَعَ ، أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ بَعْدُ -

٧ـ إِذَا بَالَغَ فِى الْمَضْمَضَةِ ، وَالْاِسْتِنْشَاقِ فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إِلٰى جَوْفِهٖ - ٨ـ إِذَا تَعَمَّدَ الْقَىْءَ وَكَانَ الْقَىْءُ مِلْءَ الْفَمِ - ٩ـ إِذَا دَخَلَ حَلْقَهٗ مَطَرٌ ، أَوْ ثَلْجٌ وَلَمْ يَبْتَلِعْهُ بِصُنْعِهٖ - ١٠ـ إِذَا أَفْسَدَ صَوْمَهٗ فِىْ غَيْرِ أَدَاءِ رَمَضَانَ - ١١ـ إِذَا أَدْخَلَ دُخَانًا فِىْ حَلْقِهٖ بِصُنْعِهٖ - ١٢ـ إِذَا بَقِىَ بَيْنَ أَسْنَانِهٖ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ فَابْتَلَعَهٗ - ١٣ـ

إِذَا أَكَلَ عَمْدًا بَعْدَ مَا أَكَلَ نَاسِيًا - ١٤ـ إِذَا أَكَلَ بَعْدَ مَا نَوَى نَهَارًا وَلَمْ يَكُنْ نَوَى لَيْلاً - ١٥ـ إِذَا أَصْبَحَ مُسَافِرًا فَنَوَى الْإِقَامَةَ ثُمَّ أَكَلَ ـ ١٦ـ إِذَا سَافَرَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ مُقِيْمًا فَأَكَلَ - ١٧ـ إِذَا أَمْسَكَ عَنِ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ طُوْلَ النَّهَارِ بِلَانِيَّةِ صَوْمٍ ، وَلَا بِنِيَّةِ فِطْرٍ - ١٨ـ إِذَا أَقْطَرَ دُهْنًا ، أَوْمَاءً فِيْ أُذُنِهِ - ١٩ـ إِذَا أَدْخَلَ دَوَاءً فِيْ أَنْفِهِ - ٢٠ـ إِذَا دَاوٰى جِرَاحَةً فِي الْبَطْنِ ، أَوْ دَاوٰى جِرَاحَةً فِي الدِّمَاغِ فَوَصَلَ الدَّوَاءُ إِلَى الْجَوْفِ - اَلَّذِيْ فَسَدَ صَوْمُهُ بِسَبَبٍ مِنْ هٰذِهِ الْأَسْبَابِ فِيْ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَقِيَّةَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ تَعْظِيْمًا لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ ـ

নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। ১. রোযাদার যদি শরীআত সম্মত কোন অসুবিধার কারণে রোযা ভাঙ্গে। যেমন সফরে থাকা, অসুস্থ হওয়া, গর্ভবতী হওয়া, স্তন্য দান করা, হায়য-নেফাছগ্রস্ত হওয়া, অজ্ঞান হওয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা ইত্যাদি। ২. রোযাদার যদি এমন কোন জিনিস আহার করে যা সাধারণত খাওয়া হয় না এবং তার মাধ্যমে ক্ষুধাও নিবারণ হয় না। যেমন ঔষধ, (যখন শরীআত সম্মত কোন ওযরে সেবন করবে) আটা, খামির, একবারে অনেক লবণ খাওয়া, তুলা, কাগজ, আঁটি, ও কাদা মাটি ইত্যাদি। (শর্ত হল,) যদি মাটি খাওয়াতে অভ্যস্ত না হয়। ৩. রোযাদার যদি নিম্নোক্ত জিনিসগুলোর কোন একটি গিলে ফেলে। যেমন কংকর, লোহা, পাথর, সোনা, চাঁদি, ও তামা ইত্যাদি। ৪. যদি পানাহার করতে বাধ্য করার পর পানাহার করে। ৫. রোযাদার যদি অনন্যোপায় হয়ে পানাহার করে। ৬. রাত্র বাকি থাকার কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়ার ভুল ধারণা বশত আহার করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল কিংবা (তখনও) সূর্য অস্ত যায়নি। ৭. যদি কুলি করার ও নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করার ফলে পেটে পানি চলে যায়। ৮. যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে। আর তা মুখ-ভর্তি পরিমাণ হয়। ৯. যদি গলার ভিতর বৃষ্টির ফোটা কিংবা বরফ ঢুকে যায়, আর সে ইচ্ছাকৃতভাবে তা না গিলে থাকে। ১০. যদি রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময় রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে। ১১. যদি স্বেচ্ছায় গলার ভিতর ধোঁয়া প্রবেশ করায়। ১২. যদি দাঁতের ফাঁকে ছোলা বা বুটের দানা পরিমাণ লেগে থাকা খাদ্য গিলে ফেলে। ১৩. ভুলে খাওয়ার পর যদি স্বেচ্ছায় খায়। ১৪. যদি রাত্রে রোযার নিয়ত

না করে দিবসে রোযার নিয়ত করার পর খায়। ১৫. যদি মুসাফির অবস্থায় সকাল করে। অতঃপর ইকামতের নিয়ত করার পর আহার করে। ১৬. যদি মুকীম অবস্থায় সকাল করে। অতঃপর ছফরে রওয়ানা হয়ে আহার করে। ১৭. যদি রোযা রাখা বা না রাখার নিয়ত ছাড়া সারা দিন পানাহার থেকে বিরত থাকে। ১৮. যদি কানের ভিতর তেল কিংবা পানির ফোটা দেয়। ১৯. যদি নাকের ভিতর ঔষধ প্রবেশ করায়। ২০. যদি পেটের কিংবা মস্তিষ্কের কোন ক্ষতে ঔষধ ব্যবহার করে, আর তা উদর পর্যন্ত পৌছে যায়। যদি উপরোক্ত কোন একটি কারণে রমযানের দিবসে রোযা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে রমযান মাসের সম্মানার্থে অবশিষ্ট দিন পানাহার থেকে বিরত থাকবে।

مَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ؟

শব্দার্থ ঃ ذَوْقًا (ن) - চাখা। تَلَفُّفًا (بِثَوْبٍ) - কাপড়ে জড়ানো। حَجْمًا (ن) শিঙ্গা লাগানো। تَبَرُّدًا - শীতল হওয়া। تَسَحُّرًا - সেহরী খাওয়া। تَعْجِيْلاً - তাড়াতাড়ি করা। صِيَانَةً (ن) - হেফাজত করা। نَمًّا (ض) - চুগলি করা। نَمِيْمَةٌ - বব نَمَائِمُ - চুগলি। مُشَاتَمَةٌ - গালি গালাজ করা। اِنْتِهَازًا (الْفُرْصَةَ) - সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। ثَوَرَانًا (ن) - উত্তেজিত হওয়া। اِلْحَاقًا (بِه) - যুক্ত করা। إِطَاقَةً - সক্ষম হওয়া। نَذْرًا (ن) - মানত করা। رِيْقٌ বব أَرْيَاقٌ - থু থু। فَصْدًا (ض) - সিঙ্গা লাগানো। سَحُوْرٌ - সাহরী। غِيْبَةٌ - পরনিন্দা। تَافِهٌ - তুচ্ছ, নগন্য। فُرْصَةٌ বব فُرَصٌ - অনুকুল সময়। وَفَاءٌ (ض) (بِه) - পূর্ণ করা। جَنِيْنٌ বব أَجِنَّةٌ - গর্ভস্থ সন্তান। مُرْضِعٌ বব مَرَاضِعُ - ধাইমা। رَضِيْعٌ বব رُضَعَاءُ - দুগ্ধপায়ী শিশু।

تُكْرَهُ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ لِلصَّائِمِ ، يَنْبَغِىْ لَهُ أَنْ يَّجْتَنِبَهَا لِئَلَّا يَعْتَرِىَ الصَّوْمَ نَقْصٌ مَّا : (١) مَضْغُ شَيْءٍ ، أَوْ ذَوْقُهُ بِدُوْنِ حَاجَةٍ ـ (٢) جَمْعُ الرِّيْقِ فِى الْفَمِ ثُمَّ ابْتِلَاعُهُ ـ (٣) كُلُّ مَا يَكُوْنُ سَبَبًا لِضُعْفِه كَالْفَصْدِ ، وَالْحِجَامَةِ ـ

যেসব কাজ রোযাদারের জন্য মাকরূহ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রোযা দারের জন্য মাকরূহ। তাই বিষয়গুলো থেকে রোযাদারের বেঁচে থাকা উচিত, যাতে রোযার মধ্যে কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি দেখা দিতে না পারে। যথা ১. বিনা প্রয়োজনে কোন জিনিস চিবানো কিংবা

কোন জিনিসের স্বাদ চেখে দেখা। ২. মুখের ভিতর থুথু একত্রিত করে গিলে ফেলা। ৩. যে সকল কাজ শারীরিক দুর্বলতার কারণ হয়। যেমন অস্ত্রপচার ও রক্ত মোক্ষণ করা।

مَا لَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ

لَا تُكْرَهُ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ حَالَ الصَّائِمِ :

(١) دُهْنُ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ ـ (٢) اَلْاِكْتِحَالُ ـ (٣) اَلْاِغْتِسَالُ لِلتَّبَرُّدِ ـ (٤) اَلتَّلَفُّفُ بِثَوْبٍ مُبْتَلٍّ لِلتَّبَرُّدِ ـ (٥) اَلْمَضْمَضَةُ ، وَالْاِسْتِنْشَاقُ لِغَيْرِ الْوُضُوْءِ ـ (٦) اَلسِّوَاكُ فِيْ آخِرِ النَّهَارِ ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ فِيْ آخِرِ النَّهَارِ ، كَمَا هُوَ سُنَّةٌ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ ـ

যেসব কাজ রোযাদারের জন্য মাকরূহ নয়

নিম্নোক্ত কাজসমূহ রোযা অবস্থায় মাকরূহ হবে না।

১. দাড়ি ও মোচে তেল লাগানো। ২. চোখে সুরমা লাগানো। ৩. শীতলতা লাভের জন্য গোসল করা। ৪. শীতলতা লাভের জন্য ভিজা কাপড় গায়ে জড়ানো। ৫. উযূর উদ্দেশ্য ছাড়া কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। দিবসের শেষে মেছওয়াক করা। বরং এ সময় মেছওয়াক করা সুন্নাত, যেমন দিবসের প্রথম ভাগে মেছওয়াক করা সুন্নাত।

مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ؟

تُسْتَحَبُّ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ لِلصَّائِمِ : (١) أَنْ يَّتَسَحَّرَ ـ (٢) أَنْ يُّؤَخِّرَ السَّحُوْرَ ، وَلٰكِنْ يَنْبَغِيْ لَهٗ أَنْ يَّمْتَنِعَ عَنِ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ بِدَقَائِقَ حَتّٰى لَا يَقَعَ فِى الشَّكِّ ـ (٣) أَنْ يُّعَجِّلَ الْفِطْرَ بَعْدَ التَّحَقُّقِ مِنْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ ـ (٤) أَنْ يَّغْتَسِلَ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلٰى طَهَارَةٍ ـ (٥) أَنْ يَّصُوْنَ لِسَانَهٗ عَنِ الْكِذْبِ ، وَالْغِيْبَةِ ، وَالنَّمِيْمَةِ ، وَالْمُشَاتَمَةِ ـ (٦) أَنْ يَّنْتَهِزَ فُرْصَةَ رَمَضَانَ فَيَشْتَغِلَ بِتَلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ ، أَوْ بِذِكْرٍ مِّنَ الْأَذْكَارِ الْمَأْثُوْرَةِ ـ (٧) أَنْ لَّا يَغْضِبَ ، وَلَا يَثُوْرَ لِشَيْءٍ تَافِهٍ ـ (٨) أَنْ يَّصُوْنَ نَفْسَهٗ عَنِ الشَّهَوَاتِ ، وَلَوْ كَانَتْ حَلَالًا ـ

রোযাদারের জন্য মোস্তাহাব বিষয়

১. সাহরী খাওয়া। ২. বিলম্বে সাহরী খাওয়া। তবে সন্দেহ এড়ানোর জন্য সোবহে সাদিকের কয়েক মিনিট পূর্বে পানাহার ত্যাগ করতে হবে ৩. সূর্য ডুবার ব্যাপারে নিশ্চিৎ হওয়ার পর জলদি করে ইফতার করা। ৪. ফজর হওয়ার পূর্বেই ফরয গোসল সেরে নেওয়া, যাতে পবিত্রতার সাথে ইবাদত আদায় করা যায়। ৫. মিথ্যা, পরনিন্দা, কোটনামি, ও গালিগালাজ থেকে বাক সংযম অবলম্বন করা। ৬. রযমানের সময়গুলোকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে কোরআন তেলাওয়াত ও হাদীসে বর্ণিত দো'য়া পাঠে মশগুল থাকা। ৭. রাগান্বিত না হওয়া এবং তুচ্ছ বিষয়ে উত্তেজিত না হওয়া। ৮. কামনাবাসনা ও প্রবৃত্তিসমূহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। যদিও তা বৈধ হয়।

اَلْأَعْذَارُ الْمُبِيْحَةُ لِلْفِطْرِ

اَلْإِسْلَامُ دِيْنُ الْفِطْرَةِ ، لَا يُكَلِّفُ الْإِنْسَانَ فَوْقَ طَاقَتِهِ، وَاللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ فَقَدْ أَجَازَ لَهُمُ الْفِطْرَ وَالْقَضَاءَ فِيْ أَيَّامٍ أُخْرٰى إِذَا لَحِقَ بِهِمُ الضَّرَرُ ، أَوِ الْمُشَقَّةُ بِسَبَبِ الصَّوْمِ فَيَجُوْزُ تَرْكُ الصَّوْمِ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ : (١) لِلْمَرِيْضِ إِذَا أَلْحَقَ الصَّوْمَ ضَرَرًا ، أَوْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ ، أَوْ طُوْلَ مُدَّةِ الْمَرَضِ عَلَيْهِ ـ (٢) لِلْمُسَافِرِ الَّذِيْ يُسَافِرُ سَفَرًا طَوِيْلاً تُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلَاةُ ـ (٣) لِلَّذِيْ حَصَلَ لَهُ جُوْعٌ شَدِيْدٌ ، أَوْعَطَشٌ شَدِيْدٌ وَغَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ هَلَكَ ـ (٤) لِلْحَامِلِ إِذَا كَانَ الصَّوْمُ يَضُرُّهَا ، أَوْ بِالْجَنِيْنِ ـ (٥) لِلْمُرْضِعِ إِذَا كَانَ الصَّوْمُ يَضُرُّهَا ، أَوْ بِالطِّفْلِ الرَّضِيْعِ ـ (٦) لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِفْطَارُ وَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مِنْهُمَا ـ (٧) لِلشَّيْخِ الْفَانِي الَّذِيْ لَا يَطِيْقُ الصَّوْمَ ـ وَلَا قَضَاءَ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِيْ لِكِبَرِ سَنِّهِ ، بَلْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ (٨) يَجُوْزُ الْفِطْرُ لِلَّذِيْ صَامَ مُتَطَوِّعًا بِلَا عُذْرٍ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَّقْضِيَهُ فِيْ يَوْمٍ آخَرَ ـ (٩) يَجُوْزُ الْفِطْرُ لِلَّذِيْ هُوَ فِيْ قِتَالِ الْعَدُوِّ ـ يُسْتَحَبُّ لِلَّذِيْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَنْ يُّبَادِرَ الْقَضَاءَ ، وَلٰكِنْ إِذَا أَخَّرَ الْقَضَاءَ جَازَ ـ وَيَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَّصُوْمَ

أَيَّامَ الْقَضَاءِ مُتَتَابِعَةً ، أَوْ مُتَفَرِّقَةً ـ إِذَا أَخَّرَ الْقَضَاءَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ الثَّانِيْ قَدَّمَ الْأَدَاءَ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ التَّأْخِيْرِ فِي الْقَضَاءِ ـ

যে সকল ওযরের কারণে রোযা ভাঙ্গা বৈধ

ইসলাম স্বভাব ধর্ম। ইসলাম মানুষকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের আদেশ দেয় না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। ফলে রোযা রাখার কারণে মানুষের কষ্ট হলে, কিংবা ক্ষতি হলে, রোযা ভাঙ্গার এবং অন্য সময় তা কাযা করার অনুমতি দিয়েছেন।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। যথা– ১. অসুস্থ ব্যক্তির জন্য। যদি রোযা তার ক্ষতি করে, কিংবা (রোযার কারণে) রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার বা রোগ দির্ঘায়িত হওয়ার আশংকা করে। ২. ঐ মুসাফিরের জন্য যে, দীর্ঘপথ ছফর করবে এবং তাতে নামায কছর করার বিধান রয়েছে। ৩. ঐ ব্যক্তির জন্য যার ভীষণ ক্ষুধা কিংবা প্রচন্ড পিপাসা লেগেছে এবং রোযা না ভাংলে প্রাণহানির প্রবল আশংকা করছে। ৪. গর্ভবতী মহিলার জন্য। যদি রোযা তার কিংবা তার গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি করে। ৫. স্তন্য দানকারিনী ধাত্রীর জন্য। যদি রোযা তার কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি করে। ৬. হায়য ও নেফাছগ্রস্ত মহিলার জন্য। বরং তাদের রোযা ভাঙ্গা ওয়াজিব। কারণ তাদের রোযা শুদ্ধ হবে না। ৭. রোযা রাখতে অক্ষম এমন অতিশয় বৃদ্ধের জন্য। বার্ধক্যের কারণে অতিশয় বৃদ্ধের রোযা কাযা করা লাগবে না, বরং তার ফিদয়া দিতে হবে। ৮. যে ব্যক্তি নফল রোযা রেখেছে তার জন্য বিনা ওজরে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। তবে অন্য দিন সে রোযা আদায় করে নেয়া তার উপর ওয়াজিব। ৯. যে ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধরত তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে তার জন্য তাড়াতাড়ি কাযা আদায় করে নেওয়া মোস্তাহাব। অবশ্য কাযা আদায়ে বিলম্ব করাও জায়েয আছে। তদ্রূপ তার জন্য কাযা রোযাগুলো এক সঙ্গে রাখা কিংবা পৃথকভাবে রাখা উভয়টা জায়েয আছে। যদি কাযা আদায়ে এতো বিলম্ব করে যে, দ্বিতীয় রমযান এসে গেছে তাহলে কাযা রোযার পূর্বে দ্বিতীয় রযমানের রোযা আদায় করে নিবে। কাযা আদায়ে বিলম্ব করায় ফিদয়া দেওয়া লাগবে না।

مَتَى يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ؟

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَّعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ" (رواه البخارى)

يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيْهِ ثَلَاثَةُ شُرُوْطٍ : (١) أَنْ يَّكُوْنَ مِنْ جِنْسِ الْمَنْذُوْرِ وَاجِبٌ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ - (٢) أَنْ يَّكُوْنَ الْمَنْذُوْرُ مَقْصُوْدًا لِذَاتِهِ - (٣) أَنْ لَّا يَكُوْنَ الْمَنْذُوْرُ وَاجِبًا قَبْلَ النَّذْرِ -

فَيَصِحُّ النَّذْرُ بِالْعِتْقِ ، وَالْاِعْتِكَافِ ، وَالصَّلَاةِ غَيْرِ الْمَفْرُوْضَةِ ، وَالصَّوْمِ غَيْرِ الْمَفْرُوْضِ - وَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِالْوُضُوْءِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُوْدًا لِذَاتِهِ - وَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِسُجُوْدِ التِّلَاوَةِ ، لِأَنَّهُ وَاجِبٌ قَبْلَ النَّذْرِ - وَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ، لِأَنَّهَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا وَاجِبٌ - إِذَا نَذَرَ بِصَوْمِ الْعِيْدَيْنِ ، أَوْ بِصِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ، صَحَّ نَذْرُهُ - وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُّفْطِرَ فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ لِلنَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ فِيْهَا ، وَيَقْضِيَ بَعْدَهَا -

মানতপূর্ণ করা কখন ওয়াজিব?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করার মানত করেছে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানী করার মানত করেছে সে যেন আল্লাহর নাফরমানী না করে। বুখারী)

তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে মানত পূরণ করা ওয়াজিব।

১. মানত কৃত ই'বাদতের শ্রেণীভুক্ত কোন ওয়াজিব থাকা। যথা রোযা ও নামায। ২. মানতকৃত বিষয় উদ্দিষ্ট ই'বাদত হওয়া ৩. মানত করার পূর্বেই মানতকৃত বিষয় ওয়াজিব না থাকা। অতএব গোলাম আযাদ করা, এতেকাফ করা, ফরয বিহীন নামায ও রোযার মানত করা শুদ্ধ হবে। কিন্তু উযূর মানত করা শুদ্ধ হবে না। কেননা তা উদ্দিষ্ট ই'বাদত নয়। (তদ্রূপ) তেলাওয়াতে সেজদার মানত করা শুদ্ধ হবে না। কেননা তা মানত করার পূর্ব থেকেই ওয়াজিব আছে। অনুরূপভাবে রোগী দেখার মানত করা শুদ্ধ হবে না। কেননা তার সমশ্রেণীর কোন ওয়াজিব নেই। যদি দুই ঈদে কিংবা তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখার মানত করে তাহলে মানত সহী হবে। তবে এই দিনগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেলা এবং পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করে নেওয়া ওয়াজিব হবে।

اَلْاِعْتِكَافُ

অধ্যায় ঃ ইতেকাফ

শব্দার্থ ঃ اِعْتِكَافًا . (فِى الْمَكَانِ) – অবস্থান করা। قُبْلَةٌ বব قُبُلَاتٌ – চুমো। اِحْتِيَاجًا – মুখাপেক্ষী হওয়া। عَقْدًا (ض) – সম্পন্ন করা। اِنْهِدَامًا – ধ্বসে যাওয়া। صَمْتًا (ن) – নীরব থাকা। مُطَالَعَةٌ – অধ্যয়ন করা। اِخْتِيَارًا – নির্বাচন করা। اِعْتِقَادًا – বিশ্বাস করা। هَدْمًا (ض) – বিধ্বস্থ করা। عُذْرًا (ض) – ওজর মেনে নেওয়া। اِعْتِذَارًا – ওজর পেশ করা। دَاعِيَةٌ বব دَوَاعٍ – কারণ। طَبِيْعِيٌّ– প্রাকৃতিক। ضَرُوْرِيٌّ – প্রয়োজনীয়। عِيَالٌ – পরিবার-পরিজন। قُرْبَةٌ – নৈকট্য। عُذْرٌ বব أَعْذَارٌ – কৈফিয়ত। مَقْصُوْدٌ – উদ্দেশ্য। نَذْرٌ বব نُذُوْرٌ – মানত। عِيَادَةٌ (ن) (اَلْمَرِيْضَ) – রোগী দেখতে যাওয়া। نَهْيًا (عَنْهُ . ف) – নিষেধ করা। جِنْسٌ বব أَجْنَاسٌ – শ্রেণী। حَامِلٌ – গর্ভবতী।

اَلْاِعْتِكَافُ هُوَ اللُّبْثُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ تُقَامُ فِيْهِ الْجَمَاعَةُ بِنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ .

যে মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করা হয় সেখানে ই'তেকাফের নিয়তে অবস্থান করাকে 'ইতেকাফ' বলা হয়।

أَنْوَاعُ الْاِعْتِكَافِ

يَنْقَسِمُ الْاِعْتِكَافُ إِلٰى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : (١) وَاجِبٌ ، وَهُوَ الْاِعْتِكَافُ الْمَنْذُوْرُ ، فَمَنْ نَذَرَ بِأَنَّهُ يَعْتَكِفُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْاِعْتِكَافُ . (٢) سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ كِفَايَةٌ فِى الْعَشْرِ الْأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ . (٣) مُسْتَحَبٌّ ، وَهُوَ مَا سِوَى الْمَنْذُوْرِ ، وَالْعَشْرِ الْأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ .

ইতেকাফ তিন প্রকার। ১. ওয়াজিব, আর তাহলো মানতের ইতেকাফ। যে ব্যক্তি ইতেকাফ করার মানত করবে তার জন্য ইতেকাফ পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। ২. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। এটা রমযানের শেষ দশদিন আদায় করতে হয়। ৩. মোস্তাহাব। মানতের ইতেকাফ ও রমযানের শেষ দশ দিনের ইতেকাফ ব্যতীত সকল ইতেকাফ মোস্তাহাব।

مُدَّةُ الْاِعْتِكَافِ

مُدَّةُ الْاِعْتِكَافِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَقْسَامِ الْاِعْتِكَافِ ـ فَمُدَّةُ الْوَاجِبِ هِيَ الزَّمَانُ الَّذِىْ عَيَّنَهُ فِى النَّذْرِ ـ وَمُدَّةُ الْمَسْنُوْنِ هِيَ الْعَشْرُ الْأَخِيْرُ مِنْ رَمَضَانَ ـ وَمُدَّةُ النَّفْلِ أَقَلُّهَا لَحْظَةٌ زَمَانِيَّةٌ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا ـ لاَ يَصِحُّ الْاِعْتِكَافُ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ تُقَامُ فِيْهِ الْجَمَاعَةُ ، وَهُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِىْ لَهُ إِمَامٌ وَ مُؤَذِّنٌ ـ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِىْ مَسْجِدِ بَيْتِهَا ، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِىْ عَيَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِىْ بَيْتِهَا ـ وَيُشْتَرَطُ الصَّوْمُ لِلْاِعْتِكَافِ الْمَنْذُوْرِ ، فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِ الصَّوْمِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ لِصِحَّةِ الْاِعْتِكَافِ الْمَسْنُوْنِ وَالْمُسْتَحَبِّ ـ

ইতেকাফের সময়

ইতেকাফ বিভিন্ন প্রকার হওয়ার কারণে ইতেকাফের সময়ের মাঝেও বিভিন্নতা রয়েছে। অতএব মানত কারী মানত আদায়ের জন্য যে সময় নির্ধারণ করবে সেটাই হলো ওয়াজিব ইতেকাফের সময়। সুন্নাত ইতেকাফের সময় হলো রমযানের শেষ দশ দিন।। নফল ইতেকাফের সর্বনিম্ন সময় হলো এক মুহূর্ত। এর সর্বোচ্চ সময়ের কোন সীমা নেই। জামাত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে ইতেকাফ করা সহী হবে না। আর তা হলো এমন মসজিদ যেখানে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট আছে। স্ত্রীলোক তার বাড়ীতে নামাযের নির্ধারিত স্থানে ইতেকাফ করবে। মানতকৃত ইতেকাফ আদায় করার জন্য রোযা রাখা শর্ত। সুতরাং রোযা রাখা ব্যতীত মানতের ইতেকাফ সহী হবে না। কিন্তু সুন্নাত ও মোস্তাহাব ইতেকাফ সহী হওয়ার জন্য রোযার শর্ত নেই।

مُفْسِدَاتُ الْاِعْتِكَافِ

يَفْسُدُ الْاِعْتِكَافُ بِالْأُمُوْرِ الْآتِيَةِ : (١) بِالْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بِدُوْنِ عُذْرٍ ـ (٢) بِطُرُوْءِ الْحَيْضِ، أَوِ النِّفَاسِ ـ (٣) بِالْجِمَاعِ ، أَوْ دَوَاعِيْهِ كَالْقُبْلَةِ ، أَوِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ ـ

ইতেকাফ ভঙ্গকারী বিষয়

নিম্নোক্ত কাজগুলো দ্বারা ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

১. বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বের হলে। ২. হায়য অথবা নেফাছ দেখা দিলে। ৩. সহবাস কিংবা সহবাসে উদ্বুদ্ধকারী বিষয়সমূহ, যথা কামভাবের সাথে চুমু দিলে কিংবা স্পর্শ করলে।

اَلْأَعْذَارُ الْمُبِيْحَةُ لِلْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ

اَلْأَعْذَارُ الَّتِى تُبِيْحُ الْخُرُوْجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةٌ : ١ـ اَلْأَعْذَارُ الطَّبِيْعِيَّةُ كَالْبَوْلِ ، وَالْغَائِطِ ، وَالْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ـ فَإِنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَلِقَضَاءِ حَاجَةٍ مِنَ الْبَوْلِ ، وَالْغَائِطِ بِشَرْطِ أَنْ لَّا يَمْكُثَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إِلَّا قَدْرَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ ـ ٢ـ اَلْأَعْذَارُ الشَّرْعِيَّةُ كَالصَّلَاةِ لِلْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ الَّذِى اعْتَكَفَ فِيْهِ لَا تُقَامُ فِيْهِ الْجُمُعَةُ - ٣ـ اَلْأَعْذَارُ الضَّرُوْرِيَّةُ كَالْخَوْفِ عَلٰى نَفْسِهٖ ، أَوْ عَلٰى مَتَاعِهٖ إِذَا بَقِىَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ ـ وَكَذَا إِذَا انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ بِشَرْطِ أَنْ يَّذْهَبَ إِلٰى مَسْجِدٍ آخَرَ فَوْرًا نَاوِيًا الْاِعْتِكَافَ فِيْهِ ـ اَلْمُعْتَكِفُ يَأْكُلُ ، وَيَشْرَبُ ، وَيَعْقِدُ الْبَيْعَ فِى الْمَسْجِدِ لِلشَّيْئِ الَّذِىْ يَحْتَاجُهُ بِدُوْنِ إِحْضَارِ الْمَبِيْعِ فِى الْمَسْجِدِ -

যে সব কারণে ইতেকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ

তিন প্রকার ওজরের কারণে ইতেকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ।১. প্রকৃতিগত ওজর ঃ যথা পেশাব পায়খানা ও ফরয গোসলের জন্য। অতএব ইতেকাফ কারী ফরয গোসলের জন্য এবং পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন সারার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। তবে শর্ত হল, প্রয়োজন সমাধা করতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে বেশী সময় মসজিদের বাইরে অবস্থান করতে পারবে না।২. শরীআত অনুমোদিত ওজর সমূহ ঃ যথা জুমার নামাযের জন্য। তবে শর্ত হলো, যে মসজিদে ইতেকাফ করেছে সেখানে জুমার নামায অনুষ্ঠিত না হওয়া। অত্যাবশ্যকীয় ওজর সমূহ। যেমন মসজিদে অবস্থান করলে নিজের জানমালের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। তদ্রূপ যদি মসজিদ ধ্বসে যায় তাহলে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। তবে শর্ত এই যে, ইতেকাফের নিয়ত করে সঙ্গে সঙ্গে অন্য মসজিদে চলে যেতে হবে। ইতেকাফকারী মসজিদে পানাহার করতে পারবে। (তদ্রূপ) প্রয়োজনবশত বিক্রয়পণ্য মসজিদে উপস্থিত না করে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে।

مَا يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ؟

١ـ يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَّعْقِدَ الْبَيْعَ فِى الْمَسْجِدِ لِلتِّجَارَةِ سَوَاءٌ ، أَحْضَرَ الْمَبِيْعَ أَمْ لَمْ يُحْضِرْهُ- ٢ـ يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ إِحْضَارُ الْمَبِيْعِ

فِى الْمَسْجِدِ فِى الْبَيْعِ الَّذِىْ يَعْقِدُهُ لِحَاجَتِهِ ، أَوْ لِحَاجَةِ عِيَالِهِ -
٣. يُكْرَهُ الصَّمْتُ إِذَا اعْتَقَدَ الصَّمْتَ قُرْبَةً ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَقِدِ الصَّمْتَ قُرْبَةً فَلاَ كَرَاهَةَ .

ইতেকাফকারীর জন্য মাকরূহ বিষয়

১. ব্যবসার উদ্দেশ্যে মসজিদে বেচা কেনা করা ইতেকাফকারীর জন্য মাকরূহ। বিক্রয় পণ্য উপস্থিত করুক কিংবা না করুক।। ২. ইতেকাফকারীর জন্য মসজিদে বিক্রয়পণ্য উপস্থিত করা মাকরূহ হবে। যদি নিজের বা নিজের পরিবারের প্রয়োজনে বিক্রি করে থাকে। ৩. ইতেকাফকারীর জন্য নির্বাক হয়ে চুপ করে থাকা মাকরূহ। যদি চুপ করে থাকাকে ই'বাদত মনে করে। কিন্তু যদি চুপ থাকাকে ই'বাদত মনে না করে তাহলে মাকরূহ হবে না।

آدَابُ الْاِعْتِكَافِ

يَنْدُبُ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى الْاِعْتِكَافِ : ١. أَنْ لَّا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِخَيْرٍ -
٢. أَنْ يَّخْتَارَ لِاعْتِكَافِهِ أَفْضَلَ الْمَسَاجِدِ وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ لِمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ النَّبَوِىُّ لِمَنْ أَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى لِمَنْ أَقَامَ بِالْقُدْسِ ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ -
٣. أَنْ يَّشْتَغِلَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ ، وَالذِّكْرِ الْمَأْثُوْرِ ، وَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُطَالَعَةِ فِى الْكُتُبِ الدِّيْنِيَّةِ -

ইতেকাফের আদব

ইতেকাফ অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো মোস্তাহাব। ১. ভাল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা না বলা। ২. ইতেকাফের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ নির্বাচন করা। আর তাহলো মক্কায় অবস্থানকারীর জন্য মসজিদুল হারাম। অতঃপর মদীনায় অবস্থানকারীদের জন্য মসজিদে নববী। অতঃপর বায়তুল মাকদিস অবস্থানকারীর জন্য মসজিদে আক্‌সা। অতঃপর (সমস্ত) জামে মসজিদ। ৩. কোরআন তেলাওয়াত করা, হাদীসে বর্ণিত দো'য়াসমূহ পাঠ করা, নবী (সঃ) এর উপর দুরূদ পড়া এবং দ্বীনি কিতাবপত্র অধ্যয়ন ইত্যাদিতে মশগুল থাকা।

صَدَقَةُ الْفِطْرِ

শব্দার্থ ঃ لَغْوًا (ن) – বাজে কথা বলা। فُحْشًا (ك) – অশ্লীল হওয়া। فَرْضًا (ض) – ফরয করা। رَفْثًا (ن) – অশ্লীল আচরণ করা। حَوْلاً (ن) – বছর পূর্ণ হওয়া। حَوْلٌ বব أَحْوَالٌ – বছর। فَضْلاً (ن) – (الْحَوْلُ ـ ن)

অতিরিক্ত হওয়া। اِسْتِحْسَانًا – উত্তম বিবেচনা করা। إِعْدَادًا – প্রস্তুত করা। أَسْوِقَةٌ বব سَوِيْقٌ – সমান হওয়া। أَشْكَالٌ বব شَكْلٌ – আকৃতি। مُعَادَلَةٌ – গম ও যবের তৈরী ছাতু। نُقُوْدٌ বব نَقْدٌ– ভাংতি, মুদ্রা। مَصَارِفُ বব مَصْرَفٌ – ব্যয়ের খাত, ব্যাংক। طُهْرَةٌ – পবিত্রতা। خِلَالٌ বব خَلَلٌ – ত্রুটি। طُعْمَةٌ বব طُعَمٌ – দাওয়াত। فَاضِلٌ – অতিরিক্ত। نِصَابٌ – (যাকাতের) নেসাব। مَعَاشَاتٌ বব مَعَاشٌ – জীবিকা। أَثَاثَاتٌ বব أَثَاثٌ – আসবাবপত্র। زَبِيْبٌ – কিশমিশ। حُبُوْبٌ বব حَبٌّ – শস্য দানা। عِيَالٌ – পরিবার-পরিজন। فَرْدٌ বব أَفْرَادٌ – ব্যক্তি। مَبَاحِثُ বব مَبْحَثٌ – আলোচনার বিষয়।

صَدَقَةُ الْفِطْرِ : هِىَ مَا يُخْرِجُهُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْعِيْدِ مِنْ مَالِهٖ لِلْمُحْتَاجِيْنَ طُهْرَةً لِّنَفْسِهٖ ، وَجَبْرًا لِّمَا يَكُوْنُ قَدْ حَدَثَ فِىْ صِيَامِهٖ مِنْ خَلَلٍ مِثْلَ لَغْوِ الْكَلَامِ ، وَفُحْشِهٖ – قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : "فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ ، وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ" –

(رواه أبو داؤد)

সদকাতুল ফিত্‌র এর পরিচয়

আত্মার পবিত্রতার জন্য এবং অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল কথা বার্তার দরুন রোযার মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তার প্রতিকারের জন্য মুসলমানগণ ঈদের দিন অভাবগ্রস্তদেরকে যে সম্পদ দান করে তাকে সদকাতুল ফিত্‌র বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সদকাতুল ফিত্‌র নির্ধারণ করেছেন রোযাদারকে অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল কথা বার্তা থেকে পবিত্র করার এবং দরিদ্রদের আহারের ব্যবস্থা করার জন্য। (আবু দাউদ)

عَلٰى مَنْ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ؟

تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الَّذِىْ تُوْجَدُ فِيْهِ ثَلَاثَةُ شُرُوْطٍ: (١) أَنْ يَّكُوْنَ مُسْلِمًا ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ ـ (٢) أَنْ يَّكُوْنَ حُرًّا ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الرَّقِيْقِ ـ (٣) أَنْ يَّكُوْنَ مَالِكًا لِنِصَابٍ فَاضِلٍ عَنْ دَيْنِهٖ ، وَعَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَعَنْ حَوَائِجِ عِيَالِهٖ – فَلَا تَجِبُ عَلَى الَّذِىْ لَا يَمْلِكُ نِصَابًا زَائِدًا عَنِ الدَّيْنِ ، وَعَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ – وَتَدْخُلُ الْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ فِى الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ ـ (الف) مَسْكَنُهٗ ، (ب) أَثَاثُ

بَيْتِهِ ـ (ج) مَلَابِسُهُ ـ (د) مَرَاكِبُهُ ـ (ه) اَلْآلَاتُ الَّتِىْ يَسْتَعِيْنُ بِهَا فِىْ كَسْبِ مَعَاشِهِ – لَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوْبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَّحُوْلَ الْحَوْلُ الْكَامِلُ عَلَى النِّصَابِ ـ بَلْ يُشْتَرَطُ لِوُجُوْبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَّكُوْنَ مَالِكًا لِلنِّصَابِ يَوْمَ الْعِيْدِ وَقْتَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ كَذَا لَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوْبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَّكُوْنَ بَالِغًا ، أَوْ عَاقِلًا ـ بَلْ تُخْرَجُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ مِنْ مَّالِ الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُوْنِ إِذَا كَانَا مَالِكَيْنِ لِلنِّصَابِ –

ফিত্‌রা কাদের উপর ওয়াজিব?

যার মাঝে তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে তার উপর ফিত্‌রা ওয়াজিব। যথা

১. মুসলমান হওয়া। অতএব কাফেরের উপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হবে না। ২. স্বাধীন হওয়া। অতএব ক্রীতদাসের উপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হবে না। ৩. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া, যা তার ঋণ, মৌলিক প্রয়োজনাদিও পোষ্য-পরিজনের প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হবে। অতএব যে ব্যক্তি ঋণ ও মৌলিক প্রয়োজনাদির অতিরিক্ত নেছাব পরিমাণ মালের অধিকারী নয় তার উপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হবে না। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) বাসস্থান। (খ) ঘরের আসবাবপত্র। (গ) পরিধানের বস্ত্র। (ঘ) যাতায়াতের বাহন। (ঙ) উপার্জনে সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি। ফিত্‌রা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং ঈদের দিন সুবহে সাদিকের সময় নেছাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া শর্ত। তদ্রূপ ফিত্‌রা ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ্য মস্তিষ্ক হওয়াও শর্ত নয়। বরং নাবালক ও বিকৃত মস্তিষ্কের সম্পদ থেকেও ফিত্‌রা আদায় করতে হবে। যদি তারা নেছাব পরিমাণ মালের মালিক হয়।

مَتٰى تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ؟

تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَّوْمِ الْعِيْدِ ـ فَمَنْ مَاتَ، أَوْ صَارَ فَقِيْرًا قَبْلَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ـ كَذَا مَنْ وُلِدَ، أَوْ أَسْلَمَ ، أَوْ صَارَ غَنِيًّا بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ – يَجُوْزُ أَدَاءُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُقَدَّمًا ، وَمُؤَخَّرًا ـ وَلٰكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُّخْرِجَهَا قَبْلَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمُصَلّٰى ـ مَنْ أَدّٰى صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِىْ رَمَضَانَ جَازَ ، بَلْ يَكُوْنُ مُسْتَحْسَنًا لِيَقْدِرَ الْفَقِيْرُ عَلٰى إِعْدَادِ الثِّيَابِ ، وَالْحَاجَاتِ الْأُخْرَى اللَّازِمَةِ لَهُ ، وَلِعِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيْدِ – وَيُكْرَهُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ صَلَاةِ الْعِيْدِ إِلَّا إِذَا كَانَ التَّأْخِيْرُ لِعُذْرٍ –

কখন ফিত্রা ওয়াজিব হয়?

ঈদের দিন সোবহে সাদিকের সময় ফিত্রা ওয়াজিব হয়। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত সময়ের পূর্বে মারা গেছে কিংবা দরিদ্র হয়ে গেছে তার উপর ফিত্রা ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ যে শিশু সোবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করেছে, কিংবা যে ব্যক্তি সোবহে সাদিকের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা ধনী হয়েছে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। ঈদের দিনের পূর্বে ও পরে ফিত্রা আদায় করা জায়েয আছে। কিন্তু ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা মোস্তাহাব। যদি কেউ রমযান মাসে ফিত্রা আদায় করে দেয় তাহলেও জায়েয হবে। বরং তা উত্তম হবে। কারণ এর ফলে দরিদ্র ব্যক্তি ঈদের দিনের জন্য জামা কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে।

ফিত্রা আদায়ে ঈদের নামায থেকে বিলম্ব করা মাকরূহ। তবে কোন ওজর থাকলে বিলম্ব করা মাকরূহ হবে না।

عَمَّنْ يُّخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ؟

يَجِبُ أَنْ يُّخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : (١) عَنْ نَّفْسِهِ ـ (٢) عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ ـ أَمَّا إِذَا كَانُوْا أَغْنِيَاءَ فَتُخْرَجُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ مِنْ مَّالِهِمْ ـ لَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُّخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِهِ ، وَلٰكِنْ إِذَا تَبَرَّعَ بِهَا جَازَ كَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُّخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ الْفُقَرَاءِ إِذَا كَانُوْا عُقَلَاءَ ـ وَلٰكِنْ إِذَا تَبَرَّعَ بِهَا جَازَ ـ أَمَّا إِذَا كَانَ أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ الْفُقَرَاءُ مَجَانِيْنَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُّخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُمْ ـ

কাদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে?

ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব ঃ (১) নিজের পক্ষ থেকে। (২) নিজের সাবালক দরিদ্র সন্তানদের পক্ষ থেকে। কিন্তু যদি তারা ধনী হয় তাহলে তাদের মাল থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিত্রা আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে স্বামী যদি স্বেচ্ছায় আদায় করে দেয় তাহলে জায়েয হবে। তদ্রূপ সাবালক ও দরিদ্র সন্তানদের পক্ষ থেকে ফিত্রা আদায় করা পিতার উপর ওয়াজিব হবে না। যদি সন্তানরা সুস্থ মস্তিষ্ক হয়। তবে পিতা যদি স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে আদায় করে দেয় তাহলে জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সাবালক দরিদ্র সন্তানরা বিকৃত মস্তিষ্ক হয় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে ফিত্রা দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব।

مِقْدَارُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

اَلْأَشْيَاءُ الَّتِيْ وَرَدَ النَّصُّ بِهَا فِيْ ضِمْنِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَرْبَعَةٌ : (١) اَلْقَمْحُ ـ (٢) اَلشَّعِيْرُ ـ (٣) اَلتَّمْرُ ـ (٤) اَلزَّبِيْبُ - فَتُخْرَجُ

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الْفَرْدِ الْوَاحِدِ نِصْفَ صَاعٍ مِّنَ الْقَمْحِ ، أَوْ دَقِيْقِهِ ، أَوْ سَوِيْقِهِ ، أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ زَبِيْبٍ - اَلَّذِىْ يُرِيْدُ إِخْرَاجَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ حُبُوْبٍ أُخْرٰى جَازَ لَهٗ ذٰلِكَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُّخْرِجَ مِقْدَارًا يُعَادِلُ قِيْمَةَ نِصْفِ صَاعٍ مِنَ الْقَمْحِ ، أَوْ قِيْمَةَ صَاعٍ مِّنَ الشَّعِيْرِ - وَيَجُوْزُ لَهٗ أَنْ يُّخْرِجَ قِيْمَةَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِىْ شَكْلِ النُّقُوْدِ ، بَلْ هٰذَا أَفْضَلُ لِأَنَّهٗ أَكْثَرُ نَفْعًا لِّلْفُقَرَاءِ - يَجُوْزُ دَفْعُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْفَرْدِ الْوَاحِدِ إِلٰى مَسَاكِيْنَ - كَذَا يَجُوْزُ دَفْعُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِلٰى مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ -

مَصَارِفُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ هِىَ نَفْسُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ الَّتِىْ وَرَدَ بِهَا النَّصُّ فِى الْآيَةِ الْكَرِيْمَةِ "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِيْنِ ... الخ" وَسَتُذْكَرُ مُفَصَّلَةً فِىْ مَبْحَثِ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

ফিত্‌রার পরিমাণ কত?

সদকাতুল ফিত্‌রের আলোচনা প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে চারটি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে। যথা

১. গম। ২. যব। ৩. খেজুর। ৪. কিসমিস। অতএব এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে ফিতরা প্রদান করা হবে আধা “সা” গম, আটা, বা ছাতু, অথবা এক “সা” যব, খেজুর বা কিসমিস। যদি কেউ অন্য কোন খাদ্য শস্য দ্বারা ফিত্‌রা আদায় করতে চায় তাহলেও জায়েয হবে। তবে এতটুকু পরিমাণ আদায় করতে হবে যার মূল্য অর্ধ ‘সা’ গম কিংবা এক “সা” যবের মূল্যের সমান হয়। অবশ্য অর্থমূল্য দ্বারাও ফিত্‌রা আদায় করা জায়েয আছে। বরং তা উত্তম। কেননা এতে দরিদ্ররা অধিক উপকৃত হয়। এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কয়েকজন মিসকীনকে ফিত্‌রা দেওয়া জায়েয আছে। তদ্রূপ একাধিক লোকের ফিত্‌রা একজন মিসকীনকে দেওয়াও জায়েয আছে।

সাদকাতুল ফিত্‌রের ক্ষেত্র ঃ কোরআনে কারীমের মধ্যে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র হিসাবে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে হুবহু তারাই হলো ফিত্‌রা প্রদানের ক্ষেত্র। এ সম্পর্কে যাকাত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

كِتَابُ الزَّكَاةِ

অধ্যায় ঃ যাকাত

শব্দার্থ ঃ زَكَاةٌ বব زَكَوَاتٌ – যাকাত, পবিত্রতা। إِقْرَاضًا – ঋণ দেওয়া। كَنْزًا (ض) – সঞ্চিত করা। تَبْشِيْرًا – সুসংবাদ দেওয়া। حَمْيًا (ض) – গরম করা। حَمْيًا (س) – গরম হওয়া। كَيًّا (ض) – সেঁক দেওয়া। أَقْرَعُ – বিষধর হওয়ার কারণে যে সাপের মাথায় পশম নেই। زَبِيْبَتَانِ – সাপের দুই চোখের উপরিভাগের দুটি কালো বিন্দু। تَمْثِيْلًا – মূর্তি বানানো। تَطْوِيْقًا – বেষ্টন করা। تَمْلِيْكًا – মালিক বানানো। نُمُوًّا (ن) – বর্ধিত হওয়া। تَوَثُّقًا – মজবুত হওয়া। أَلِيْمٌ – কষ্টদায়ক। مَخْصُوْصٌ – বিশেষ, নির্দিষ্ট। شُجَاعٌ বব شُجْعَانٌ – সাপ। شِدْقٌ বব أَشْدَاقٌ – চোয়াল। زَبِيْبٌ – সাপের মুখের বিষ। لِهْزِمَةٌ বব لَهَازِمُ – চোয়াল। هَامٌّ – গুরুত্বপূর্ণ। كَنْزٌ বব كُنُوْزٌ – সঞ্চিত ধন। إِخَاءٌ – ভ্রাতৃত্ব। شَقَاءٌ – কষ্ট, দুর্দশা। اِصْرَةٌ বব أَوَاصِرُ – বন্ধন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ، وَآتُوا الزَّكٰوةَ ، وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ، وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا ، وَّ أَعْظَمَ أَجْرًا" ـ (اَلْمُزَّمِّلُ ـ ٢٠)

وَقَالَ تَعَالٰى : "وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ ، وَالْفِضَّةَ ، وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ، يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ ، وَجُنُوْبُهُمْ ، وَظُهُوْرُهُمْ ، هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ" ـ (اَلتَّوْبَةُ : ٣٤ ـ ٣٥) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخذ بِلِهْزِ مَتَيْهِ ـ يَعْنِيْ شِدْقَيْهِ ..... ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا مَالُكَ ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ... الآية" ـ (رواه البخاري و مسلم) اَلزَّكَاةُ

فِى اللُّغَةِ : اَلتَّطْهِيْرُ ، وَالنَّمَاءُ - وَالزَّكَاةُ فِى الشَّرْعِ : "تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِمُسْتَحِقِّهِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ" - اَلزَّكَاةُ رُكْنٌ هَامٌّ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بِهَا يَقْضِىْ عَلَى الْفَقْرِ وَالشَّقَاءِ ، وَتَتَوَثَّقُ أَوَاصِرُ الْمَحَبَّةِ ، وَالْإِخَاءِ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ ، وَالْفُقَرَاءِ -

যাকাত

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, তোমরা নিজেদের মঙ্গলের জন্য যে কোন ভাল কিছু অগ্রিম পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। এটা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। (সূরা মোজ্জাম্মেল)

আল্লাহ তা'য়ালা আরও ইরশাদ করেন, আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে, (সেদিন বলা হবে) এটাই তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করতে। অতএব তোমরা যা পুঞ্জিভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর। (সূরা তাওবা, আয়াত ৩৪-৩৫)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যাকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার ঐ সম্পদকে কপালে দুটি কালো চিহ্ন বিশিষ্ট বিষধর ন্যাড়া সাপের আকৃতি দান করা হবে। কিয়ামতের দিন ঐ সাপ তার গলা পেচিয়ে ধরবে। অতঃপর তার উভয় চোয়ালে দংশন করবে আর বলতে থাকবে, আমিই তোমার সম্পদ, আমিই তোমার ধন। অতঃপর নবী (সঃ) নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন– আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য সেটা মঙ্গলময় বলে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিনে সেটাই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। (বুখারী মুসলিম) যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ, পবিত্র করণও বৃদ্ধি পাওয়া। যাকাত শব্দের শরয়ী অর্থ, বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে হক দারকে বিশেষ সম্পদের মালিক বানানো। যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর মাধ্যমে ইসলাম (মানুষের) দারিদ্র ও দুর্দশা দূর করে এবং ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

شُرُوْطُ فَرْضِيَّةِ الزَّكَاةِ

শব্দার্থ ঃ اِرْتِدَادًا (عَنِ الدِّيْنِ) – ধর্ম ত্যাগ করা। قَبْضًا (ض) – দখল করা। دَيْنًا (ض) – ঋণ দেওয়া। مَدْيُوْنٌ – ঋণ গ্রহিতা। سُكْنٰى (ن) –

বসবাস করা। اَلْوُضُوْءُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ – অজু মুমিনের অস্ত্র। أَسْلِحَةٌ বব سِلاَحٌ – অস্ত্র। هِبَةٌ (ف) – দান করা। اِسْتِغْرَاقًا – পরিবব্যাপ্ত করা। اِسْتِفَادَةٌ – লাভ করা। ضَرْبًا (ض) (اَلذَّهَبَ) – ছাঁচে ঢেলে মুদ্রা বানানো। تَوْزِيْعًا – বন্টন করা। إِبْرَاءٌ (مِنَ الدَّيْنِ) – ঋণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া। لَآلِئُ বব لُؤْلُؤٌ – মুক্তা। زَبَرْجَدٌ – পান্না, (মূল্যবান পাথর বিশেষ)। صُدُقٌ বব صَدَاقٌ (বিয়ের) মোহরানা। صَنَاعَةٌ – পেশা। تِجَارَةٌ – ব্যবসা। تَامٌّ – পূর্ণ। نَامٍ – বর্ধনশীল। أَنْعَامٌ বব نَعَمٌ – গবাদি পশু। تَقْدِيْرًا – গুণগতভাবে। حِلْيَةٌ বব حِلًى – গয়না। جَوَاهِرُ বব جَوْهَرٌ – মণি। يَاقُوْتٌ বব يَوَاقِيْتُ – ইয়াকুত পাথর। مَوَارِيْثُ বব مِيْرَاثٌ – উত্তরাধিকার।

لاَ تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ : (١) اَلْإِسْلاَمُ ، فَلاَ تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ سَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًّا ، أَوِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ ـ (٢) اَلْحُرِّيَّةُ ، فَلاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الرَّقِيْقِ ـ (٣) اَلْبُلُوْغُ ، فَلاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ ـ (٤) اَلْعَقْلُ ، فَلاَ تُفْتَرَضُ عَلَى الْمَجْنُوْنِ ـ (٥) اَلْمِلْكُ التَّامُّ ، وَالْمُرَادُ بِالْمِلْكِ التَّامِّ أَنْ يَّكُوْنَ الْمَالُ مَمْلُوْكًا لَّهُ فِي الْيَدِ ـ فَلَوْ مَلَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ لاَ تُفْتَرَضُ فِيْهِ الزَّكَاةُ كَصَدَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ ـ فَلاَ زَكَاةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِيْ صَدَاقِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ـ وَكَذَا لاَ زَكَاةَ عَلَى الَّذِيْ قَبَضَ مَالاً وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ كَالْمَدِيْنِ الَّذِيْ فِيْ يَدِهٖ مَالُ الْغَيْرِ ـ (٦) أَنْ يَّبْلُغَ الْمَالُ الْمَمْلُوْكُ نِصَابًا ، فَلاَ تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ عَلَى الَّذِيْ لاَ يَبْلُغُ مَالُهُ نِصَابًا ـ وَيَخْتَلِفُ النِّصَابُ بِاخْتِلاَفِ الْمَالِ الَّذِيْ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ ـ (٧) أَنْ يَّكُوْنَ الْمَالُ زَائِدًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ، فَلاَ تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ فِيْ دُوْرِ السُّكْنٰى ، وَثِيَابِ الْبَدَنِ ، وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ ، وَدَوَابِّ الرُّكُوْبِ ، وَسِلاَحِ الْاِسْتِعْمَالِ ـ كَذَا لاَ تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ فِى الْآلاَتِ الَّتِيْ يَسْتَعِيْنُ بِهَا فِيْ صَنَاعَتِهٖ ـ وَكَذَا لاَ تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ فِيْ كُتُبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ

تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ - لِأَنَّ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ دَاخِلَةٌ فِى الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ - (٨) أَنْ يَّكُوْنَ الْمَالُ فَارِغًا عَنِ الدَّيْنِ - فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابَ ، أَوْ يَنْقُصُهُ فَلَا تُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ - (٩) أَنْ يَّكُوْنَ الْمَالُ نَامِيًا ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ نَامِيًا حَقِيْقَةً كَالْأَنْعَامِ ، أَوْ كَانَ نَامِيًا تَقْدِيْرًا كَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، لِأَنَّهُمَا قُدِّرَا نَامِيَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مَضْرُوْبَيْنِ ، أَوْ غَيْرُ مَضْرُوْبَيْنَ ، أَوْ كَانَا فِىْ شَكْلِ حَلْيٍ ، أَوْ آنِيَةٍ تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ فِيْهِمَا - وَلَا تُفْتَرَضُ الزَّكَاةُ فِى الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوْتِ ، وَالزَّبَرْجَدِ إِذَا لَمْ تَكُنْ هٰذِهِ الْجَوَاهِرُ لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نَامِيَةً لَا حَقِيْقَةً ، وَلَا تَقْدِيْرًا -

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ না পাওয়া গেলে যাকাত ফরয হবে না।

১. মুসলমান হওয়া। অতএব কাফেরের উপর যাকাত ফরয হবে না। চাই সে জন্মগতভাবে কাফের হউক, কিংবা ইসলাম ধর্ম ত্যাগী মুরতাদ হউক। ২. স্বাধীন হওয়া। অতএব ক্রীতদাসের উপর যাকাত ফরয হবে না। ৩ সাবালক হওয়া। অতএব নাবালকের উপর যাকাত ফরয হবে না। ৪. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। অতএব বিকৃত মস্তিষ্কের উপর যাকাত ফরয হবে না। ৫. পূর্ণ মালিকানা (থাকা। পূর্ণ মালিকানা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মাল তার হস্তাধিকারে থাকে। অতএব কেউ যদি এমন সম্পদের মালিক হয় যা তার হস্তাধিকারে আসেনি, তাহলে সেই মালে যাকাত ফরয হবে না। যেমন স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার পূর্বে তার মোহর। অতএব স্ত্রী মোহর হস্তগত করার পূর্বে তাতে যাকাত ফরয হবে না।

তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হবে না, যে সম্পদ হস্তগত করেছে কিন্তু সে তার মালিক নয়। যেমন ঐ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার নিকট অন্যের মাল রয়েছে। ৬. মালিকানাভুক্ত সম্পদ নেছাব পরিমাণ হওয়া। অতএব যার মালিকানাধীন সম্পত্তি নেছাব পরিমাণ নয় তার উপর যাকাত ফরয হবে না।

যে মালের যাকাত দেওয়া হয় তা বিভিন্ন প্রকার হওয়ার কারণে যাকাতের নেছাবও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ৭. সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনাদি থকে অতিরিক্ত হওয়া। অতএব বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র, আরোহণের বাহন ও ব্যবহারের অস্ত্র-শস্ত্রে যাকাত ফরয হবে না। তদ্রূপ মানুষের পেশাগত কাজের সহায়ক উপকরণাদি ও যন্ত্রপাতিতে যাকাত ফরয হবে না। অনুরূপভাবে শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হলে তাতে যাকাত ফরয হবে

না। কেননা এসব জিনিস মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। ৮. সম্পদ ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া। অতএব যে ব্যক্তির উপর নেছাব পরিবেষ্টনকারী কিংবা নেছাব হ্রাস কারী ঋণ রয়েছে, তার উপর যাকাত ফরয হবে না। ৯. সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। চাই তা প্রকাশ্যে বর্ধনশীল হউক যেমন গৃহপালিত পশু, কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে। যথা সোনা-চাঁদি। কেননা এ দুটিকে বর্ধনশীল হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। চাই তা সিলমোহর অংকিত হউক কিংবা না হউক, অথবা অলংকারের আকৃতিতে হউক কিংবা পাত্রের আকৃতিতে তাতে যাকাত ফরয হবে। মুক্তা, নীল কান্তমণি ও পান্না ইত্যাদি মূল্যবান পাথরসমূহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হলে তাতে যাকাত ফরয হবে না। কেননা এগুলো প্রকাশ্য কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে বর্ধনশীল জিনিস নয়।

مَتٰى يَجِبُ أَدَاؤُهَا ؟

يُشْتَرَطُ لِوُجُوْبِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ أَنْ يَّحُوْلَ عَلَى النِّصَابِ الْحَوْلُ الْقَمَرِيُّ ـ وَيُرَادُ بِذٰلِكَ أَنْ يَّكُوْنَ النِّصَابُ كَامِلاً فِيْ طَرَفِي الْحَوْلِ ، سَوَاءٌ كَانَ بَقِيَ كَامِلاً فِيْ أَثْنَائِهِ أَمْ لَا ـ فَإِذَا مَلَكَ نِصَابًا كَامِلاً فِيْ أَوَّلِ الْحَوْلِ ثُمَّ بَقِيَ كَامِلاً حَتّٰى حَالَ الْحَوْلُ وَجَبَتْ فِيْهِ الزَّكَاةُ ـ

فَإِنْ كَانَ النِّصَابُ كَامِلاً فِيْ أَوَّلِ الْحَوْلِ ثُمَّ نَقَصَ فِيْ أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ثُمَّ تَمَّ النِّصَابُ فِيْ آخِرِهِ وَجَبَتْ فِيْهِ الزَّكَاةُ ـ مَنْ مَلَكَ نِصَابًا فِيْ أَوَّلِ الْحَوْلِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالاً مِنْ جِنْسِ ذٰلِكَ الْمَالِ فِيْ أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ضُمَّ إِلٰى أَصْلِ الْمَالِ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَجْمُوْعِ ، سَوَاءٌ اِسْتَفَادَ ذٰلِكَ الْمَالُ بِتِجَارَةٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ مِيْرَاثٍ ، أَوْ بِطَرِيْقٍ آخَرَ ـ

কখন যাকাত আদায় করা ওয়াজিব ?

যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেছাবের উপর পূর্ণ এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। বছর পূর্ণ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বছরের উভয় প্রান্তে নেছাব পূর্ণাঙ্গ থাকা। বছরের মাঝখানে পূর্ণ থাকুক কিংবা না থাকুক। অতএব বছরের শুরুতে যদি নেছাব পূর্ণ থাকে এবং বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নেছাব বাকী থাকে তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি বছরের শুরুতে নেছাব পূর্ণ থাকে এবং বছরের মাঝে তা হ্রাস পায়, অতঃপর বছরের শেষে আবার নেছাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলেও তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

যে ব্যক্তি বছরের শুরুতে নেছাব পরিমাণ মালের মালিক ছিল, অতঃপর বছরের মাঝখানে একই শ্রেণীর মালের মালিক হয়েছে, তার পরবর্তীতে অর্জিত

মাল মূল মালের সাথে যুক্ত করা হবে। এবং সমস্ত মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। চাই তা ব্যবসার মাধ্যমে লাভ করুক কিংবা দানের মাধ্যমে, কিংবা মীরাছ সূত্রে, কিংবা অন্য কোনভাবে।

مَتٰى يَصِحُّ أَدَاؤُهَا ؟

لَا يَصِحُّ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا إِذَا نَوَى الزَّكَاةَ عِنْدَ دَفْعِ الْمَالِ إِلَى الْفَقِيْرِ ، أَوْ نَوَى الزَّكَاةَ عِنْدَ دَفْعِ الْمَالِ إِلَى الْوَكِيْلِ الَّذِى يَقُوْمُ بِتَوْزِيْعِهِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّيْنَ لِلزَّكَاةِ ، أَوْ نَوَى الزَّكَاةَ عِنْدَ عَزْلِ الزَّكَاةِ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ ـ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ إِلٰى فَقِيْرٍ بِلَانِيَّةٍ ثُمَّ نَوٰى بِهِ الزَّكَاةَ جَازَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ الْمَالُ بَاقِيًا فِىْ يَدِ الْفَقِيْرِ – لَايُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ أَنْ يَعْلَمَ الْفَقِيْرُ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِىْ أَخَذَهُ هُوَ مَالُ الزَّكَاةِ ـ لَوْ أَعْطَى الْفَقِيْرَ مَالًا وَقَالَ إِنَّهُ أَعْطَاهُ هِبَةً ، أَوْ قَرْضًا وَنَوٰى بِهِ الزَّكَاةَ صَحَّ أَدَاءُ الزَّكَاةِ ـ اَلَّذِىْ تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهِ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ سَقَطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ ـ إِذَا هَلَكَ بَعْضُ الْمَالِ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِهِ كَأَنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ تَجِبُ فِيْهَا ٢٥ دِرْهَمًا وَلٰكِنْ إِذَا هَلَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقَطَ مِنَ الزَّكَاةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ـ

مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ فَقِيْرٍ دَيْنٌ فَأَبْرَأَ ذِمَّتَهُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لَمْ يَصِحَّ أَدَاءُ الزَّكَاةِ ، لِأَنَّ التَّمْلِيْكَ لَمْ يُوْجَدْ ، وَلَا يَصِحُّ أَدَاءُ الزَّكَاةِ بِدُوْنِ التَّمْلِيْكِ ـ

কখন যাকাত আদায় করা সহী হবে?

দরিদ্রকে মাল দেওয়ার সময়, কিংবা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত লোকদের মাঝে যাকাত বন্টনে নিযুক্ত ব্যক্তিকে মাল দেওয়ার সময়, কিংবা সমস্ত মাল থেকে যাকাতের পরিমাণ মাল পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত করা ব্যতীত যাকাত আদায় সহী হবে না। যদি কেউ যাকাতের নিয়ত ছাড়া কোন দরিদ্রকে মাল দিয়ে দেয়, অতঃপর যাকাতের নিয়ত করে নেয় তাহলেও জায়েয হবে। শর্ত হলো, (নিয়ত করার সময়) দরিদ্রের নিকট সেই মাল বিদ্যমান থাকতে হবে। যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য ফকীরের গ্রহণকৃত মাল যাকাতের মাল বলে জ্ঞাত হওয়া শর্ত নয়। যদি কেউ ফকীরকে মাল দিয়ে বলে, দান কিংবা করয হিসাবে দিলাম, আর (মনে মনে) যাকাতের নিয়ত করে নেয় তাহলেও যাকাত আদায়

হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি যাকাতের নিয়ত ব্যতীত সমস্ত মাল সদকা করে দিয়েছে তার যাকাত রহিত হয়ে যাবে। বছর পূর্ণ হওয়ার পর যদি কিছু মাল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই অনুপাতে যাকাত কমে যাবে। যেমন কারো নিকট এক হাজার দেরহাম ছিল, তাতে পঁচিশ দেরহাম যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু বছর পূর্ণ হওয়ার পর দু'শত দেরহাম নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে যাকাত থেকে সে অনুপাতে পাঁচ দেরহাম কমে যাবে।

যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রের নিকট ঋণ পায়, অতঃপর তাকে যাকাতের নিয়তে দায়মুক্ত করে দিয়েছে, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা এতে মালিক বানানো পাওয়া যায়নি। অথচ মালিক বানানো ব্যতীত যাকাত আদায় হয় না।

زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

শব্দার্থ ঃ غَشًّا (ن) – প্রতারণা করা। غِشٌّ – খাঁদ। مَغْشُوْشٌ – খাঁদ মিশ্রিত। إِفْتَاءً – সিদ্ধান্ত দেওয়া। وَزْنًا (ض) – মাপা। كَيْلاً (ض) – ওজন করা। تَقْوِيْمًا – মূল্যমান নির্ধারণ করা। عَقَارٌ বব عَقَارَاتٌ – স্থাবর সম্পত্তি। دَيْنٌ বব دُيُوْنٌ – ঋণ। اِعْتِرَافًا (بِهٖ) – স্বীকার করা خُلْعٌ – অর্থের বিনিময়ে তালাক। إِفْلَاسًا – নিঃস্ব হওয়া। جُحُوْدًا (ف) (ف) – অস্বীকার করা। مَالٌ الضِّمَار – হাত ছাড়া সম্পদ। مُصَادَرَةً (اَلْمَالَ) – বাজেয়াপ্ত করা। بَرِيَّةٌ বব بَرَارِيٌّ – উন্মুক্ত স্থান। مِثْقَالٌ বব مَثَاقِيْلُ – পরিমাণ। مِثْقَالُ ذَرَّةٍ – কণা পরিমাণ, সামান্য পরিমাণ। عَرْضٌ বব عُرُوْضٌ -- আসবাব পত্র। قِطْعَةٌ বব قِطَعٌ – টুকরা। عُمْلَةٌ বব عُمْلَاتٌ – মুদ্রা। سِلْعَةٌ বব سِلَعٌ – পণ্য। سِعْرٌ বব أَسْعَارٌ – মূল্য, দর। جِهَازٌ বব أَجْهِزَةٌ – প্রয়োজনীয় সামান, সাজসরঞ্জাম। ذِمَّةٌ – দায়িত্ব। صُلْحٌ – সন্ধি। دِيَةٌ (ج) دِيَاتٌ – রক্ত মূল্য।

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَا النِّصَابَ ، نِصَابُ الزَّكَاةِ فِى الذَّهَبِ عِشْرُوْنَ مِثْقَالاً وَنِصَابُ الزَّكَاةِ فِى الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَمَنْ مَلَكَ النِّصَابَ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ يُخْرِجُ مِنْهُمَا رُبُعَ الْعُشْرِ (وَاحِدًا فِى الْأَرْبَعِيْنَ) فِى الزَّكَاةِ ـ فَيُخْرِجُ فِىْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً نِصْفَ مِثْقَالٍ ذَهَبًا ـ وَيُخْرِجُ فِىْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةً ـ اَلذَّهَبُ الْمَغْشُوْشُ فِىْ حُكْمِ الذَّهَبِ الْخَالِصِ إِذَا كَانَ الذَّهَبُ هُوَ الْغَالِبُ - وَالْفِضَّةُ الْمَغْشُوْشَةُ فِىْ حُكْمِ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِذَا

كَانَتِ الْفِضَّةُ هِىَ الْغَالِبَةُ ـ أَمَّا إِذَا كَانَ الْغَشُّ هُوَ الْغَالِبُ فَالذَّهَبُ الْمَغْشُوْشُ وَالْفِضَّةُ الْمَغْشُوْشَةُ فِىْ حُكْمِ الْعُرُوْضِ ـ لَا زَكَاةَ فِىْ مَازَادَ عَلَى النِّصَابِ حَتّٰى يَبْلُغَ الزَّائِدُ خُمُسَ النِّصَابِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ـ وَقَالَ الْإِمَامَانِ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَجِبُ رُبُعُ الْعُشْرِ فِىْ كُلِّ مَازَادَ عَلَى النِّصَابِ ، سَوَاءٌ يَبْلُغُ الزَّائِدُ خُمُسَ النِّصَابِ أَمْ لَا يَبْلُغُ ، وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتٰى ـ مَالِكُ النِّصَابِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ فِىْ زَكَاةِ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ قِطْعَةً مِّنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْوَزْنِ ـ وَإِنْ شَاءَ حَسَبَ قِيْمَةِ مِقْدَارِ الزَّكَاةِ بِالْعُمْلَةِ الْجَارِيَةِ وَأَخْرَجَهَا فِىْ شَكْلِ الْعُمْلَةِ الْجَارِيَةِ فِى الْبَلَدِ ـ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ عُرُوْضًا ، أَوْ شَيْئًا مَكِيْلًا ، أَوْ شَيْئًا مَوْزُوْنًا بِالْقِيْمَةِ عَنْ زَكَاةِ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ -

সোনা-চাঁদির যাকাত

সোনা-চাঁদি নেছাব পরিমাণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। স্বর্ণের যাকাতের নেছাব হলো বিশ মিছকাল (প্রায় ৮৫ (পচাঁশি) গ্রাম।) রূপার যাকাতের নেছাব হলো, দুইশত দেরহাম। (প্রায় ৫৯৫ গ্রাম) অতএব যে ব্যক্তি নেছাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপার মালিক হবে সে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান করবে। সুতরাং বিশ মেছকাল স্বর্ণের পরিবর্তে আধা মেছকাল স্বর্ণ দিবে। এবং দুইশত দেরহাম রূপার পরিবর্তে পাঁচ দেরহাম রূপা দিবে। খাদ যুক্ত স্বর্ণ খাদ মুক্ত স্বর্ণের বিধানভুক্ত হবে, যদি স্বর্ণের পরিমাণ অধিক হয়। খাদ যুক্ত চাঁদি খাঁটি চাঁদির হুকুমভুক্ত হবে, যদি চাঁদির পরিমাণ বেশী হয়। কিন্তু যদি খাদের পরিমাণ বেশী হয় তাহলে খাদযুক্ত সোনা-চাঁদি আসবাব পত্রের বিধানভুক্ত হবে। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে নিছাবের অতিরিক্ত সম্পদ নেছাবের এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ না পৌছা পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ) বলেন, নেসাবের চেয়ে যতটুকু বেশী হবে তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। বর্ধিত অংশ নেসাবের এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ হউক কিংবা না হউক। (এখানে) সাহেবাইনের মত অনুসারে ফতোয়া দেওয়া হবে। নেছাবের অধিকারীর ইচ্ছাধিকার থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে স্বর্ণ-চাঁদির যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে স্বর্ণ-চাঁদির টুকরা পরিমাপ করে আদায়

করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে দেশের প্রচলিত মুদ্রা অনুসারে যাকাতের পরিমাণ অর্থ মূল্য হিসাব করে দেশে প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা যাকাত আদায় করতে পারেন। অথবা ইচ্ছা করলে সোনা-চাঁদির মূল্য অনুসারে আসবাবপত্র, কিংবা পাত্র-পরিমাপিত বা পাল্লা পরিমাপিত জিনিস প্রদান করতে পারেন।

زَكَاةُ الْعُرُوْضِ

مَا سِوَى الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْحَيْوَانِ فَهُوَ عَرْضٌ وَجَمْعُهُ عُرُوْضٌ : تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الْعُرُوْضِ بِالشُّرُوْطِ الْآتِيَةِ ـ

١ـ أَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَ مَالِكِ الْعُرُوْضِ نِيَّةٌ لِّلتِّجَارَةِ فِيْهَا ـ ٢ـ أَنْ تَبْلُغَ قِيْمَةُ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ نِصَابًا مِّنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْفِضَّةِ ـ اَلتَّاجِرُ الْمُسْلِمُ يَحْسَبُ كُلَّ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ التِّجَارَةِ فَإِنْ بَلَغَتْ قِيْمَتُهَا حَسَبَ سِعْرِ السُّوْقِ نِصَابًا أَدّٰى زَكَاتَهَا ، بِأَنْ يُّخْرِجَ رُبُعَ عُشْرِهَا ، وَإِنْ لَّمْ تَبْلُغْ قِيْمَةُ السِّلَعِ نِصَابًا مِّنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْفِضَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيْهَا ـ تَقْوِيْمُ السِّلَعِ التِّجَارِيَّةِ يَكُوْنُ عَلٰى أَسَاسِ الْعُمْلَةِ الْجَارِيَةِ فِىْ بَلَدِ التَّاجِرِ – وَلَا يَدْخُلُ فِىْ ذٰلِكَ قِيْمَةُ الْأَثَاثِ ، وَالْأَجْهِزَةِ الْمَوْجُوْدَةِ فِى الدُّكَّانِ اللَّازِمَةِ لِلتِّجَارَةِ – إِذَا كَانَ يَمْلِكُ أَرْضًا ، أَوْ عِقَارًا ، أَوْ حَيْوَانًا ثُمَّ نَوٰى فِيْهِ التِّجَارَةَ بَدَأَتْ سَنَةُ الزَّكَاةِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِىْ يَبْدَأُ فِيْهِ بِالتِّجَارَةِ فِعْلًا ـ

দ্রব্যসামগ্রীর যাকাত

সোনা, চাঁদি ও গৃহপালিত প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য জিনিসকে عرض (আসবাব) বলা হয়। শব্দটির বহুবচন হলো عروض নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে আসবাব পত্রে যাকাত ওয়াজিব হবে। ১. আসবাবপত্রের মালিকের তাতে ব্যবসার নিয়ত করা। ২. ব্যবসা পণ্যের মূল্য স্বর্ণ বা রূপার নেসাব পরিমাণ পৌঁছা। ব্যবসার হিসাববর্ষ সমাপ্তির সাথে সাথে মুসলমান ব্যবসায়ীগণ তাদের মালিকানাধীন সমস্ত পণ্য সামগ্রী হিসাব করবে। যদি বাজার দর হিসাবে পণ্যের দাম নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত আদায় করবে। অর্থাৎ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। কিন্তু যদি পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্বর্ণ বা রূপার নেসাব পরিমাণ না হয় তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। ব্যবসায়ীর দেশে প্রচলিত মুদ্রার ভিত্তিতে পণ্য দ্রব্যের অর্থমূল্য নির্ধারণ করা হবে। তবে ব্যবসার প্রয়োজনীয় যে সকল

ফার্নিচার ও সাজ সরঞ্জাম দোকানে রয়েছে তা যাকাতের মালের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি কেউ জমি, বা অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির কিংবা পশু সম্পদের মালিক হয় এবং তাতে ব্যবসার নিয়ত করে তাহলে যখন থেকে কার্যত ব্যবসা শুরু করবে তখন থেকে যাকাতের বছর হিসাব করা হবে।

زَكَاةُ الدَّيْنِ

اَلدَّيْنُ بِالنِّسْبَةِ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ يَنْقَسِمُ إِلٰى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : (١) دَيْنٌ قَوِيٌّ ـ (٢) دَيْنٌ مُتَوَسِّطٌ ـ (٣) دَيْنٌ ضَعِيْفٌ ـ

١ـ اَلدَّيْنُ الْقَوِيُّ : هُوَ بَدَلُ الْقَرْضِ ، وَبَدَلُ مَالِ التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ الْمَدْيُوْنُ مُعْتَرِفًا بِالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا ـ كَذَا إِذَا كَانَ الْمَدْيُوْنُ جَاحِدًا وَلٰكِنَّ الدَّائِنَ يَقْدِرُ عَلٰى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَدْيُوْنِ الْجَاحِدِ ـ فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ قَوِيًّا وَجَبَ عَلَى الدَّائِنِ أَنْ يُّخْرِجَ زَكَاةَ الدَّيْنِ إِذَا قَبَضَ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا ، فَكُلَّمَا قَبَضَ أَرْبَعِيْنَ أَخْرَجَ دِرْهَمًا وَاحِدًا فِى الزَّكَاةِ ـ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ شَيْءٍ إِذَا قَبَضَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ـ وَقَالَ الْإِمَامَانِ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الْمَقْبُوْضِ مِنَ الدَّيْنِ قَلِيْلًا كَانَ الْمَقْبُوْضُ ، أَوْ كَثِيْرًا ـ وَيُعْتَبَرُ حَوْلَانُ الْحَوْلِ فِى الدَّيْنِ الْقَوِيِّ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِىْ مَلَكَ النِّصَابَ ، لَا مِنَ الْوَقْتِ الَّذِىْ قَبَضَ فِيْهِ الدَّيْنَ ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَنِ الْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ ، وَلٰكِنْ لَّا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ ـ

٢ـ اَلدَّيْنُ الْمُتَوَسِّطُ : هُوَ مَا لَيْسَ دَيْنَ تِجَارَةٍ بَلْ هُوَ ثَمَنُ شَيْءٍ بَاعَهُ مِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ كَدَارٍ لِلسَّكَنِ ، وَثِيَابٍ لِّلُّبْسِ ، وَطَعَامٍ لِّلْأَكْلِ وَبَقِىَ الثَّمَنُ فِىْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِىْ ، لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الدَّيْنِ الْمُتَوَسِّطِ إِلَّا إِذَا قَبَضَ نِصَابًا كَامِلًا ـ

فَإِذَا كَانَ عَلَى الْمَدْيُوْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَثَلًا وَقَبَضَ مِنْهُ الدَّائِنُ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُّخْرِجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ

إِذَا قَبَضَ أَقَلَّ مِنَ النِّصَابِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ، وَقَالَ الْإِمَامَانِ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَقْبُوْضِ مِنَ الدَّيْنِ قَلِيْلاً كَانَ الْمَقْبُوْضُ ، أَوْ كَثِيْرًا - وَيُعْتَبَرُ حَوْلَانُ الْحَوْلِ فِي الدَّيْنِ الْمُتَوَسِّطِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِيْ مَلَكَ النِّصَابَ لَا مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ ـ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَنِ الْعَوَامِ الْمَاضِيَةِ ، وَلٰكِنْ لَّا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ ـ

٣ـ اَلدَّيْنُ الضَّعِيْفُ : هُوَ مَا كَانَ فِيْ مُقَابِلِ شَيْءٍ غَيْرِ الْمَالِ كَصَدَاقِ الْمَرْأَةِ ، فَإِنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ بَدَلاً عَنْ مَالٍ أَخَذَهُ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، كَذٰلِكَ دَيْنُ الْخُلْعِ ، وَدَيْنُ الْوَصِيَّةِ ، وَدَيْنُ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ ، وَالدِّيَةِ - لَا يَجِبُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ فِي الدَّيْنِ الضَّعِيْفِ إِلَّا إِذَا قَبَضَ نِصَابًا كَامِلًا ، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ ، فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَنِ الْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ فِي الدَّيْنِ الضَّعِيْفِ ـ

ঋণের যাকাত

যাকাত আদায় করার দিক থেকে ঋণ (মোট) তিন প্রকার।

১. সবল ঋণ। ২. মধ্যম ঋণ। ৩. দুর্বল ঋণ।

প্রথম প্রকার ঃ সবল ঋণ যথা করজের বিনিময়, ও ব্যবসার মালের বিনিময়। শর্ত হলো, ঋণ গ্রহিতার ঋণ নেওয়ার কথা স্বীকার করতে হবে। যদিও সে দেওলিয়া হয়। তদ্রূপ ঋণ গ্রহিতা যদি ঋণ নেওয়ার কথা অস্বীকার করে, কিন্তু ঋণদাতা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়। অতএব যদি সবল ঋণ হয় তাহলে চল্লিশ দেরহাম উসুল করার পর ঋণের যাকাত আদায় করা ঋণ দাতার উপর ওয়াজিব। (এর পর) যখনই চল্লিশ দেরহাম উসুল করবে এক দেরহাম যাকাত দিবে। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে চল্লিশ দেরহামের কম উসুল করলে তার উপর কিছুই দেওয়া ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম দ্বয় আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (রাহঃ) বলেন, উসুলকৃত ঋণ কম হউক কিংবা বেশী, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

সবল ঋণের ক্ষেত্রে নেছাবের মালিক হওয়ার সময় থেকে বর্ষপূর্তি বিবেচনা হবে। ঋণ উসুল করার সময় থেকে নয়। সুতরাং বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। অবশ্য ঋণ উসুল করার পূর্বে যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ মাঝারী ধরণের ঋণ। এটা ব্যবসার ঋণ নয়, বরং তা মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসের বিক্রীত মূল্য। যেমন বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড় ও আহার দ্রব্য (বিক্রি করা হয়েছে) কিন্তু তার মূল্য ক্রেতার কাছে প্রাপ্য রয়ে গেছে।

মাঝারী ধরণের ঋণ পূর্ণ নেছাব পরিমাণ উসুল করা ব্যতীত তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। অতএব যদি (উদাহরণ স্বরূপ) ঋণ গ্রহিতার নিকট এক হাজার দেরহাম পায় এবং ঋণ দাতা তার থেকে দু'শ দেরহাম উসুল করে তাহলে পাঁচ দেরহাম যাকাত দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে নেছাব পরিমাণের চেয়ে কম উসুল করলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (রাহঃ) বলেন, উসুলকৃত ঋণ অল্প হউক কিংবা বেশী তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

মাঝারী ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে নেছাবের মালিক হওয়ার সময় থেকে বর্ষপূর্তি বিবেচ্য হবে। ঋণ উসুল করার সময় থেকে নয়। অতএব বিগত বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু উসুল করার পূর্বে যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে না।

তৃতীয় প্রকার ঃ দুর্বল ঋণ। আর তা হলো এমন জিনিসের পরিবর্তে (পাওনা ঋণ) যা মাল নয়। যেমন স্ত্রীর মোহরানা। কেননা মোহরানা এমন কোন মালের বিনিময় নয় যা স্বামী তার স্ত্রী থেকে গ্রহণ করেছে। তদ্রূপ খোলার ঋণ, ওসীয়াত এর ঋণ, ইচ্ছাকৃত হত্যায় সন্ধির ঋণ ও রক্তমূল্যের ঋণ। (দুর্বল ঋণের অন্তর্ভুক্ত) দুর্বল ঋণের ক্ষেত্রে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য যদি পূর্ণাঙ্গ নেছাব পরিমাণ উসুল করে এবং উসুল করার সময় থেকে নিয়ে এক বছর পূর্ণ হয়। (তাহলে ওয়াজিব হবে) সুতরাং দুর্বল ঋণের ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

زَكَاةُ مَالِ الضِّمَارِ

مَالُ الضِّمَارِ : هُوَ الْمَالُ الَّذِىْ لَا يَزَالُ فِى الْمِلْكِ ، وَلٰكِنْ يَتَعَذَّرُ الْوُصُوْلُ إِلَيْهِ ، بِأَنْ أَعْطٰى أَحَدًا دَيْنًا وَلَا يَقْدِرُ عَلٰى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ عَلَى الدَّيْنِ بَعْدَ مُدَّةٍ - وَكَذَا إِذَا غَصَبَ أَحَدٌ مَالَهُ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلٰى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْغَاصِبِ ، ثُمَّ رَدَّ الْغَاصِبُ إِلَيْهِ مَالَهُ بَعْدَ مُدَّةٍ ۔ وَكَذَا إِذَا فَقَدَ مَالَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ مُدَّةٍ ۔ وَ كَذَا إِذَا صُوْدِرَ مَالُهُ ثُمَّ قَبَضَ عَلَيْهِ بَعْدَ مُدَّةٍ ۔ وَكَذَا إِذَا دَفَنَ مَالَهُ فِىْ بَرِّيَّةٍ ، وَنَسِىَ مَكَانَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ مُدَّةٍ ۔

মালে যেমারের (হাত ছাড়া মাল) যাকাত

মালে যেমার হলো এমন সম্পদ যা মালিকানায় আছে, কিন্তু তা হস্তগত করা দুঃসাধ্য। যেমন এক ব্যক্তি কাউকে ঋণ দিয়েছিল, কিন্তু তার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারছে না। দীর্ঘদিন পর সেই ঋণ উসুল হয়েছে। অনুরূপভাবে কেউ তার মাল আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু সে আত্মসাৎকারীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারছে না। দীর্ঘদিন পর আত্মসাৎকারী মালিকের কাছে মাল ফেরত দিয়েছে। তদ্রূপ কেউ মাল হারিয়ে ফেলেছিল। অনেকদিন পর হারানো মাল তার হস্তগত হয়েছে। অনুরূপভাবে কারো সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন পর তা ফিরে পেয়েছে। কিংবা কেউ কোন নির্জনপ্রান্তরে মাল পুঁতে রেখেছে, কিন্তু রাখার স্থান ভুলে গিয়েছে, অনেক দিন পর মালের সন্ধান পেয়েছে। মালে যেমারের বিধান হলো, বিগত বছর গুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

مَصَارِفُ الزَّكَاةِ

শব্দার্থ ঃ تَأْلِيْفًا ـ (الْقَلْبَ) – হৃদয় আকৃষ্ট করা। غَرَامَةً (س) – ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া। صَرْفًا (ض) (عَلٰى) – ব্যয় করা। قُوَّةً (س) – শক্তিশালী হওয়া। إِنْكَارًا – অস্বীকার করা। تَعْرِيْفًا (ه) – পরিচিত করা। كَسْبًا (ض) – উপার্জন করা। إِنْقِطَاعًا – শেষ হয়ে যাওয়া। نَفَادًا (س)– নিঃশেষ হওয়া। عُلُوًّا (ن) – ওপরে ওঠা। سُفُوْلاً (س) – নীচ হওয়া। إِصْلاَحًا – সংস্কার করা। غَارِمٌ বব مَدِيْنٌ – ঋণ গ্রস্ত। عَامِلٌ বব عَامِلُوْنَ – কর্মী। مَدِيْنُوْنَ বব غَارِمُوْنَ – ঋণী। فَرِيْضَةٌ বব فَرَائِضُ – দায়িত্ব। صِنْفٌ বব أَصْنَافٌ – প্রকার। تَعْرِيْفٌ – পরিচয়। مَوْلٰى বব مَوَالٍ – মুক্ত দাস। أَصْلٌ বব أُصُوْلٌ – শিকড়, মূল। فَرْعٌ বব فُرُوْعٌ – শাখা। قَنْطَرَةٌ বব قَنَاطِرُ – সেতু। قَرَابَةٌ – আত্মীয়তা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِيْنِ، وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ ، وَفِى الرِّقَابِ ، وَالْغَارِمِيْنَ ، وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ " (التوبة – ٦٠)

فَقَدْ ذَكَرَ الْقُرْآنُ ثَمَانِيَةَ أَصْنَافٍ تُصْرَفُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ ، وَلٰكِنَّ الْخَلِيْفَةَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنَعَ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ

بِدَلِيْلِ أَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ قَوِىَ أَمْرُهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ ، فَبَقِىَ سَبْعَةُ أَصْنَافٍ تُصْرَفُ الزَّكَاةُ عَلَيْهَا ، نَذْكُرُ تَعْرِيْفَ كُلِّ صِنْفٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ مِنَ الْأَحْكَامِ فِيْمَا يَلِىَ : ١ـ اَلْفَقِيْرُ : هُوَ الَّذِىْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنَ النِّصَابِ ـ وَيَجُوْزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ عَلَى الَّذِىْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنَ النِّصَابِ وَإِنَ كَانَ صَحِيْحًا ذَا كَسْبٍ ـ

٢ـ اَلْمِسْكِيْنُ : هُوَ الَّذِىْ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا أَصْلًا - ٣ـ اَلْعَامِلُ : هُوَ الَّذِىْ يَقُوْمُ بِجَمْعِ الزَّكَاةِ ، وَالْعُشُوْرِ فَإِنَّهُ يُعْطٰى مِنْ مَّالِ الزَّكَاةِ بِقَدْرِ عَمَلِهٖ ٤ـ فِى الرِّقَابِ : هُمُ الْأَرِقَّاءُ الْمُكَاتَبُوْنَ ـ وَهٰذَا الصِّنْفُ لاَ يُوْجَدُ الْآنَ ، وَلٰكِنْ إِذَا وُجِدَ هٰذَا الصِّنْفُ تُصْرَفُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ -٥ـ اَلْغَارِمُ : هُوَ الَّذِىْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا كَامِلًا بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهٖ ، وَصَرْفُ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَدْيُوْنِ لِقَضَاءِ دَيْنِهٖ أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْفَقِيْرِ -٦ـ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : هُمُ الْفُقَرَاءُ الْمُنْقَطِعُوْنَ لِلْغَزْوِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، أَوِ الْحُجَّاجُ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا لِلْحَجِّ وَعَجَزُوْا عَنِ الْوُصُوْلِ إِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ لِنَفَادِ نَفَقَاتِهِمْ -

٧ـ اِبْنُ السَّبِيْلِ : هُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِىْ لَهُ مَالٌ فِىْ وَطَنِهٖ وَلٰكِنْ نَفِدَ مَالُهُ فِى السَّفَرِ ، فَتُصْرَفُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ لِيَقْدِرَ عَلَى الْوُصُوْلِ إِلٰى وَطَنِهِ الَّذِىْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَّصْرِفَ الزَّكَاةَ عَلٰى جَمِيْعِ هٰذِهِ الْأَصْنَافِ ـ وَكَذَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَّصْرِفَ عَلٰى صِنْفٍ وَاحِدٍ مَعَ وُجُوْدِ بَاقِى الْأَصْنَافِ -

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, যাকাত তো কেবল অভাব গ্রস্ত, নিঃস্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবা ৬০)

কোরআনে কারীমে যাকাত প্রদানের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) (তাঁর খেলাফতকালে) চিত্ত আর্কষণের জন্য যাদেরকে যাকাত প্রদান করা হতো তাদেরকে যাকাত দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ ইসলামের শিকড় এখন মজবুত হয়ে গেছে। সাহাবীদের কেউই তাঁর কথার প্রতিবাদ করেননি। তাই সাহাবীদের সর্ব সম্মতিক্রমে এই শ্রেণীটি যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র থেকে বাদ গিয়েছে। ফলে যাকাত আদায়ের জন্য সাতটি শ্রেণী অবশিষ্ট রয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর সংজ্ঞা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধান নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. দরিদ্র। এমন ব্যক্তি যে নেছাব পরিমাণ মালের মালিক নয়। যে ব্যক্তি নেছাবের চেয়ে কম সম্পদের মালিক তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয হবে। যদিও সে সুস্থ ও উপার্জনশীল হয়। ২. নিঃস্ব। এমন ব্যক্তি যার কাছে কিছুই নেই। ৩. যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মী। এমন ব্যক্তি যে যাকাত ও উশর আদায়ে নিয়োজিত। তাকে তার শ্রম অনুসারে যাকাতের মাল থেকে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। ৪. ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য। আর তারা হলো চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাসগণ (অর্থাৎ যে ক্রীতদাসের মনিবের সঙ্গে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের শর্তে আজাদ করে দেওয়ার) চুক্তি হয়েছে। এই শ্রেণী বর্তমানে নেই। যদি কখনও পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে। ৫. ঋণ গ্রস্তঃ সে হলো এমন ব্যক্তি যার কাছে মানুষ ঋণ পায়। এবং ঋণ পরিশোধ করার পর সে পূর্ণ নেছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় না। ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করা দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করার চেয়ে উত্তম। ৬. আল্লাহর রাস্তায়। আর তাঁরা হলো ঐ সমস্ত দরিদ্র লোক যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে অপারগ, (পাথেয় ব্যবস্থা করার সামর্থ্য না থাকায়) অথবা ঐ সকল হাজী যাঁরা হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। কিন্তু পথ খরচ শেষ হয়ে যাওয়ায় বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছতে অপারগ হয়ে পড়েছে। ৭. মুসাফির। এমন প্রবাসী যার দেশে (প্রচুর) অর্থসম্পদ রয়েছে, কিন্তু প্রবাসে তার টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং তাকে যাকাত দেওয়া যাবে যেন দেশে ফিরতে পারে। যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হয়েছে তার জন্য উপরোক্ত সকল প্রকারকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। তদ্রূপ অন্যান্য প্রকারের বর্তমানে শুধু এক প্রকারকে যাকাত দেওয়াও জায়েয আছে।

مَنْ لَّا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ؟

١. لَا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِكَافِرٍ -٢. لَا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِغَنِيٍّ - ٣. لَا يَجُوْزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ عَلٰى طِفْلٍ غَنِيٍّ - ٤. لَا يَجُوْزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ عَلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ ، وَلَا عَلٰى مَوَالِيْهِمْ - ٥. لَا يَجُوْزُ لِمَالِكِ النِّصَابِ

أَنْ يَّصْرِفَ الزَّكَاةَ عَلَى أَصْلِهِ كَأَبِيْهِ ، وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا - ٦- لَا يَجُوْزُ لِمَالِكِ النِّصَابِ أَنْ يَّصْرِفَ الزَّكَاةَ عَلٰى فَرْعِهِ كَابْنِهِ ، وَابْنِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفُلَ - ٧- لَا يَجُوْزُ لِمَالِكِ النِّصَابِ أَنْ يَّصْرِفَ الزَّكَاةَ عَلٰى زَوْجَتِهِ - كَذَا لَا تَصْرِفُ الزَّوْجَةُ الزَّكَاةَ عَلٰى زَوْجِهَا - أَمَّا بَاقِى الْأَقَارِبِ فَإِنَّ صَرْفَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ - ٨- لَا يَجُوْزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِىْ بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، أَوْ فِىْ بِنَاءِ مَدْرَسَةٍ ، أَوْ فِىْ إِصْلَاحِ طَرِيْقٍ ، أَوْ قَنْطَرَةٍ -

وَلَا يَجُوْزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِىْ تَكْفِيْنِ مَيِّتٍ ، أَوْ فِىْ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ - لِأَنَّ التَّمْلِيْكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِىْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الصُّوَرِ ، وَلَا يَصِحُّ أَدَاءُ الزَّكَاةِ بِدُوْنِ التَّمْلِيْكِ - اَلْأَفْضَلُ صَرْفُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ ، ثُمَّ عَلَى الْجِيْرَانِ - يُكْرَهُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِوَاحِدٍ نِصَابًا كَامِلًا كَأَنْ دَفَعَ إِلٰى وَاحِدٍ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ ، أَوْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا - لَا يُكْرَهُ صَرْفُ الزَّكَاةِ عَلٰى مَدِيْنٍ لِّقَضَاءِ دَيْنِهِ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ كَأَنْ دَفَعَ إِلٰى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِّقَضَاءِ دَيْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ - يُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلٰى بَلَدٍ اٰخَرَ لِغَيْرِ ضَرُوْرَةٍ - وَلَا يُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إِلٰى قَرَابَتِهِ - وَلَا يُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إِلٰى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ إِلَى الزَّكَاةِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ - وَلَا يُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إِلٰى مَصْرَفٍ هُوَ أَنْفَعُ لِلْمُسْلِمِيْنَ كَالْمَدَارِسِ الْخَيْرِيَّةِ -

কাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই?

১. কাফেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। ২. ধনীকে (নেছাবের মালিক) যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। ৩. ধনী (নেছাবের মালিক) শিশুকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। ৪. হাশেমীদেরকে ও তাদের ক্রীতদাসদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। ৫. যে ব্যক্তি নেছাবের মালিক তার উর্ধতনকে যাকাত দেওয়া তার জন্য জায়েয হবে না। যেমন পিতা ও দাদা যত উর্ধতনই হউক না কেন। ৬. যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার অধঃস্তনকে যাকাত দেওয়া তার জন্য জায়েয হবে না। যেমন পুত্র ও পৌত্র যত অধঃস্তনই হউক না কেন। ৭. যে ব্যক্তি নেছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার জন্য নিজের স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া জায়েয

হবে না। তদ্রূপ স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। এ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়দের মাঝে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা উত্তম। ৮. মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, রাস্তা সংস্কার কিংবা পোল তৈরীর জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয হবে না। মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া, কিংবা মৃত ব্যক্তির করজ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ খরচ করা জায়েয হবে না। কেননা এসকল ক্ষেত্রে (যাকাতের অর্থের) মালিক বানানো পাওয়া যায় না। অথচ মালিক বানানো ব্যতীত যাকাত আদায় শুদ্ধ হয় না। যাকাতের অর্থ প্রথমে আত্মীয় স্বজন ও তারপর প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম।

এক ব্যক্তিকে পূর্ণ নেসাব পরিমাণ যাকাত দেওয়া মাকরূহ। যেমন এক ব্যক্তিকে দু'শ দেরহাম কিংবা বিশ মেছকাল প্রদান করল। কোন ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য নেছাব পরিমাণের চেয়ে বেশী যাকাত দেওয়া মাকরূহ হবে না। যেমন কোন ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য এক হাজার দেরহাম (যা নেছাবের পাঁচগুণ) দিল। এটা মাকরূহ হবে না। বিনা প্রয়োজনে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাতের অর্থ প্রেরণ করা মাকরূহ। তবে আত্মীয় স্বজনের নিকট পাঠানো মাকরূহ হবে না। তদ্রূপ এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাকাত পাঠানো মাকরূহ হবে না যারা যাকাত দাতার এলাকাবাসীর চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত। অনুরূপভাবে এমন ক্ষেত্রে যাকাত পাঠানো মাকরূহ হবে না, যা মুসলমানদের জন্য অধিক উপকারী। যেমন, দীনি মাদ্রাসা (ও এতিমখানা)।

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় ঃ হজ্ব

শব্দার্থ ঃ حَجًّا (ن) – হজ্ব করা। حَاجٌّ বব حُجَّاجٌ – হাজী। وِلَادَةً (ض) – জন্ম দেওয়া। فُسُوْقًا (ن) – অপকর্ম করা। سَلَامَةً (س) – নিরাপদ থাকা। إِقْعَادًا – বসিয়ে রাখা। فَلَجًا (س) – পক্ষাঘাত গ্রস্ত হওয়া। أَمْنًا (س) – নিরাপদ হওয়া। اِعْتِدَادًا (الْمَرْأَةُ) – ইদ্দত পালন করা। خَيْطًا (ض) – সেলাই করা। مَخِيْطٌ – সেলাইকৃত। مُجَاوَزَةً – অতিক্রম করা। اِرْتِدَاءً – পরিধান করা। مُحَاذَاةً – সমান্তরাল হওয়া। غَنِيٌّ বব أَغْنِيَاءُ – অমুখাপেক্ষী। عَالَمٌ বব عَالَمُوْنَ – জগৎ। مُعَظَّمٌ – মহান, মর্যাদাবান। بُقْعَةٌ বব بُقَعٌ – ভূখণ্ড, স্থান। زَادٌ বব أَزْوِدَةٌ – পাথেয়। رَاحِلَةٌ বব رَوَاحِلُ – আরোহণের উষ্ট্রী। مُقْعَدٌ – পঙ্গু। مَفْلُوْجٌ – পক্ষাঘাতগ্রস্ত। شَيْخٌ فَانٍ – অতিশয়বৃদ্ধ। اُفَاقٌ – দিক দিগন্ত। اُفَاقِيٌّ – মক্কা ব্যতীত অন্য দেশের অধিবাসী।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ" - (آل عمران - ٩٧)
وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفَثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" (رواه البخارى ومسلم)
اَلْحَجُّ فِى اللُّغَةِ : اَلْقَصْدُ إِلٰى مُعَظَّمٍ - وَالْحَجُّ فِى الشَّرْعِ : هُوَ زِيَارَةُ بِقَاعٍ مَخْصُوْصَةٍ فِىْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ - قَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلٰى فَرْضِيَّةِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِىْ فَرْضِيَّتِهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

মানুষের মধ্যে যার সেখানে (বায়তুল্লাহ) যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ তা প্রত্যাখ্যান করলে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন।

(সূরা আল্ ইমরান–৯৮)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে হজ্ব করবে এবং স্ত্রী সম্ভোগ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এবং অনাচার ও পাপাচার থেকে

বিরত থাকবে, সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের ন্যায় (নিষ্পাপ) অবস্থায় ফিরে আসবে। (বুখারী-মুসলিম)

হজ্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ, সম্মানিত কিছুর ইচ্ছা করা। হজ্ব শব্দের শরয়ী অর্থ, বিশেষ সময়ে বিশেষ নিয়মে বিশেষস্থান সমূহ যেয়ারত করা। হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উম্মতের ইজমা রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মুসলমান দ্বিমত পোষণ করেনি।

شُرُوْطُ فَرْضِيَّةِ الْحَجِّ

اَلْحَجُّ فَرْضُ عَيْنٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فِى الْعُمْرِ عَلٰى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثٰى إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيْهِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ : ١ـ أَنْ يَّكُوْنَ مُسْلِمًا ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ - ٢ـ أَنْ يَّكُوْنَ بَالِغًا ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ - ٣ـ أَنْ يَّكُوْنَ عَاقِلًا ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَجْنُوْنِ - ٤ـ أَنْ يَّكُوْنَ حُرًّا ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّقِيْقِ - ٥ـ أَنْ يَّكُوْنَ مُسْتَطِيْعًا ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الَّذِىْ لَا يَسْتَطِيْعُ ـ وَمَعْنَى الْاِسْتِطَاعَةِ أَنْ يَّمْلِكَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ زَائِدَيْنِ عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ لِمُدَّةِ غِيَابِهِ ـ

হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে প্রত্যেক নর-নারীর উপর জীবনে একবার হজ্ব করা ফরযে আইন। (শর্তগুলো এই)

১. মুসলমান হওয়া। অতএব কাফেরের উপর হজ্ব ফরয হবে না

২. সাবালক হওয়া। অতএব নাবালকের উপর হজ্ব ফরয হবে না।

৩. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। অতএব বিকৃত মস্তিষ্কের উপর হজ্ব ফরয হবে না।

৪. স্বাধীন হওয়া। অতএব কৃতদাসের উপর হজ্ব ফরয হবে না।

৫. সামর্থ্যবান (সক্ষম) হওয়া। অতএব সামর্থ্যহীন (অক্ষম) ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয হবে না। সামর্থ্যবান হওয়ার অর্থ হলো, পাথেয় ও বাহনের মালিক হওয়া, যা তার অনুপুস্থিত কালীন সময় তার পোষ্য পরিবারের খরচের অতিরিক্ত হবে।

شُرُوْطُ وُجُوْبِ الْأَدَاءِ

لَا يَجِبُ أَدَاءُ الْحَجِّ إِلَّا إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ : ١ـ سَلَامَةُ الْبَدَنِ ، فَلَا يَجِبُ أَدَاءُ الْحَجِّ عَلٰى مُقْعَدٍ وَمَفْلُوْجٍ ، وَشَيْخٍ فَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى السَّفَرِ ـ ٢ـ زَوَالُ مَا يَمْنَعُ الذَّهَابَ ، فَلَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْمَحْبُوْسِ ، وَالْخَائِفِ مِنَ السُّلْطَانِ الَّذِىْ يَمْنَعُ عَنِ الْحَجِّ ـ

٣ـ أَمْنُ الطَّرِيْقِ ، فَلاَ يَجِبُ أَدَاؤُهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّرِيْقُ مَأْمُوْنًا ـ ٤ـ وَجُوْدُ زَوْجٍ ، أَوْ مُحْرَمٍ فِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَّةً ، أَوْ عَجُوْزًا ـ فَلاَ يَجِبُ أَدَاءُ الْحَجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجٌ ، أَوْ مُحْرَمٌ ـ ٥ـ عَدَمُ قِيَامِ الْعِدَّةِ فِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ ، فَلاَ يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ ، أَوْ مَوْتٍ ـ

হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ না পাওয়া গেলে হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যথা

১. শারীরিক সুস্থতা। অতএব পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, ও সফর করতে অক্ষম এমন অতিশয় বৃদ্ধের হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

২. সফরের প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া, অতএব বন্দি ও হজ্বে বাধাদানকারী শাসকের কারণে শংকিত ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয হবে না।

৩. যাতায়াতের পথ নিরাপদ হওয়া। অতএব পথ নিরাপদ না হলে হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

৪. স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে স্বামী কিংবা মাহরাম[১] ব্যক্তি সঙ্গে থাকা (স্ত্রীলোক), যুবতী হউক কিংবা বৃদ্ধা। অতএব স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যক্তি না থাকলে তার উপর হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

৫. স্ত্রীলোক ইদ্দত পালন রত না হওয়া। অতএব স্ত্রীলোক যদি তালাক কিংবা (স্বামীর) মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালন অবস্থায় থাকে তাহলে তার উপর হজ্ব আদায় করা ফরয হবে না।

شُرُوْطُ صِحَّةِ الْأَدَاءِ

لاَ يَصِحُّ أَدَاءُ الْحَجِّ إِلَّا إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ : ١ـ اَلْإِحْرَامُ : فَلاَ يَصِحُّ أَدَاءُ الْحَجِّ بِدُوْنِ الْإِحْرَامِ ـ

اَلْإِحْرَامُ : هُوَ نِيَّةُ الْحَجِّ مَعَ التَّلْبِيَةِ مِنَ الْمِيْقَاتِ ، وَنَزْعِ الثِّيَابِ الْمَخِيْطَةِ ، وَارْتِدَاءِ ثِيَابٍ غَيْرِ مَخِيْطَةٍ لِلرَّجُلِ ـ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُوْنَ إِزَارًا وَرِدَاءً - وَالتَّلْبِيَةُ هِيَ أَنْ يَقُوْلَ : "لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ" -٢ـ اَلْوَقْتُ الْمَخْصُوْصُ ، فَلاَ يَصِحُّ أَدَاءُ الْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ

১. ঐ ব্যক্তি যার সাথে পিতৃসম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক কিংবা স্তন্য পানের সম্পর্কের কারণে তার বিবাহ বৈধ নয়। যেমন পিতা, দাদা, চাচা, মামা, শ্বশুর, পুত্র, পৌত্র, ভাই, ভাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জামাতা।

، أَوْ بَعْدَهُ . وَأَشْهُرُ الْحَجِّ : هِيَ شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ ، فَمَنْ طَافَ ، أَوْ سَعٰى قَبْلَ ذٰلِكَ لَمْ يَصِحَّ . وَيَصِحُّ الْإِحْرَامُ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ - ٣. اَلْبِقَاعُ الْمَخْصُوْصَةُ : وَهِيَ أَرْضُ عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوْفِ ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ . فَلَا يَصِحُّ أَدَاءُ الْحَجِّ إِذَا فَاتَ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ فِيْ وَقْتِ الْوُقُوْفِ . وَكَذَا لَا يَصِحُّ أَدَاؤُهُ إِذَا فَاتَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ .

হজ্ব আদায় করা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ না পাওয়া গেলে হজ্ব আদায় করা সহী হবে না। যথা,

১. ইহরাম বাঁধা। অতএব ইহরাম ব্যতীত হজ্ব আদায় শুদ্ধ হবে না। ইহরাম হলো, মীকাত থেকে তালবিয়া সহকারে হজ্বের নিয়ত করা এবং পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় খুলে সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করা। পরিধেয় কাপড় একটি লুঙ্গি ও একটি চাদর হওয়া মোস্তাহাব। তালবিয়া হলো এই দো'য়া পাঠ করা–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ .... لَا شَرِيْكَ لَكَ .

অর্থঃ আমি হাযির, হে আল্লাহ, আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন শরীক নেই। আমি হাযির, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। নেয়ামত আপনারই দান এবং রাজত্ব আপনারই শান। আপনার কোন শরীক নেই।

২. নির্দিষ্ট সময়। অতএব হজ্বের মাসসমূহের আগে কিংবা পরে হজ্ব আদায় করা সহী হবে না। হজ্বের মাসসমূহ যথা শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্বের দশ দিন। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত সময়ের পূর্বে তওয়াফ কিংবা সায়ী করবে তার হজ্ব আদায় হবে না। হজ্বের মাসসমূহের পূর্বে ইহরাম বাঁধলে তা শুদ্ধ হবে। তবে মাকরুহ হবে। ৩. নির্দিষ্ট স্থানসমূহ। তা হলো, অবস্থান করার জন্য আরাফার ময়দান এবং তওয়াফে যেয়ারতের জন্য মসজিদুল হারাম। অতএব আরাফায় অবস্থান করার নির্ধারিত সময়ে যদি অবস্থান করা সম্ভব না হয় তাহলে হজ্ব আদায় হবে না। তদ্রূপ আরাফায় অবস্থানের পর যদি তওয়াফে যিয়ারত ছুটে যায় তাহলেও হজ্ব আদায় হবে না।

مِيْقَاتُ الْإِحْرَامِ

اَلْمِيْقَاتُ : هُوَ الْمَكَانُ الَّذِيْ لَايَجُوْزُ لِلْآفَاقِيِّ إِذَا قَصَدَ الْحَجَّ أَنْ يَّجَاوِزَهُ بِدُوْنِ إِحْرَامٍ . مَوَاقِيْتُ الْإِحْرَامِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْجِهَاتِ .

فَمِيْقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَالْهِنْدِ : يَلَمْلَمُ وَمِيْقَاتُ أَهْلِ مِصْرَ ، وَالشَّامِ ، وَالْمَغْرِبِ :اَلْجُحْفَةُ وَمِيْقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَسَائِرِ أَهْلِ الشَّرْقِ : ذَاتُ عِرْقٍ وَمِيْقَاتُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ : ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمِيْقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ : قَرْنٌ فَكُلُّ مَنْ مَرَّ بِمِيْقَاتٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَوَاقِيْتِ ، أَوْ حَاذَاهُ قَاصِدًا الْحَجَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ ، وَلَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَّتَجَاوَزَهُ بِدُوْنِ إِحْرَامٍ ـ وَمِيْقَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ : نَفْسُ مَكَّةَ سَوَاءٌ كَانُوْا مِنْ أَهْلِهَا ، أَوْ كَانُوْا مُقِيْمِيْنَ بِهَا ـ وَمِيْقَاتُ مَنْ يَّسْكُنُ بَعْدَ الْمَوَاقِيْتِ وَقَبْلَ مَكَّةَ : اَلْحِلُّ فَهُوَ يُحْرِمُ مِنْ مَّنْزِلِهِ ، أَوْ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ قَبْلَ حُدُوْدِ الْحَرَمِ ـ

ইহরামের স্থান

মীকাত হলো এমন স্থান যা আফাকীদের (বহিরাগত) জন্য হজ্বের ইচ্ছা করার পর ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা জায়েয নেই। দিকের ভিন্নতার কারণে ইহরামের স্থানসমূহ বিভিন্ন রকম হবে। অতএব ইয়ামান ও ভারত বর্ষের অধিবাসীদের মীকাত হলো ইয়ালাম লাম।[১] মিসর, শাম, ও মরক্কো বাসীদের মীকাত হলো জুহফা।[২] ইরাক ও সমস্ত পূর্ব অঞ্চলের লোকদের মীকাত হলো যাতু ইরক।[৩] মদীনা বাসীদের মীকাত হলো জুল হুলাইফা[৪] এবং নজদ্‌বাসীদের মীকাত হলো কারন।[৫]

অতএব যে কোন ব্যক্তি হজ্বের নিয়ত করে এসকল মীকাত অতিক্রম করবে কিংবা মীকাত পর্যন্ত পৌঁছবে তার উপর ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব হবে। ইহরাম বিহীন অতিক্রম করা তার জন্য জায়েয হবে না। মক্কাবাসীদের মীকাত হলো স্বয়ং মক্কা। চাই তারা মক্কার অধিবাসী হউক কিংবা সেখানে অবস্থানকারী হউক। আর যারা মীকাতের ও মক্কার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থান করে তাদের মীকাত হলো হিল।[৬] তারা তাদের ঘর থেকে কিংবা হারামের সীমানায় প্রবেশের পূর্বে যেকোন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে।

(১) মক্কা থেকে দুই মনজিল দূরত্বে অবস্থিত তিহামার অঞ্চলের এক পাহাড়।
(২) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী রাবেগ (স্থান) এর নিটকবর্তী এক বসতি।
(৩) মক্কা থেকে দুই মনজিল দূরত্বে অবস্থিত এক বসতি।
(৪) মক্কা থেকে নয় মনজিল দূরত্বে অবস্থিত বনু জুশাম গোত্রের একটি জলাশয়।
(৫) আরাফার নিকটবর্তী এক পাহাড়।
(৬) হারাম ও মীকাত সমূহের মধ্যবর্তী এলাকা।

أَرْكَانُ الْحَجِّ

শব্দার্থ ঃ إِفَاضَةً (الْقَوْمُ مِنْهُ) – চলে যাওয়া। إِنْشَاءً – সূত্রপাত করা। (الرَّأْسَ ـ ض) حَلْقًا – কার্যকর করা। نَحْرًا (ف) – কোরবানী করা। إِيْقَاعًا – কামানো। تَقْصِيْرًا – খাট করা। جِدَالاً – ঝগড়া করা। تَكْثِيْرًا – বেশী করা। اِضْطِبَاعًا – ডান বগলের নীচে দিয়ে বাঁ কাঁদে চাদর জড়ানো। (ن) هَزًّا – নাড়ানো। هَرْوَلَةً – দ্রুত হাঁটা। تَقْبِيْلاً – চুমু খাওয়া। اِسْتِلاَمًا – স্পর্শ করা। أَشْوَاطٌ বব شَوْطٌ – রাউন্ড। (ض) وُقُوْفًا – অবস্থান করা। وَدَاعٌ – বিদায়। خُطْوَةٌ বব خُطًى – পদক্ষেপ। أَبْيَضُ – সাদা। تُقَارُبًا – কাছাকাছি হওয়া। إِبْطٌ বব آبَاطٌ – বগল। عَاتِقٌ বব عَوَاتِقُ – কাঁধ। كَتِفٌ বব أَكْتَافٌ -- কাঁধ। نِهَايَةٌ – শেষ। هَدْيٌ – কোরবানির পশু। صَيْدٌ – শিকার। مَبِيْتٌ -- রাত্রি যাপন।

لِلْحَجِّ رُكْنَانِ فَقَطْ : (١) اَلْوُقُوْفُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ مِنْ زَوَالِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ إِلٰى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ـ وَيَتَحَقَّقُ الْوُقُوْفُ الْمَفْرُوْضُ بِعَرَفَةَ بِوُقُوْفٍ لَحْظَةٍ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ـ (٢) اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ ـ وَيُسَمّٰى هٰذَا الطَّوَافُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ، وَطَوَافَ الْإِفَاضَةِ أَيْضًا ـ

হজ্বের রোকন

হজ্বের রোকন মাত্র দু'টি। ১. জিল হজ্বের নয় তারিখ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে কোরবানীর দিন ফজর পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। উপরোক্ত দুটি সময়ের মাঝে একটি মুহূর্ত ও যদি আরাফায় অবস্থান করে তাহলে ফরয অবস্থান সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ২. উকুফে আরাফার পর কাবার চতুর্দিকে সাত বার চক্কর দেওয়া। এ তওয়াফকে তওয়াফে যেয়ারত ও তওয়াফে ইফাজা বলা হয়।

وَاجِبَاتُ الْحَجِّ

وَاجِبَاتُ الْحَجِّ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا : ١ـ إِنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيْقَاتِ ـ ٢ـ اَلْوُقُوْفُ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَوْ سَاعَةً ، وَوَقْتُهُ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ فِى الْيَوْمِ الْعَاشِرِ ـ ٣ـ إِيْقَاعُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِى أَيَّامِ

النَّحْرِ ـ ٤ـ اَلسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَابْتِدَاءُ السَّعْىِ مِنَ الصَّفَا ، وَانْتِهَاؤُهُ إِلَى الْمَرْوَةِ ـ ٥ـ طَوَافُ الصَّدْرِ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَيُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ أَيْضًا ـ ٦ـ أَنْ يُّصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ كُلِّ طَوَافٍ ـ ٧ـ رَمْىُ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ فِىْ أَيَّامِ النَّحْرِ ـ ٨ـ اَلْحَلْقُ، أَوِ التَّقْصِيْرُ فِى الْحَرَمِ ، وَفِىْ أَيَّامِ النَّحْرِ ـ ٩ـ اَلطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَالْأَكْبَرِ حَالَ الطَّوَافِ ، وَالسَّعْىِ ـ ١٠ـ تَرْكُ الْمَحْظُوْرَاتِ كَلُبْسِ الْمَخِيْطِ ، وَسَتْرِ الرَّأْسِ ، وَالْوَجْهِ ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ ، وَالرَّفَثِ ، وَالْفُسُوْقِ ، وَالْجِدَالِ -

হজ্বের ওয়াজিব

হজ্বের ওয়াজিব অনেক। যথা– ১. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। ২. মুযদালিকায় অবস্থান করা, যদিও এক মুহূর্তের জন্য হয়। আর তার সময় হলো, দশ তারিখ ফজর নামাযের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। ৩. কোরবানীর দিনগুলোর ভিতরেই তওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করা। ৪. সাফা-মারওয়া পাহাড় দ্বয়ের মাঝে সাত বার সা'য়ী। (দৌড়া দৌড়ি) করা। 'সায়ী' সাফা থেকে শুরু করবে এবং মারওয়ায় শেষ করবে। ৫. মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যদের জন্য তওয়াফে সদর। এটাকে তওয়াফে বিদা ও বলা হয়। ৬. প্রত্যেক তওয়াফের পর দু'রাকাত নামায আদায় করা। ৭. কোরবানীর দিনগুলোতে তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা। ৮. কোরবানীর দিনগুলোতে হারামের মধ্যে মাথা মুণ্ডানো, কিংবা মাথার চুল ছোট করা। ৯. তওয়াফ ও সায়ীর সময় হদসে আসগর (পেশাব-পায়খানা) ও হদসে আকবর (গোসল ফরজ হওয়ার কারণ) থেকে পবিত্র থাকা। ১০. হজ্বের নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন করা। যথা সেলাই করা কাপড় পরা, মাথাও চেহারা ঢেকে রাখা, শিকার হত্যা করা, স্ত্রীসহবাস করা, পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া ও কলহ বিবাদ করা।

سُنَنُ الْحَجِّ

فِى الْحَجِّ سُنَنٌ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا : ١ـ اَلْغُسْلُ ، أَوِ الْوُضُوْءُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ـ ٢ـ لُبْسُ إِزَارٍ ، وَرِدَاءٍ جَدِيْدَيْنِ ، أَوْ غَسِيْلَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ـ ٣ـ أَنْ يُّصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ بعْدَ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ ـ ٤ـ أَنْ يُّكْثِرَ مِنَ التَّلْبِيَةِ ـ ٥ـ طَوَافُ الْقُدُوْمِ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ ـ ٦ـ أَنْ يُّكْثِرَ مِنَ الطَّوَافِ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ فِىْ مَكَّةَ ـ ٧ـ اَلْاِضْطِبَاعُ : وَهُوَ أَنْ يَّجْعَلَ قَبْلَ شُرُوْعِهِ فِى الطَّوَافِ

طَرَفَ رِدَائِهِ تَحْتَ إِبْطِهِ الْيُمْنٰى وَيُلْقِيَ طَرَفَهُ الْآخَرَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ـ ٨ـ اَلرَّمَلُ فِى الطَّوَافِ : وَهُوَ أَنْ يَّمْشِيَ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطٰى ، وَهَزِّ الْكَتِفَيْنِ فِى الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوْلٰى ـ ٩ـ اَلْهَرْوَلَةُ فِى السَّعْيِ : وَهُوَ أَنْ يُّسْرِعَ فِى الْمَشْيِ فَوْقَ الرَّمَلِ بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ فِيْ كُلِّ شَوْطٍ مِنَ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ ـ ١٠ـ اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَتَقْبِيْلُهُ عِنْدَ نِهَايَةِ كُلِّ شَوْطٍ ـ ١١ـ اَلْمَبِيْتُ بِمِنٰى فِيْ أَيَّامِ النَّحْرِ ـ ١٢ـ هَدْىُ الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ -

হজ্বের সুন্নাত

হজ্বের সুন্নাত অনেক। তন্মধ্যে কয়েকটি এই, ১. ইহরামের পূর্বে গোসল কিংবা উযূ করা। ২. নতুন কিংবা ধোয়া সাদা একটি লুঙ্গি ও একটি চাদর পরিধান করা।৩. ইহরামের নিয়ত করার পর দু'রাকাত নামায পড়া। ৪. বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করা। ৫. মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যদের তাওয়াফে কুদুম করা। ৬. মক্কায় অবস্থান কালে অধিক পরিমাণে তওয়াফ করা। ৭. তওয়াফ শুরু করার পূর্বে চাদরের এক প্রান্ত ডান বগলের নিচে দেওয়া এবং অপর প্রান্ত বাম কাঁধের উপর ফেলে রাখা। ৮. তওয়াফের সময় রমল করা। আর তা হলো, প্রথম তিন চক্করের মধ্যে ছোট ছোট পদক্ষেপে কাঁধদ্বয় ঝাঁকিয়ে চলা। ৯. সায়ী এর সময় দৌড়ানো অর্থাৎ সাত চক্করের মধ্যে প্রতিটি চক্করে দুই সবুজ চিহ্নের মাঝখানে রমলের অবস্থার চেয়ে অধিক দ্রুততার সাথে হাঁটা। ১০. হাজরে আসওয়াদ তথা পবিত্র কালো পাথর স্পর্শ করা। এবং প্রত্যেক চক্কর শেষে তাতে চুম্বন করা। ১১. কোরবানীর দিনগুলোতে মীনায় রাত্রি যাপন করা। ১২. হজ্জে ইফরাদ পালনকারীর হাদী (কোরবানীর পশু) প্রেরণ করা।

مَحْظُوْرَاتُ الْحَجِّ

اَلْأُمُوْرُ الْآتِيَةُ لَا تَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ ، يَلْزَمُهُ اجْتِنَابُهَا لِئَلَّا يَكُوْنَ الْحَجُّ نَاقِصًا ، أَوْ فَاسِدًا ـ (١) اَلْجِمَاعُ وَدَوَاعِيْهِ ـ (٢) اِرْتِكَابُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ ـ (٣) اَلْمُشَاتَمَةُ ، أَوِ الْمُخَاصَمَةُ ـ (٤) اِسْتِعْمَالُ الطِّيْبِ ـ (٥) قَلْمُ الظُّفُرِ ـ (٦) لُبْسُ الثِّيَابِ الْمَخِيْطَةِ لِلرَّجُلِ كَالْقَمِيْصِ ، وَالسِّرْوَالِ وَالْجُبَّةِ ، وَالْخُفِّ ـ (٧) تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ ، أَوِ الْوَجْهِ بِأَيِّ سَاتِرٍ مُعْتَادٍ ـ (٨) سَتْرُ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا ـ (٩) إِزَالَةُ شَعْرِ الرَّأْسِ ، أَوِ اللِّحْيَةِ ، أَوِ الْإِبْطِ ، أَوِ الْعَانَةِ ـ (١٠) دُهْنُ الشَّعْرِ

، أَوِ الْبَدَنِ ـ (١١) قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ ، أَوْ قَلْعُ حَشِيْشِ الْحَرَمِ ـ (١٢) قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْوَحْشِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُوْلاً ـ أَوْ غَيْرَ مَأْكُوْلٍ ـ

হজ্বের নিষিদ্ধ বিষয়

যে সব কাজ মুহরিমের জন্য জায়েয নেই সেগুলো থেকে তার বেঁচে থাকা উচিত, যাতে হজ্ব অসম্পূর্ণ কিংবা ফাসেদ না হয়। (বিষয়গুলো এই) ১. স্ত্রী সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি। ২. হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। ৩. গালি-গালাজ কিংবা কলহ-বিবাদ করা। ৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা। ৫. নখ কাটা। ৬. পুরুষের সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। যেমন জামা, সেলোয়ার, জুব্বা ও মোজা। ৭. প্রচলিত কোন পর্দা দ্বারা মাথা অথবা মুখমন্ডল ঢেকে রাখা। ৮. স্ত্রীলোকের চেহারা ও হস্তদ্বয় আবৃত রাখা। ৯. মাথার চুল, দাড়ি, বগলের পশম ও নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা। ১০. চুল অথবা শরীরে তেল মাখা। ১১. হরমের বৃক্ষ কিংবা ঘাস কাটা। ১২. স্থলীয় হিংস্র প্রাণী হত্যা করা। চাই তার (গোশত) হালাল হউক কিংবা না হউক।

كَيْفِيَةُ أَدَاءِ الْحَجِّ

শব্দার্থ ঃ مُخَاصَمَةٌ – বিবাদ করা। تَلْبِيَةٌ – তালবিয়া পড়া। إِحْرَامًا – ইহরাম বাঁধা। صُعُوْدًا (س) – উপরে ওঠা। هُبُوْطًا (ض) – নীচে নামা। تَكْبِيْرًا – আল্লাহু আকবর বলা। تَهْلِيْلاً– লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা। رَمَلاً (ن) – দ্রুত হাঁটা, রমল করা। خَتْمًا (ض) – সমাপ্ত করা। رَمْيًا (ض) – ছোঁড়া। تَضَرُّعًا – মিনতি করা। دَاعٍ বব دَوَاعٍ – উদ্বুদ্ধকারী। جُبَّةٌ বব جُبَبٌ – আলখিল্লা। مُعْتَادٌ – প্রচলিত। عَانَةٌ – নাভির নিম্নদেশ। رَكْبٌ বব رُكُوْبٌ – কাফেলা। سَكِيْنَةٌ বব سَكَائِنُ – প্রশান্তি। وَقَارٌ – গাম্ভীর্য। غَلَسٌ – অন্ধকার, ভোররাত। اِنْصِرَافًا – প্রত্যাবর্তন করা। بُكَاءٌ (ض)– কাঁদা। فِرَاقٌ – বিরহ। تَحَسُّرًا – আফসোস করা।

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَذْهَبْ إِلٰى مَكَّةَ فِىْ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمِيْقَاتِ ، أَوْ حَاذَاهُ اغْتَسَلَ ، أَوْ تَوَضَّأَ وَنَزَعَ ثِيَابَهُ الْمَخِيْطَةَ وَلَبِسَ إِزَارًا وَرِدَاءً وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، وَنَوَى الْحَجَّ وَلَبّٰى بِقَوْلِهِ "لَبَّيْكَ ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ وَالْمُلْكَ لَكَ ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ " فَإِذَا لَبّٰى فَقَدْ أَحْرَمَ ، فَلْيَجْتَنِبْ كُلَّ مَحْظُوْرٍ

مِّنْ مَّحْظُوْرَاتِ الْحَجِّ ، وَلْيُكْثِرْ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ وَكُلَّمَا صَعِدَ مَكَانًا عَالِيًا ، أَوْ هَبَطَ مَكَانًا مُنْخَفِضًا ، أَوْ لَقِيَ رَكْبًا ، أَوْ انْتَبَهَ مِنَ النَّوْمِ ، فَإِذَا وَصَلَ مَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ الْحَرَامَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ ابْتَدَءَ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَاسْتَقْبَلَهُ مُكَبِّرًا ـ وَمُهَلِّلاً ، وَاسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ إِنْ قَدَرَ عَلٰى ذٰلِكَ ، وَإِلاَّ اسْتَلَمَهُ بِالْإِشَارَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِيْنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، يَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلاَثَةِ الْأُوْلٰى ، وَيَمْشِيْ فِيْ بَاقِي الْأَشْوَاطِ بِسَكِيْنَةٍ وَ وَقَارٍ ، وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَّرَاءِ الْحَطِيْمِ ، كُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ اسْتَلَمَهُ ، وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالْاِسْتِلاَمِ ، ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ، وَهٰذَا الطَّوَافُ يُسَمّٰى طَوَافَ الْقُدُوْمِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ ، ثُمَّ يَذْهَبُ إِلٰى صَفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ ، وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ، ثُمَّ يَنْزِلُ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَرْوَةِ فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا فَقَدْ تَمَّ شَوْطٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى الصَّفَا ، وَمِنْهُ إِلَى الْمَرْوَةِ هٰكَذَا يُتِمُّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، يُسْرِعُ فِي الْمَشْيِ فَوْقَ الرَّمْلِ بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ فِيْ كُلِّ شَوْطٍ مِّنَ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ ـ

فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ صَلَّى الْفَجْرَ بِمَكَّةَ وَخَرَجَ إِلٰى مِنٰى وَأَقَامَ بِهَا ، وَبَاتَ فِيْهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَبَعْدَ طُلُوْعِ شَمْسِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ ـ وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ ـ انْتَقَلَ مِنْ مِنٰى إِلٰى عَرَفَاتٍ وَ وَقَفَ فِيْهَا مُكَبِّرًا ، مُهَلِّلاً ، وَمُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاعِيًا ، وَبَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ فِيْ وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَّإِقَامَتَيْنِ ، وَيَسْتَمِرُّ فِيْ وُقُوْفِهِ بِعَرَفَةَ إِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ طَرِيْقِهِ إِلٰى مَكَّةَ ، وَ يَنْزِلُ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَيَبِيْتُ لَيْلَةَ النَّحْرِ فِيْهَا وَيُصَلِّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ فِيْ وَقْتِ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي

الْيَوْمِ الْعَاشِرِ - وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ - صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِغَلَسٍ ثُمَّ وَقَفَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ وَدَعَا ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ، فَإِذَا وَصَلَ إِلٰى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا ، ثُمَّ يَذْبَحُ إِذَا شَاءَ ثُمَّ يُحَلِّقُ رَأْسَهُ ، أَوْ يُقَصِّرُ ، ثُمَّ يَذْهَبُ خِلَالَ أَيَّامِ النَّحْرِ الثَّلَاثَةِ إِلٰى مَكَّةَ لِيَطُوْفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلٰى مِنٰى وَيُقِيْمُ بِهَا -

فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الْحَادِيْ عَشَرَ رَمَى ا لْجِمَارَ الثَّلَاثَ ، يَبْتَدِئُ بِالْجَمْرَةِ الْأُوْلَى الَّتِيْ تَلِيْ مَسْجِدَ الْخَيْفِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَدْعُوْ ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى وَيَقِفُ عِنْدَهَا ، ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِيْ عَشَرَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْأَمْسِ ، وَفِيْ أَيَّامِ الرَّمْيِ يَبِيْتُ بِمِنٰى ، ثُمَّ يَسِيْرُ إِلٰى مَكَّةَ وَيَنْزِلُ بِالْمُحَصَّبِ سَاعَةً ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَلَا سَعْيٍ ، وَهٰذَا الطَّوَافُ يُسَمّٰى طَوَافَ الْوَدَاعِ وَيُسَمّٰى طَوَافَ الصَّدْرِأَيْضًا وَيُصَلِّيْ بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِيْ زَمْزَمَ فَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا قَائِمًا ثُمَّ يَأْتِي الْمُلْتَزِمَ وَيَتَضَرَّعُ إِلَى اللّٰهِ وَيَدْعُوْا بِمَا شَاءَ ، وَإِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ إِلٰى أَهْلِهٖ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَّنْصَرِفَ بَاكِيًا مُتَحَسِّرًا عَلٰى فِرَاقِ الْبَيْتِ -

হজ্বের ধারাবাহিক বিবরণ

যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করার ইচ্ছা করবে, সে হজ্বের মাসে মক্কায় যাবে। যখন মীকাতে পৌঁছবে, কিংবা মীকাত বরাবর হবে, তখন গোসল কিংবা উযূ করবে এবং সেলাই করা কাপড় খুলে (সেলাই বিহীন) একটি লুঙ্গিও একটি চাদর পরিধান করবে। অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়ে হজ্বের নিয়তে তালবিয়া পাঠ করবে। (তালবিয়া হলো এ বাক্যগুলো বলা) ....لبيك

অর্থঃ আমি হাযির, হে আল্লাহ, আমি হাযির। আমি হাযির। আপনার কোন শরীক নেই। আমি হাযির। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য এবং নেয়ামত ও রাজত্ব আপনারই এবং আপনার কোন শরীক নেই। তালবিয়া পাঠ করার সাথে সাথে মুহরিম হয়ে যাবে। এরপর হজ্বের সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে। নামাযের পর এবং যখনই কোন উঁচু স্থানে ওঠবে, কিংবা নিচু স্থানে নামবে, কিংবা কোন মুসাফির জামাতের সাথে সাক্ষাৎ হবে, কিংবা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখন অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবে। মক্কায় পৌঁছার পর মসজিদে হারাম থেকে (হজ্বের কাজ) শুরু করবে। যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখবে তখন আল্লাহু আকবর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। অতঃপর হাজরে আসওয়াদ থেকে (তওয়াফ) শুরু করবে। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহু আকবর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। (কোন মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে) সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে চুম্বন করবে। আর সম্ভব না হলে ইশারার মাধ্যমে তা স্পর্শ করবে। অতঃপর হজরে আসওয়াদের ডান দিক থেকে শুরু করে বায়তুল্লাহ্ সাতবার তওয়াফ করবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। অবশিষ্ট চক্কর গুলোতে ধীরস্থিরভাবে চলবে। হাতীমের বাইরে দিয়ে তওয়াফ করবে। যখনই হজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে যাবে (সম্ভব হলে) তা স্পর্শ করবে। আর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার মাধ্যমে তওয়াফ শেষ করবে। অতঃপর (মাকামে ইবরাহীমে এসে) দু' রাকাত নামায আদায় করবে। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে কুদুম বলা হয়।

এটা আদায় করা সুন্নাত। অতঃপর সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করবে এবং তাতে আরোহণ করবে। বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। নবী করীম (সঃ) এর উপর দুরূদ পড়বে এবং আল্লাহর কাছে দো'য়া করবে। অতঃপর মারওয়ার উদ্দেশ্যে অবতরণ করবে এবং তাতে আরোহণ করবে এবং সাফায় যা করেছে এখানেও তা করবে। এভাবে এক চক্কর শেষ হলো। পুনরায় সাফায় যাবে এবং সেখান থেকে মারওয়া যাবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। প্রথম সাত চক্করের প্রতিটি চক্করে দুই সবুজ চিহ্নের মাঝখানে রমলের চেয়ে অধিক দ্রুত গতিতে হাঁটবে। জিলহজের আট তারিখে মক্কায় ফজরের নামায আদায় করে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। এবং সেখানে অবস্থান করে ঐ রাত্র সেখানে কাটাবে। নয় তারিখ আরাফার দিন সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। অতঃপর সেখানে অবস্থান করে আল্লাহু আকবর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। নবী (সঃ) এর উপর দুরূদ পড়বে এবং আল্লাহর কাছে দো'য়া করবে। সূর্য হেলে পড়ার পর ইমাম সাহেব লোকদেরকে নিয়ে এক আযান ও দুই ইকামতসহ যোহর ও আসরের নামায যোহরের ওয়াক্তে আদায় করবেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করবে। অতঃপর মক্কায় ফিরে এসে মুজদালেফায় অবতরণ করবে এবং কোরবানীর রাত্র সেখানে যাপন করবে। ইমাম সাহেব লোকদেরকে নিয়ে মাগরিব ও ইশার নামায এক আযান ও এক

ইকামতের মাধ্যমে ইশার ওয়াক্তে আদায় করবে। যখন দশ তারিখ (কোরবানীর দিন) ফজর উদিত হবে, তখন ইমাম সাহেব লোকদের নিয়ে অন্ধকারেই ফজরের নামায আদায় করবেন। অতঃপর ইমাম সাহেব লোকদের নিয়ে উকুফ করবেন এবং দো'য়া করবেন। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই (সেখান থেকে) প্রত্যাবর্তন করবেন। যখন জামরাতুল আকাবায় পৌঁছবে, তখন তাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রথম কংকর নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ করা বন্দ করে দিবে। তারপর আগ্রহ থাকলে কোরবানী করবে। তারপর মাথা মুন্ডাবে কিংবা ছাঁটবে। অতঃপর কোরবানীর তিন দিনের ভিতর তওয়াফে যেয়ারত করার জন্য মক্কায় যাবে। অতঃপর মীনায় এসে সেখানেই অবস্থান করবে। এগার তারিখে যখন সূর্য হেলে পড়বে তখন তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে। মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী প্রথম জামরাহ থেকে শুরু করবে। সে জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলবে এবং সেখানে একটু থামবে এবং দো'য়া ও তাসবীহ পাঠ করবে। অতঃপর পরবর্তী জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে এবং সেখানেও একটু থামবে। অতঃপর জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করবে কিন্তু সেখানে থামবে না। বার তারিখ সূর্য হেলে পড়ার পর একইভাবে রামী করবে। রামীর দিনগুলোতে মীনায় অবস্থান করবে। তারপর মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং মুহাস্‌সাব (একটি উপত্যকা) নামক স্থানে অবতরণ করবে। অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করে রমল ও সায়ী ব্যতীতই বাইতুল্লাহ শরীফ সাতবার তওয়াফ করবে। এই তওয়াফকে তাওয়াকে বিদা কিংবা তাওয়াফুস্‌ সদর ও বলা হয়। তওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামায আদায় করবে। তারপর যমযমের নিকট এসে দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করবে। অতঃপর মুলতাযিমে এসে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে মন মত দো'য়া করবে। যখন স্বজনদের মাঝে ফিরে আসার ইচ্ছা করবে তখন বায়তুল্লাহর বিচ্ছেদে ক্রন্দনরত ও শোকাভিভূত অবস্থায় ফিরবে।

اَلْقِرَانُ

শব্দার্থ ঃ قَرْنًا (ض) – মিলিত করা। تَلَفُّظًا – মুখে বলা। تَقَبُّلاً – গ্রহণ করা। تَمَتُّعًا (به) – উপকৃত হওয়া। سَوْقًا (اَلْمَاشِيَةَ -- ن) – পেছন থেকে হাঁকিয়ে নেওয়া। حَلَالاً (ض) – বৈধ হওয়া। جِنَايَةً (ض) – অপরাধ করা। تَعَرُّضًا (له) – হস্তক্ষেপ করা। اِصْطِيَادًا – (প্রাণী) শিকার করা। ذَبْحًا – (ف) – জবাই করা। اِحْتِرَازًا (مِنْهُ) – বেঁচে থাকা। حَفْرًا (ض) – খনন করা। أَخْضَرُ – সবুজ। اِسْتِلَامًا (اَلْحَجَرَ الْأَسْوَدَ) – হজরে আসওয়াদ চুম্বন করা। شَاةٌ বব شِيَاهٌ – ছাগল। بَدَنَةٌ বব بُدُنٌ – মোটাতাজা উটনী বা গাভী। جَزَاءٌ বব أَجْزِيَةٌ – প্রতিদান। سَنَةٌ বব سِنُوْنَ – বছর।

وَحْشِيٌّ – বন্য, হিংস্র। خِيَامٌ বব خَيْمَةٌ – তাঁবু, শিবির। بُعْدًا (ك) – দূরবর্তী হওয়া। قَصْدًا (ض) – ইচ্ছা করা।

اَلْقِرَانُ مَعْنَاهُ فِى اللُّغَةِ : اَلْجَمْعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ ـ وَمَعْنَاهُ فِى الشَّرْعِ : أَنْ يُّحْرِمَ مِنَ الْمِيْقَاتِ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا ـ

اَلْقِرَانُ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعِ ـ وَالتَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ ـ يُسَنُّ لِلْقَارِنِ أَنْ يَّتَلَفَّظَ بِقَوْلِهٖ : "اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ" ثُمَّ يُلَبِّىْ ـ فَإِذَا دَخَلَ الْقَارِنُ مَكَّةَ بَدَأَ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمُلُ فِى الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوْلٰى فَقَطْ ، ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ ، ثُمَّ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيُهَرْوِلُ بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ ، وَيُكَمِّلُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، وَهٰذِهٖ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ فَيَطُوْفُ طَوَافَ الْقُدُوْمِ لِلْحَجِّ ثُمَّ يُتِمُّ أَعْمَالَ الْحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيْلُهٗ ـ

فَإِذَا رَمٰى يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ ، أَوْ سُبْعِ بَدَنَةٍ فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا لِلذَّبْحِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ بَعْدَ عَوْدِهٖ إِلٰى أَهْلِهٖ ـ

হজ্জে কেরান

কেরান শব্দের আভিধানিক অর্থ দুটি জিনিসকে একত্রিত করা। শরীআতের পরিভাষায় এর অর্থ, মীকাত থেকে এক সঙ্গে হজ্ব ও ওমরার ইহরাম বাঁধা। আমাদের মতে হজ্জে তামাত্তু অপেক্ষা হজ্জে কিরান উত্তম। এবং হজ্জে ইফরাদ অপেক্ষা হজ্জে তামাত্তু উত্তম। হজ্জে কিরান আদায় কারীর জন্য এই দো'য়া পাঠ করা সুন্নাত। ....اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি হজ্ব ও ওমরার নিয়ত করেছি, সুতরাং এ দু'টি আপনি আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে এ দুটি কবুল করে নিন। অতঃপর তালবিয়া পাঠ করবে।

হজ্জে কিরান আদায় কারী মক্কায় পৌঁছার পর প্রথমে সাতবার বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করবে। শুধু প্রথম তিনবার 'রমল' করবে। অতঃপর তওয়াফের জন্য দু' রাকাত নামায আদায় করবে। এরপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে। দুই সবুজ চিহ্নের মাঝখানে দ্রুত চলবে। এবং সাতবার তওয়াফ পূর্ণ করবে। এগুলো হলো ওমরার কাজ। এরপর হজ্জের কার্যাবলি শুরু করবে। প্রথমে হজ্জের উদ্দেশ্যে তওয়াফে কুদুম করবে।

তারপর ইতিপূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে হজ্জের কার্যাবলি পূর্ণ করবে। কোরবানীর দিন যখন জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করবে, তখন একটি ভেড়া বা ছাগল জবাই করা, কিংবা উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ কোরবানী করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি জবাই করার জন্য কোন পশু না পায় তাহলে কোরবানীর দিনের পূর্বে তিন দিন রোযা রাখবে এবং হজ্জের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করার পর সাতদিন রোযা রাখবে। এ বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে কোরবানীর দিন গুলোতে মক্কায় রোযা রাখতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে দেশে ফিরে এসে রোযা সম্পন্ন করতে পারে।

اَلتَّمَتُّعُ

اَلتَّمَتُّعُ : هُوَ أَنْ يُّحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فَقَطْ مِنَ الْمِيْقَاتِ فَيَقُوْلُ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ : "اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ" ثُمَّ يَأْتِيْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ لِلْعُمْرَةِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ طَوَافِهِ وَيَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوْلٰى ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ثُمَّ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ ، أَوْ يُقَصِّرُ وَيَكُوْنُ حَلَالًا مِنَ الْإِحْرَامِ ، هٰذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ هَدْيًا ـ أَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ سَاقَ هَدْيًا فَإِنَّهُ لَا يَكُوْنَ حَلَالًا مِنْ عُمْرَتِهِ ـ فَإِذَا جَاءَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْحَرَمِ وَأَتٰى بِأَفْعَالِ الْحَجِّ ـ فَإِذَا رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ لَزِمَهُ ذَبْحُ شَاةٍ ، أَوْ سَبْعِ بَدَنَةٍ ـ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ ذَبْحَ شَاةٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، فَإِنْ لَّمْ يَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتّٰى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ أَوْ سُبْعِ بَدَنَةٍ وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ ـ

হজ্জে তামাত্তু

তামাত্তু হলো, মীকাত থেকে শুধু ওমরার ইহরাম বাঁধা। সুতরাং ইহরামের দু'রাকাত নামায আদায় করার পর এই দো'য়া পড়বে ...... اللهم إنى।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি ওমরা করতে চাই। অতএব তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নাও। এরপর তালবিয়া পাঠ করবে। মক্কায় যাওয়ার পর ওমরার জন্য তওয়াফ করবে। প্রথম তওয়াফের পর তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করে দিবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। অতঃপর তওয়াফের দু'রাকাত নামায পড়বে। তারপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর দিবে। মাথা মুন্ডন করবে কিংবা চুল খাট করবে। এর দ্বারা সে ইহরাম থেকে হালাল (মুক্ত) হয়ে যাবে। তবে উপরোক্ত হুকুম হলো, যদি কোরবানীর পশু না পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু যদি কোরবানীর পশু পাঠিয়ে থাকে তাহলে সে ওমরা থেকে হালাল হবে না।

অতএব জিলহজ্বের বার তারিখে হারাম শরীফ থেকে হজ্বের ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্বের কার্যাদি পালন করবে। যদি কোরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে থাকে তাহলে একটি মেষ বা ছাগল কিংবা একটি গরু বা উটের এক সপ্তমাংশ কোরবানী করবে। কিন্তু যদি মেষ বা ছাগল কোরবানী করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে কোরবানীর দিনের পূর্বে তিন দিন রোযা রাখবে। এবং হজ্বের যাবতীয় কাজ- সম্পন্ন করার পর সাত দিন রোযা রাখবে। কিন্ত যদি মেষ বা ছাগল কোরবানী করার সামর্থ্য না রাখে তাহলে কোরবানীর দিনের পূর্বে তিন দিন রোযা রাখবে। এবং হজ্বের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার পর সাত দিন রোযা রাখবে। কিন্তু যদি তিন দিন রোযা না রাখে, এমনকি কোরবানীর দিন এসে যায় তাহলে ছাগল কোরবানী করা কিংবা একটি উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ কোরবানী করা অবধারিত হয়ে যাবে। এর পরিবর্তে রোযা রাখা কিংবা সদকা করা তার জন্য সহী হবে না।

اَلْعُمْرَةُ

اَلْعُمْرَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرَّةً فِى الْعُمْرِ ، إِذَا وُجِدَتْ شُرُوْطُ وُجُوْبِ الْأَدَاءِ لِلْحَجِّ ـ تَصِحُّ الْعُمْرَةُ فِىْ جَمِيْعِ السَّنَةِ ـ يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ لِلْعُمْرَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيْقِ ـ

أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ : (١) اَلْإِحْرَامُ ـ (٢) اَلطَّوَافُ ـ (٣) اَلسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ـ (٤) اَلْحَلْقُ ، أَوِ التَّقْصِيْرُ ـ فَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ

فَلْيَذْهَبْ إِلَى الْحِلِّ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، أَوْ كَانَ قَدْ أَقَامَ بِهَا وَلْيُحْرِمْ لِلْعُمْرَةِ ـ أَمَّا مَنْ بَعُدَ عَنْ مَكَّةَ وَلَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ بَعْدُ ، فَهُوَ يُحْرِمُ مِنَ الْمِيقَاتِ إِذَا قَصَدَ دُخُولَ مَكَّةَ ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعٰى لِلْعُمْرَةِ ثُمَّ يُحَلِّقُ رَأْسَهُ ، أَوْ يُقَصِّرُهُ وَقَدْ حَلَّ مِنَ الْعُمْرَةِ ـ

ওমরা

যদি হজ্ব আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যায় তাহলে জীবনে একবার ওমরা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। বছরের যে কোন সময় ওমরা আদায় করা সহী হবে। আরাফার দিন ও কোরবানীর দিন ও তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে ওমরার ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। ওমরার কাজ চারটি। যথা

১. ইহরাম। ২. তাওয়াফ। ৩. সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ। ৪. মাথা মুন্ডন কিংবা চুল খাট করা। যে ব্যক্তি ওমরা পালন করতে চায় সে যদি মক্কায় অবস্থানকারী হয় তাহলে 'হিল'-এ চলে যাবে। চাই সে মক্কার অধিবাসী হউক কিংবা সেখানে অবস্থানকারী হউক। অতঃপর ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মক্কা থেকে দূরে রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত মক্কায় প্রবেশ করেনি, সে যদি মক্কায় প্রবেশ করার নিয়ত করে থাকে তাহলে মীকাত থেকে ওমরার ইহরাম বাঁধবে। তারপর ওমরার নিয়তে তওয়াফ ও সায়ী করবে। অতঃপর মাথা মুন্ডন করবে, কিংবা চুল খাট করবে। এরপর সে ওমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে।

اَلْجِنَايَاتُ وَجَزَاؤُهَا

শব্দার্থ ঃ اِنْجِبَارًا – ক্ষতিপূরণ হওয়া। مُلَاصَقَةً – লেগে থাকা। تَطْيِيْبًا – সুবাসিত করা। اِيْذَاءً – কষ্ট দেওয়া। عَقْرًا (الْكَلْبُ ـ ض) – কামড় দেওয়া। تَقَيُّدًا – শর্তযুক্ত হওয়া। سِمَنًا (س) – মোটাতাজা হওয়া। اِنْتِهَازًا (الْفُرْصَةَ) – সুযোগ কাজে লাগনো। تَوْدِيْعًا – বিদায় জানানো। تَوْفِيْقًا – তাওফীক দান করা। تَطَيُّبًا – খুশবু ব্যবহার। جِنَايَةٌ – অপরাধ। (ج) مُقْبِلٌ جِنَايَاتٌ – আগামী, পরবর্তী। نَاقَةٌ বব نُوْقٌ – উষ্ট্রী। قِلَادَةٌ বব قَلَائِدُ – কণ্ঠহার। اِيْصَاءً – অসিয়ত করা। عَدِيْدَةٌ – কিছু সংখ্যক। لَطْخًا (ف) – ময়লা করা। جَرَادَةٌ – ফড়িং। هَامَّةٌ বব هَوَامٌّ – কীট। فَرَاشٌ – প্রজাপতি। اِجْتِهَادًا – চেষ্টা করা। تَبْلِيْغًا – পৌছানো। اِلْتِزَامًا (بِهٖ) – মেনে চলা।

اَلْجِنَايَةُ : هِيَ ارْتِكَابُ مَا نُهِيَ عَنْ فِعْلِهٖ ـ وَالْجِنَايَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ : (١) جِنَايَةٌ عَلَى الْحَرَمِ ـ (٢) جِنَايَةٌ عَلَى الْإِحْرَامِ ـ

অন্যায় ও তার প্রতিকার

জিনায়াত (অন্যায়) হলো এমন কাজ করা, যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তা দু' প্রকার। (এক) হারামের ক্ষেত্রে অন্যায় করা। (দুই) ইহরামের ক্ষেত্রে অন্যায় করা।

اَلْجِنَايَةُ عَلَى الْحَرَمِ

اَلْجِنَايَةُ عَلَى الْحَرَمِ : هُوَ أَنْ يَتَّعَرَّضَ أَحَدٌ بِصَيْدِ الْحَرَمِ بِالْقَتْلِ ، أَوِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ ، أَوِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ ، أَوْ يَتَعَرَّضَ أَحَدٌ بِشَجَرَةِ الْحَرَمِ ، أَوْ حَشِيْشِهِ بِالْقَطْعِ ، أَوِ الْقَلْعِ فَهُوَ جِنَايَةٌ عَلَى الْحَرَمِ سَوَاءٌ اِرْتَكَبَهُ مُحْرِمٌ ، أَوِ ارْتَكَبَهُ حَلَالٌ وَعَلَى كُلٍّ مِّنْهُمَا جَزَاءٌ - إِذَا اصْطَادَ أَحَدٌ صَيْدَ الْحَرَمِ الْبَرِّيِّ الْوَحْشِيِّ ، وَذَبَحَهُ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ ، وَيُعْتَبَرُ مَيْتَةً سَوَاءٌ اِصْطَادَهُ مُحْرِمٌ ، أَوِ اصْطَادَهُ حَلَالٌ - إِذَا اصْطَادَ حَلَالٌ صَيْدَ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيْمَةُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَا يَنُوْبُ الصَّوْمُ عَنِ الْقِيْمَةِ - إِذَا قَطَعَ شَجَرَةَ الْحَرَمِ ، أَوْ حَشِيْشَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيْمَةُ سَوَاءٌ كَانَ مُحْرِمًا ، أَوْ كَانَ حَلَالًا - أَمَّا إِذَا قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ لِنَصْبِ الْخَيْمَةِ ، أَوْ حَفْرِ الْكَانُوْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ، لِأَنَّ الْاِحْتِرَازَ مِنْهُ لَا يُمْكِنُ -

হারামের ক্ষেত্রে অন্যায়

হারামের ক্ষেত্রে অন্যায় হলো, হারামের শিকার হত্যা করা, কিংবা শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা, কিংবা শিকারের সন্ধান দেওয়া, কিংবা হারামের গাছ বা ঘাস কাটা, কিংবা উপড়ে ফেলা, চাই তা কোন মুহরিম ব্যক্তি করুক কিংবা হালাল ব্যক্তি। প্রত্যেকের উপর এর প্রতিবিধান ওয়াজিব হবে। কেউ যদি হারামের স্থলীয় বন্য প্রাণী শিকার করে তা জবাই করে তাহলে সেটা মৃত গণ্য করা হবে এবং তা খাওয়া জায়েয হবে না। চাই তা কোন মুহরিম ব্যক্তি শিকার করুক কিংবা হালাল ব্যক্তি। যদি কোন হালাল ব্যক্তি (ইহরাম মুক্ত) হারামের প্রাণী শিকার করে তাহলে উক্ত প্রাণীর মূল্য প্রদান করা তার উপর ওয়াজিব। এই মূল্য দরিদ্রদের মাঝে সদকা করে দিবে কিন্তু রোযা মূল্যের স্থলবর্তী হবে না। যদি হরমের গাছ বা ঘাস কাটে তাহলে তার উপর মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। চাই সে মুহরিম হউক কিংবা হালাল। কিন্তু তাঁবু টানানোর জন্য কিংবা চুলা খনন করার জন্য হরমের ঘাস কাটা জায়েয আছে। কেননা তা পরিহার করা সম্ভব নয়।

اَلْجِنَايَةُ عَلَى الْإِحْرَامِ

اَلْجِنَايَةُ عَلَى الْإِحْرَامِ : هِيَ أَنْ يَّرْتَكِبَ الْمُحْرِمُ حَالَ إِحْرَامِهِ مَحْظُوْرًا مِّنْ مَّحْظُوْرَاتِ الْحَجِّ ، أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهِ ـ اَلْجِنَايَةُ عَلَى الْإِحْرَامِ تَنْقَسِمُ إِلٰى سِتَّةِ أَقْسَامٍ ـ

اَلْأَوَّلُ : اَلْجِنَايَةُ الَّتِيْ يَفْسُدُ الْحَجُّ بِارْتِكَابِهَا وَلَا يَنْجَبِرُ الْفَسَادُ بِدَمٍ ، أَوْ صَوْمٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ وَهِيَ الْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ ـ فَمَنْ جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ ، كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ عَامٍ مُقْبِلٍ ـ

اَلثَّانِيْ : اَلْجِنَايَةُ الَّتِيْ تَجِبُ بِارْتِكَابِهَا بَدَنَةٌ وَهِيَ أَمْرَانِ : (١) اَلْجِمَاعُ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْحَلْقِ ـ (٢) أَنْ يَّطُوْفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَهُوَ جُنُبٌ ـ فَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْحَلْقِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ نَاقَةٍ ، أَوْ ذَبْحُ بَقَرَةٍ ـ كَذَا مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ نَاقَةٍ ، أَوْ ذَبْحُ بَقَرَةٍ ـ

اَلثَّالِثُ : اَلْجِنَايَةُ الَّتِيْ يَجِبُ بِارْتِكَابِهَا دَمُ شَاةٍ ، أَوْ سَبُعِ بَدَنَةٍ ـ وَهِيَ أُمُوْرٌ عَدِيْدَةٌ ـ ١ـ إِذَا ارْتَكَبَ دَاعِيَةً مِّنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ كَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ ـ ٢ـ إِذَا لَبِسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا مَخِيْطًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ـ وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ مَا تَشَاءُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِسَاتِرٍ مُلَاصِقٍ وَجْهَهَا ـ ٣ـ إِذَا أَزَالَ شَعْرَ رَأْسِهِ ، أَوْ شَعْرَ لِحْيَتِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ٤ـ إِذَا سَتَرَ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ يَوْمًا كَامِلاً ـ ٥ـ إِذَا طَيَّبَ الْمُحْرِمَ عُضْوًا كَامِلاً مِنَ الْأَعْضَاءِ الْكَبِيْرَةِ بِدُوْنِ عُذْرٍ كَالْفَخِذِ ، وَالسَّاقِ ، وَالذِّرَاعِ ، وَالْوَجْهِ وَالرَّأْسِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الطِّيْبِ ـ وَكَذَا إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا مُطَيَّبًا يَوْمًا كَامِلًا ـ ٦ـ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ قَصَّ أَظْفَارَ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ ـ ٧ـ إِذَا تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ ـ اَلرَّابِعُ : اَلْجِنَايَةُ الَّتِيْ تَجِبُ بِارْتِكَابِهَا صَدَقَةٌ قَدْرُهَا نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْقَمْحِ ، أَوْ قِيْمَتُهُ ، وَهِيَ

أُمُوْرٌ عَدِيْدَةٌ كَذٰلِكَ - (١) إِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ الرَّأْسِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ اللِّحْيَةِ - (٢) إِذَا قَصَّ ظُفُرًا ، أَوْ ظُفُرَيْنِ فَلِكُلِّ ظُفُرٍ نِصْفُ صَاعٍ - (٣) إِذَا طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ - (٤) إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا مَخِيْطًا ، أَوْ ثَوْبًا مُطَيَّبًا أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ - (٥) إِذَا سَتَرَ رَأْسَهُ ، أَوْ وَجْهَهُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ - (٦) إِذَا طَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ - وَكَذَا إِذَا طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ - (٧) إِذَا تَرَكَ رَمْيَ حَصَاةٍ مِنْ إِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ - اَلْخَامِسُ : اَلْجِنَايَةُ الَّتِيْ تَجِبُ بِارْتِكَابِهَا صَدَقَةٌ قَدْرُهَا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ - وَهِيَ إِذَا قَتَلَ قَمْلَةً ، أَوْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ - وَإِذَا قَتَلَ قَمْلَتَيْنِ ، أَوْ جَرَادَتَيْنِ ، أَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةً مِّنْهُمَا تَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِّنَ الطَّعَامِ ، وَإِذَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِّنَ الْقَمْحِ - اَلسَّادِسُ : اَلْجِنَايَةُ الَّتِيْ تَجِبُ بِارْتِكَابِهَا الْقِيْمَةُ وَهِيَ قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْوَحْشِيِّ - إِذَا اصْطَادَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ وَالْوَحْشِيِّ ، أَوْ ذَبَحَهُ ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ ، أَوْ دَلَّ الصَّيَّادُ عَلٰى مَكَانِ الصَّيْدِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقِيْمَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ الصَّيْدُ مَأْكُوْلًا ، أَوْ غَيْرَ مَأْكُوْلٍ - يُقَوِّمُ الصَّيْدَ عَدْلَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اصْطَادَ فِيْهِ ، أَوْ فِيْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ مِنْهُ - فَإِنْ بَلَغَتْ قِيْمَةُ الصَّيْدِ ثَمَنَ هَدْيٍ فَالْمُحْرِمُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرٰى هَدْيًا وَذَبَحَهُ فِي الْحَرَمِ ، وَإِنْ شَاءَ اشْتَرٰى طَعَامًا تَصَدَّقَ بِهٖ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، لِكُلِّ فَقِيْرٍ نِصْفُ صَاعٍ ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ بَدَلَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا - وَإِنْ لَّمْ تَبْلُغْ قِيْمَةُ الصَّيْدِ ثَمَنَ هَدْيٍ فَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ اشْتَرٰى طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهٖ - وَإِنْ شَاءَ صَامَ بَدَلَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا كَامِلًا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيْ قَتْلِ الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ كَالزُّنْبُوْرِ وَالْعَقْرَبِ ، وَالذُّبَابِ ، وَالنَّمْلِ ، وَالْفَرَاشِ ، وَكَذَا لَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيْ قَتْلِ الْحَيَّةِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْغُرَابِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ -

ইহরামের ক্ষেত্রে অন্যায়

ইহরামের ক্ষেত্রে অন্যায় হলো, মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় হজ্বের কোন নিষিদ্ধ কাজ করা, অথবা হজ্বের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া। ইহরামের ক্ষেত্রে অন্যায় বা অপরাধ ছয় প্রকার।

প্রথমঃ এমন অপরাধ যার কারণে হজ্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং কোরবানী, রোযা, কিংবা সদকা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করা যায় না। যেমন আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করা।

অতএব যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করবে তার হজ্ব নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং একটি বকরী কোরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ পরবর্তী বছর সেই হজ্বের কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় ঃ এমন অপরাধ যার কারণে উট, কিংবা গরু জবাই করা ওয়াজিব হয়। এ ধরনের অপরাধ দু'প্রকার। ১. আরাফায় অবস্থান করার পর মাথা মুন্ডানোর পূর্বে স্ত্রীসহবাস করা। ২. গোসল ফরয অবস্থায় তওয়াফে যেয়ারত করা। অতএব যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানের পর মাথা মুন্ডানোর আগে স্ত্রীসহবাস করবে, তার উপর একটি উট বা একটি গরু জবাই করা ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় তওয়াফে যেয়ারত করবে, তার উপর একটি উট বা একটি গরু জবাই করা ওয়াজিব হবে।

তৃতীয় ঃ এমন অপরাধ যার কারণে বকরী জবাই করা অথবা উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ কোরবানী করা ওয়াজিব। এ ধরনের অপরাধ কয়েক প্রকার হতে পারে। ১. সহবাসের আনুষাঙ্গিক কোন কাজ করা। যেমন কামভাব সহকারে চুম্বন করা ও স্পর্শ করা। ২. কোন অসুবিধা ছাড়া পুরুষের সেলাই করা কাপড় পরা। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক যা ইচ্ছা পরিধান করতে পারবে। তবে তারা চেহারার সাথে সংযুক্ত পর্দা দ্বারা চেহারা ঢাকতে পারবে না। ৩. বিনা ওজরে মাথার চুল কিংবা দাঁড়ি চেঁছে ফেলা। ৪. মুহরিম ব্যক্তি পূর্ণ একদিন চেহারা ঢেকে রাখা। ৫. মুহরিম ব্যক্তি কোন ওযর ছাড়া বড় অঙ্গগুলোর মধ্য থেকে একটি পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করা। যেমন উরু, পায়ের গোছা, হাত, চেহারা ও মাথা। অনুরূপভাবে যদি পূর্ণ একদিন সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরিধান করে। ৬. এক হাত কিংবা এক পায়ের নখ কাটা। ৭. আগমনের তাওয়াফ ছেড়ে দেওয়া।

চতুর্থঃ যে অপরাধের কারণে অর্ধসা গম বা তার মূল্য ওয়াজিব হয় এ ধরনের অপরাধ ও কয়েক প্রকার। ১. মুহরিম যদি মাথা বা দাঁড়ির এক চতুর্থাংশের কম মুন্ডন করে। ২. যদি একটি বা দুটি নখ কাটে তাহলে প্রত্যেক নখের পরিবর্তে অর্ধ সা দিতে হবে। ৩. যদি একটি অঙ্গের কমে সুগন্ধি ব্যবহার করে। ৪. যদি একদিনের কম সেলাই করা কিংবা সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরে। ৫. যদি একদিনের কম সময় মাথা অথবা চেহারা ঢেকে রাখে। ৬. যদি লুঘু হদস নিয়ে তওফাফে কুদুম বা তওয়াফে সদর করে। ৭. যদি তিনটি জামরার কোন একটিতে কংকর নিক্ষেপ করা ছেড়ে দেয়।

পঞ্চম ঃ যে অপরাধের কারণে অর্ধ 'সা' এর কম সদকা ওয়াজিব হয় তাহলো, যদি একটি উকুন কিংবা একটি ফড়িং মেরে ফেলে তাহলে যতটুকু ইচ্ছা সদকা করবে। আর যদি দুটি উকুন বা দুটি ফড়িং কিংবা তিনটি উকুন বা তিনটি ফড়িং মেরে ফেলে তাহলে এক মুষ্টি পরিমাণ সদকা করে দিবে। আর যদি এর চেয়ে বেশী মারে তাহলে অর্ধ সা গম সদকা করবে।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ যে অপরাধের কারণে মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হয় তাহলো স্থলীয় বন্যপ্রাণী (যা শিকার করা হয়) হত্যা করা। যদি মুহরিম ব্যক্তি স্থলীয় কোন বন্য প্রাণী শিকার করে, কিংবা জবাই করে, কিংবা সেদিকে ইঙ্গিত করে, কিংবা শিকারীকে শিকারের স্থান জানিয়ে দেয় তাহলে তার উপর শিকারের মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল হউক কিংবা না হউক। প্রাণী শিকারের স্থান কিংবা তার নিকটবর্তী স্থানের দুজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি শিকারের মূল্য নির্ধারণ করবে। যদি শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য কোরবানীর পশুর মূল্যের সমান হয় তাহলে মুহরিম ব্যক্তির ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে পশু খরিদ করে তা হারামের মধ্যে জবাই করতে পারে। কিংবা খাবার খরিদ করে তা দরিদ্রদের মাঝে জনপ্রতি আধা সা করে সদকা করতে পারে, অথবা প্রতি আধা সা এর পরিবর্তে একদিন রোযা রাখতে পারে। কিন্তু যদি শিকারের মূল্য একটি কোরবানীর পশুর মূল্যের সমপরিমাণ না হয় তাহলে সে ইচ্ছা করলে খাবার খরিদ করে তা সদকা করবে, অথবা প্রতি আধা সা এর-পরিবর্তে একদিন রোযা রাখবে। বোলতা, বিচ্ছু, মাছি, পিঁপড়া ও পতঙ্গ প্রভৃতি কষ্ট দায়ক পোকা-মাকড় মেরে ফেলার কারণে মুহরিমকে কোন কিছু আদায় করতে হবে না। তদ্রূপ সাপ, ইঁদুর কাক ও পাগলা কুকুর মারার কারণে মুহরিমের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

اَلْهَدْىُ

اَلْهَدْىُ مَا يُهْدٰى مِنَ النَّعَمِ لِلْحَرَمِ ـ وَيَكُوْنُ الْهَدْىُ مِنَ الْغَنَمِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْإِبِلِ ـ تَصِحُّ الشَّاةُ عَنِ الْوَاحِدِ ـ وَتَصِحُّ النَّاقَةُ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِ أَشْخَاصٍ بِشَرْطِ أَنْ لَّا يَكُوْنَ نَصِيْبُ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَقَلَّ مِنَ السَّبُعِ ـ وَيُشْتَرَطُ فِى الْهَدْىِ مَا يُشْتَرَطُ فِى الْأُضْحِيَّةِ مِنْ كَوْنِهٖ سَلِيْمًا مِّنَ الْعُيُوْبِ ـ لَا يَجُوْزُ مِنَ الْغَنَمِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ سَنَةً كَامِلَةً وَدَخَلَ فِى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ـ وَيُسْتَثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ الضَّأْنُ إِذَا زَادَ عَنْ نِصْفِ سَنَةٍ وَكَانَ سَمِيْنًا بِحَيْثُ لَا يُمَيَّزُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَا أَكْمَلَ سَنَةً لِسِمَنِهٖ فَإِنَّهٗ يَجُوْزُ ـ وَلَا يَجُوْزُ مِنَ الْبَقَرِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِى الثَّالِثَةِ ـ وَلَا يَجُوْزُ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ خَمْسَ سَنَوَاتٍ وَدَخَلَ فِى السَّادِسَةِ ـ يُذْبَحُ هَدْىُ التَّطَوُّعِ ، وَالْقِرَانِ ، وَالتَّمَتُّعِ بَعْدَ رَمْىِ

جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِيْ أَيَّامِ النَّحْرِ ـ وَلاَ يَتَقَيَّدُ ذَبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا بِزَمَانٍ ـ وَكُلُّ هَدْيٍ مِنَ الْهَدَايَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ ـ وَيُسَنُّ ذَبْحُ الْهَدَايَا فِيْ مِنًى فِيْ أَيَّامِ النَّحْرِ ـ يُسْتَحَبُّ لِرَبِّ الْهَدْيِ أَنْ يَّأْكُلَ مِنَ الْهَدْيِ إِذَا كَانَ لِلتَّطَوُّعِ ، أَوِ الْقِرَانِ ، أَوِ التَّمَتُّعِ ـ وَكَذٰلِكَ يَجُوْزُ لِغَنِيٍّ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ ـ أَمَّا إِذَا هَلَكَ هَدْيُ التَّطَوُّعِ فِي الطَّرِيْقِ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ رَبُّ الْهَدْيِ ، وَلاَ غَنِيٌّ اٰخَرُ ، بَلْ وَجَبَ تَرْكُهُ مَذْبُوْحًا بَعْدَ أَنْ يُّلَطِّخَ قِلاَدَتَهُ بِدَمِهِ ـ لاَ يَجُوْزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ النَّذْرِ ، لاَ لِرَبِّ الْهَدْيِ وَلاَ لِغَنِيٍّ اٰخَرَ ، لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ فَهُوَ حَقٌّ لِّلْفُقَرَاءِ ـ وَلاَ يَجُوْزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ الْجِنَايَاتِ ، لاَ لِرَبِّ الْهَدْيِ وَلاَ لِغَنِيٍّ اٰخَرَ ، وَهُوَ مَا وَجَبَ جَبْرًا لِّلنَّقْصِ الَّذِيْ وَقَعَ فِي الْحَجِّ ـ

হাদী প্রসঙ্গে

হারাম শরীফে জবাই করার উদ্দেশ্যে যে পশু প্রেরণ করা হয় তাকে হাদী বলা হয়। ছাগল, ভেড়া, (দুম্বা) গরু (মহিষ) ও উট হাদী হতে পারে। ছাগল বা ভেড়া (মাত্র) এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী দেওয়া শুদ্ধ হবে। উট ও গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করা জায়েয হবে। শর্ত হলো, কোন শরীকের অংশ সপ্তমাংশের চেয়ে কম হতে পারবে না। কোরবানীর পশুর ন্যায় হাদীর পশু দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া শর্ত। ছাগল এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পন না করা পর্যন্ত তা কোরবানী করা জায়েয হবে না। তবে উপরোক্ত বিধান থেকে ভেড়া ব্যতিক্রম। কারণ ভেড়া যদি অর্ধবছর পূর্ণ হয় এবং এমন মোটাসোটা হয় যে শরীরের গঠনের কারণে তার ও এক বছরের ভেড়ার মাঝে পার্থক্য করা যায় না তাহলে তা কোরবানী করা জায়েয হবে। গরু দু' বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ না করলে তা হাদী রূপে জবাই করা জায়েয হবে না। উট পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে ষষ্ঠ বছরে পদার্পন না করলে তা হাদী রূপে গ্রহণ যোগ্য হবে না।

নফল হাদী, কেরান ও তামাত্তু এর হাদী জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পর কোরবানীর দিনগুলোতে জবাই করবে। এছাড়া অন্যান্য হাদী জবাই করার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যে কোন হাদী হরমের মধ্যে জবাই করা হবে। কোরবানীর দিনগুলোর মাঝে মীনায় হাদী জবাই করা সুন্নাত। যদি নফল, কেরান বা তামাত্তুর হাদী হয় তাহলে মালিকের জন্য হাদীর গোশ্‌ত খাওয়া মোস্তাহাব। তদ্রূপ ধনী লোকের জন্য নফল, কেরান ও তামাত্তুর হাদীর গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয। কিন্তু যদি নফল হাদী রাস্তায় মারা যাওয়ার উপক্রম হয় তাহলে হাদীর মালিক ও কোন ধনী লোক তার গোশ্‌ত খেতে পারবে না। বরং তার গলার হার রক্তে রঞ্জিত করার পর জবাই করে রেখে দিবে।

হাদীর মালিক কিংবা ধনী লোকের জন্য মানতের হাদীর গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয হবে না। কেননা এটা হলো সদকা, আর সদকা গ্রহণ করা গরীবদের হক। হাদীর মালিক কিংবা ধনী লোকের জন্য অপরাধের হাদী খাওয়া জায়েয হবে না। আর অপরাধের হাদী হলো, যা হজ্বের মধ্যে সংঘটিত অন্যায়, কিংবা ত্রুটির ক্ষতিপুরণ স্বরূপ ওয়াজিব হয়েছে।

زِيَارَةُ النَّبِيِّ (صَلْعَمْ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ" (رواه الطبرانى) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ" (رواه الطبرانى) زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ أَفْضَلِ الْمَنْدُوْبَاتِ فَمَنْ وَفَّقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْحَجِّ فَلْيَذْهَبْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ ، أَوْ قَبْلَهُ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

وَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ عَقِيْبَ نِيَّتِهِ لَهَا فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَلْيَتَطَيَّبْ ، وَلْيَلْبِسْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ تَعْظِيْمًا لِّلْقُدُوْمِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَلْيَدْخُلْ أَوَّلاً الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ مُتَوَاضِعًا بِالسَّكِيْنَةِ ، وَالْوَقَارِ ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَلْيَدْعُ بِمَا شَاءَ ثُمَّ لِيَتَوَجَّهَ إِلَى الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ وَلْيَقِفْ أَمَامَهُ خَاشِعًا مُلْتَزِمًا حُدُوْدَ الْأَدَبِ ، وَلْيُسَلِّمْ ، وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُبَلِّغْهُ سَلَامَ مَنْ أَوْصَاهُ بِذٰلِكَ ، ثُمَّ لْيَذْهَبْ ثَانِيًا إِلَى الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ وَلْيُصَلِّ مَا شَاءَ ، وَلْيَدْعُ بِمَا شَاءَ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَلِمَنْ أَوْصَاهُ بِذٰلِكَ ، وَلْيَنْتَهِزْ إِقَامَتَهُ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَلْيَجْتَهِدْ فِىْ إِحْيَاءِ اللَّيَالِىْ وَفِىْ زِيَارَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا وَجَدَ فُرْصَةً ، وَلْيُكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيْحِ ، وَالتَّهْلِيْلِ ، وَالْاِسْتِغْفَارِ ، وَالتَّوْبَةِ ـ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْخُرُوْجُ إِلَى الْبَقِيْعِ لِيَزُوْرَ قُبُوْرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ، وَالصَّالِحِيْنَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ ـ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُّصَلِّىَ

الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِى الْمَسْجِدِ النَّبَوِىِّ مَادَامَ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوْعَ إِلَى وَطَنِه يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُّوَدِّعَ الْمَسْجِدَ بِرَكْعَتَيْنِ ، وَيَدْعُوَ بِمَا شَاءَ ، وَيَأْتِىَ قَبْرَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُصَلِّىَ ، وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ بَاكِيًا عَلَى فِرَاقِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

নবী (সঃ) এর কবর যেয়ারত

রাসূলুলাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যেয়ারত করবে তার জন্য সুপারিশ করা আমার অপরিহার্য কর্তব্য। (তাবরানী) রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্ব করল অথচ আমার (কবর) যেয়ারত করল না, সে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করল। (তাবরানী)

নবী করীম (সঃ) এর কবর যেয়ারত করা সর্বোত্তম মোস্তাহাব বিষয়। অতএব আল্লাহ তা'য়ালা যাকে হজ্ব করার তাওফীক দান করেছেন সে হজ্ব থেকে অবসর হওয়ার আগে কিংবা পরে নবী (সঃ) এর কবর যেয়ারত করার জন্য মদীনা শরীফ যাবে। কবর যেয়ারতের নিয়ত করার পর নবী (সঃ) এর প্রতি বেশী বেশী দুরূদ ও সালাম পাঠ করবে। যখন মদীনায় পৌছবে তখন নবী (সঃ) এর নিকট আগমনের জন্য সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গোসল করবে, খুশবু লাগাবে এবং সবচেয়ে ভাল পোশাক পরিধান করবে। বিনয়-নম্রতা ও শান্ত গম্ভীর হয়ে প্রথমে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবে এবং মসজিদের সম্মানে দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে যা মনে চায় প্রার্থনা করবে। অতঃপর 'রওযা শরীফের দিকে যাবে এবং শিষ্টাচার বজায় রেখে বিনয়ের সাথে কবরের সামনে দাঁড়াবে এবং দুরূদ ও সালাম নিবেদন করবে। তারপর ঐ সকল লোকের ছালাম পৌছে দিবে যারা ছালাম পৌছানোর কথা বলেছিল। এরপর পুনরায় মসজিদে নববীতে গিয়ে যত রাকাত ইচ্ছা নামায পড়বে এবং যত খুশি নিজের জন্য, নিজের মা বাবার জন্য, মুসলমানদের জন্য এবং যারা দো'য়ার আবেদন করেছে তাদের জন্য দো'য়া করবে। মদীনা শরীফে অবস্থানের সময়গুলোকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে। সুতরাং রাত্রিগুলোতে জেগে ইবাদত করবে। যখনই সুযোগ হয় নবীজীর কবর যেয়ারত করবে, তাসবীহ (সোবহানাল্লাহ) তাহলীল (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) ইস্তেগফার ও তওবা বেশী বেশী করবে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও নেককার লোকদের কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে জান্নাতুল বাকী নামক স্থানে যাওয়া মোস্তাহাব। আর যতদিন মদীনায় অবস্থান করবে ততদিন সমস্ত নামায মসজিদে নববীতে আদায় করা মোস্তাহাব। অবশেষে যখন দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা করবে তখন দু'রাকাত নামায পড়ে মসজিদে নববী থেকে বিদায় গ্রহণ করা, যা খুশী দো'য়া করা, নবী (সঃ)-এর কবরের কাছে গিয়ে দুরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করা এবং নবীজির বিরহে ক্রন্দনরত অবস্থায় সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা মোস্তাহাব।

كِتَابُ الْأَضْحِيَةِ
অধ্যায় ঃ কোরবানী

শব্দার্থ ঃ نَحْرًا (ف) – কোরবানী করা। تَضْحِيَةً – কোরবানী করা। مُضَحٍّ – কুরবানীকারী, উৎসর্গকারী। إِهْرَاقًا (الدَّمَ) – রক্তপাত করা। طِيْبًا (ض) – খুশি হওয়া। إِيْسَارًا – স্বচ্ছল হওয়া। تَعْطِيْلاً – বন্দ করা। إِجْزَاءً – যথেষ্ট হওয়া। جَمَّاءُ (م) أَجَمُّ – শিংবিহীন দুম্বা। خِصْيَانٌ বব خَصِيٌّ – খাসী। جَرْبَاءُ (م) أَجْرَبُ – পাঁচড়া যুক্ত। هَتْمَاءُ (م) أَهْتَمُ – দাঁতবিহীন। جَزَّارُوْنَ বব جَزَّارٌ – কসাই। مَذَابِحُ বব مَذْبَحٌ – কসাইখানা। أُضْحِيَّةٌ বব أَضَاحِيْ – কোরবানী। أَظْلاَفٌ বব ظِلْفٌ – ক্ষুর। عَمْيَاءُ (م) أَعْمٰى – অন্ধ। نُصُبٌ বব نَصِيْبٌ – পা। قَوَائِمُ বব قَائِمَةٌ – পা। أَصْلِيٌّ – মৌলিক। ضَأْنٌ – মেষ, ভেড়া। مَهْزُوْلٌ – শীর্ণকায়। عَوْرَاءُ (م) أَعْوَرُ – কানা, এক চক্ষুহীন। هُزَالٌ – শীর্ণতা। عَظْمَاءُ – যে পশুর আংশিক শিং আছে। تَوْزِيْعًا – বিতরণ করা, বণ্টন করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "فَصَلِّ لِرَبِّكَ ، وَانْحَرْ" (الكوثر ـ ٢)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَمِلَ ابْنُ أٰدم مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِهَا ، وَأَشْعَارِهَا ، وَأَظْلَافِهَا ، وَإِن الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَّقَعَ بِالْأَرْضِ ، فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا " (رواه الترمذى عن عائشة رضى الله عنها) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" ـ (رواه ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه) اَلْأُضْحِيَّةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَخْفِيْفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيْدِهَا : إِسْمٌ لِّمَا يُذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحٰى ـ وَالْأُضْحِيَّةُ فِى الشَّرْعِ : "هِىَ ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَّخْصُوْصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِىْ وَقْتٍ مَّخْصُوْصٍ" ـ اَلْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى ـ وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ أَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ ـ

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, আপনার পালন কর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (সূরা কাউসার/২)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, কোরবানীর দিন কোরবানী করার চেয়ে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মানুষের অধিক প্রিয় কোন আমল নেই। কিয়ামতের দিন কোরবানীর পশু তার শিং, পশম ও ক্ষুর নিয়ে হাজির হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে কোরবানী কর। (তিরমীযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তির কোরবানী করার সামর্থ্য রয়েছে, অথচ সে কোরবানী করেনি সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (ইবনে মাজা)

أضحية শব্দটি হামযা অক্ষরে পেশ কিংবা যেরের মাধ্যমে এবং ইয়া অক্ষরটি তাশদীদ কিংবা তাশদীদ ছাড়া পড়া যাবে। কোরবানীর দিন যে পশু জবাই করা হয় তাকে 'উজহিয়া' বলা হয়। শরী'আতের পরিভাষায় উজহিয়া (কোরবানী) হলো, ইবাদতের নিয়তে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রাণী জবাই করা। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে কোরবানী করা ওয়াজিব। এবং তাঁর মত অনুসারে ফতূয়া প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মোহাম্মদ (রাহঃ) এর মতে কোরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

عَلَى مَنْ تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ؟

لَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ إِلَّا عَلَى الَّذِىْ تُوْجَدُ فِيْهِ الشُّرُوْطُ الْآتِيَةُ ١- أَنْ يَّكُوْنَ مُسْلِمًا ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ - ٢- أَنْ يَّكُوْنَ حُرًّا ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الرَّقِيْقِ - ٣- أَنْ يَّكُوْن مُقِيْمًا ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ - ٤- أَنْ يَّكُوْنَ مُوْسِرًا ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ - وَلَا يُشْتَرَطُ فِىْ وُجُوْبِ الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَّحُوْلَ عَلَى النِّصَابِ، حَوْلٌ كَامِلٌ - بَلْ تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ يَوْمَ الْأَضْحٰى فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ -

কাদের উপর কোরবানী করা ওয়াজিব?

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ যার মাঝে পাওয়া যায় তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। ১. মুসলমান হওয়া। অতএব কাফেরের উপর কোরবানী করা ওয়াজিব হবে না। ২. স্বাধীন হওয়া। অতএব কৃতদাসের উপর কোরবানী করা ওয়াজিব হবে না। ৩. মুকীম (স্থায়ী আবাসী) হওয়া। অতএব মুসাফিরের (প্রবাসী) উপর কোরবানী করা ওয়াজিব হবে না। ৪. সচ্ছল হওয়া। অতএব দরিদ্রের উপর কোরবানী করা ওয়াজিব হবে না। উল্লেখ্য, কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য

নেছাবের উপর বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। বরং কোন মুসলমান যদি কোরবানীর দিন মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত নেছাব পরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক হয় তাহলে তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব হবে।

وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ

يَبْتَدِئُ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ طُلُوْعِ فَجْرِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ ـ وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُهَا إِلَى قُبَيْلِ غُرُوْبِ الْيَوْمِ الثَّانِى عَشَرَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ ـ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ ، وَالْقُرَى الْكَبِيْرَةِ أَنْ يَذْبَحُوا الْأَضَاحِى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيْدِ ـ وَ يَجُوْزُ لِأَهْلِ الْقُرَى الصَّغِيْرَةِ الَّتِىْ لَا تَجِبُ فِيْهَا صَلَاةُ الْعِيْدِ أَنْ يَذْبَحُوْهَا بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ اَلْأَفْضَلُ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ فِى الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَيَّامِ الْأَضْحَى ، ثُمَّ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ ، ثُمَّ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ ـ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ ـ أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ الذَّبْحَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَعِيْنَ بِغَيْرِهِ، وَيَنْبَغِىْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَهَا وَقْتَ الذَّبْحِ ـ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَ الْأُضْحِيَّةَ نَهَارًا ـ وَلٰكِنْ إِذَا ذَبَحَهَا بِلَيْلٍ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ ـ إِذَا عُطِّلَتْ صَلَاةُ الْعِيْدِ لِسَبَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ جَازَ ذَبْحُهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ـ إِذَا تَعَدَّدَتِ الْجَمَاعَةُ فِىْ مِصْرٍ لِصَلَاةِ الْعِيْدِ جَازَ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ أَوَّلِ صَلَاةٍ صُلِّيَتْ فِىْ ذٰلِكَ الْمِصْرِ ـ

কোরবানী করার সময়

জিলহজ্জের দশ তারিখ ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে কোরবানীর সময় শুরু হয় এবং জিলহজের বার তারিখ সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত তার সময় বাকি থাকে। তবে শহরবাসী ও বড় গ্রামের অধিবাসীদের জন্য ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করা জায়েয হবে না। ঈদের নামায ওয়াজিব হয় না এমন ছোট গ্রামের অধিবাসীদের জন্য ফজর উদিত হওয়ার পর কোরবানী করা জায়েয আছে। কোরবানীর দিন গুলোর মধ্য থেকে প্রথম দিন কোরবানী করা সবচেয়ে উত্তম। তারপর দ্বিতীয় দিন এবং তারপর তৃতীয় দিন। যদি কোরবানীদাতা ভালভাবে জবাই করতে পারে তাহলে কোরবানীর পশু নিজ হাতে জবাই করা মুস্তাহাব। কিন্তু যদি কোরবানী দাতা ভালভাবে জবাই করতে না পারে তাহলে অন্যের সাহায্য নেওয়া উত্তম। তবে জবাই করার সময় তার উপস্থিত থাকা উচিত। কোরবানীর পশু দিবসে জবাই করা মোস্তাহাব। কিন্তু রাত্রে জবাই করাও

জায়েয আছে। তবে মাকরূহ হবে। যদি কোন কারণ বশত ঈদের নামায আদায় করা না হয় তাহলে সূর্য হেলে যাওয়ার পর কোরবানী করা জায়েয হবে। যদি কোন শহরে একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সেখানে প্রথম জামাত সমাপ্ত হওয়ার পর কোরবানী করা জায়েয হবে।

مَا يَجُوْزُ ذَبْحُهٗ فِى الْأُضْحِيَّةِ وَمَا لَا يَجُوْزُ؟

لَا تَصِحُّ الْأُضْحِيَّةُ إِلَّا بِالنَّعَمِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ وَ الْجَامُوْسِ ، وَالْغَنَمِ ـ وَلَا يَجُوْزُ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الْوَحْشِيِّ فِى الْأُضْحِيَّةِ ـ اَلشَّاةُ مِنَ الْغَنَمِ تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ ـ وَالنَّاقَةُ ، وَالْبَقَرَةُ ، وَالْجَامُوْسُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ أَشْخَاصٍ بِشَرْطِ أَنْ يَّكُوْنَ نَصِيْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ سُبُعَهَا ـ فَإِنْ نَقَصَ نَصِيْبُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنِ السُّبُعِ فَلَمْ تَصِحَّ عَنِ الْجَمِيْعِ ـ

وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَبْحُ الْبَقَرَةِ ، وَالنَّاقَةِ ، وَالْجَامُوْسِ فِى الْأُضْحِيَّةِ عَنْ سَبْعَةِ أَشْخَاصٍ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يُرِيْدُ الْقُرْبَةَ بِالذَّبْحِ ـ أَمَّا إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ يُرِيْدُ اللَّحْمَ فَلَا تَصِحُّ الْأُضْحِيَّةُ عَنِ الْجَمِيْعِ ـ وَلَا يَجُوْزُ فِى الْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْغَنَمِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ سَنَةً كَامِلَةً ، وَدَخَلَ فِى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ـ وَ يَجُوْزُ فِى الْأُضْحِيَّةِ ذَبْحُ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ إِذَا أَتٰى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْحَوْلِ وَكَانَ مِنَ السِّمَنِ بِحَيْثُ يُرٰى أَنَّهٗ ابْنُ سَنَةٍ ـ وَلَا يَجُوْزُ فِى الْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْبَقَرِ ، وَالْجَامُوْسِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ سَنَتَيْنِ ، وَدَخَلَ فِى السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ـ وَلَا يَجُوْزُ فِى الْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ خَمْسَ سَنَوَاتٍ ، وَدَخَلَ فِى السَّنَةِ السَّادِسَةِ ـ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَّكُوْنَ الْحَيَوَانُ الَّذِىْ يُذْبَحُ فِى الْأُضْحِيَّةِ سَمِيْنًا وَسَلِيْمًا مِنْ جُمْلَةِ الْعُيُوْبِ ـ وَلٰكِنْ إِذَا ذَبَحَ الْجَمَّاءَ ، وَهِىَ الَّتِىْ لَا قَرْنَ لَهَا بِالْخِلْقَةِ جَازَ ـ وَكَذَا إِذَا ذَبَحَ الْعَظْمَاءَ ، وَهِىَ الَّتِىْ ذَهَبَ بَعْضُ قَرْنِهَا جَازَ ـ أَمَّا إِذَا وَصَلَ الْكَسْرُ إِلَى الْمُخِّ فَلَمْ يَصِحَّ ـ وَكَذَا إِذَا ذَبَحَ الْخَصِىَّ جَازَ ، بَلْ هُوَ أَوْلٰى ، لِأَنَّ لَحْمَهٗ أَطْيَبُ وَأَلَذُّ ـ وَكَذَا إِذَا ذَبَحَ الْجَرْبَاءَ جَازَ إِنْ كَانَتْ سَمِيْنَةً ـ أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجَرْبَاءُ مَهْزُوْلَةً فَلَا تَجُوْزُ ـ وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ

حَيَوَانًا بِهِ جُنُوْنٌ جَازَ إِذَا كَانَ الْجُنُوْنُ لاَ يَمْنَعُهُ مِنَ الرَّعْيِ - وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجُنُوْنُ يَمْنَعُهُ مِنَ الرَّعْيِ فَلاَ تَجُوْزُ - وَلاَ يَجُوْزُ ذَبْحُ الْعَمْيَاءِ فِي الْأُضْحِيَّةِ ، وَهِيَ الَّتِيْ ذَهَبَتْ عَيْنَاهَا - وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ ذَبْحُ الْعَوْرَاءِ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَهِيَ الَّتِيْ ذَهَبَتْ إِحْدٰى عَيْنَيْهَا -

وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ ذَبْحُ الْعَرْجَاءِ الَّتِيْ لاَ تَسْتَطِيْعُ الْمَشْيَ إِلَى الْمَذْبَحِ - وَأَمَّا الْعَرْجَاءُ الَّتِيْ تَمْشِيْ بِثَلاَثِ قَوَائِمَ ، وَتَضَعُ الرَّابِعَةَ عَلَى الْأَرْضِ لِتَسْتَعِيْنَ بِهَا عَلَى الْمَشْيِ فَإِنَّهَا تَجُوْزُ - وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَهْزُوْلٍ بَلَغَ هُزَالُهُ إِلٰى حَدٍّ لاَ يَكُوْنُ فِيْ عَظْمِهِ مُخٌّ - وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَقْطُوْعِ الْأُذُنِ ، وَلاَ مَقْطُوْعِ الذَّنَبِ - وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ ذَبْحُ حَيَوَانٍ ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهِ ، أَوْ ذَهَبَ أَكْثَرُ ذَنَبِهِ - أَمَّا إِذَا بَقِيَ ثُلُثَا أُذُنِهِ وَذَهَبَ ثُلُثُهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ ذَبْحُ الْهَتْمَاءِ ، وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَتْ أَسْنَانُهَا - أَمَّا إِذَا بَقِيَ أَكْثَرُ أَسْنَانِهَا فَإِنَّهَا تَصِحُّ - وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ ذَبْحُ السَّكَّاءِ ، وَهِيَ الَّتِيْ لاَ أُذُنَ لَهَا بِالْخِلْقَةِ - وَكَذَا لاَ تَصِحُّ الْأُضْحِيَّةُ بِمَقْطُوْعَةِ رُؤُوْسِ الضَّرْعِ -

যে সকল পশু কোরবানী করা জায়েয এবং যেগুলো কোরবানী করা জায়েয নেই।

উট, গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ব্যতীত অন্য কোন পশু কোরবানী করা জায়েয নেই। বন্য পশু কোরবানী করা জায়েয নেই। ছাগল ও ভেড়া এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করা যাবে।

উট, গরু, ও মহিষ সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করা যথেষ্ট হবে। শর্ত হলো, প্রত্যেক শরীকের ভাগ সপ্তমাংশ পরিমাণ হতে হবে। অতএব কোন শরীকের অংশ সপ্তমাংশ থেকে কম হলে কারো কোরবানী শুদ্ধ হবে না।

গরু, উট, ও মহিষ সাত ব্যক্তির তরফ থেকে কোরবানী করা শুদ্ধ হবে, যদি কোরবানী করার দ্বারা প্রত্যেক শরীকের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু যদি কোরবানী করার দ্বারা কোন শরীকের গোশ্‌ত খাওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহ্‌লে কারো কোরবানী শুদ্ধ হবে না।

ছাগল এক বছর পূর্ন হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তা কোরবানী করা জায়েয হবে না। আর ভেড়ার বয়স যদি ছয় মাসের বেশি হয় এবং এতো

মোটা সোটা হয় যে, দেখতে এক বছরের বাচ্ছার মত মনে হয় তাহলে তা কোরবানী করা জায়েয হবে।

গরু ও মহিষ দু' বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তা কোরবানী করা জায়েয হবে না। উট পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে ছয় বছরে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তা কোরবানী করা জায়েয হবে না। তবে কোরবানীর পশু মোটা-সোটা ও সর্ব প্রকার দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া উত্তম। যে পশুর জন্মগতভাবে শিং নেই তা কোরবানী করা জায়েয আছে। তদ্রূপ যে পশুর কিছু শিং ভেঙ্গে গেছে তা কোরবানী করা জায়েয আছে। কিন্তু যদি ভাঙ্গার পরিমাণ মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে সেটা কোরবানী করা জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে খাসী কোরবানী করা জায়েয আছে। বরং তা (কোরবানী করা) উত্তম। কেননা খাসীর গোশ্‌ত উত্তম ও মজাদার। তদ্রূপ পাঁচড়া যুক্ত পশু মোটা হলে তা কোরবানী করা জায়েয আছে। তবে চর্মরোগাক্রান্ত পশু যদি অতিশীর্ণকায় হয় তাহলে সেটা কোরবানী করা জায়েয হবে না। এভাবে অপ্রকৃতিস্থ পশু কোরবানী করা জায়েয আছে। যদি অপ্রকৃতিস্থতা তাকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি না করে। কিন্তু যদি অপ্রকৃতিস্থতার কারণে তাকে প্রতিপালন করা সম্ভব না হয় তাহলে তা কোরবানী করা জায়েয হবে না। অন্ধ পশু কোরবানী করা জায়েয হবে না। আর তা হল এমন পশু যার দুটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। তদ্রূপ কানা পশু কোরবানী করা জায়েয হবে না। আর তাহলো এমন পশু যার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। জবাই করার স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে অক্ষম এমন খোঁড়া পশু কোরবানী করা জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে যে খোঁড়া পশু তিন পায়ে হাঁটে এবং হাঁটার সময় সাহায্য নেওয়ার জন্য চতুর্থ পা মাটিতে রাখে তা কোরবানী করা জায়েয হবে।

এভাবে এমন দুর্বল পশু কোরবানী করা জায়েয হবে না দুর্বলতার কারণে যার অস্থিতে কোন মগজ নেই। তদ্রূপ এমন পশু কোরবানী করা জায়েয হবে না, যার অধিকাংশ কান কিংবা অধিকাংশ লেজ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যদি দুই তৃতীয়াংশ কান বাকি থাকে এবং এক তৃতীয়াংশ কান নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা কোরবানী করা সহী হবে। তদ্রূপ দন্তবিহীন পশু কোরবানী করা জায়েয নেই। অর্থাৎ এমন পশু যার সমস্ত দাত ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু যদি অধিকাংশ দাঁত বাকি থাকে তাহলে তা কোরবানী করা সহী হবে। তদ্রূপ কানবিহীন পশু কোরবানী করা জায়েয হবে না। আর সেটা হল এমন পশু জন্মগতভাবে যার কান নেই। অনুরূপভাবে ওলানের বাঁট কাটা পশু কোরবানী করা জায়েয নেই।

مَصْرِفُ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ وَجُلُوْدُهَا

يَجُوْزُ لِلْمُضَحِّيْ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْ لُّحُوْمِ الْأُضْحِيَّةِ ـ كَذَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُّطْعِمَ الْفُقَرَاءَ ، وَالْأَغْنِيَاءَ مِنْ لُّحُوْمِ الْأُضْحِيَّةِ ـ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يُّوَزِّعَ

لُحُوْمَ الْأُضْحِيَّةِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ـ يَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ ، وَيَدَّخِرُ الثُّلُثَ لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ ، وَيَتَّخِذُ الثُّلُثَ لِأَقْرِبَائِهِ وَأَصْدِقَائِهِ ـ إِنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ اللُّحُوْمِ لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ جَازَ ـ إِذَا كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ مَنْذُوْرَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهَا جَمِيْعًا ـ وَيَجُوْزُ لِلْمُضَحِّىْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ فِىْ مَصْرِفِهٖ وَكَذَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُهْدِىَ جِلْدَهَا إِلٰى غَنِىٍّ ـ وَلٰكِنْ إِذَا بَاعَ جِلْدَهَا فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهٖ ـ وَلَا يُعْطِىْ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِىِّ ، وَلَا مِنْ ثَمَنِ جُلُوْدِهَا ـ

কোরবানীর গোশ্ত ও চামড়া ব্যয়ের ক্ষেত্র

যে ব্যক্তি কোরবানী দিবে তার জন্য নিজের কোরবানীর পশুর গোশ্ত খাওয়া জায়েয আছে। তদ্রূপ ধনী-দরিদ্র উভয়কে কোরবানীর গোশ্ত খাওয়ানো তার জন্য জায়েয হবে। কোরবানীর গোশ্ত তিন ভাগ করা উত্তম। এক ভাগ সদকা করবে, এক ভাগ নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য রাখবে। আর এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য রাখবে। যদি সমস্ত গোশ্ত সদকা করে দেয় তাহলে সেটা উত্তম হবে। আর যদি সমস্ত গোশ্ত নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য রেখে দেয় (তাহলেও) জায়েয হবে।

যদি মানতের কোরবানী হয় তাহলে তা খাওয়া কোন অবস্থায় জায়েয হবে না, বরং সমস্ত গোশ্ত (গরীবদের মাঝে) সদকা করে দিতে হবে। কোরবানী দাতার জন্য কোরবানীর পশুর চামড়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েয আছে। তদ্রূপ কোরবানীর চামড়া ধনী লোককে হাদিয়া দেওয়া জায়েয হবে। কিন্তু যদি চামড়া বিক্রি করে তাহলে চামড়ার বিক্রীত মূল্য সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। কোরবানীর গোশ্ত ও তার চামড়ার মূল্য থেকে কসায়ের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে না।

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ